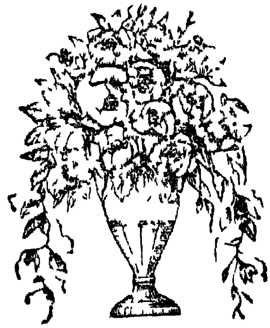
প্রাচ   বির গ্রন্থাব

দ্বিতীয় ভাগ।

বিদ্যাপতির পদাবলী, জ্ঞানদাসের পদাবলী,
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী, দুর্গাপঞ্চরাত্রি, এ
দাসের পদাবলী সম্মিলিত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত



কলিকাতা—১৬নং বীডন ষ্ট্রীট, "বসুমতী কার্য্যালয়" হইতে
প্রকাশিত।

১৬নং নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৪।

নিবেদন।

দ্বিতীয়ভাগ প্রাচীন-কবির-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল, কালমাহাত্ম্যে র[illegible] হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীনকবির গ্রন্থ গণনা হইতে পারে না। কত শত বিজ্ঞ [illegible] এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু জানিনা কি দোষে কোন মহাত্মারই [illegible] হয় নাই। পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘনের ন্যায় আমাদের এই বৃহৎ অনুষ্ঠান কতদূর [illegible] তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই বলিতে পারেন, আমাদের যথাজ্ঞান ও যথাসাধ্য প্রা[illegible] গ্রন্থ সমূহ প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়া যদি বঙ্গ[illegible] কিঞ্চিৎ লুপ্তরত্ন উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে জীবন সার্থক, বা[illegible] না সার্থক জ্ঞান করিব।

এ কার্য্যের প্রধান সহায় গ্রাহকগণ। তাঁহারা প্রথম ভাগের ন্যায় উৎসাহ [illegible] দানে ক্রমে ক্রমে শত শত ভাগ প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতে পারে।

স্বজাতি সাহিত্যপ্রিয় পাঠকগণের কৃপায় আমরা এ বিপুল কার্য্যভার [illegible] করিব। যাঁহারা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পুস্তকাদি দিয়া আমাদের সাহায্য [illegible] করিবেন আমরা তাঁহাদের নিকট চিরঋণী আমাদের জীবনে এ ব্রতের ন্যায় [illegible] এ কার্য্যের ন্যায় সুখকর কার্য্য আর কিছুই নাই। নিবেদন ইতি

বিনীত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখো[illegible]

সূচী পত্র।

বিদ্যাপতির পদাবলী।

জ্ঞানদাসের পদাবলী।

কৌতুক বিলাস।

(শ্যামাচরণ কৃত।)

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

(কবি দুর্গাচরণ কৃত।)

দুর্গাপঞ্চ রাত্রি।

(কবি জগদ্রাম রায়।)

গোবিন্দ দাস।

প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি।

(১)

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন নেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।
সখিরে পুছই কৈছে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ॥
মাধব পেখনু অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহু আগেয়ানি।
দুহু একযোগ ইহকো কহে সেয়ানী॥

(২)

দিনে দিনে পয়োধর ভৈগেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥
পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ॥
সো পুন ভৈগেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥
মাধব পেখনু রমণী সন্ধান।
ঝাটহি ভেটনু করত সিনান॥
তনু শুক বসন তনু হিয় লাগি।
যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি॥
উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী॥

(৩)

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ॥

দুহু, দুই। শ্রবণক, কর্ণের। নেল, লইল, অবলম্বন করিল। লহু, লঘু, মৃদু। সিঙ্গার, শিঙ্গার, শৃঙ্গার, বেশবিন্যাস। উরজ কুচযুগল। বেরি, বার। পহিল, প্রথমে। বদরী, কুল। নবরঙ্গ নরঙ্গ, লেবু বিশেষ। আগোরল, প্রকাশ করিল। আগেয়ানি, অজ্ঞানী, অজ্ঞান। সেয়ানী, সেয়ানা বা চতুর। ভৈগেল, হইয়া গেল। পীন, স্থূল। মাঝ, কোমর। অবহি, এখন। দীঠ, দৃষ্টি, বুদ্ধি। দিল পীঠ, আসন দিল।

পেখনু দেখিলাম। ঝাটহি ঝাটে, কান্তারে, নিকুঞ্জে। উরহি, উরঃস্থলে বুকে। নয়ন ক্ষণে ক্ষণে কোণ অনুসরণ করে অর্থাৎ দৃষ্টি মধ্যে মধ্যে বক্র হয়। দশন ছটাছট, দশন-ছটার (সমূহের) ছটা (দীপ্তি) আছে যাহাতে। চৌঙকি, চমকি, শিহরিয়া অর্থাৎ চকিত হইয়া, দ্রুতগমনে প্রয়াস পায়। হৃদয়জ, স্তন। ভেট, সাক্ষাৎ। জ্যেঠ কনেঠ, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ।

বিদ্যাপতি কহে শুনবর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নুই না জান॥

(৪)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহু রান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি॥
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ উদয় থল লালিম দেল॥
চরণ চঞ্চল, চিত্ত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥

(৫)

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু বাই॥
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচন যুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকশল অঙ্গ না যাওত ধনে॥

(৬)

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাপয়ে লাজে॥

কবহু, কখন। কচ, কেশজাল। বিথারি বিথারই, বিস্তারিত করে। ঝাঁপয়ে, আবৃত করে। উঘারি, উঘারই, খুলিয়া রাখে। উরজ উদয় থল, স্তনের উদ্গমস্থল। সুরঙ্গ, হিঙ্গুল। বান্ধুলি, বন্ধুক পুষ্প। ভাঙক, জর। জনু, যেন। বেকত, ব্যক্ত, অনাবৃত। ঝাঁপয়ে, আবরণ করে।

বালাজন সঙ্গে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তহি করই॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।
কো কহে বালা কো কহে তরুণী॥
কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা চরিত রসিক জন জানে॥

(৭)

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল॥
অব সবখণ রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত॥
কি কহব মাধব বয়স কি সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥
তহও কাম হৃদয়ে অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥
শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনহ সঙ্গীত॥
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ।
কেহ না মানই জয় অবসাদ।
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সো তছু ছোড়ি নাহি পারি॥

(৮)

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥
করু দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥

তহি, সেইজন্য। ভেটনু, দেখিলাম। রভস, রহস্য, বিলাস, বিবরণ। আনত, অন্যত্র। ততহি, তাহাতে। রোয়ল, রোপণ করিল; স্থাপন করিল। ঠাম, গঠন। তছু, তস্য, তাহার।

অব অনুখণ দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥
হাম অবধারলু শুন বরকান।
শুনই অব তুহুঁ করহ বিধান॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

(১)

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥
ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কিয়ে শশিমণ্ডল শিখণ্ড সন্বেশ॥
জাতকী কেতকী কুসুম সুবাসে।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাসে॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন্য করল বিহি মদন-ভাণ্ডার॥

(২)

কানু হেরব ছিল মনে সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরম দ।
তবধরি অবোধী মুগধ হাব নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় ন পারি॥
সাঙন ঘনসম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥

ঝামর, কৃষ্ণবর্ণ। কুটিলহি, কোঁকড়ান। তবধরি, সেই অবধি। সাঙন, শ্রাবণ। রভসে, ঔৎসুক্যে।

ন' জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিছর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

(৩)

এ সখি কি পেখলু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল যুগল পর চান্দকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নবপল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী বেঢল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিণী কহ নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হরল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুঁহু ভাল জান॥

(৪)

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজে॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥

বিছরিয়ে, বিস্মৃত হই। শ্রীকৃষ্ণের দেহ তরুণতমাল, ও পীতধড়া বিদ্যুল্লতা বলিয়া উপমিত হইয়াছে। বেঢ়ল, বেষ্টন করিল। মোড়, মোর, মস্তকে। হঠসঞে, হঠাৎ; বলপূর্ব্বক। পৈঠয়ে, প্রবেশ করে। জনি, পাছে।

গুরুজন সমুখই ভাবতরঙ্গ।
যতন হিঁ বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥

(৫)

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আরদিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মুল বিনু পর-ধনে মাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি-কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝই না বুঝ ইহ রস রোল॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

(রূপদর্শনে।)

(১)

অপরূপ পেখলু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভাঙ-বিভঙ্গি বিলাস।

লহু লহু চরণে, লঘু লঘু মৃদু মৃদু গতিতে। নিয়ড়ে, নিয়রে, নিকটে। মুল, মূল্য। বেয়াজ, ব্যাজ, সুদ। বৈদগধি-কলা, রসিকতাসূচক হাবভাব। পেখলু, দেখিলাম। উয়ল, উদিত হইল। হিমধামা, হিমধাম, চন্দ্র। দউ, দুই। ভাঙ, ভাব, অনুরাগ।

চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমোতি-হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি,
ঢারত সুরধুনী ধারা॥
পয়সি প্রয়াগে জাগশত জাগই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক,
গোপীজন অনুরাগী॥

(২)

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বরনারী॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শারদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয়পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥

জোর, যোড়া, দুইটী। কাজর, কাজল। পাশ, রজ্জু। গীম, গ্রীবা। গজমোতি, গজমুক্তা। কম্বু, শঙ্খ। কনয়া, কনক, সুবর্ণ। ঢারত, ঢালিতেছে। পয়সি, জলে। জাগই, জাগাইয়া। গজহু গামিনী, গজেন্দ্রগামিনী। বিহসি, হাসিয়া। পালটি, ফিরিয়া চাওয়া। কুসুমসায়ক, মদন। কুহকী, মুগ্ধকর। জোরি, জুড়িয়া। মোরি, বদন মুড়িয়া। ততহি, অনন্তর। যৈছে, যৈসে, যেমন। উরহি বক্ষঃস্থলে। করল, করিল। ওর, সীমা। যাবক, আলতা।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলিব মোয়॥

(৩)

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝে কাল-ভুজঙ্গিনী-
শ্রীযুত খঞ্জন খেলা॥
নাভি বিবর সঞে লোম-লতাবলী
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা—খগপতি- চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বাণে।
বিহি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ রস কূপ যো জানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে॥

(৪)

কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বরভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরী কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহু পুনঃ কাহে ডরাসি॥
কুচভরে কমল-কোরক জলে মুদি রহু,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম্ব শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু,
করভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদনপরতাপে॥

(৫)

কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশিবয়না।
নিমিখ নেহারি রহল দ্বয়নয়না॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি জাব॥
আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম তরঙ্গ॥

(৬)

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥
রামাহে অধিক চন্দিম ভেল।
কতনা যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোহে দেল॥

বিহি, বিধি। মনোভবমঙ্গল, মদনের শুভদায়ক। অরু-অরুণ, রক্তাভ। ভেলা, ভেল, হইল। সঞে, হইতে। নিশ্বাস-পিয়াসা, নিশ্বাসবায়ুর জন্য প্রয়াস-বিশিষ্ট। ভরম, ভ্রম। সান্ধি, গহ্বর।

তুয়া,তোমার। তুহু, তুমি। কাহে,কাহাকে। রহু, থাকে। হুতাশে, অগ্নিতে। কুচভয়ে পদ্মকলি জলমধ্যে মুদ্রিত থাকে, ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করে, দাড়িম্ব ও শ্রীফল গগনে বাস করে এবং শম্ভু গরল গ্রাস করেন। রাব, রব, কথা। জাব, যাব, যায়। তেজই, ত্যাগ করে। সাঙর, কৃষ্ণবর্ণ। বহি, উহা।

উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায়।
কতনা যতনে কতনা গোপসি
হিমে গিরি না লুকায়॥
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি ভরে উলটায়॥
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এসব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণ॥

(৭)

যব গোধুলি সময় বেলি,
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরী-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥
ধনি অলপ-বয়সী বালা,
জনু গাঁথনি পুহপ-মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল
বাঢ়ল মদন-জ্বালা॥
গোরি কলেবর নূনা,
জনু আঁচরে উজোর সোণা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনি
দুলহ লোচন কোণা॥
ঈষৎ হাসনি সনে,
মুঝে হানল নয়ন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

উরজ-অঙ্কুর, কুচকলি। চীর, বস্ত্র। ঝাঁপায়সি, আবৃত করিতেছে। বেলি, বেলা। বিজুরী-রেহা, বিদ্যুৎ-রেখা। দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, কলহ। পসারিয়া, উৎপাদ্ন করিয়া, বিস্তার করিয়া। খিনি, ক্ষীণ। দুলহ, দুলই, দুলিতেছে।

(৮)

নবুঞা-বদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুণিম-শশী॥
অপরূপ-রূপ রমণী-মণি
যাইতে পেখনু গজরাজগমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি,
তনু অতি কোমলিনী।
কুচ ছিরি ফল-ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন বর
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর-নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

(৯)

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ-মালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরি লব মন, জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি অধরু মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা॥
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহু
হেরি হেরি না পূরল আশা॥

নবুঞাবদনী, ননীমুখী। কহসি, কহিতেছে। হসি, হাসি, হাসিয়া। বরিখে, বরিষে, বর্ষণ করে। পুণিম, পূর্ণিমার। খিনি, ক্ষীণ। ছিরিফল, শ্রীফল। জনি, যেন, পাছে। পেখন, দেখা। সঞে, হইতে। কটোরা, বাটী। কাঁচলা উপাম, কাঁচুলির মত। অধরু অধরে। মিলায়ত, মিলাইয়া। কহতহি, কহিতেছে। অতয়ে, অন্তরে।

(১০)

যাইতে পেখলু নাহলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিমহারা॥
অলকহিঁ তিতল তহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর পয়োধর সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥
ও নুকি করতহি দেহা।
অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা॥
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ওরূপ নেহারি॥

(১১)

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ।
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা।
তিতিল বসন তনু লাগি।
মুনিহক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজকুল আনি মিলায়ল দেবা॥
তেঁঞি শঙ্কা ভুজপাশে।
বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥

(১২)

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখলু সিনানক বেলা॥
চিকুর গলয়ে জলধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর!
তেঁঞি উদাসল কুচজোর।
পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা॥
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥

(১৩)

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বরকান।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল॥
নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া রসপান।
দুহু দোহাঁ দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান॥

নাহলি, স্নান করিল। গোরী, সুন্দরী, কতিসঞে, কত হইতে, অর্থাৎ কত স্থান বা কত দ্রব্য হইতে। আনলি, আনিল। গলয়ে, ঝরিতেছে। মোতিম, মুক্তা। নিরঞ্জন, কজ্জলশূন্য। রাতা, রক্তবর্ণ, লোহিত। অবহি, এখনই। ছোড়বি, ছাড়বে। লেহা, স্নেহ। রোই, কাঁদিয়া। গলয়ে, ঝরিতেছে। সিনান, স্নান। মুনিহক, মুনিরও। চকেবা, চক্রবাক।

মেহ, মেঘ। বরিখে, বর্ষে। মোতিমহারা, মুক্তাহার। পরচুর, প্রচুর। ধয়ল, ধরল, ধরিল। তেঁঞি তেঁত, সে। উদাসল, অনাবৃত করিল। নীবিবন্ধ, কটি বন্ধ। করল উদেস, উদাস করিল, অনাবৃত করিল। টুটি, ছিঁড়ি। সঞ্চরু, সঞ্চয় করিতে লাগিল, কুড়াইতে লাগিল। চুনি, চুনই, সংগ্রহ করিয়া। সঞ্চরু, সঞ্চরণ করিতে লাগিল। রসহুঁ পসারল, রসবিস্তার করিল।

(১৪)

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চাঁদ উজোরি॥
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল॥
কাহার রমণী কে উহ জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি॥
তৈ ভেল বেকত পয়োধরশোভা।
কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা।
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচ কুম্ভ কহি গেও আপন কি আশ॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন-শর কাহেনা লাগ॥

(১৫)

কণ্টক মাহ কুসুম পরকাশ।
ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ে বাস॥
রসবতী মালতী পুনঃ পুনঃ দেখি।
পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি॥
উহ মধু-জীব তুহু মধু-রাশে।
সঞ্চিত ধর মধু অবহু লজ্জাসে॥
ভ্রমর বিকল কতিহু নাহি ঠাম।
তুয়া বিনু মালতী নাহি বিসরাম॥
আপন মনে ধরি বুঝ অবগাহে।
ভ্রমর বধ পাপ লাগত কাহে॥
ভণহি বিদ্যাপতি পায়ব জীবে।
অধর সুধারস যদি বোহ পীবে॥

বিহসলি, বিহসল, হাসিল। চান্দ-উজোরি, চন্দ্রসমুজ্জ্বল চন্দ্রে বা চন্দ্রের শোভায় উজ্জ্বল। বারি, বারই, নিবারণ করিয়া। পিবইতে, পান করিতে। জীউ উপেখি, জীবনের উপেক্ষা করিয়া। সঞ্চি, সঞ্চয়, করিয়া। অবহু, এখন। লজ্জাসে, লজ্জায়। কতিহু, কোথাও। ঠাম, ঠাঁই, স্থান। বিসরাম, বিশ্রাম। বুঝ অবগাহে, স্থির করিয়া বুঝ।

(১৬)

মাধব কি কহব সুন্দরী রূপে।
কত না যতনে বিধি আনি মিলায়ল
দেখলু নয়ান স্বরূপে॥
গজরাজ-চরণযুগ শোভিত
গতি গজ রাজক ভানে।
কনক কদলীপর সিংহ সমাহল
তা পর মেরু সমানে॥
মেরু উপরে দুই কমল ফুলাএল
নাল বিনা রুচি পায়।
মণিময় হার ধার বহ সুরসরি
তেঞি নাহি কমল শুকায়॥
অধর বিম্ব সনে দশন দাড়িম্ববীজু
রবিশশী উভয় পাশ।
রাহু দূরে রহু নিকটে না আওয়ে
তেঁই না করয়ে গরাস॥
সারঙ্গ বচন জনু সারঙ্গ নয়ন
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপরে জনু দউ সারঙ্গ
কেলি করই মধুপানে॥
ভণতি বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি
এমন জগৎ নহি আনে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণে॥

ভানে, সমান বা সদৃশ হয়। সমাহল, সমাহিত বা স্থাপিত করিল। সমানে, সমানয়ন করিয়াছে; আনিয়া রাখিয়াছে। ফুলাএল, ফুটাইয়াছে। বহু, বহে। সুরসরি, সুরসরিৎ, গঙ্গা। বীজু, বীজ। সমধানে, সন্ধানে, শরযোজনে। দউ, দুই। সুন্দরীর কোকিলের (সারঙ্গ) ন্যায় বচন ও হরিণের (সারঙ্গ) ন্যায় লোচন। তাহার সন্ধানে (নয়নের সন্ধানে অর্থাৎ কটাক্ষে) মদন (সারঙ্গ) বিরাজিত; পদ্মের (সারঙ্গ) উপরে দুটি ভ্রমর (সারঙ্গ) উড়িয়া মধুপানে কেলি করিতেছে অর্থাৎ পদ্মরূপ বদনমণ্ডলে ভৃঙ্গরূপ চক্ষুদ্বয় বিরাজমান। কিম্বা পদ্মনেত্রে ভৃঙ্গরূপ তারাদুটী বিহার করিতেছে।

(১৭)

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ॥
কি হেরিলোঁ। অপরুব গোরি।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ॥
যাঁহা লহু হাস সঞ্চার॥
তাঁহা তাঁহা অমিঞা বিকার॥
যাঁহা যাহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন শর লাখ॥
হেরইতে সো ধনি থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥
পুন কিএ দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুঃখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়াগুণে দেয়ব আনি॥

সখীগণ।

(১)

ধনি ধনি রমণি, জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর
চাতক চাহ তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥

কেশ পসারি যব তুহু আছলি,
উর-পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি,
করে কর জোরহি মোর।
অলিখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর॥
এতহুঁ নিদেশ কহলু তোহে সুন্দরি,
জানি তুহ করহ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহু সো শুন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(২)

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তবে যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দকলা সম বাঢ়ি॥
তুহু যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতি মিলে রসবন্ত॥
তুহু যদি কহসি করিঞা অনুষঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ-মাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ-গুণবতিকা ইহ বড় কাজ॥

(৩)

শুন শুন গুণবতি রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে॥
চান্দ দিনহি দীনহীনা।
সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গড়ায়ব বুঝি কত বেরি॥

আগোর আগলান। ধনি, ধন্য। ঝুরয়ে অশ্রু মোচন করে।

জোরহি, যুক্ত করিয়া। অনুষঙ্গ, অনুকম্পা।

তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি॥

(৪)

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥
কারণ কিছু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখী।
রূপনারায়ণ সাখী॥

(৫)

শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
হাম শিখায়ব বচন বিশেষ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম॥
যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণি।
মৌন ধরবি কছু না কহবি বাণী॥
যব পিয়ে ধরি বলে লেয় নিজপাশ।
নহি নাহি বোলবি গদ গদ ভাষ॥
পিয়-পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
রভস-সময়ে পুনঃ দেয়বি ভঙ্গ॥
ভণহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম॥

(৬)

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী।
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

(৭)

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি॥
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি ?
বেলি অবসান কালে।
গিয়াছিলি নাকি জলে॥
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে॥
দেখায়্যা বদন চান্দে।
তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে॥
তুহু ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে॥
তাহে হৃদয় দরশি গোরি।
মন করিলি চোরি॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহি সুন্দরি।
কানু জিয়াবে কি করি ?

(৮)

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥

ভাখী, ভাষা, বাণী। পরিরম্ভণ, আলিঙ্গন। মোড়বি, ফিরাইবি। রভস-সময়ে, বিহার-কালে।

মতঙ্গজে,হস্তী। মুগধিনি,মুগ্ধে। মঝু,আমার।

সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্ধ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যে গুণবন্ত সোই ফল পাব।

(৯)

না জানি প্রেমর নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করব পিরীতি।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশভীত॥
সখি হে হাম অব কি বলিব তোয়।
তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয়॥
সো বর-নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জাউ নিকসব যব্ রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।
শুনহু ঐছে নহ তাক বিলাস॥

(১০)

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥
বচন-চাতুরি হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরি মেলি বনায়ত বেশ॥
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥

সো বর-নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।
অবকে মিলন সমুচিত হোয়॥

(১১)

এ সখি এ সখি না বোলহ আন।
তুয়া গুণে লুবুধল সুন্দর কান॥
নিতি নিতি নিয়র আও বিনু কাজ।
বেকতয় হৃদয় লুকাওয়ে লাজ॥
অনতহি গমনে এতহি নিহার।
লুবুধল নয়ন ফিরায় কে পার॥
বিদগধ সেহ তোঁহে তসু তুল।
এক নলে গাঁথা জনু দুই ফুল॥
ভণহি বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহারে।
এক শরে মনমথ দুই জীব মারে॥

অভিসার।

(১)

করিবর-রাজহংস-গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা।
অমল তড়িত দণ্ড, হেম মঞ্জরী,
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে।
ভাঙ লতা, ধনু, ভ্রমর ভুজঙ্গিনী
জিনি আধ বিধুবর ভালে॥
নলিনী চকোর, সফরী সব মধুকর,
মৃগী, খঞ্জন, জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল গরুড়-চঞ্চু জিনি,
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি॥

নিয়ড়ে, নিকটে। নীবিহক, নীবিহক, নীবির। বন্ধ, বাঁধন, কটিবন্ধ। আব আবে, আওয়ে, আসে, আগমন করে। রভস, হর্ষ। নিকসব, বাহির হইবে। বনায়ত, বানায়, বিন্যাস করে।

অবকে, এখন, অধুনা। আন, অন্য। নিয়র, নিকট। বেকতয়, ব্যক্ত করে। বিদগধ, বিদগ্ধ, রসিক। তোঁহে তসু তুল, তুমি তাহার সমান। বিশেখি, বিশেষ।

কনক মুকুর, শশী, কমল জিনিয়া মুখ,
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা, জিনি কুন্দ করগবীজ,
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে॥
বেল, তালযুগ, হেমকলস, গিরি,
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল, পাশ বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা॥
লোমলতাবলী শৈবাল, কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণীরঙ্গা।
নাভি সরোবর, সরোরুহদল জিনি,
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা॥
উরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি,
স্থলপঙ্কজ পদপাণি।
নখ দাড়িম-বীজ, ইন্দু-রতন জিনি,
পিক জিনি অমিয়া বাণী॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা॥

(২)

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থ হি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে ন হেরি আন॥

(৩)

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি খণে আওব কুঞ্জরগমনী॥
ভীমভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥
বিহি পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী কর অভিসার॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই, লখই নাহি পারা॥
সব যোনি পালটি ভুলালি।
আওত মানবী ভানত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবধূ পরাভব সহই॥

(৪)

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দকি চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয়॥

করগবীজ, করকবীজ, দাড়িম্ব বীজ। কটরি, কটরা, বাটা। তরঙ্গিণী-রঙ্গা, তটিনীর তরঙ্গলীলা। ইন্দুরত্ন মুক্তা। মুদরি, উন্মোচন করিয়া। সগরি, সগর, সকল।

উজিয়ার, উজ্জ্বল। বিঘিনি, বিঘ্ন। বিথারিত, বিস্তারিত বাট, পথ। রয়নি, রৈণী, রাত্রি। সরণা, সরণি, পথ। পালটি, ফিরিয়া দেখিয়া, চাহিয়া। সব-যোনি, সর্প, পিশাচাদি সর্ব্ব প্রাণী। মানবী-ভান,-মানবীর ভাণ করিয়া; রূপধারিয়া। লোলী, লোলা, লক্ষ্মী। আঁচরে, অঞ্চলে।

হাসি সুধামুখি মা কর বিজোরি।
হাসীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি॥
অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দুর সমীপ বসায়ল মোতি॥
শুন শুন সুন্দর হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয় জনি বিপদক লেশ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহু নিষ্কলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমাদেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক॥

(৫)

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদকিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতয়ে প্রকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
ধম্মিল্ল লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরণ বসন আনহি করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজনযন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি নী চিহ্নই নাগররাজ॥
হেরইতে মাধব পড়লাহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥
বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেল।
উপজল কত কত মনমথ কেলি॥

নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন

(১)

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোঁহে সোঁপনু ধনি রাই॥
কমলিনী—কোমল কলেবর।
তুঁহু সে ভোখিল মধুকর॥
সহজে করাবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচবাণ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জর জনু সরোরুহ॥
গণইতে মোতিমহারা।
ছলে পরশবি কুচভারা॥
না বুঝয়ে রতিসুরঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি, ক্ষণে ভঙ্গ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহাবি ফুলধনু॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে॥

(২)

একে ধনি পদুমিনী সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে কত করু না কোটী॥
হঠ পরিরম্ভণে "নহি নহি" বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল॥
বালি—বিলাসিনী, আকুল—কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ॥

বিজোরি, বিজলী বিদ্যুৎ। জনি, যেন না। সোয়াথ, (সোয়াস্তি-স্বস্তি) শান্তি। লেহ, স্নেহ, প্রায়। ধম্মিল্ল, খোঁপা। না চিহ্নই, চিনিতে পারিল না। ধন্দ, ধাঁধা, সন্দেহ।

ভোখিল, ক্ষুধার্ত। পাঁচবাণ, মদন। মোতিম, মুক্তা। পদুমিনী, পদ্মিনী। হঠ, বলপ্রকাশ। পরিরম্ভণ, আলিঙ্গন। ডোল, দোলে, কম্পিত হয়। বালি বালিকা। অঞ্চল, প্রান্ত।

(৩)

পহিল চললি ধনী পিয়াক পাশে।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাসে॥
ঠাঢ়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।
হেম মূরতি জনি নাচল পিছারে॥
কর দুহু ধরি পহু নিয়রে বৈসায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায়॥
খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকাওল মাধব বুকে॥
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত।
রাজা শিবসিংহ শুনি হরখিত॥

(৪)

সখী পরবোধিয়ে যতনে আনি।
পিয়া হিয় হরখি ধয়ল নিজপাণি॥
ছুঁইতে রাই মলিন ভৈ গেলি।
বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন গেলি॥
"নহি নহি" কহয়ে নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর॥
আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনি থারি।
করে কুচ পরশে গেহ ভেল থোরি॥
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত, থরহরি কাঁপে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার॥

(৫)

বালা রমণী—রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ!
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল-ভুজঙ্গ॥
বেরি এক কর ধনী মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহু মোড়সি মুখ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহু রস-সাগর, মুগধিনী নারী॥

(৬)

কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুটল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধরল জনু কনয়া কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি একগুণে।
ফেলি আওলি তুহু পূরবক পুণে॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥

(৭)

কি কহব যে সখি রজনী কি বাত।
বহু দুঃখে গোঙায়নু অধরে সাথ।
করে কুচ ঝাঁপয়ে বধয় মধু পান।
বদনে বদন দিয়া অধরে পরাণ॥
নবযৌবন তাহে রস-পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঁয়ার॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তুহু মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি।

পহিল, প্রথমে। পিয়াক, প্রিয়তমের। ঠাঢ়ি, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া। শুতায়ল, শোওয়াইল, শয়ন করাইল। মোড়ই,মোড়ে,আবৃত্ত করে।

বেরিএক. একবার। সাঙরি,সোঙরি, স্মরণ করিয়া। ঝামরি. বিমর্দ্দিত। ঝামরি-দেহা, নিষ্পেষিত হইয়াছে দেহ যার। নয়লি, নূতন। সুরঙ্গ, হিঙ্গুল, সুন্দর। পঙার, প্রণালী। রঙ্গ,রমণীয়। ধরল, রাখিল, গোঙায়নু, যাপন করিলাম

(৮)

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগর-রাজ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে, দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সেই লুবধ-মতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রসকেলি॥
হঠ করি নাহ করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সঙ্গিনী সমাজ॥
জানসি তব্ কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি যো থির তাহে নেহারি।
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস॥

(৯)

পুছমো এ সখি পুছমো তোয়।
কেলিকলা রস কহবি মোয়॥
কেশ ভূষণ তোর সব ছিল পুর।
অলকা তিলক মিটি গেলহি দুর॥
কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি লাগল দশনক চিহ্ন্॥
কোন্ অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা! হা! শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥
আলসহি পূরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সব রস পেয়ল রসিক মুরারি॥

(১০)

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
কি করব হাম তাক পরবোধে॥
অলপ বয়স হাম কানুসেঁ তরুণা।
অতিহু লাজ ডর অতিহু করুণা॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুঃখ দেলি॥
হঠ ভেল রস হাম হরল গেয়ান।
নীবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জান॥
দেয়লহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি
তৈখনে হৃদয় মঝু উঠল কাঁপি॥
নয়নে বারি দরশায়নু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোঁই॥
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা।
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি নারি।
তুহু সচেতনী লুবধ মুরারি॥

(১১)

হাম অতি ভীতা রহনু তনু গোই।
সো রস-সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাই হোয়ল কয়ল যে শাতি।
মদন লতা জনু দংশল হাতী॥
কত পুন কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল।
হামারি আছল কত পূরবক ভাগি।
ফিরি আওনু হাম সে ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল, পহিল সম্ভেদ॥

(১২)

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥
সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লই॥

মঝু, আমার। পহিল, প্রথম, নূতন। বেলি, বেলায়, সময়ে। ভিন ভিন, ছিন্ন ভিন্ন। বা, বাতাস। তাক পরবোধে, তাহার প্রবোধে।

তাহার আশ্বাস বাক্যে। করুণা, কোমলা। মঝু, আমার। গোই, গোপন করিয়া।

চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি কয়ল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই॥
কি বা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ॥
সো ধনী হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥

(১৩)

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব-কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিমহার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পগুার॥
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ॥

(১৪)

এ সখি এ সখি লইয়া না যাহ।
মুঞি অতি বালী সো আরত নাহ॥
পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে॥
দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর॥
মাইহে কি সহত জীবক শাতি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি তখনক ভান।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান?

মদনলতা, কাঁটাসহ। সম্ভেদ, মিলন। ছন্দ, প্রকার। রভসে, আনন্দে। ভাঙর ভঙ্গিম, ভ্রূভঙ্গী। দিঠ, দৃষ্টি। করু ঝাঁপে, আচ্ছাদন করিয়াছে। গীমক, গলার মোতিমহার, মুক্তাহার। জনি, যেন না। ঝাঁপ, আক্রমণ। ঝাঁপল, ঢাকিল। চীর, বস্ত্র। ভান, ভাব।

(১৫)

থরহরি কাঁপল লহু লহু ভাষ।
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ॥
আজ ধনী পেখনু বড় বিপরীত।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত॥
সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি।
পাওল মদন মহোদধি সাখী॥
চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্কা।
মিলল লহু চাঁদ সরোরুহ অঙ্কা॥
নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী।
জানল মদন ভাণ্ডারক চোরি॥
ফুয়ল বসন, হিয়া ভুজে বহু সাঠি।
বাহিরে রতন আচরে দেই গাঁঠি॥
বিদ্যাপতি কি বুঝব বল, হরি।
তেজি তপল পরিরম্ভণ বেরি॥

(১৬)

নীবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর।
না হোয়ব তোহার মনোরথ পূর॥
হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিচারি।
বড় তুহু ঢীট বুঝলু বনমালি॥
হামারি শপথ যদি হেরহ মুরারি।
লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি॥
বিহর সে হরষি, হেরনে কৈছে কাম।
সো নাহি সহব হি হামার পরাণ॥
কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার।
করয়ে বিলাস দীপ লই জার॥
পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিব সিংহ লছিমা পরমাণ॥

কাম-কুণ্ড, কন্দর্পের সাগর। বঙ্কা, বক্র। ফুয়ল, আলুলায়িত, উন্মুক্ত। সাঠি, সাঁটিয়া, দৃঢ় করিয়া। তপল, তল্প, শয্যা, গৃহ, ভার্য্যা। পরিরম্ভণ বেরি, আলিঙ্গন সময়ে। ঢীট, শঠ। লহু, ধীরে।

(১৭)

রতি সুবিশারদ তুহু, রাখ মান।
বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান॥
এবে সে অলপ রসে না পূরব আশ।
থোরি সলিলে তুয়া না যাব পিয়াস॥
অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।
প্রতিপদ চান্দ কলা সম রীতি॥
থোরি পয়োধরে না পূরব পাণি।
না দিহ নখ-রেহ হরি রস জানি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত।
কাঁচা দাড়িম্ব প্রতি ঐছন প্রীত॥

(১৮)

গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি।
তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বরনারী॥
তুঁহুত নাগর গুরু হাম অগেয়ান।
কেলি-কলা সব তুহুঁ ভালে জান॥
ফুয়ল কবরী মোর, টুটল হার।
হাম অবুঝ নারী তুহুঁত গোঙার॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
রোগী করয়ে যৈছে ঔখদ পান॥

(১৯)

চাণুর-মরদন তুঁহু বনমালি।
শিরীষ কুসুম হাম কমলিনী নারী॥
দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ।
করি করে সোঁপল মালতী মাদ॥
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল।
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল॥
বিদগধ মাধব তোহে পরণাম।
অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম॥
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবস লাগি রাখহ পরাণ॥
রসবতী নাগরী রস মরিযাদ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব সাধ॥

(২০)

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি।
করে ধরইতে কত করু না কোটী॥
কত পরবোধে আনল অনুরোধি।
নাহ গেহে সখি শুতায়ল বোধি॥
শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই।
বাঢ়ল মদন বাহুড়াব কোই?
আচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই।
বাদর ডরে শশী বেকত না হোই॥
লগ নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল।
অরু বেরি বেরি করহি কর জোর॥
দুহুঁ ভুজ চাপি জীবন ধন সাঁচে।
কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে॥
দরশন পরশন ভয় অনিবারে।
মুহিরে মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে॥
এত দিনে সখী সব আছিল ঠাট।
অবহি মদন পঢ়ায়ব পাঠ॥
বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি॥

(২১)

পরিহর, মনে কছু না কর তরাস।
সাধস নাহি কর, চলু পিয় পাশ॥
দূর কর দুরমতি, কহলম তোয়।
বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয়॥
তিল আধ দুখ, জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনী কাহে হোয়বি বিমুখ?
তিল এক যদি রহ দুনয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥

ফুয়ল, এলাইল, খুলিয়া গেল। টুটল, ছিঁড়িল। চাণুর-মরদন, চাণুরদৈত্যকে যিনি দমন করিয়াছেন। নিরঞ্জন, অঞ্জনশূন্য। ভিগি, ভিজিয়া। আন, অন্য।

মরিযাদ, মর্য্যাদা, সীমা। বোলন, বর, নাগর। বাহুড়াব, ফিরাইবে। কোই, কে। ধরু, ধরে। লগ, বাকা, নিকটে, কাছে। মুহির, কন্দর্প। তরসি, বলে, বলপূর্ব্বক। সাধস, ভয়।

চল চল সুন্দরি করহ শিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার॥

(২২)

এ হরি বলে যদি পরশবি মোয়।
তিরিবধ পাতক লাগয়ে তোয়॥
তুঁহু রস আগর নাগর ঢীট।
হাম না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ॥
সপেরসঙ্গে উঠয়ে মঝু কাঁপ।
বাগে হরিণী জনু কয়লহি ঝাঁপ॥
অসময়ে আশ না পূরই কান।
ভালজন না করে বিরস পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ।
ফলহুঁ না মিঠই হোয়ত কাঁচ॥

(২৩)

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বাণ॥
অগেয়ানে কোন করযে ব্যবহার।
বলে নাহি লেও ত জীবন হামার॥
আরতি না কর কানু না ধর চীর।
হাম অবলা অতি রতি-রণ-ভীর॥
প্রথম বয়স লেশ না পূরব আশ।
না পুরে অলপধনে দারিদ তিয়াস॥
মাধবি মুকুলিত মালতী ফুল।
তাহে নাহি ভোখিল ভ্রমর অনুকূল॥
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম।
সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম॥
কহই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান॥

(২৪)

সকল সখী পরবোধি কামিনী
আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু ব্যাধবন্ধে বিপিনসোঁ মৃগী
তেজই তীখনি শ্বাস॥
বৈঠলি শয়ন সমীপে সুবদনী
যতনে সমুখ না হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশদিশ
দেখি মনমথ কোয়॥
কঠিন কাম কঠোর কামিনী
মানে নাহি পরবোধ।
নিবিড় নীব-বন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ॥
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি
কতিহু নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে পরাণ পরিহরে
পূরব কি রীতে আশ?
কান্ত কাতর কত হু কাকুতি
করত কামিনী পায়।
প্রাণ পীড়ন রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায়॥

বসন্ত-বিহার।

(১)

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর-কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥
নৃপ আসন নব পীঠলপাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।

তিরিবধ, স্ত্রীবধ। ঢীঠ, চতুর, শঠ। রস-আগর, রসে অগ্রগণ্য, রসিক। আরতি, আগ্রহ প্রকাশ। চীর, বস্ত্র। রতিরণভীর, রতি সমর ভয়ে কাতর। ভোখিল, ক্ষুধিত। সংশয় ঠাম, সংশয়স্থলে

পৌগণ্ড,৫ হইতে দশবর্ষ বয়স্ক শিশু। কেশর-কুসুম, বকুলফুল। ধয়ল, ধরিল। কাঞ্চন-কুসুম, চম্পকফুল।

আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষমন্ত্র ॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥
কুন্দ বিল্লি তরু ধয়ল নিশান।
পাটল তুল অশোক দলবান ॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহুঁ কয়ল নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান ॥
নববৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥

(২)

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল ॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দীপুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম-বিভোর ॥
নবীন রসাল মুকুল মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উনমাতই
নবরসে কাননে ধায় ॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥

(৩)

মতুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি ॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নট-রঙ্গ ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥

(৪)

ঋতুপতি রাতি রসিক বর-রাজ।
রসময় রাস রভস-রস মাঝ ॥
রসবতী রমণী রতন ধনী রাই।
রাস রসিক সহ রস অবগাই ॥
রঙ্গিণীগণ সব সঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিনী রটই ॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত-রাগিণী-রমণ বসন্ত ॥
রটতি রবাব মহতী পিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস ॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান ॥

(৫)

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া ॥

নওল কিশোর, নবীন যুবক, নব নাগর। উনমাতই, উন্মত্ত করিয়া। মাতি, মাতাই।

নটন, নৃত্য। রাজ, শোভা পাইতেছে। রভস-রস, আনন্দরস। অবগাই, অবগাহন করিতেছে। নটই, নৃত্য করিতেছে। রটই, বাজিতেছে। রবাব, বেহালার ন্যায় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র মহতী-বীণাবিশেষ। রটতি, বাজিতেছে। পিনাশ, পিনাক যন্ত্র; কোদণ্ড কৃতি বাদ্যযন্ত্র। নটতি, নৃত্য করিতেছে। কলাবতী, নৃত্য-গীতাদি বিদ্যায় বিভূষিতা রমণী।

ডগ মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥
বীণ, রবাব, মুরজ, স্বরমণ্ডল,
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরীযুত
মালতী মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস-রস বর্ণনে
বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি॥

মান।

(১)

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেম ঘট হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত॥
তোঁহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করি কোয়।
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত॥
ভুজপাশে বান্ধি, জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উরু-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥

(২)

ছোড়ল আভরণ মুরলি-বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস॥
জাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিক বরকান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম সঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হোয় সমুচিত॥

(৩)

তোহারি বিরহ বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে সচেতন ক্ষণে অচেতন
ক্ষণে নাম ধরে তোর॥
রামা হে তো বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজবি
জগত-দুলহ লেহ॥
তোহারি কাহিনী কহিতে আগল
শুনই দেখই তোর।
না ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে
পথ নিরখিয়ে রোয়॥
কত পরবোধি না মানে রহসি
না করে ভোজন-পান।
কাঠ মুরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(৪)

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন
বহুই দিবস সব যাব।

মঞ্জীর, নূপুর। উতরোল, উচ্চ শব্দ। স্বরমণ্ডল, একপ্রকার তারের যন্ত্র। স্বরমণ্ডলিকা, বীণা। রাব, শব্দ সঞ্জাত,সংযত, কৃতসংযম। নহ পরতীত, প্রতীতি না হয়, প্রত্যয় না কর।

ঝুরয়ে, অশ্রুবর্ষণ করে। সঙ্গাতি,সংহতি। বাউর, পাগল।

ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ ॥
সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥
বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ লখি দেই।
তুহুঁ ধনী গুণবতী উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই ॥
লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভ দিন করি মান।
তুয়া অভিমানি লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥

(৫)

সখি হে না বোল বচন আন ॥
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু
যৈছন কুটিল কান ॥
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়া কলস বিখে পূরাইয়া
উপরে দুধক পূর ॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই ॥
যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুর বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥

সোই, সে। আন নাহি ভাবই, অন্য কিছু ভাবে না। মহা,মাহ,মধ্যে। লখি দেই, দেখিলে দাও। যশো লেই, যশঃ গ্রহণ কর। বিখে, বিষে। কোটিকে, গুটিক, এক কোটির মধ্যে একজন।

(৬)

হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই ॥
পরিচয় করিব সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই ॥
পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে জানায়বি হামারি পরণাম ॥
পছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি ॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোর।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানয়বি মোর ॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানায়বি হৃদয়ে জনু লাগ ॥
সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী ॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥

(৭)

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখী কয়লি পয়াণি ॥
দূর সঞে সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম, নেহারই ফেরি ॥
হেরইতে নাগর আওল তহি।
কি করহ এ সখি, আওল কাহি ॥
হামারি বচনে কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সো মানিনী ঠাম ॥
শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহ পূরল আশ ॥

(৮)

এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণি।
এতহুঁ বিপদে তুহু না কহসি বাণী ॥

নাহ, নাথ, প্রেমিক পুরুষ। কয়ল পয়াণি, প্রয়াণ, করিল গমন করিল।

ঐছন লহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয় সমুচিত॥
তোঁহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহু কাসঞে সাধবি মান॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয়।
তু সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয়॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত॥

(৯)

হরি পর-সঙ্গ মা কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে॥
যাকর মরমে বৈঠে বর-নারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥
পহিলহিঁ না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল॥
আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব॥
হাম যদি জানিতু কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-নারি।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥

(১০)

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমলবর বয়নী।
নয়ান ক লোরে বহি যাওত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলয়ে ধনি ভানুক সেবি॥
অবনত বয়নী উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল॥

(১১)

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর॥
মানিনি! আকুল হৃদয় মোর।
মদন বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর॥
কিয়ে গিরি-বর কনয়া-কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপর শম্ভু-পূজিত
বেড়িয়া বালক-চন্দ।
এ কর কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা॥
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
কানুর করহ হিত॥

(১২)

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥
গগনে উদয় কত তারা।
চাঁদ আন হি অবতারা॥

অবকে, এখন, এইক্ষণে। কাসঞে, কাহার সহিত। মঝু আমার হে বরনারি বা সুন্দরি। পহিলহি, প্রথমে। বোল, কথা। পড়িগেনু ভোল, বিহ্বল। আন, অন্য, আর। ভরমে, ভ্রমে। বিবাধ, বন্ধন, অবরোধ, নিগ্রহ। ঝাঁপসি, ঢাকিতেছ। আন, অন্য

আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমী-চয় লখি না লখি॥
শুনি ধনি মনো-হুঁদি ঝুর।
তব হি মনহি মনপূর॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহিঁ ভৈ গেল॥

(১৩)

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনী মানিনী পালটি না চাহ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে, চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড় ঠাঢ়ি বদন পুন জোয়॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
কি করবি তুঁহু অব দুর্জ্জয় মান॥

(১৪)

পীন কঠিন কুচ কনয়া-কটোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত হরি নিল মোর॥
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ না করহ মহত রাখ মোর॥
পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব বারে বার
মদন-বেদন হাম সহই না পার॥
ভণহু বিদ্যাপতি তুঁহু সব জান।
আশা-ভঙ্গ-দুখ মরণ সমান।

(১৫)

শুন মাধব! রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতন হি কত পরকারে বুঝায়নু
তবু ধনী উতর না দেল॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী॥
তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল,
ধয়লহি রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥
হেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধা রহ কান॥

(১৬)

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল
উপরহি ঝকমকি সার॥
আঁখি দেখাইতে কোপে, ধাস খসল
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু
শেল রহলহি কাঁটে॥
পণ্ডক মাঝে যো জনম গোঙায়ল
সো কিয়ে জান রতিরঙ্গ।
মধু যামিনী আজু বিফলে গোঙায়নু
গোপ গোঙারক সঙ্গ॥

বিশেখি, বিশেষি; বিশেষ করিয়া। বর নাহ, সুন্দর। নাহ,নাথ। করু, করে। নিকসয়ে, বাহির হয়। ঠাঢ়ি, খাড়ি, দণ্ডায়মান থাকিয়া। জোয় জোহে, ঔৎসুক্যের সহিত অবলোকন করে; অনুসন্ধান করে। পীন, স্থূল। কনয়া কটোর, সোনার বাটীর ন্যায়। হঠ, বল;

কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল প্রেরণে কৃষ্ণ সঙ্কেতে এই করিয়াছেন যে—"অপরাধ করিয়াছিলাম তজ্জন্য কেশ মুণ্ডনেও প্রস্তুত আছি, ক্ষমা করিয়া, অনুরাগ প্রেরিত কুসুম গ্রহণ কর। দন্তে তৃণ করিয়া বলিতেছি এরূপ অপরাধ আর কখন করিব না; আমার প্রণয়ের ও তোমার ক্ষমার নিদর্শনস্বরূপ এই তাম্বুল গ্রহণ কর।" কামে নাহি আয়ল, কার্য্যে আসিল না। ধাস, ধাসা গিরি। খসল, খসিল, স্খলিত হইল।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
সো থির নহে গোঙারে।
তুঁহু গোঙারিণি সহজে আহীরিণী
সো হরি না কর পুছারে॥

(১৭)

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাড়ায়নু আশ॥
তাকর মূলে দিনু দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার॥
জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীন॥
হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান॥

(১৮)

অরুণ পুরবদিশ বহল সগর নিশ
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুদি গেল কুমুদিনী তইও তোহর ধনি
মুদল মুখ অরবিন্দা॥
কমল বদন কুবলয় দুই লোচন
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর কুসুম তুঅ সিরজল
কিঅ দই হৃদয় পখাণে॥
অসকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি
হৃদয়হার ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপরুব তুঅ ব্যবহারে॥
অবগুণ পরিহরি হরখি বুঝ ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
বিদ্যাপতি কবি ভাণে॥

(১৯)

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচন-হীনে।
কি করব তপ জপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে॥
এ সখি বুঝিয়ে কহসি বটু বাণী।
ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই
এক দোষে বহু গুণ হানি॥
গরল সহোদর গুরু পত্নী হর
রাহু বদন উগারা।
বিরহ হুতাশন বারিজি নাশন
শীল গুণে শশী উজিয়ারা॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুত
কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুণ ঢাকল একল পিক
বোলত মধুরিম বাণী॥
কানুক পিরীতি কি কহব এ সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরাশ শপথি শত শত
তবহি প্রতীত নহি বোলে॥
পুনঃ পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি
সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।

পুছারি, উপেক্ষা, পীড়ন। মুদি, মুদি। তইও, তেমনি। তোহর, তোর। মুদল, মুদিল, মুদ্রিত হইল। মধুরি, মধুর, মাধুরীযুক্ত। তুঅ, তোমার, তোর। অসকতি, অশক্ত। পরিহসি, পর, পরিধান কর। গরুঅ, গুরু, ভারি। মুঞ্চসি, মোচন অর্থাৎ ত্যাগ করিতেছ। অপরুব, অপরূপ। অবগুণ, অপ—গুণ ক্রোধ বা মান।

হর, হরণ কর, শেষ কর। অবধি, সীমা। বিহানে, প্রাতঃকালে। গরল সহোদর, ক্ষীরোদ মন্থন কালে চন্দ্র ও গরল এক সমুদ্র হইতেই উঠিয়াছিল, সুতরাং শশীকে গরল সহোদর বলা হইয়াছে। গুরুপত্নী, বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়াছিলেন। রাহুর মুখ হইতে উদ্গারিত। বারিজি, বারিজ, পদ্ম। উজিয়ারা, উজ্জ্বল। পানি, পান। অবগুণ, অপগুণ, দোষ। বিশোয়াসে, বিশ্বাস।

আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নিরাশে॥
অনলহু অধিক মো তনু দহই
রতি চীন দেখি প্রতি অঙ্গে।
বিদ্যাপতি কহ ঔট নিকসব
তবহি না মিল হরি সঙ্গে॥

(২০)

শুন শুন মাধব নিবদয় দেহ।
ধিক্ রহু ঐছন তোহারি স্থনেহ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ।
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক শেখর বরকান।
তুহুঁ সম মুরুখ জগতে নাহি আন॥
মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ।
সুধাসিন্ধু তেজি ক্ষারে পিয়াস॥
ক্ষীর-সিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥

প্রেম-বৈচিত্র্য।

(১)

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব্ পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী-তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীর্ঘ নিশ্বাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করই সঞ্জীবণ রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস সুধি, সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহি মনোভব তব্ নাহি ভেল॥
তোড়ল যব নীবি বন্ধ।
হরি-সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
তব কিছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥

(২)

অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই-বয়ান।
হেরই মুখশশী সজল নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুজন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁজন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥

(৩)

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ, বিহি মোরে বাম॥
কত দুঃখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহি জাগি॥
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহু চিরথাই।
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
পিয়া হিয়া করি কাহে না ফেরি বয়ানি॥

মোহে, আমাকে। অনলহু, অনলেরও। চীন, চিন, চিহ্ন। সুনেহ, স্নেহ। আনহি অন্যের। লেহ, স্নেহ।

নাহ, নাথ, শ্রীকৃষ্ণ। আগোরল, লইল, (আটকাইল) মনহি, মনে। মনোভব, কাম। কোর, কোলে। ভোর, ভোল, বিহ্বল।

(৪)

কহ কহ সুন্দরি রজনী বিলাস।
কৈছে নাহ পুরল তুয়া আশ॥
কতহু যতনে বিধি করি অনুমান।
নাগর নাগরী কয়ল নিরমাণ॥
অখিল ভুবন মাহা তুহু বর নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥
পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার॥
আপনক গজমোতিহার উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি॥
করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দজলে পরিপূরল নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ॥

(৫)

দুহু রসময় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুক না ভাঙ্গই জোর॥
কে নাহি কয়ল কতহু পরকার।
দুহুজন ভেদ করই নাহি পার॥
যো খল সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরনু লেহ॥
যব কোই বেরি আনলমুখ আনি।
ক্ষীর দগু দেই নিসরিতে পানি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগ তবহুঁ দূরে গেল॥
ভনহ বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ।
রাধামাধব ঐছন লেহ॥

(৬)

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান॥
যোগী-বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ॥
শাশ বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখ হেরইতে গদ গদ ভেল॥
কহে তব মান-রতন দেহ মোয়।
সমুঝনু তব্ হাম সুকপট সোয়॥
যো কছু কহল তব্ কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগর-রাজ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরী রাই।
কিয়ে তুহু সমুঝবি সো চতুরাই॥

(৭)

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়নক সুখে।
রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল
কান্ত চলল তহি রোখে॥
নাগর-অঞ্চল করে ধরি নাগরী
হাসি মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয় পাঁচ শর হানল
উরজ দরশি মনবাধা॥
দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কছুই বুঝই না পারিয়ে
তব্ কাহে রোখল কান॥
রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল
তায়ি মধ্যত পাঁচ-বাণ।

বিদগ্ধ, সুরসিক। চিরথাই, চিরস্থায়ী। শাশ, শত্রু। গজমোতি হার, গজমুক্তারহার। উতারি, খুলিয়া। কোর, কোল। ফুয়ল আলুলায়িত। গুণে নাহি ওর গুণের সীমা নাই। না ভাঙ্গই জোর, জোড় ভাঙ্গেনা বিচ্ছিন্ন হয়না।

কোই বেরি, কোন বার। অর্থাৎ কখন। উমড়ি, পড়ু, (হুমড়ে পড়ে) উথলিয়া উঠে। সমুঝব, বুঝিবে? সোয়, তাহাকে।

অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥

(৮)

কি কহব রে সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥
কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥
যো মন্থু কভু নাহি কলা রস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥
তাহা সঙ্গে কাঁহা পিরীতি রসাল।
বানর-কণ্ঠে কি মোতিম-মাল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর মুখ কি শোভয়ে পান॥

(৯)

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড় সুপুরুখ বলি আওলু ধাই।
শুতি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই॥
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জাগায়ল তুঁহি নিদ গেল॥
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম মকরন্দ॥

(১০)

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়॥
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম শয়ান।
দোসর-মনমথ করে ফুলবাণ॥
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাস মুদি রহনু নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥
কুন্তল কুসুম দাম হরি নেল।
বরিহা মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধলু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুঁহু রসবতী পহু সব রস জান॥

(১১)

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহি দোতিক সঙ্গ॥
বেণী বনায়ল চাচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন নূপুরে॥
পহিলহি চলইতে বামপদ-ঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল।
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্ধ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব॥

(১২)

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি॥

ঝাঁপাই ঢাকিয়া বরিহা, বর্হ, ময়ূর পুচ্ছ। নাসার মুক্তা অর্থাৎ নোলক ও গলার হার।

উতারল, নামাইল। পরকার, প্রকার। কঞ্চুক, কাঁচুলি। ফুগইতে, খুলিতে। উরে, বক্ষঃস্থলে। উরজ, স্তন। পহিরল, পরিল, পরিধান করিল। পরসঙ্গে, প্রসঙ্গে, কথায় কথায়।

যব সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ॥
শুতি রহলু হাম করি একচিত্ত।
দৈবে বিপাক ভেল বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন সপন-সম্বাদ।
হসইতে কেহ জনি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
ডুবিতে ঘুচায়লুঁ নীবিক কাচ॥
এক পুরুষ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহে কো পতিয়াব॥

(১৩)

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক-রাজ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চলিনু গেহ॥
অধরু আচর ওর।
ফুয়ল কবরী মোর॥
ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেম কটোর॥
ধরিতে ধায়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোরে চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল দুহুক কাম॥

(১৪)

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়॥
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এ দিকে ঝাঁপিতে তনু ও দিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়।
মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥

(১৫)

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥
নাহই উঠনু হাম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥
উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ॥
হাসি মুখ নিরখয়ে ঢীঠ মাধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যাই॥
বিদ্যাপতি কহে তুঁহু অগেয়ানী।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি॥

(১৬)

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোরি।
তহি রতি ঢীট পীঠ রহু চোরি॥

জনি, যদি, পাছে। হসইতে হাসিতে, পরিহাস করিতে। আনহি অনাদিকে অতয়ে, অাঁতে, অন্তরে, রতিয়াব, প্রত্যয় করিবে। ঢীট, শঠ। হেম কটোর, এখানে স্তনযুগল।

পাতল চীর, পাতলা কাপড়। দীঠ দৃষ্টি। ঢীট, শঠ, চতুর। অগেয়ানী, অজ্ঞানী অবোধ। আগোরি আগলি, আগলাইয়া। রতি ঢীট, সুরত। চতুর।

কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই।
আজুক চাতুরি রহব কি যাই ॥
না কর আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব ॥
কত মুখ মোড়ি অধর রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল ॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস।
হাস কিরণ ভেল দশন বিকাশ ॥
জাগল শাশ, চলত তব কান।
তা পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ ॥

(১৭)

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
ঘগরি খসল কুচ-চীর হামার ॥
তৈখনে হাসি হাসি আও কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব, কিয়ে নীবিবন্ধ ॥
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ-লাজ রসাতল গেল ॥
ঘরে কি বুতায়ব দুবহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব ॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপল যাহে তাহে কিয়ে লাজ ॥

(১৮)

জটিলা শাশ ফুকরি তহি বোলত
বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতী পতি-ভয় অবগাঢ়ি ॥
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল,
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি রৈয়হ
কিয়ে অকুশল কহ মোয় ॥
যোগেশ্বর ফেরি বহুরিক পাণি ধরি,
কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অন্ধ বঙ্ক বিশঙ্কউ
বনহু পশুপতি সেব ॥
পূজনক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ বহু নাহি জান।
জটিলা বহে আন দেব কাঁহা পাওব
তুঁহু বীজ ইহ কর দান ॥
এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল, দুহুঁ জনে
পূরল দুহুঁ মনকাম ॥
পুন দুহুঁ জন মন্দির সঞে নিকসল
জটিলা সনে কহে ভাখী।
"যব ইহ গৌরী, আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি ॥"
এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দিরে
যোগি-চরণে পরনাম।
বিদ্যাপতি কহ নটবর শেখর
সাধি চলল মনকাম ॥

(১৯)

কুচযুগচারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহু দিল পাণি ॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ ॥

আখরে, অক্ষরে সঙ্কেতে। ইঙ্গিতে, বুঝাইয়া বলিলাম। আরতি, আগ্রহ প্রকাশ, অনুরক্তি। অবুধ, অবোধ, অবুঝ। মুখ মোড়ি, মুখ ফিরাইয়া। কুচচীর, বুকেরকাপড়। ঘগরি, ঘাগরা। বুতায়ব, নিবাইব। শাশ শ্বশ্রু, শাশুড়ী। ফুকরি, ডাকিয়া, চীৎকার করিয়া। বহুরি (বধূ) বাহিরে কেন দাঁড়াইয়া (আছ)। অবগাঢ়ি, নিমগ্ন, এখানে, অভিভূত।

বনদেব কুশল করিবে, এই (ইহ) একস্থেখ (অন্ধ) বক্র (বঙ্ক) দেখিতেছি, বনে পশুপতির সেবা কর। বিশঙ্কউ, ভয় করিতেছি, আশঙ্কা করিতেছি। ভাখী, ভাষা। পৈঠব, প্রবিশ করিলে। জনি, যাহে নাহ, নাথ।

বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাষ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে কয়লু সব কাজ।
কি কহব সো অব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
মাধুরী রমইতে ভয় নাহি মান॥

(২০)

আজু সবু সরম ভরম রহুঁ দূরক
আপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব পিরীত ভেল আজুক বিলাস॥
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ
উয়ল চান্দ ধরাধররাজ॥
মরকত দরপণ হেরইতে কাম।
উচ নীচ বুঝি পড়লু সেই ঠাম॥
পুনঃ অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল গোই।
লাজে রহলু হিয়ে আনল গোই॥
সোই রসিকবর কোরে আগোরি।
আঁচলে শ্রমজল মোছল মোরি॥
মৃদু বীজইতে মুখ হাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম॥

(২১)

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে,
কি অতি নিকট কি দূর॥

তড়িত-লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আতরে সুরধুনি-ধারা।
তরল তিমির শশী শূর গরাসল
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল,
ধরণী ডগ মগি ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ করু রোলে॥
প্রলয়-পয়োধি জলে হমু ছাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

(২২)

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজু কি হোয়ল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উৎপল চন্দ॥
ফণী মণিবর উপরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুর-তরঙ্গিনী
কেবল তরল ভেল।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিযতিক হু
ঐছন সকল শোহে॥
যাকর গোপনে, নিজ পরিজনে
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত রূপায়ে তাহারি
কো ন জান ইহ গান॥

উয়ল, উদিত হইল, আমি মরকত দর্পণ দেখিয়া, উর্দ্ধ, অধঃ বিচার না করিয়া, সেই স্থানে পড়িলাম। তাকর, তাহার। গোই, গোপন করিয়া। আগোরি, আগলাইয়া। বীজইতে, ব্যজন করিতে, বাতাস দিতে। পরতেক, প্রত্যক্ষ।

সম্ভায়ল, সম্ভূত হইল, উদ্ভূত হইল বা রহিল। আতরে, অন্তরে। শূর, সূর্য্য। ডোলে, দোলে। চঞ্চরীগণ, ভ্রমরীগণ। করুরোলে, ঝঙ্কার করে। তুরিযতিক হু, তৌর্য্যত্রিক হইয়া। শোহে, শোভে।

(২৩)

কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়ক অভিলাষ॥
মানায়ত নায়ব দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী-কঙ্কণ-বাজ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুঁহু মুখ হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রম-জল বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
কনক কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচ-যুগ কনক ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জনি পহু দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি রণ কৈছে তোহারি মুরারি॥

(২৪)

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদে বেড়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা॥
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি বিপরীত সমরে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন,
ঘন ঘন নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তলে এক জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি ও রস গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ-তরঙ্গ॥

(২৫)

মদন মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশীমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিক বরকান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ পুনঃ মাতল দুঁহু শর হান।
বিদ্যাপতি করু সো রস গান॥

(২৬)

আজি কেন তোমায় এখন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥
আচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥
বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পীরিতি বিষম বড়॥

(২৭)

তুঁহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখী করি খত লিখি দেহ॥
ছোড়বি কেলি কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরুজন আশ॥
মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জলপান॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর॥
ঐছন কবচ ধরব যব হাত।
তবহু তুয়া সঞে মরমক বাত॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বরকান।
মান রহুক পুনঃ যাউক পরাণ॥

মানায়ত নায়র, নাগর, স্বীকার করাইল।

কবচ, খত।

(২৮)

চরণ নখর-মণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল-চাঁদ॥
চরকি চবকি পড়ু লোচনে লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন কয়লু হাম মান।
অব্ নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোখ তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক তৈ গেল গৈরিক ভান॥
নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে মোহে সমুঝাই॥

বিলাপ ও বিরহ।

(১)

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বর-বিধুবদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী।
আকুল কত পরবোধই কান।
অব্ নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
ইহ সব শবদ পশিল যব্ শ্রবণে।
তব্ বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুহু কানুক হাত।
যতনে ধরলি ধনি আপনক মাথ॥
বুঝিয়া কহয়ে বর নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
যব্ ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি দুহু তব্ ছোড়ি নিশোয়াস।
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥

(২)

মাধব। বিধু বদনা।
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা॥
তুহুঁ পরদেশ যাওব শুনি ভই ক্ষীণা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু দীনা॥
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি আয়াসে।
কোকিল কলরবে উঠয়ে তরাসে॥
লোরহি কুচ কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশ ভূজ ভূষণ ক্ষিতিতলে মেল॥
আনত বয়ানে রাই, হেরত গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন।
কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।
সো সব গণইতে ভোলি মুরছিত॥

(৩)

মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর
জনু ঘন সাওন মালা॥
পুর্ণিমক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব্ শশি-রেহা।
কলেবর কমল কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥
উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখিগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতিপর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব॥
ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়নু
অব তুঁহু করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিশক সার॥

লোর, জল। পরাণ, প্রয়াণ। নিশোয়াস, নিশ্বাস।

গীম, গ্রীবা। ছীন, ছিন্ন। বারি ঝরু নীঝর, নির্ঝরবৎ জল ঝরিতেছে। সাওন শ্রাবণ। কাঁতি, কান্তি।

(৪)

সখি হে মন্দ প্রেম পরিণমা।
করকে জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা॥
ঝাঁপন কূপ লখই না পারনু
অব্ পাছু তরইতে চাই॥
আইতে পঙ্কলহুঁ ধাই।
তখনক লঘু গুরু কছু না বিচারনু
মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহি জানন ন ভেলা।
আপন চতুরপণ পরহাতে সোঁপনু
হৃদিসেঁ গরব দূরে গেলা॥
এতদিনে আনু ভাণে হাম আছনু
অব্ বুঝনু অবগাহি।
আপন শূন হাম আপহি চাঁচনু
দোখ দেয়ব অব্ কাহি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেম কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগজন কে নাহি জানে॥

(৫)

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহুঁ শঙ্কর, হউ বরনারী॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে, নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন, নহ সিন্দুর-বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণি হার॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক॥

(৬)

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি,
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহ বাণী॥
রাধা সঞে যব পুণতহি মাধব,
মাধব সঞে যব্ রাধা।
দারুণ প্রেম তব্ হি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহুদিশ দারু-দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(৭)

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব?
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥

বর, কামুক। একঠামা. এক স্থানেও অর্থাৎ একটুও। ঝাঁপন, ঢাকা, লুকান। আনু ভাণে, অন্য ভাবে, অন্যরূপে। কতিহুঁ, কেন। মোতিম বন্ধ মৌলি, মুক্তাবাঁধা চূড়া।

লুবধাই, মুগ্ধ হইয়া। ভোরহি, বিহ্বল হইয়া। দারু-দহন, বৃক্ষের অগ্নি, দাবানল। মঝু, আমার। সহি, সখী।

না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরল তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুসো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে।
পুন যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।
বিরহ আনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

(৮)

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
সখীগণ গণইতে লইও মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সেকানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥
দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম।
অরুন-তুলহ করে দিহে জল-দান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

(৯)

হরি কি মথুরাপুরে গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব্ সোই যমুনার কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব্ রাধা।
তব্ জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব্ রোদন নহে সমুচিত॥

(১০)

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল॥
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ, শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যামুন-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুলখারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান॥

(১১)

হরি গেও মধুপুর্ হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও, বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

(১২)

সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন
দূরহি কয়ল মুরারি॥
সজনি! কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করম ফল, পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন ঝঙ্কার॥

---

১ সোইত, সেই ত। আনল মাহ, অনল মাঝে। অব, এখন। বুলে, বেড়ায়।

মায়ীর দীঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
মোর পিয়া যার পাশে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও, পিয়া পাশ উড়ি যাও
সব দুঃখ কঁহ তছু পাশে॥
আনি দেই মোর পিউ, রাখই আমার জীউ
কো ইহ করুণাবান।
বিদ্যাপতি কহ, ধৈরজ ধর চিতে,
তুরিতহি মিলব কান॥

(১৩)

হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিষা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
স্বজনি! আজু শমন দিন হোয়।
নবজলধর চৌদিকে ঝাঁপল॥
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয়॥
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর॥
বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু
জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণী-বর
মিলব পঁহু গুণবন্ত॥

(১৪)

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু,
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥

পুরব পিয়ারী নারী হাম আছনু,
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
অমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব
অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ,
আওব সো বরকান॥

(১৫)

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক-মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত॥
জানলু রে সখি, কুদিবস ভেল।
কি ক্ষণে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নাহি দেল॥
এত দিন তনু মোর সাধে সাধায়নু
বুঝনু আপন নিদান।
অবধিক আশ, ভেল সব কাহিনী
কত সহ পাপ-পরাণ॥
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল,
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ॥

(১৬)

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হিম- শিখরে সিধায়ল
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥

তুরিতহি, শীঘ্র।

পিয়ারী, প্রিয়তমা। সমুঝায়ব, বুঝাইব। সিধায়ল, প্রবেশ করিল।

চান্দ চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল॥
অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয়ে নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত॥

(১৭)

ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিল কুল কলরব হি বিথার।
পিয়া পরদেশ, হাম সহই না পার॥
আব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান॥
ইহ সুখ সময়ে সোহ মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব, কো কব তাহ॥
তুহু যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহে পূরব কাম॥

(১৮)

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করি জনম বহি গেলা।
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যতগুণ বিসরিত ভেলা॥
মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনী রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥

(১৯)

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

(২০)

স্বজনি কো কহু আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পতিয়াই॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়লু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোঙায়লু,
ছোড়লু জীবনক আশা॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়লু
খোয়লু এ তনু আশে।
হিম-কর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে॥

উতরোল, উচ্চশব্দ, করে। নিকরুণ-অন্ত, নির্দ্দয়ের শেষ, বিথার, বিস্তার। পূরবক, পূর্ব্বের। বিসরিত, বিস্মৃত।

সন্ততি, সতত, বরিখন্তিয়া, বৃষ্টিপাত হইতেছে। পাহুন, নিঠুর। দাদুরী, ভেক।

অঙ্কুর, তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।
ইহ নবযৌবন, বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ নন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ॥

(২১)

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঝকি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে॥

(২২)

কুসুমিত কানন হেরি কমলমুখী
মুদি রহয়ে দু নয়ান।
কোকিল কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি
কর[illegible]ই ঝাঁপল কাণ॥
মাধব শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি
গুণি গুণি প্রেম তোহারি॥
ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠত
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা॥
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিব সিংহ নরপতি
লছিমাদেবী পরমাণ॥

(২৩)

যহুঁ ক বিরহ উরে চীর চন্দন
উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি, কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখি, নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনা পাজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি।

(২৪)

মাধব অবলা পেখলু মতিহীনা।
সারঙ্গ-শবদে মদন অতি কোপিত
তাই দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা।
রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।

সুখায়ব, শুষ্ক হইবে। বরিখব আগি, অগ্নি বর্ষণ করিবে। সুরতরু, কল্পতরু। বাঝকি ছান্দে, ফলহীনের ন্যায়। ঠাম, স্থান। ধন্ধে, সন্দেহে। চৌদশী, চতুর্দ্দশী। দুবরি, দুর্ব্বল। মেহ, মেঘ। আন অন্য। আনদেশে, অন্যের সহিত ঝাঁঝর, জর্জ্জরিত। সারঙ্গ, কোকিল বা ভ্রমর।

সেহেন সুন্দরী রূপে গুণে আগরি
জারল বিরহ বিখ জালা ॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পারই
সোই লুঠত মহীঠামে।
পুণমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু
ঝামর চম্পক দামে ॥
সোহি অবধি দিন বহু গোঙায়লু
তৈঁ ধনী রাখত পরাণে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতেঁ হরল গেয়ানে ॥

(২৫)

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল ॥
ভেল পরভাত, পুছই সবুহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ ॥
কালি কালি করি তেজলু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুর-রমণীগণ রাখল বারি ॥

(২৬)

প্রেমক গুণ কহই সবকোই।
যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই ॥
হাম যদি জানয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত ॥
অব সব বিখসম লাগয়ে মোই।
হরি হরি পিরীতি করয়ে জনি কোই ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
পানি পীয়ে পিছে জাতি বিচারি ?

(২৭)

কত গুরু গঞ্জন দুরজনবোল।
মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল ॥
কুলজা-রীতি ছোড়লু যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামারি অগাগি ॥
সোঙরি সোঙরি সখি কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিখ পরিহরে দোখ বিচারি ॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান্।
করয়ে পিশুন বচন অবধান ॥
নারী অবলা হাম কি বোলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান ॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দেখি রোখ অবগাই ॥
তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান ॥

(২৮)

লোচন লোরে তটিনী নিরমাণ।
তহি কমল মুখী করত সিনান ॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥
ফুয়ল কবরী উলটি উরে পড়ই ॥
জনু কনয়াগিরি চামর চরই ॥
তুয়া গুণ গণইতে নিন্দ না হোয়।
অবনত আননে ধনী কত রোয় ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝলু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ ॥

(২৯)

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা ॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত ॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে করযোড়ি।
বিফল প্রেমক আঁকর মোড়ি ॥

আগরি, আগর।

অগাগি, সঙ্গ। বিছুরল, বিস্মৃত হইল; অবগাই, প্রশমন করিয়া। লেহা, স্নেহ, প্রণয়।

যদি কহ তুহু অগেয়ানী।
হাম সোঁপনু হিয়া নিজ করি জানি॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
যাকর পিরীতি সো জন অন্ধা॥

(৩০)

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই॥
তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে॥
কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মূড় মুড়ায়নু,
কানুক প্রেম বাঢ়াই॥
চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঁজইতে চাই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥

(৩১)

হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়!
বিরহ দারুণ তুজে মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জনি সজনি কোন গতি মোরা॥
পহিল বয়স মোর, না পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধে॥
ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ হবে পুন মেল॥

(৩২)

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ।
আঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন করল চিতে, বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত করল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী॥
মরণ সমাপন প্রেম বিথারি॥

(৩৩)

কতি দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কতি দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥
কত দিনে পিয়া মোর পুছব বাত।
কদহুঁ পয়োধরে দেয়ব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বৈঠায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারি।
ভাগউ সব দুখ, মিলত মুরারি॥

(৩৪)

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
মদন শরানলে এ তনু জর জর,
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥
হামারি নাগর, তথায় বিভোর,
কেমন নাগরী মিলল রে।

মোড়লি, নষ্ট করিলি। পসারল, ভাসিয়া বেড়ায়। মূড় মুড়ায়নু, মাথা মুড়াইলাম।

নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল
হামারি বুকে দিয়া শেল রে ॥
শঙ্খ কর চূর, বসন কর দূর,
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডার রে।
সীঁথার সিন্দুর, মুছিয়া কর দুর,
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী,
দুখ ভেল অবশেষ রে ॥

(৩৫)

যো দিন মাধব, পয়াণ করল,
উথল সো সব বোল ।
শুনিয়া হৃদয়ে করুণা বাড়ল,
নয়ানে গলতহি লোর ॥
দিবি করিয়া, শপথ করল,
নিয়ড়ে আসিয়া কান।
মঝু কর ধরি, শিরে ঠেকায়লু,
সো সব ভৈগেল আন ॥
পথ নিরখিতে, চিত উচাটন,
ফুটল মাধবী লতা।
কুহুকুহু করি, কোকিল কুহয়ই,
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা ॥
কোন সে নগরে, হরল নাগর,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কহে বিদ্যাপতি, শুন লো যুবতি,
তোহারি নাগর চোর ॥

(৩৬)

মলিন চিকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ান নয়ন ঝরু নীরে ॥
শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবুধি মুগুধি ভেল সোয় ॥
কোই কমল দলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস ॥
কোই কহে আয়ল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি ॥
উরে দোলে শ্যামল বেণী।
কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী বেদন সখী সমুঝাওয়ে ॥

(৩৭)

নদী বহে নয়ানক নীরে।
মুরছি পড়ল তছু তীরে ॥
মাধব তোহারি করুণা অতি বঙ্কা।
তোহে নাহি তিরিবধ শঙ্কা ॥
তৈখনে খিন ভেল শাসা।
কোই নলিনী দলে করয়ে বাতাসা ॥
চৌদশী চান্দ সমান।
তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ ॥
কোই রহ রাই উপেখি।
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি ॥
কোই সখি পরিখই শ্বাস।
হাম ধায়লুঁ তুয়া পাশ ॥
পালটি চলহ নিজ গেহ।
মণে গুণি পুবব সিনেহ ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ।
মনে জানি বুঝহ সেয়ান ॥

(৩৮)

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।
বিরহ বিপতি না দেই সমতি
রহল বদন চাই ॥

দিবি, দিব্য। চীর, বস্ত্র। সোয়, সে।

বঙ্কা, বক্র। তিরি-বধ, স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা। তৈখনে সেই সময়ে। তখন। খিন, ক্ষীণ। শাসা, শ্বাস চৌদশী, চতুর্দ্দশী। শূন, শূন্য। উপেখি, উপেক্ষা করি ধুনি ধুনি, নেড়েচেড়ে।

মরকত স্থলী শুতলি আছলি
বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন প চ বাণে
কষিল কনক রেহা॥
বয়ান মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে সে অধিক শোহে।
রাহুভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে॥
বিরহ বেদন কি তোহে কহব
শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবন সংশয় জান।

(৩৯)

মাধব পেখনু সো ধনী রাই।
চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই॥
বেঢল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন-রেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা॥
বঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
আয়ল কবরী না সম্বরি মাথ॥
চেতন মূরছন বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহ জর জারি॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ॥

(৪০)

মাধব যাইঞা পেখহ বালা।
আজিহুঁ কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা॥
শীতল সলিল, কমল দল শেজহি,
লেপহুঁ চন্দন পঙ্কা।
সো সব যতহুঁ আনল সম হোয়ল
দশ গুণ দহই মৃগঙ্কা॥
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি।
চমকি চমকি ধনী বোলত শিব শিব
জগত ভরল তছু আগি।
কিয়ে উপচার বুঝই না পারুই
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অবহু করহ অবধানে॥

(৪১)

মাধব কত পরবোধব রাধা
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী
বৈরী মদন শরধারা॥
অরুণ নয়ান লোরে তীতল কলেবর
বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির কবইতে সংশয়
সহচরী গণতহি শেষা॥
কি কব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সোই কলাবতী
জীবন বন্ধন আশ পাশ

(৪২)

কি কহব মাধব কি করব কাজে॥
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে।
আছইতে আছল কাঞ্চন পুতলা।
ভুবনে অনুপাম রূপ গুণে কুশলা॥

মরকতস্থলী, হরিদ্বর্ণ মনিমণ্ডিত শিবির বা তৃণমণ্ডিত হরিৎ ক্ষেত্র। নিকষ পাষাণে, কষ্টি পাথরে। রেহা, রেখা। জারি জর্জরিত করে।

ক্ষেপহি, হস্ত পদাদি প্রক্ষিপ্ত করে। পরবোধ, প্রবোধ দিব। বেরি বেরি, বার বার। নয়ান লোরে, নেত্র জলে। উতপত, উত্তপ্ত।

এবে ভেল বীপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন চাঁদ কি রেহা॥
বামকরে কপোল লুলিত বেশ ভার।
কর নখে লিখু মহী আঁখি জলধার॥
বিদ্যাপতি ভণ শুন বর কান।
রজো শিব সিংহ ইথে পরমাণ॥

(৪৩)

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিণী রোদিতি মন্দির মাঝ॥
অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।
কনক পুতলি যৈছে অবনীয়ে লোঠি॥
কো জানে কৈছন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী॥
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপহুঁথ না ছোড়ই রসবতী নারী॥

(৪৪)

হিমকর পেখি, আনত কর আনন
রহত করুণা পথ হেরি।
নয়ন-কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহত হি টেরি॥
মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি।
তোহারি বিলাসিনী পেখলু বিরহিণী
অবহু পালটি গৃহে যাসি॥
দখিন পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিব সিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি।
পরভৃতক ডর, পায়স লেই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি॥

ঝামর দেহা, মলিন অঙ্গ, বিবর্ণ দেহ। লুলিত, আলুলায়িত। না মিলয়ে দিঠি, চক্ষু মেলে না। লোটি, লুণ্ঠিত হয়। বাঢ়ই, বাড়াইয়া। বিধুন্তুদ, রাহু। অবহু, এখনও। উপচারি, চিকিৎসা।

(৪৫)

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেরল,
তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম পাশে তনু গাঁথল,
অব তেজল মোর সঙ্গ॥
সখি! হাম জীয়ব কথি লাগি।
সো বিনু তিল এক, রহই না পারিয়ে,
সো ভেল পর অনুরাগী॥
অঙ্গুলক আঙ্গুটি সো ভেল বাহুটি,
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি, অন্তর জর জর,
বিদ্যাপতি দুখ সহই না পারিয়ে আর॥

(৪৬)

সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর
ঘবসঞে বাহির হোয়।
বিনা অবলম্বনে উঠই না পারই
অত এ নিবেদলু তোয়॥
মাধব কত পরবোধব তোই।
দেহ দীপতি গেল হার ভাব ভেল
জনম গোঙায়লি রোই॥
অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পিন্ধাওল,
দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তুক দোসর দেহা॥
নবমী দশা গেলি দেখি আয়লু চলি,
কালি রজনী অবসানে।
আজুক এতখন গেল সকল দিন,
ভাল মন্দ বিহি পয়ে জানে॥
কেলি কল্পতরু সুপুরুখ অবতরু,
নাগর গুরুবর তরণে।
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবি পরমাণে॥

কন্দরে, স্কন্ধে। ঘর সঞে, ঘর হইতে।

(৪৭)

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয় ॥
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয় ॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব ॥
বন্ধু যাবে দূর দেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে।
নহেত পিয়ার গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিব সিংহ লছিমা পরমাণ ॥

(৪৮)

পাসরিতে শরীর হোয় অবসান।
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান ॥
কহনে না পরিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায় ॥
কোন বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল আচার ॥
সহই না পরিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরি যৈছে পিঞ্জরমাহা সারী ॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম লেহ ॥

(৪৯)

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ জান ॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহুঁ মিলব সোই সুপুরুখ আপ ॥
উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া মাহা জাগ ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ ॥

(৫০)

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে।
কানুসে অবহি করবি প্রেমভোগে ॥
কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলনু, তুহু থির কর হিয়া ॥
এত কহি কানু পাশে মিলল সো সখি।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী ॥
শুনতহি কানু মিলিল ধনি-পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস ॥

(৫১)

মাধব ও নব নাগরী বালা।
তুহু বিছুরলি, বিহিক ভারলি,
ভেলি নিমালিক মালা ॥
সে যে সোহাগিনী দেহ লীনা গণি
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
চরি চরি পড়ু লোরা ॥
তোহারি মুরলী সে দিক ছাড়লি
ঝামক ঝামরু দেহা।
জনু সে সোণারে কসি কসটিকে
উজ্জ্বল কনক রেহা ॥
কুয়ল কবরি না বান্ধে সম্বরি
ধনী যে অবশ এতা ॥
রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সখিনী-সঙ্গ সমেতা ॥
তুসসি তুসসি পড়ু খসি খসি
আলি আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধ
তা কর জীবন কাহে ॥

সোয়াথ, সোয়াস্তি শান্তি। উদভট, উৎকট।

বন্ধহ থেহ, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। থেহ, স্থিরত্ব। ঝামরু, বিবর্ণ, শীর্ণ। রুখলি, রুক্ষ। ভুখলি, কৃশা। দুখলি, দুঃখিতা।

ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিত
ভরম ভৈল যথা॥

(৫২)

করে কর ধরি যো কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর॥
রামা হে শপথি করহু তোর।
সোই গুণবতী গুণ গনি গনি
না জানি কি গতি মোর॥
গলিত বসন লোলিত ভূষণ
ফুয়ল কবরি ভার।
আহা উহ করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরিবার॥
নিভৃত কেতন হরল চেতন
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উনতি
বিপতি পড়ল রাধা॥

(৫৩)

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর- অনুমতি মাগিতে
ততহি পড়ল মুরছায়॥
কিছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আখরে
যো কিছু কহল বররামা।
কঠিন শরীর মোর তেঁই চলু আওলু
চিত্ত রহল সোই ঠামা॥
তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই
তাহে রহল মন লাগি।
অনি রমণী সঙে রাজ সম্পদময়ে
আছিয়ে যৈছে বৈরাগী॥
দুই এক দিবসে নিচয়ে হাম যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি তাই।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ
প্রেমে মিলায়ব যাই॥

মিলনাশা ও রসোদ্গার।

(১)

যব হরি আয়ব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তূর॥
আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥
সহকার-পল্লব চূচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥

(২)

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম, গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
নিশি দিশি আওব কামিনী ঠাঠ।
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট॥

বিহসি, হাসিয়া। থোর, অল্প। কয়ল কোর, কোলে করিল। বিছুরিবার, ভুলিবার। নিভৃত কেতনে, নির্জন কুঞ্জে। লহু লহু আখরে, মৃদুস্বরে। ঠামা, ঠাঁই। ভাওই, শোভা পায়।

জয়তূর, বিজয়তূরী। সুঝম্প, যাহার সুন্দর দোলন, কম্পন বা গতি। হরিয়া, বলপূর্ব্বক; না মুঝা

বিদ্যাপতি কহ পুরব আশ।
স্বপ্ন এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

(৩)

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম, যতন বহু করবে॥
রভস মাগব পিয়া যব হি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥

(৪)

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান॥
নহি নহি বোলব যব হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর॥
করব আলিঙ্গন দুর করি মান।
ও রসে পুরব হাম মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তোহারি পীরিতিক যাউ বলিহারি॥

(৫)

আওল গোকুলে নন্দ কুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার॥
কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপনহি হেরনু নাগর রাজ॥
আজু শুভ নিশি কি পোহায়নু হাম।
প্রাণ পিয়াবে করনু পরণাম॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারি॥

(৬)

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিলা অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব সো ন যবহুঁ মোহে পরিহোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

(৭)

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥
নিধন বলিয়া পিয়া না কর যতন।
এবে হাম জানলু পিয়া বড়ধন॥

আধ দিঠিয়া, আড় চোকে চাহিয়া। মো, আমার। ধনি, ধন্য। স্বপনহি, স্বপ্নে।

নিরদন্দ, দ্বন্দ্বরহিত, সুপ্রসন্ন।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
নাগর সঙ্গে করু রস পরিহরি॥

(৮)

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ আছিল মম হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
ভণহ বিদ্যাপতি আর নাহি আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥

(৯)

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহু মুখ ভরু॥
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক বচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুনঃ সদনে॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহু তৈছে বিহার॥

(১০)

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরেগেল॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমনী রতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান দোঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন বিজয়ী নাগর চোর॥

(১১)

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহু জানি॥
তুহু কৈছে মাধব কহবি মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহা হোয়॥

(১২)

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায়॥
কর্পূর তাম্বুল, আপনি চিবিয়া,
মোর মুখ ভরি দেয়॥
চিবুক ধরিয়া, ঈষৎ হাসিয়া
মুখে মুখ দিয়া লয়॥
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পীরিতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয়॥

(১৩)

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

নিছিয়া, ছাঁকিয়া, ভেদ করিয়া।

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়মু
না বুঝমু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখমু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥

(১৪)

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পীরিতি সমান ॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পিরীতি কবহুঁ দূর নয় ॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা ॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে ন' জুয়ায় ॥

(১৫)

আকুল অলক বেঢ়ল মুখ শোভা।
রাহু কয়ল শশিমণ্ডল লোভা ॥
কুন্তল কুসুম মাল করু সঙ্গ।
জনু যমুনা মিলু গঙ্গ তরঙ্গ ॥
বড় অপরূপ দুহে অচেতন ভেলি।
বিপরীত রতি কামিনী করু কেলি ॥
প্রিয়মুখে সুমুখি চুম্বয়ে ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ ॥
বদন সোহাগল শ্রমজল বিন্দু।
মদন মোতি লেই পূজল ইন্দু ॥
কুচযুগ উপর বিলম্বিত হার।
কনক কলস পর দুধক ধার ॥
কিঙ্কিনী রবয়ে নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজয়ে রণ বাজন বাজ ॥
ভণই বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
কামকলা জিনি বচন হামারি ॥

প্রার্থনা।

(১)

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়মু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি, কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায় ॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি,
পার হব কোন উপায় ॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিমু,
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়মু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি ॥
ভণহ বিদ্যাপতি, লেহ মনে গুণি,
কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পদ লাজে ॥

(২)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিমু,
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধ জনম হাম, নিন্দে গোঙায়মু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।

রভসে, আনন্দে। বিদগধ, বিদগ্ধ। সিন্ধুক ধারা, সমুদ্রের জল। জুয়ায়, উচিত হয়। সোহাগল, সুশোভিত করিল।

বাঁটায়মু ভাগ করিলাম। লেহ, স্নেহ। সাঁঝক-বেরি, সন্ধ্যাকালে, শেষ দশায়।

নিধুবনে রমণী- রস-রঙ্গে মাতত্থ,
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
অব তারণ ভার তোহারা ॥

(৩)

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ, গুণ-লেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে,
অথবা কীট, পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীন-বন্ধু ॥

বিদ্যাপতি সম্পূর্ণ।

প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

জ্ঞানদাস।

ম।

জি'

জ্ঞানদাস

গৌরচন্দ্রিকা।

সিন্ধুরা।

কনয় কিশোর, বয়স অতি রসময়,
কিয়ে নব কুসুম ধনু।
লাবণ্য সার কিয়ে, সুধা নিরমিত,
গৌর সুললিত তনু ॥
সাধ করি হেন গোরাগুণ শুনি।
শ্রবণ পরশে, সরস রস তনু,
অন্তরে জুড়ায় পরাণী ॥ ধ্রু।
কনক নীপ ফুল, পুলক সমতুল,
স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে।
বিভোর প্রেমভরে, অন্তর গর গর,
উজোর মরমের সুখে ॥
অরুণ নয়নে, করুণ নিরমিত,
সঘনে বলে হরি বোল।
জ্ঞানদাস কহে, পহুঁর পদভরে,
অবনী আনন্দে হিলোল ॥

গৌরী।

কাঞ্চন কিরণ, গৌর তনু মোহন,
প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করিবর সুবলিত, আজানুলম্বিত,
ভুজ যুগ শোভিত পুলক ভরে ॥
জয় শচীনন্দন গৌরাঙ্গ নাম।
জয় জগতারণ কারণ ধাম ॥ ধ্রু।
হরি গুণ কীর্ত্তন, প্রকট অনুক্ষণ,
নাহি পরাভব ভরে।
শিব শুক নারদ, ব্যাস বিশারদ,
অনুক্ষণ রঙ্গে সঙ্গে ফিরে ॥
চুয়া চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
রূপ সুধাকর মোহ করে।
জ্ঞানদাস কহে, গৌর কৃপাময়ে,
হেরইতে কোন জীব দেহ ধরে ॥

ভুপালী।

সুরধুনী তীরে নব ভাণ্ডীর তলে।
বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে ॥
রজনী কৌমুদী আর হিম ঋতু তায় ॥
হিম সহ পবন বহয়ে মৃদু বায় ॥
তাহি রচয়ে পহুঁ ললিত শয়নে।
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ানে ॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়ে উঠয়ে।
বাসক সজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে ॥

বিভাস।

অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হৈয়া, রাধার প্রেমে,
তার গুণ কহি কান্দে ॥
নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধারা,
পুলকে পূরল অঙ্গ।
খেনে গরজয়ে, খেনে সে কাঁপয়ে,
উথলে ভাব তরঙ্গ।
পারিষদগণে, কহয়ে যতনে,
রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর,
যে লাগি আইলা এথা ॥

সুহই।

সহচর অঙ্গে গৌর অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥
কোথায় পরাণ নাথ বলি খেনে কান্দে।
পূরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি।

বরাড়ী।

কি কহব শত শত তুয়া অবতার।
একেলা গৌরাঙ্গ চাঁদ জীবন হামার॥ ধ্রু।
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারি।
শিব শুক নারদ জনা দুই চারি॥
সেতুবন্ধ কৈলে তুমি রাম অবতারে।
এবে যে অলপ তোমার আশ এ সংসারে॥
কলিযুগে করিলে কীর্ত্তন সেতুবন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু কুড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ কিবা গুণে নারী।
গোরা গুণে মাতল ভুবন দশ চারি॥
না জানি এ জপ তপ এ বেদ বিচার।
জ্ঞানদাস কহে গৌর পদ সার॥

মঙ্গল।

সহজে কাঞ্চন গোরাচাদ।
হেরইতে জগজন লোচন ফাঁদ॥
তাহে কত ভাব প্রকাশ।
কে বুঝিয়ে কি রস বিলাস॥
কি কহব পহুঁক চরিত।
রোদইতে উদয় পিরীত॥
পুলকই প্রেম অঙ্কুর।
প্রতি অঙ্গে সুখ ভরিপুর॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন।
সঘনে প্রেম বরিষণ॥
পুলক বলিত সব তনু।
কেশর কদম্ব ফুল জনু॥
করুণায় কান্দে সব দেশ।
জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ॥

গান্ধার।

কি লাগি গৌর মোর।
নিজ রসে ভেল ভোর॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পূরুব দুখ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা।
নিজ রসে ভেল ভোরা॥

ধানশী।

সোণার গৌরচাঁদে।
উরে কর ধরি, ফুকরি ফুকরি,
হা নাথ বলিয়া কান্দে॥
গদাধর মুখে, ছল ছল আঁখে,
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর,
থির নয়নে নেহারি॥
বিরহ অনলে, দহয়ে অন্তর,
ভস্ম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব, কোথা বা যাইব,
কিছু না বোলয়ে কেহ॥
কহে হরিদাস, কি বলিব ভাব,
কিসে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে, রাধার পিরীতে,
সতত সে রসে ভোরা॥

ধানশী।

হেম বরণ বর, সুন্দর বিগ্রহ,
সুরতরু বর পরকাশ।
পুলক পত্র নব, প্রেম পক ফল,
কুসুম মন্দ মৃদুহাস॥ ধ্রু।

নাচত গৌর, মনোহর অদ্ভুত,
রঞ্জিত সুরধুনী ধার।
ত্রিজগত লোক, ওক ভরি পাওল,
ভকতি রতন মণিহার॥
ভাব বিভবময়, রস রূপ অনুভব,
সুবলিত সুখময় অঙ্গ।
দ্বিরদ মত্ত গতি, অতি সুমনোহর,
মুরছিত লাখ অনঙ্গ॥
ধনি ক্ষিতিমণ্ডল, ধনি নদীয়াপুর,
ধনি ধনি ইহ কলিকাল।
ধনি অবতার, ধনিরে ধনি কীর্ত্তন,
জ্ঞানদাস নহ পার॥

ভাবে ঘূর্ণিত, লোচন ছল ছল
দিগ বিদিগ নাহি মানে।
মত্ত সিংহ জিমি, গরজন ঘন ঘন,
জগমে কাহু না মানে॥
লীলা রসময়, সুন্দর বিগ্রহ,
আনন্দে নটন বিলাস।
কলি মল দলন, দোলন গতি মন্থর,
কীর্ত্তন করল প্রকাশ॥
কটিতটে বিবিধ বরণ পট পহিরণ,
মলয়জ লেপন অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে, বিধি মিলায়ল,
আনি কলিমে ঐছন রঙ্গে॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

গান্ধার।

পট্টবসন পরে মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল করে অঙ্গ নানা আভরণে॥
পিঠে পাটথোপা তাহে শোভে হেমঝাঁপা।
কলি-কল্মষ-রাশি নাশি করে কৃপা॥
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌর বোলায়॥ ধ্রু
লাফে ঝাঁপে যায় পহুঁ গৌর আবেশে।
পাপ পাষণ্ডমতি না থুইল দেশে॥
দয়ার কারণে পহুঁ ক্ষিতিতলে আসি।
অবিচারে দিল প্রভু প্রেম রাশি রাশি॥
সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী রঙ্গী রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর॥
চৌদিকে হরিদাস হরি হরি বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি পহুঁ গুণ গায়॥

গৌরী।

দেখরে প্রবল মল্লবেশধারী।
নাম নিত্যানন্দ, ভাইয়া বলি রোয়ত,
ভাব বুঝিতে না পারি॥ ধ্রু

ধানশী।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায়॥
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে।
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে॥
সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি সঙ্গে সহচর॥
চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাই গুণ গায়॥

বেলোয়ার।

সুবলিত বলিত, ললিত পুলকাইত,
মুরতি পিরীতিময় কাঞ্চন কাঁতি।
শরদ চাঁদ ছাঁদ মুখ মণ্ডল,
লীলা গতি রতিপতি কো ভাঁতি॥
গৌর মোহনিয়া বলি নাচে।
অরুণ চরণে, মণি মঞ্জীর রঞ্জিত,
অঙ্গে ভঙ্গে কত কাঁচনি কাঁচে॥ ধ্রু।
গদ গদ ভাষ, হাঁস রসে রোয়ত,
অরুণ নয়ানে কত চরকত লোর॥

নটন রঙ্গে, কত রঙ্গ বিভঙ্গিম;
আনন্দে মগন সঘনে হরিবোল ॥
বনি বনমাল, উর উপর
কনয়া শিখরে কিরণাবলি ভাঁতি।
জ্ঞানদাস আশই, অহনিশি গাওই,
গৌরগুণ ইহ দিন রাতি ॥

শ্রীরাগ।

পুরবে গোবর্দ্ধন ধরল অনুজ যার,
জগজনে কহে বলরাম।
এবে সে চৈতন্ম সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন রঙ্গে
ধরি পঁহু নিত্যানন্দ নাম ॥
পরম উদার, করুণাময় বিগ্রহ,
ভুবনমঙ্গল গুণধাম।
গৌর প্রেম রসে, কটির বসন খসে
অবতার অতি অনুপাম।
নাচত গাওত, হরি হরি বোলত,
নিরবধি যে মাতয়াল।
হাস প্রকাশ, মিলিত মধুরাধরে,
লোলত রসাল।
রামদাস পঁহু, সুন্দর বিগ্রহ,
গৌরীদাসের ধন প্রাণ।
অখিল জীব যত, এই রসে উনমত,
জ্ঞানদাস গুণ গান ॥

শ্রীকৃষ্ণের ও ষোড়শ গোপালের রূপ।

বরাড়ী।

তরু অবলম্বন কে ॥
হৃদয় নিহিত মণি মাল বিরাজিত,
সুন্দর শ্যামর দে ॥ ধ্রু
নব কুবলয় দল, কিয়ে অতসি ফুল,
নীল মুকুর মণি আভা।
কিয়ে দলিতাঞ্জন, কিয়ে নবঘন,
বরণে না পায়হ শোভা ॥
কুসুমিত চিকুর বলিত বর বরিহা,
চাঁদ বিরাজিত ভালে।
আর এক অপরূপ, মলয়জ তিলক,
চাঁদ উয়ল ঘনমালে ॥
কোটিইন্দু জিনি, বয়ন মনোহর,
অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস চিত, ওরূপ অবিরত,
ভাবিতে যাউ মোর কাল ॥

সুহই।

সই লো ও বড় বিনোদিয়া কান।
কুটিল কটাক্ষে, লাখে লাখে কুলবতী
ছাড়ল কুল অভিমান ॥ ধ্রু
কুঞ্চিত অলকা উপরে, অলি মণ্ডল,
কাম কামান ভুরু ভঙ্গী।
মলয়জ তিলক, ভালে অতি বিলখন,
যা দেখি চাঁদ কলঙ্কী ॥
পীত অঙ্গ সম, ভূষণ ঝলমল,
উরে দোলত বনমাল।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দেখহ,
বিজুরী তরুণ তমাল ॥

(রস রাজ রূপ)

নন্দের বাড়ী, তমাল গাছি
কনক লতায় বেড়া।
* * *
কালা কলেবর, পীত বসন,
গৌর কলেবর নীরে।
কনক অষ্ট দলে, অমিয়া সাগর,
ভাসল মত্ত অলিকুলে ॥
এক শিরে শোভে, মেঘের মালা,
আর শিরে ইন্দ্রধনু।
এক কপোলে, শশধর শোভিত,
আর কপোলে শোভে ভানু ॥

এক মুখে অমিয়া বরিখে,
আর মুখে বায় বেণু।
জ্ঞানদাসের মন, অনুখন ভাবই,
রাধার পরাণ কানু॥

ধানশী।

আরক্ত সুন্দর কান্তি শ্রীদাম গোপাল।
বন-ফুল-মালে কুন্তল বাঁধে ভাল॥
অরুণ বরণ ধটি কটীর বাঁধনি।
যষ্টি বিশাল বেত্র মুরলী কাচনি॥
প্রবাল মুকুতা গুঞ্জে গলে ঝলমল।
হেলায় দুলিছে কাণে মকর-কুণ্ডল।
সর্ব্ব অঙ্গ ভূষিত গোক্ষুরের ধুলা।
উরু পর দুলিছে বনফুলমালা॥
নানা আভরণ অঙ্গে কটিতে কিঙ্কিনী।
চরণে মঞ্জীর বাজে রুনু ঝুনু শুনি॥

ধানশী।

আরক্ত গৌর কান্তি গোপাল সুদাম।
পূর্ণিমার শশী জিনি মুখ অনুপাম॥
বিলোল নয়ন যেন পঙ্কজের পত্র।
সুললিত লসিত সুন্দর সর্ব্ব গাত্র॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া কৌতুক রসে মাতুয়ার।
দিগবিদিগ নাহি আনন্দ অপার॥
কুন্তলে গুঞ্জার শোভা বকুলের দাম।
গোরোচনা তিলক চন্দন অনুপাম॥
রাঙ্গা ধটি পরিধান কটিতে কিঙ্কিনী।
নানা আভরণ অঙ্গে হীরা হেম মণি॥
শ্রবণে সোণার কুঁড়ি ফুলের মঞ্জরী।
গলে বনমালা অতি ভ্রমিছে গুঞ্জরি॥
বাম করে মুরলী নূপুর বাজে পায়।
অগুরু চন্দন ফুল শোভে তার গায়॥

ধানশী।

স্তোক কৃষ্ণ গোপালজী শ্যামল বরণ।
হরিত বরণ তার পিন্ধন বসন॥
দ্বিরদ শাবক গতি বিক্রমে বিশাল।
গ্রীম দোলনে দোলে গলে বনমাল॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া আমোদে তনু উলসিত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল।
অঙ্গে দোলে বনফুল শ্রবণে কুণ্ডল॥

ধানশী।

কলধৌত বরণ যে সুবল গোপাল।
কমল জিনিয়ে অতি নয়ন বিশাল॥
কনক বরণ ধটি কটির শোভন।
ক্ষুদ্র ঘণ্ট সারি তাহে বাজে রণুরণ॥
চাঁচর চিকুর চূড়া টালনী কপালে।
বেড়িয়া টালনী তাহে নব গুঞ্জামালে॥
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে নানা অলঙ্কার।
মত্ত করিবর জিনি গমন সঞ্চার॥
উরু পর দোলে দোলা তুলসীর দাম।
ভুবনমোহন রূপ অতি অনুপাম॥
করেতে মুরলী ধরে কনক রচিত।
দেখিতে দেখিতে আঁখি আনন্দে পূরিত॥

ধানশী।

অতি অপরূপ শ্যাম কান্তি চিকনিয়া।
অসিত অম্বুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া॥
বরণ অরুণ কান্তি গোপাল অংশুমান।
কজ্জল বরণ তার বস্ত্র পরিধান॥
সুনীল জলদ তার দীঘল নয়ন।
নাটুয়ার ঝোলা অঙ্গে নানা আভরণ॥
উভ করি বাঁধে কেশ চম্পকের দাম।
যার রূপ দেখি মূরছে কত কাম॥
মৃগমদ তিলক কপালে মনোহর।
কুমকুম ভূষিত তার কপাল সুন্দর॥
বাম করে মুরলী ডাহিনে পাঁচনি।
বিনোদ চলনে যায় বিনোদ চাহনি॥
উর পরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা মাল।
কণ্ঠ তটে হার চারু মুকুতা প্রবাল॥

হাসি হাসি কথা কহে বড়ই মধুর।
রুণু রুণু বাজে পায় সোণার নূপুর॥

ধানশী।

তপত কাঞ্চন জিনি গোপ বসুদাম।
অরুণ বসন পরে গলে ফুলদাম॥
ডাহিনে টালনী বাঁধে লটপট পাগ।
চম্পকের মালা তাহে নানা ফুল রাগ॥
উপরে দুলিছে ফুল অঙ্গে ফুল ডাল।
মৃগমদ চন্দনেতে রঞ্জিত কপাল॥
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্য রতন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে অগুরু চন্দন॥
সুধাময় তনুখানি নাটুয়াব ছাঁদ।
অঙ্গ নিরখিয়ে মুগ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ॥
ঘন ঘন মুরলী বাজায় মনোহর।
হাসির হিল্লোলে তায় দোলে কলেবর॥

ধানশী।

নীল পদ্ম কান্তি জিনি কিঙ্কিনী গোপাল।
পরিধান পিঙ্গল বসন দেখি ভাল॥
ডাহিনে টালনী ভালে কুটিল কুন্তল।
বেড়িয়া মালতী জাথি যুথি থরে থর॥
গোরোচনা তিলক অলকা পাঁতি কোলে।
রতন কুণ্ডল ছবি ঝলকে কপালে॥
সপত্র কদম্ব ফুল দোলে বাম অংশে।
পক বিম্ব অধরে গাইছে মৃদু বংশে॥
নানা আভারণ অঙ্গে করে টলমল।
উরু পরে দোলে মাল নব গুঞ্জা ফল॥

ধানশী।

অতসি সম আভা অর্জ্জুন গোপাল।
পঙ্কজ পলাশ জিনি নয়ন বিশাল॥
ধূসর বরণ বস্ত্র করে পরিধান।
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে রুণু ঝুনু গান॥
বীণা বেণু আর হাতে কাঁচনি পাঁচনি।
নানা আভরণ অঙ্গে বিনোদ সাজনি॥

অনুক্ষণ করিতেছে নটন বিহার।
নবনীতে অধিক প্রীত যে তাঁহার॥

ধানশী।

দেবদত্ত গোপাল যে দুর্ব্বাদল শ্যাম।
অরুন বসন পরে অতি অনুপাম॥
রঙ্গিম পাগড়ি পেঁচ উড়িছে পবনে।
নব কিশলয় তার দুলিছে শ্রবণে॥
গলায় দুলিছে হার মুকুতা প্রবাল।
মৃগমদ চন্দন তিলক শোভে ভাল॥
কেয়ুর শোভিত ভুজ সঘনে দোলায়।
রুনু রুনু সঘনে নূপুর বাজে পায়॥
ধরায় মুরলী করে কনক পাঁচনি।
বন ফুল মালায় ধুসর তনুখানি॥

ধানশী।

সুন্দর বরণ দেখি সুনন্দ গোপাল।
সুন্দর আকৃতি তাঁর গলে বনমাল॥
কনক বরণ ধটি কটির আঁটনি।
দোলয়ে সুন্দর তাহে পাটের থোপনি॥
বিনোদ পাগড়ি মাথে তাতে ফুল আভা।
উড়িছে ভ্রমর তাহে মকরন্দ লোভা॥
সুগন্ধি ছটার ফোঁটা কপালে উজ্জ্বল।
রতন কুণ্ডল দুটী কাণে ঝলমল॥
শুদ্ধ সুবর্ণের হার বিচিত্র অলঙ্কার।
গলায় দুলিছে গজ মুকুতার হার॥
অনুক্ষণ গাইছেন মনোহর গীত।
পরম পবিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণচরিত॥
বিনোদ বাঁকুয়া হাতে ধরায় মুরলী।
সর্ব্ব অঙ্গে বিভাষিত গোক্ষুরের ধূলি॥

ধানশী।

বরূথপ গোপাল যে অতি সে মনোহর।
সিন্দুর বরণ অতি স্নিগ্ধ কলেবর॥
ধবল বসন পরে গলে বনমাল।
অরুণ বরণ দুটী নয়ন বিশাল॥

ভুবনমোহন রূপ অপরূপ ছাঁদ।
হেরিতে মিলন কত পূর্ণিমার চাঁদ॥
বিনোদ পাগড়ি পাঁচ পিঠে ঝলমল।
ঝিকি ঝিকি করে দুটী শ্রবণে কুণ্ডল॥
হাত দোলাইয়া যায় বাম করে বাঁশী।
আধ আধ বচন কহিছে মৃদুহাসি॥

ধানশী।

নন্দক গোপাল যেন দুর্ব্বাদলশ্যাম।
রাতুল বসন পরে অতি অনুপাম॥
মিহুর মধুর হাসি কোমল প্রকাশে।
সদাই আনন্দ লীলা কৌতুক প্রকাশে॥
বিনোদ চূড়াটী তাহে নাগেশ্বর গাঁথা।
চন্দন তিলক তাহে মৃগমদ লতা॥
নানা আভরণ অঙ্গে শোভে ফুল আলা।
উরু পর দুলিছে বনজ ফুল মালা॥
কাঁচনি মুরলী করে কনক পাঁচনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুনু রুণু শুনি॥

ধানশী।

দেখ দেখ গোবিন্দের সঙ্গে।
অবিরত ধায় কত লাবণ্য বিভঙ্গে॥
বিশালা বিষয়ে দোঁহে সমান বয়েস।
ধূমল ধূসর বর্ণ সুললিত কেশ।
নীল রক্ত বর্ণ ধটি কটির আঁটনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুণু ঝনু রুণী॥
দোঁহার মাথায় পাগ দোঁহে নটপটি।
গলায় দোসাতিহার শোভে পরিপাটী॥
সুবর্ণ পাটের থোপ পিঠে ঝলমল।
ঈষৎ দুলিছে কাণে রতনকুণ্ডল॥
সোণার শিকলি শিঙ্গা শোভে দুই কাঁধে।
দোঁহে এক মেলে যায় নটবর ছাঁদে॥

সুহই।

দিনমণি বল্লভ, দুহুঁ কর পল্লব,
সুবলিত অঙ্গুলী সুছাঁদ।
অমৃত অঙ্গুলীমাঝে, রতন অঙ্গুরী সাজে,
মুখের লাবনি সদ্য চাঁদ॥
সরুয়া সুন্দর কটি, মেঘবরণ ধটি,
অঞ্চল চঞ্চল পর আগে।
কনয়া কিঙ্কিনী জাল, ঝুনু রুনু বাজে ভাল,
অঙ্গদ ভূষিত পৌত রাগে॥
রাতা উৎপল জিনি, শ্রীরাঙ্গা চরণখানি,
রতন মঞ্জীর বাম পায়।
বলরাম বড় রঙ্গে, বাম করে ধরি শিঙ্গে,
রোহি রোহি গভীর বাজায়॥
যার গুণ শ্রুতি মাত্র, পুলকে পূরয়ে গাত্র,
তার রূপ কে কহিতে পারে।
জ্ঞানদাসেতে ভণে, এতেক রাখাল সনে
বিহরয়ে যমুনার তীরে॥

সুহই।

পহিরহ নীলাম্বর ধবল বরণ।
করে ধরে শিঙ্গা মত্ত গজেন্দ্র গমন।
পদ দুই চলে পুনঃ চলিতে না পারে।
স্থির হইতে নারে ঢলি ঢলি পড়ে।
পড়িয়া আপনি কহে আপনি অস্থির।
বারুণী বলিয়ে পিয়ে যমুনার নীর॥
বারুণী বারুণী বলি সখাগণে চায়।
ক্ষণে ক্ষণে ধরণী পড়িয়া গড়ি যায়॥
অরুণ নয়ন করি অধর কাঁপায়।
ভয় মানি কেহ তার নিকটে না যায়॥
আপনার ছায়া দেখি তারে কহে কথা।
আপনে কহে বাত আপনে নাড়ে মাথা॥
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কাঁদে বিবিধ বিকার।
বালকের সঙ্গে ক্ষণে করেন বিহার॥
কেহ গায় কেহ বায় কেহ তাল ধরে।
আনন্দে নাচয়ে ব্রজ বালক ভিতরে॥
একুই কুণ্ডল মাত্র বাম কাণে দোলে।
একুই নূপুর বাম চরণ কমলে॥

বিশালা—বৃহৎ।

ধরণী লোটায় নীল ধড়ার অঞ্চলে।
বিগলিত হইয়াছে বেণীর কুন্তলে॥
ক্ষণে তরুতলে বসি দোলায় শরীর।
টল টল করে ক্ষিতি ভরে নহে স্থির॥
দেখিয়া বালকগণ ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
ক্ষণে ক্ষণে ভজে ক্ষণে পিরীতি সম্ভাষে॥
নির্ম্মল ধরাতল দেখিতে সুছাঁদ।
দিবসে উদয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া রসে দিগবিদিগ নাহি মানে।
আনন্দে বলাইর গুণ, জ্ঞানদাস ভণে॥

সুহই।

উজ্জ্বল সুবাহু গোপাল দুই জন।
লোহিত বরণ নীল পদ্মের বরণ॥
দোঁহা কটি তটে নীল বিচিত্র বসন।
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক রতন॥
সপত্র কদম্ব ফুল দোঁহার কাণে।
কপোলে চুম্বন করে অগিম দোলনে॥
চাঁচর চিকুরে বেড়ি নব গুঞ্জামালে।
টালনী বিনোদ চূড়া ডাহিন কপালে॥
গোক্ষুরের ধুলা দোঁহা অঙ্গে বিভূষিত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত॥
সুবর্ণ চম্পক মালা দোলে উড়ে বায়।
মধুর চলনি মত্ত করিবর ভাঙায়॥
সংক্ষেপে কহিনু এই ষোড়শ গোপাল।
লক্ষ লক্ষ গোপ আছে বিনোদ রাখাল॥
জ্ঞানদাসেতে কহে সে দিন কবে হব।
যে দিন রাখাল পদে আশ্রিত হইব॥

শ্রীরাধিকার রূপ।

কল্যাণ।

ঢল ঢল কসিত কাঞ্চন তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোলি॥
বয়ন শরদ সুধানিধি নিষ্কলঙ্ক।
মনমথ মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥

রাই কি বলিব আর রাই কি বলিব আর।
ভুবনে কি দিয়ে হেন উপমা তোমার॥ ধ্রু
কুটিল কবরী বেড়ি কুসুমের দাম।
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে অতি অনুপাম॥
নাসিকার আগে গজ মুকুতা হিলোলে।
পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়ান কাজরে॥
উন্নত উরজ কিবা কনক মহেশ।
মুঠিয়ে ধরিলে হয় কটি মাঝ দেশ॥
উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পঁহু জিয়ে তুই অবলম্ব॥

মল্লার।

কমল বয়ান কনক কাঁতি।
মুকুতা নিকর দশন পাঁতি॥
নাসা তিল ফুল কুসুম তুল।
কাজরে মাজল দিঠি দুকূল॥
চললি হরিণ নয়না রাই।
ত্রিভুবন জিনি উপমা নাই॥
অরুণ অধরে হসন ইন্দু।
চিবুকে মধুর শ্যামর বিন্দু॥
উচ কুচযুগ কনকগিরি।
হিয়ার মাঝারে মাণিক ছিরি॥
পবন তরল বসন মেলি।
দামিনী বেঢ়লি চাঁদনি বেলি॥
বিভ্রম সারিম সময় সাজ।
রবিশিলা যত তটনী মাঝ॥
রোমলতাবলী ভুজগী ভাণ।
নাভি সরোবরে করু পয়ান॥
কেশরী সোদরি মাঝারি অঙ্গ।
ত্রিবলি যৌবন জনি তরঙ্গ॥
মদন বিমান চারু নিতম্ব।
উলট কদলী উরু আরম্ভ॥
নীবী যে বান্ধল বেঢ়ল যাদ।
উলট কমল ফুটল আধ॥

উরজ—স্তন। দিঠি—চক্ষু।

কটির উপরে কিঙ্কিনী নাদ।
রতন মঞ্জীর কর বিবাদ॥
চরণ কমল শীতল ছায়।
জ্ঞানদাস মন জুড়াও তায়।

ধানশী।

সখী সহ রাজিত এক জনি
জল সুতাকো সুত তা সুতকো
সুত তা সুত ভক বদনী॥ ১।
তমঃ রিপু সুত, ভ্রাতা পিতঃবাহন
তা অরি কটি যৌবনী॥ ২।
মীন সুতা সুত, তা সুত নাসা,
তা পর জড়িত মণি॥ ৩।
কনক থম্ব পর, লসত কঞ্চুকি,
নাচত চরত ফণি। ৪।
জ্ঞানদাস কহে, একল রাধিকা,
গোকুল চন্দ্র ধনী॥

শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব।

তুড়ি।

এ তোর বালিকা, চান্দের কলিকা,
দেখিয়া জুড়ায় আখি।
হেন মনে লয়, সদাই হৃদয়ে,
পসরা করিয়া রাখি॥
শুন বৃষভানু প্রিয়ে।
কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ,
এহেন সোণার ঝিয়ে॥ ধ্রু

১। জলের সুতা—পদ্ম, ব্রহ্মা পদ্মযোনী, মারিচি ব্রহ্মার পুত্র, তাহার পুত্র রাহু যেমন চন্দ্রের শত্রু। অর্থাৎ চন্দ্রবদনী।

২। সূর্য্য অন্ধকারের শত্রু, সুগ্রীব সূর্য্য পুত্র বালী—ভ্রাতা, তাহার পিতা—ইন্দ্র, বাহন ঐরাবত, অরি—সিংহ। অর্থাৎ সিংহের ন্যায় কটিদেশ।

৩। মীন সুতা—মৎস্যগন্ধার সুত—ব্যাস, তাহার সুত—শুক। অর্থাৎ শুকের ন্যায় নাসিকা।

৪। সোনার থামের উপর কাঁচুলি শোভা পাইতেছে এবং তাহার উপর সর্প সদৃশ বেণী ঝুলিতেছে। লসত—শোভিত। কঞ্চুকি—কাঁচুলি।

তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর,
মুখে হাসি আছে আধা।
গগকে যে নাম সে নাম রাখুক,
আমরা রাখিলাম রাধা॥
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ,
তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের, প্রেয়সী হইবে,
সঞ্চরিবা যদি জীয়ে॥
দুহিতা বলিয়া, দুখ না ভাবিহ,
ইহেঁ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা,
ইহুঁার অংশের অংশ॥

শ্রীরাধিকার বাল্যলীলা।

তুড়ি।

প্রাণ নন্দিনী, রাধা বিনোদিনি,
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
বিহান হইতে, কাহার বাটীতে,
কোথা গিয়াছিলা বল।
এ ক্ষীর মোদক, চিনীক দলক,
কে তোর আঁচরে দেল॥
অগোর চন্দন, কস্তুরী কুঙ্কুম,
কে রচিল তোর ভালে।
কে বান্ধিল হেন বিনোদ লোটন,
নব মল্লিকার মালে॥
অলকা তিলক, ললাটে ফলক,
কে দিল চম্পকদাম।
জ্ঞানদাস কহে, সব বিবরণ
কহ জননীর ঠাম॥

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

ধানশী।

মা গো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে, এক গোয়ালিনী,
লৈয়া গেল মোরে ঘরে ॥ ধ্রু
গোপ-রাজরাণী, নন্দের গৃহিনী,
যশোদা তাঁহার নাম।
তাঁহার বেটার, রূপের ছটায়,
জুড়ায়ল মোর প্রাণ ॥
কি হেন আকুতে, তাঁর বাম ভিতে,
লৈয়া বসায়ল মোরে।
এক দিঠে বহি, উঁহার আমার,
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥
বিজুরী-উজোর, গোর অঙ্গ খানি,
যেন নব জলধর।
স্থর্যেল দেখিয়া, দিবাকর ঠাঞি,
কি হেতু মাগল বর ॥
তবে মোর গোরা গা খানি মাজিয়া,
নানা বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে, পাঠাইয়া দেল,
এ সব আঁচরে দিয়া ॥
ঝিয়ের কাহিনী, শুনি গোয়ালিনী,
মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস, হিয়ায় বরিখে,
কহে কবি জ্ঞানদাসে ॥

গোষ্ঠ বিহার।

তুড়ি।

গোপাল যাবে কি না যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়া যাই,
গোধন চলিয়া গেল মাঠে ॥ ধ্রু
উচ্চত দেখিয়া বেলা, ডাকিতে আইনু মোরা,
যতেক গোকুলের রাখ জান।
একেলা মন্দির মাঝে, আছ তুমি কোন কাজে,
এ তোমার কোন্ ঠাকুরাণ ॥
যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
যাইতে কেমতে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান, সদাই অন্তরে টান,
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥
মাথেতে চিঁদন দড়ি, হাতেতে কনক লড়ি
বার হইলা বিহারের বেশে।
সকল বালক লৈয়া, যমুনার তীরে যাইয়া,
জ্ঞানদাস ছিল তার পাছে ॥

ভাটিয়ারী।

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া ॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে দ্বারে।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে ॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন লইয়া সবে চলিয়া এক সাথে ॥
চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনি পাঁচনি আর হাতে শিঙ্গা বেণু ॥
সভার সমান বেশ বয়েস এক ছান্দ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিয়া শ্যাম চান্দ ॥
ধাইয়া ধাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায় ॥

মঙ্গল।

বাঁকুয়া পাঁচনি হাতে, রঙ্গিয়া রাখাল সাথে,
বাহির হৈলা রোহিণীনন্দন।
শিঙ্গা দিয়া চাঁদমুখে, উভ করি দিল ফুকে
শিঙ্গা রবে ভেদিল গগন ॥
পরিধান নীল ধটি, গলে শোভে হেম কাঁঠি,
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন।
আকর্ণ শোভিত ঠাম, আঁখি যুগ ঘূর্ণমান,
শোভে কত রতন ভূষণ ॥
এক কাণে কোকনদ, দেখিতে লাগয়ে সাধ,
আর কাণে মকর কুণ্ডল।

জিনি মদ মত্ত হাতী, গমন মন্থর গতি,
ধরণী করয়ে টলমল ॥
বাহির হৈলা বলরাম, না দেখিয়া ঘনশ্যাম,
প্রেমে ছল ছল দুনয়ন।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মিলিয়া রাখালময়,
মাঝে করি নন্দের নন্দন ॥

মঙ্গল।

যমুনা তীরে, ধীরে চলু মাধব,
মন্দ মধুর বেণু বায়।
ইন্দু বরণ, ব্রজ-বধু কামিনী
স্বজন তেজিয়া বনে ধায় ॥
অসিত অম্বর, অসিত সরসীরুহ
অতসি কুসুম হিমকর।
ইন্দ্র নীলমণি, উদরে মরকত,
শিখি চূড়া অহিবর ॥
গোধূলি ধূসর, বিশাল বক্ষস্থল
গো ছাঁদ রজ্জু করে।
দেখি অপরূপ, রূপ মনোহর,
জ্ঞানদাসের জ্ঞান হরে ॥

মঙ্গল।

নবীন মেঘের ছটা, জিনিয়া বরণ ঘটা,
ভালে কোটী চন্দনের চাঁদ
শিরে শিখি শ্রীখণ্ড, ঝলমল করে গণ্ড,
মুখমণ্ডল মোহন ফাঁদ ॥
রাম কানু দোঁহে, ভুবনমোহন বেশে,
বনে যায় গোধন লইয়া।
শিঙ্গা বেণু লাখে লাখে বাজায় ব্রজ বালকে,
ডাকে সঘে সাঙলি বলিয়া ॥
সোনার নূপুর তাড়বালা, আপাদলম্বিত বনমালা
রঙ্গে সব সঙ্গে শিশু ধায়।
ধড়ার অঞ্চলা চলে, ঘণ্টার ঘন রোলে,
ভাব ভরে কেহ নাচে গায় ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রহি যায় ভিন্ন ভিন্ন,
তাহে অলি বসি করে গান।
জ্ঞানদাসেতে বলে, কি আনন্দ যমুনা কূলে
হেরি দুই ভাইর বয়ান ॥

তুড়ি।

গিরিধর লাল, গিরিপর খেলল,
তরু হেলন পদ পঙ্কজ দোলনিয়া।
অতি বল সুবল মহাবল বালক,
কান্ধে ভান্দ করে ভাণ্ড দোহানিয়া ॥
গিরিবর নিকট, খেলত শ্যাম সুন্দর,
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল।
নৌতুন তৃণ, হেরিয়া যমুনা তট,
চঞ্চল ধায় গোপাল ॥
সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে নন্দ নন্দন,
উপনীত যমুনা তীর।
পাঁচনি বেত্র বাম কক্ষে দাবই,
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর ॥
প্রিয় শ্রীদাম, সুদাম মধুমঙ্গল,
তীরে রহি হেরত রঙ্গ।
শ্যামল সুন্দর, মূরতি মনোহর,
হেরি যমুনা অতি বাঢ়ল তরঙ্গ ॥
জ্ঞানদাস কহ, পরিমল সুন্দর,
কুসুম ষটপদ জোর।
যমুনাক তীর, রমণ অতি সুখদ,
সুরস রসের ওর।

তুড়ি।

হিয়ায় কণ্টক দাগ, বয়ানে বন্ধন লাগ,
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া, কোন বনে ছিলা গিয়া,
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি ॥
নব ঘনশ্যাম তনু, ঝামর হইয়াছে জনু
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে, হাতে হাতে সুঁপি দিলে,
ঘরকে গেলে কি বলিব মায় ॥

দাবই চাপিয়া রাখিয়া। ঝামর মিলন।

খেলাব বলিয়া বনে, আইলাম তোমার সনে,
বসিয়া তরু ছায়।
বনে বনে উকটীয়া, তোর লাগি না পাইয়া
আমা সভা প্রাণ ফাটি যায়॥
জ্ঞানদাস কহে বাণী, শুন ভাই নীলমণি,
এ কোন চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে, যাও তুমি অন্য স্থানে,
তুমি মোদের এক যে সম্বল॥

শ্রীরাগ।

ধেনু সঙ্গে আওত নন্দদুলাল। ধ্রু
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর,
আজানুলম্বিত বনমাল॥
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণু রব শুনইতে,
ব্রজবাসীগণ ধায়।
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধূগণ,
মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়॥
পীতাম্বর ধর, মুখ জিনি বিধুবর,
নব মঞ্জরী অবতাংস।
চূড়া ময়ূর, শিখণ্ডক মণ্ডিত,
বাইয়ি মোহন বংশ॥
ব্রজবাসীগণ, বাল বৃদ্ধ জন,
অনমিখ মুখশশী হেরি।
ভুলিল চকোর, চাঁদ জনু পাওল,
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥
গোগণ নবহুঁ, গোঠে পরবেশল,
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে, যশোমতী আও,
জ্ঞান ভণিত রসাল॥

শ্রীরাগ।

দুহুঁ রাণী দুহুঁ করু কোরে।
ছরম ভরম করু দূরে॥
আচরে বদন মোছাই।
মাখন দেওত জোগাই॥
খাওত সখাগণ সঙ্গ।
অতিশয় সো সুখ রঙ্গ॥
কি কহব ভুবন সুখ ওভর।
জ্ঞানদাস তহি ভৈগও ভোর॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

(গান্ধার।)

সজ্জে ননীক পুতলি গোরী॥
জারল বিরহ আনলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোঁহারি নাম॥
শুনহ মাধব কহতুঁ তোয়।
শমতি না দেই রজনী রোয়॥ ধ্রু
অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল॥
গলায় এ গজ মোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥
অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে দুঃখ মদন দেল॥

(সুহই।)

অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি॥
কি রূপে এ রূপে দেখিয়া সেহ।
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ॥
জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ।
অসিত চান্দের উদয় দিন॥

উকটীয়া অনুসন্ধান করিয়া। বাইয়ি বাজায়।

গোরী, সুন্দরী। সোঙরি, স্মরণ করিয়া। শমতি, শয্যা। রোয়, কাঁদে। উরহি, বক্ষঃস্থল। লোল, দোলিত। ডোল, দুলিতেছে।

জড়িল হৃদয়ে করত ভেদ।
অতি বেয়াকুল করত খেদ॥
পাণ্ডুরবরণ বেয়াধি রাধা।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥
অব যদি তুহুঁ মিলয় তাহ।
গোকুলমঙ্গল সভাই গায়॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্যাম।
জীবন সুখদ তোঁহারি নাম॥

সুহই।

রাই কেনে বা এমন হৈলা।
কি রূপ দেখিয়া আইলা॥
মরম কহ না মোয়।
বেয়াধি ঘুচাব তোয়॥
না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত॥
সোণার বরণ তনু।
কাজর হৈ গেল জনু॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা॥
জ্ঞানদাস ... আপ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ॥

বিভাস।

চলিতে না পারে রসের ভরে।
আলস নয়ানে অলস ঝরে॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানি এ কিবা অন্তর সুখে।
আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে॥
মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ॥
কালর বদন চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥

কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহি সাখি॥
জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥

শ্রীরাগ।

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা সিনানে।
না দেখি না শুনি তার পদ কোন দিনে॥
এবে দিন দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে।
ডাকিলে শমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে॥
সই বড়ি পরমাদ হৈল।
না জানি কি দেবতা দানবে তারে পাইল॥ ধ্রু
ক্ষণে ধনী চমকএ ক্ষণে উঠে কাঁপ।
কর পরশিল নহে এত অঙ্গ তাপ॥
মনের যুকতি কেহ লখিতে না পারে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে॥
সবে এক দেখিয়া করিয়ে পরতীত।
কালা নাম শুনিয়া থকিত হয় চিত॥
কালা কালা বরণ দেখিয়া ভালবাসে।
জ্ঞানদাসে বলে কালা কানুর ভাবে আছে॥

শ্রীরাগ।

কহইতে সো ধনী বচন না শুন।
পহিল সম্ভাষে পুছই নাহি পুনঃ॥
আনপরথাই যাই যব পাশে।
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে॥
শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর।
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল॥ ধ্রু
লাজ লাজাই কহনু এক বেরি।
যতনেহি নয়ন কোণে নাহি হেরি॥
মুকুলিত করজ কুসুম নাহি ভেল।
হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ হৈ গেল॥

সাখি, সাক্ষী। বড়ি, বড়। মৃগমদ, কস্তুরী। থকিত, স্থগিত। আনপরথাই, অন্যভাবে। যব, যখন। পরসন্ন, প্রসন্ন।

কুবলয়কর চীর চিকুর চিয়াব।
কিয়ে পঙ্কজিত কিয়ে ভাব বুঝাব॥
অপরূপে আন সঙ্কে প্রিয় সখী সঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে বুঝল অনঙ্গে॥

তুড়ি।

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে, সেখানে ভুলিনু বাটে,
তিমিরে গরাসিল মোরে॥ ধ্রু
রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশোর,
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনী বামে, ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে,
ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥
ললাটে চন্দন পাঁতি, নব গোরোচনা ভাতি,
তার মাঝে পূর্ণিমা চান্দ।
অলকা বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ,
কামিনী জনের মন ফাঁদ॥
লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাল নয়,
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব গাছেতে ঠেকা,
ভুবনমোহন রূপ ভাতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল,
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়,
সেকি সতি বোলাইতে পারে॥

ভাটিয়ারী।

আলো মুঞি জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥ ধ্রু
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥

চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ায় পুতলি রইল বান্ধা॥
কটি পীতবসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোড়া॥
জাতি কুল শীল মোর হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হইয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দৃঢ় করি থাক বুক॥

তুড়ি।

(স্বপ্ন দর্শন)

মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে,
তাহা বিনু আর কার নই॥ ধ্রু
রজনী শাঙন, ঘন দেয়া গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরি বোল,
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁ ঝিঁ ঝিনিকি বাজে, ডাহুকি সে গরজে,
স্বপন দেখিনু হেনকালে॥
মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল লেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত,
ধিক রহু কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু, মুখ ছটা নিন্দে ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেয় ছলে,
আমা কিন বিকাইনু বোলে॥

কুবলয়কর, পদ্মহস্ত। চিয়াব, বিন্যাস।

কোড়া, মূল। দে, দেহ। শাঙন, শ্রাবণ। দেয়া, মেঘ। শিখরে, বৃক্ষাগ্রে। দাদুরি, ভেক। লেহ, প্রীতি।

কিবা ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণে ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভোলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল, মুখে না নিঃসরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

তিরোতা—ধানশ্রী।

যত রূপ তত বেশ, ভাবিতে পাঞর শেষ
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ, না ভায় গৃহবাস,
তিল আধ পাশরিতে নারি॥
মাথায় করি কুলডালা, ঘুচাব কুলের জ্বালা,
তবহুঁ পূরব মন সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি, সাধিব মনের সিদ্ধি,
যবে হবে কানু পরিবাদে॥
কুল ছাড়ে কুলবতী, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
সে যদি নয়ানের কোণে চায়।
স্বরূপে দড়াইনু মন, জাতি যৌবন ধন,
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম পায়॥
মনেতে করিয়া সাধ, যদি হয় পরিবাদ,
যৌবন সফল করি মানি।
জ্ঞানদাসে কয়, এমত যাহার হয়,
ত্রিভুবনে তাহার নিছনি॥

সুহই।

কিশোর বয়স, মণি কাঞ্চনে আভরণ,
ভালে চূড়া চিকণ বনান।
হেরইতে রূপ সায়রে মন ডুবল,
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ॥
সখিহে পেখঁনু পন্থকি মাঝ।
হাম নারী অবলা, একলা পথে যাইতে
বিছুরল সব নিজ কাজ॥
নয়ান সন্ধান বাণে তনু জর জর,
কাতর বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন, পুলকে পূরল তনু,
পানি না পূরলু কুম্ভে॥
ঘর নহে ঘোর যেন, জাগিয়ে স্বপন হেন,
আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞান দাস কহে, মনে অনুমানিয়ে,
বাস করব নীপ ছায়॥

মোহিনী।

চিকণ কালিয়া রূপ, মরমে লাগিয়াছে,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিয়াছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥
অধরের দুটী কূল, জিনিয়া বান্ধুলি ফুল,
হাসি খানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে,
জাতিকুল মজাইল তায়॥
ভুরুযুগ সন্ধান কামের কামান বাণ
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটী আঁখি।
অরুণ নয়ান কোণে, চাঞাছিল আমা পানে,
সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি॥
যমুনার ঘাট হইতে, উঠিয়া আসিতে পথ,
সখি, কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয়, সুধুই যে সুধাময়,
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥

শ্রীরাগ।

দেইখা আইলাম তারে সই, দেইখা
আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥ ধ্রু
বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥

পন্থকি, পথের। বিছুরল, ভুলিয়া গেলাম। আরতি, আশক্তি। নীপছায়, কদম্ব বৃক্ষ ছায়ায়।

কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহকর্ম্ম করিতে আল্যায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ॥

বরাড়ী।

নিতি নিতি আসি যাই,এমন কভু দেখি নাই,
কি খেনে বাড়াইনু পা জলে।
গুরুয়া গরব কুল, নাশয়িতে কুলবতী,
কলঙ্ক আগে আগে চলে॥
বড়ি মাই কি দেখিনু যমুনার ধারে।
কালিয়াবরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তার আঁখিঠারে॥ ধ্রু
শ্যাম চিকনিয়া দে, রসে নিরমিল কে,
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি।
ভুবন বিচিত ঠাম, দেখিয়া কাঁপয়ে কাম,
কান্দে কত কুলের রমণী॥
না জানি না শুনি তায়,সে বা কোন দেবতায়,
তেঞি সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞানদাসেতে কয়, না করিলে পরিচয়,
কে জানিবে তাহার চরিত॥

তুড়ি।

সখিহে কি পেখনু নীপ মূলে চন্দ।
একে ত চিকণ বালা, বিবিধ বিনোদ মালা,
লাবণ্যে ঝুরয়ে মকরন্দ॥
ভবঙ্গ অনুজ রথ, তা তলে বিনতা সুত
কোরে কুমুদ বন্ধুসাজে।
করি অরি সন্নিধানে, অলি রস পূরে বাণে,
রমণী মুনির মন বান্ধে॥
খগেন্দ্র নিকটে বসি, রসেন্দ্র বাজার বাঁশী,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়।
কুন্তির নন্দন মূলে, বশ্যপ নন্দন দোলে,
মনমথ মনমথ তায়॥
জলধি সুতা পতি, তা তলে যার স্থিতি,
সে কেন যমুনার জলে ভাসে।
শচীপতি রিপুসুতা, বাহন বিজুরী লতা,
রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে॥

সুহই।

তরু মূলে কি রূপ দেখিনু কালা কানু।
যে রূপ দেখিনু সই, স্বরূপে তোমারে কই,
জল ভরিতে বিসরিণু॥ ধ্রু
একে সে কালিন্দী কূল, ত্রিভঙ্গীম তরুমূল,
সজল জলদ শ্যাম তনু।
জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া ফিরিয়া চাই,
হাসি হাসি পূরে মন্দবেণু॥
জল ফেলিয়া যাই, লোক লাজে ভয় পাই,
কি করিব কিবা লয় মন।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভজি গিয়া ও রাঙ্গাচরণ॥

শ্রীরাগ।

রাজিত চিকুর উপরে নব মালতী
অলিকুল অলকার পাশে।
মলয়জ মাঝে, সাজে মৃদু মৃগমদ,
তরুণী নয়ন বিলাসে॥
সজনি কি পেখনু শ্যামর চান্দে।
তপন তনয়া তীরে, তরু অবলম্বনে,
তরুণ ত্রিভঙ্গীম ছান্দে॥ ধ্রু
ও মুখ মণ্ডল, ও মণি কুণ্ডল-
গণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্র নীলমনি, মুকুর উপরে জনি,
কর অবলম্বন তরুণে॥
তরুণ তারাবলী, অনিবার ঝলমলি,
উরে গজ মোতিম হারে।

দাপুনি, দর্পণ। বিচিত, বিচিত্র।

পূরে, নিনাদ করে। রাজিত, শোভিত।

জ্ঞানদাস কহত, ধটি অঞ্চল,
বিজুরী ঘন আন্ধিয়ারে॥

শ্রীরাগ।

শ্যাম রূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া,
ডুকুল ঠেকিলাম হাতে।
ভুবন ভরিয়া, অপযশ ঘোষণা
নিছিয়া লইনু মাথে॥
সজনি কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলাল,
আর মনে নাহি লয়॥ ধ্রু
অপযশ ঘোষণা যাক দেশে দেশে,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙ্গা পায়, এ তনু সঁপেছি
তিল তুলসীদল দিয়া॥
কি মোর সরম, ঘর ব্যবহার,
তিলে ক না সহে গায়।
জ্ঞানদাস কহে এ তনু নিছিনু,
শ্যামের ও রাঙ্গা পায়॥

মল্লার।

সই কি আর কথার বাঁধে।
মো পুনি ঠেকিয়া গেনু ও নয়ন ফান্দে॥
কুন্দে কুন্দাইল দেহ বিদগ্ধ বিধি।
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি॥
চূড়ায় চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা।
চান্দের অধিক মুখ চান্দের চন্দ্রিকা॥
আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলিয়া যায় ও মধুর বোলে॥
নীলমণি হেম গায় মুকুতা সিচনি।
আই আই মরিয়া যাই রূপের নিছনি॥
কালা পাট গলে দোলে কটিতে প্রবাল।
তমাল শ্যাম হৃতে নব গুঞ্জামাল॥
নাসা স্থলে দোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃকভানু সুতা॥

মূলের, মূল্যের

ইমন

কি মোহন নন্দকিশোর।
হেরইতে রূপ মদন মন ভোর॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদ-পটল বরিখত রসধার॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥
গলে গজ মোতিম মাল।
করিবর কর কিয়ে বাহুবিশাল॥
কুলবতী পরশ না পাই।
অনুখন চঞ্চল থির নাহি তাই॥
শুনিতে বচন সুধা থানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী॥

ইমন।

শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিণী ঝুরে অনুরাগে॥
কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়॥
ঐ রূপে আছে কি মাধুরী।
মদন মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি॥
তাহে আর ধরে নানা বেশ।
কি করিবে যুবতী মজিল সব দেশ॥
রূপে আছে ঔষধ মোহিনী।
পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনী॥
তাহে হাসি কয় কথা থানি।
অমিয়া রমিয়া বিধুর পড়িল অবনী॥
জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিকমণি॥

গান্ধার।

সজনি মুরতি পিরীতি বরদাতা।
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ, সুখ সায়র নায়র,
নিরমিল ধাতা॥ ধ্রু

উমতিনী, উন্মাদিনী। সায়র, সাগর।

রূপ দেখি আঁখি, না পালটি গো,
মন অনুগত নিজ লাজে।
অপরশ দেহ, পর সুখ সমপদ,
শ্যামর সহজ স্বভাবে॥
লীলা লাবনি, অবনী অলঙ্কৃ,
কি মধুর মন্থরগমনে।
লহু অবলোকনে, কত কুলকামিনী,
শুতল মনসিজ শয়নে॥
অলখিতে হৃদয়ক, অন্তর অপহর,
পাশরিল না হয় স্বপনে।
জ্ঞানদাস কহে, তবহুঁ কৈছন হয়ে,
তনু তনু যব হয় মিলনে॥

গান্ধারী।

মন্দির মাঝে, বৈঠল বরসুন্দরী,
দিনকর দুপর ঠানে।
যব হাম পুছল, পিরীতি সম্ভাষণ,
প্রেম জলে ভরল নয়ানে॥
মাধব! তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পর সঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত,
না মানয়ে গুরুজন বাধা॥ ধ্রু
ভাবে ভরল তনু, পুনঃ পুন কম্পিত,
পুনঃ পুন শ্যামরি গোরী।
পুন পুছত, পুন দিগ নেহারত,
ভূয়ে শুতয়ে পুনঃ বেরি॥
ফুয়ল কবরী, উরহি লোটায়ত,
লোরে ঝরত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ, তুহুঁ ভালে সমঝত,
কোন করব চিতে আনে॥

ধানশী।

হাম রাইকে পথে ভেটল গোরি।
তুয়া পরসাদ কমল কছু গোরি॥
গাজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি।
কা কি ... ... পুন বেরি॥

ফুয়ল, খসিত। ভানে, ভ্রমে।
পরসাদ, প্রভাত। গোরি, অল্প।

শুন শুন মাধব নিজ পুণ ভাগ।
রাই কমলিনী তোহে এত অনুরাগ॥ ধ্রু
পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ।
নীপ নিকরে কিয়ে পূজন অনঙ্গ॥
অধর শুখায়া দীঘল নিশাস।
তনু অনুরোধে ঝাপল নিজ বাস॥
কত কত ভাব পেখনু হাম তাই।
ধনি ধনি তুহু ধনি রসবতী রাই॥
ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ॥

শ্রীরাগ।

হাসি রভস করে বয়ন ঝাপাই।
মধুর সম্ভাষণ মধুরিম চাই॥
আন দিন শ্রবণে না দেই পরথাব।
আজু আপনে ধনি কহিল সুথাব॥
শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ।
কমলিনী করল তুয়া পরসঙ্গ॥ ধ্রু
শুনইতে তৈখনে যো করু চিত।
কাহে কহব কে মানে পরতীত॥
এত দিনে জানলু সিদ্ধি ভেল কাজ।
দূরে গেল দুঃসহ দ্বিগুণ মনোজ॥
লোচন লোর লুকায়লি গোরী।
পুলক প্রচুর কয়লি ধনী চোরি॥
শুভ ভেল অশুভ গেল সব দূর॥
জ্ঞানদাস কহুঁ মনোরথ পূর॥

শ্রীরাগ।

কানুক ঐছন বাত।
শুনি সখী অবনত মাথ॥
কছু না কহল ফেরি।
লোরে পন্থ না হেরি॥
মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল॥
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞানদাস॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

সরস সিনান সমাপরি সুন্দরী,
মন্দিরে চলু সখী সাথ॥
নিরজন জানি, কান তহি পৈনীত
সহচর সুবল সাঙ্গাত॥
দেখবি মোহন গোকুল চন্দ।
রাধা রসবতী, রসিকা শিরোমণি,
নব পরিচয় অনুবন্ধ॥ ধ্রু
সহচরী পাশে, হাসি হরি পুছত,
স্বরূপে কহবি বররামা।
রমণী সমাজে, গজবর গামিনী,
এ ধনী কে অনুপামা?
সরস সম্বাদ, সম্বোধই সহচরে,
কনক দাম রুচি গোরী।
মাঝহি মাঝ, বিরাজই ও ধনী,
বৃকভানু কিশোরী॥
শুনইতে নাম, প্রেমে পরিপূরল,
মাধব অমিয়া সিনান।
জ্ঞানদাস কহে, আর কি বিছুরয়ে,
নিশি দিশি ধরল ধেয়ান॥

ধানশী।

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল।
অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল॥
পাস উদাসল পালটি নেহারি।
তাহি চলল মন বাহু পসারি॥
আজু পেখনু মুঞি বিদগধ নারী।
মদন বাণ কত গেলি উভারি॥ ধ্রু
কেশ বিথারল পিঠহি লোল।
মাথ আধ পর রহল নিচোল॥
পহিরল পুনহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ।
তব ধরি নয়ানে রহল কিয়ে ধন্দ॥
চাতুরী কতএ কয়ল মঝু আগে।
জীউ রহল আজু বড় পুনভাগে॥
কহইত কি কহব কহয়ে না পারি।
জ্ঞান কহ এ বড়ি বিদগধ নারী॥

বরাড়ী।

এ সখি এ সখি বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥ ধ্রু
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পায়।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যায়॥
আধ আধ চাহি সাহ পদ আধা।
রস পরসঙ্গে শুনই বহু সাধা॥
হামরা দুহুঁ জন পথে একু মেলি।
সুজান জন সঞে করু আন কেলি॥
যব কছু পুছয়ে উতর না পাব।
অধরক পাশ হাস পশি যাব॥
ঐছন রমণী দৈবে দেল সঙ্গ।
তিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ॥
উহপে লাজ বশ হামার ত লাজ।
জ্ঞানদাস কহ দূরে রহুঁ কাজ॥

ধানশী।

খেলত না, খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই॥
এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥ ধ্রু
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উঘারি॥
মনমথ মন্ত্রি আগোরল বাট।
চকিত চরিত পঁহু বহু রসহাট॥

উদাসল, অনাবৃত করিল। পসারি, প্রসারণ। বিদগধ, সুরসিকা। নিচোল অঞ্চল।

পহিরল, পরিধান। তবধরি, সেই অবধি। উদগীম, উদগ্রীব। অবগাই, বিশ্রাম।

কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহা উপমা কবহু না পাই॥
পরসে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহব রসিক সুজান॥

পঠমঞ্জরী।

সজনি শুনি মনে হোয়ল আনন্দ।
রাই সুধামুখী, মোহে এত অনুরাগী,
মিলন করহ পরসঙ্গ॥ ধ্রু
পরসে শুনলু হাম, রূপে গুণে অনুপাম,
তাঁহে রহল মন লাগি।
তুহুঁ সুচতুর ধনি, মোয় অনুকূল জানি,
যব পুন হয় মোর ভাগি॥
ওই দিবস—খন, হোয়ব সুলখন,
মোহে মিলব ধনি রাই।
সোতনু পরশএ, তাপ সব মেটয়ে,
তব হাম জীবন পাই॥
ঐছন নাগর বচন শুনি কাতর,
দিঠে ভেল ছলছল লোর।
কানু পরবোধি, তুরিতে ধনি চললহু,
জ্ঞানদাস চলু ভোর॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতি।

তিরোতা। ধানশী।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই॥ ধ্রু
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনী জাগি॥
ক্ষীন তনু মদন হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে॥
চিত পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥

জগমাহা, জগতের মধ্যে।

পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুন আঁখি।
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন উপচার॥

শ্রীরাধাকুণ্ড মিলন।

ধানশী।

দূতী প্রতি কমলিনী, বোলয়ে মধুর বাণী,
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম।
তুমি মোর প্রিয় সখি, দেখাও সে নীরজাঁখি,
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম।
শুন শুন প্রাণসখি, মন্ত্রণা বলহ দেখি,
কিসে পাই শ্রীনন্দকুমার।
দূতী কহে শুন ধনি, মোর নিবেদন বাণী,
পুনঃ দেখা না পাইবা তার॥
শ্যাম নাগর ইহা বলি, কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি,
প্রাণ দিব রাধাকুণ্ড জলে।
তাহা শুনি রাই ধনী, মৃদু মৃদু বলে বাণী,
শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে॥
আমি শ্যাম কুণ্ডনীরে, শ্যাম নাম হৃদে ধরে,
বঁধু লাগি এ প্রাণ ত্যজিব।
জ্ঞানদাস বলে শুন, হেন কহ কি কারণ,
শ্যাম অন্বেষণে চল যাব॥

প্রেম বৈচিত্ত।

সিন্ধুড়া।

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে, নহে পরতীত,
যেন দারিদ্রের হেম॥ ধ্রু
হিয়ায় হিয়ায়, লাগিব লাগিয়া,
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া, রাইয়ের দোসর,
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥

তিলে কত বেরি, মুখ নেহারয়ে,
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত, দূর হেন মানয়ে,
তেঞিঃ সদা লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে,
রসের পসরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে, এমন পিরীতি,
আর কি জগতে আছে॥

সিন্ধুড়া।

নিজ পর সঙ্গ, স্বপনে না করে,
আনে না পাতয়ে কাণ।
দিঠে দিঠে রহে, নিমিখ না বহে,
নিরখে মধু বয়ান॥
সই কিনা সে বন্ধুর, পিরীতি ঠক রীতি,
কহিতে কহিব কি।
সো সব চরিতে, কত উঠে চিতে,
পরাণ নিছনি দি॥
ক্ষণে ক্ষণে তনু, পুলকে আকুল,
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে, রসের আলাপ,
অমিয়া সিনায় অঙ্গ॥
এক করি মোরে, কোরে আগোরয়,
রচয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে, ধনি ধনি সেহ,
যাহে এ পিরীতি লেশ॥

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে,
পরাণে পরাণ লেহা।
না জানি কি লাগি, কো বিহি গঢ়ল,
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া, নারে পাসরিতে,
কি দিয়া সুধিব ধার॥ ধ্রু
আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া,
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক, করের মুরলী,
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের, বরণ সৌরভ,
যখন যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া,
তখন সে দিকে ধায়॥
লাখ কামিনী, ভাবে রাতি দিন
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে, আহীর নাগরী,
পিরীতে বান্ধল তায়॥

সিন্ধুড়া।

যব দেখা দেখি হয়ে, হেন তার মনে লয়ে,
নয়ানে নয়ানে মোরে থুয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি,
আমি তাহে চাহিলে না চাহি॥
আহা মরি মরি মুঞি কি করি। আরতি।
কি দিয়া সুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি॥ ধ্রু
রসিক নাগর যে, নিতুই দুয়ারে সে,
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস ভবে কয়, তোমার চরিতে যেবা লয়,
তাহা বা কহিবা তুমি কায়॥

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়া,
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে, ছায়া মিশাইতে,
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে, পিরীতি করয়ে,
কি জানি কি তার হয়॥
সহজে রসের, আকার সে যে,
ভাবের অঙ্কুর তায়।

বাতাসে বসন, উড়িতে আপন,
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়॥
চমক চলনি, ওগিম দোলনী,
রমণী মানস চোর।
জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়া পিরীতি,
মরমে পশিল তোর॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

তিরোতা—ধানশী।

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন, সদা উচাটন,
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে, দশ দিশ গণে,
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া,
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি, প্রেমের কাহিনী,
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন,
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥

মুরলী শিক্ষা।

কানাড়া।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম?
কোন রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম?
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি?
কোন রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী?
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত?
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ?
কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে?
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে?
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়?
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি হাসি।
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

কামোদ।

আইস আইস মোর বিনোদিনি রাধা।
তোমা দরশনে গেল মনসিজ বাধা॥
তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনে দশ দিক হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরিনাম॥
তোহার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম॥
চৌরাশী ক্রোশ এহি বৃন্দাবন সীমা।
যত কিছু লীলা খেলা তোমারি মহিমা॥
জানে সব ব্রজ জন জানে ব্রজাঙ্গনা।
সব জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা॥
নিজ পীতবাসে শ্যাম চরণ ধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
শ্যাম কোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥

(শ্রীরাধার উক্তি)

ধানশী।

ঘরে হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন তান।
কোন রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লহে চিত॥

কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে॥
ভাল হইল আইলা রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব॥

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।)

বিহাগড়া।

ধরবা ধরবা ধর, মোর পীতবাস পর,
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তূরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব, বন মালা পরাইব,
চূড়া বান্ধ আউলায়্যা কবরী॥
গৌর অঙ্গুলি তোর, সোণা বান্ধা বাঁশী মোর,
ধর দেখিরন্ধ্রু মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ, কদম্ব হেলনে থাক,
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে॥
মুরলী অধরে লেহ, এই রন্ধ্রে ফুক দেহ,
অঙ্গুলি লোলায়া দিব আমি॥
জ্ঞানদাস এই রটে, যা বলিলা তাই বটে,
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি॥

সম্ভোগ মিলন।

কেদার।

অবনত বয়নে না কহে কিছু বাণী।
পরশিতে বিহসি ঠেলই পহুঁ পাণি॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিনব নায়রী না মানয়ে বোধ॥
পিরীতি বচন পুনঃ কহল বিশেষ।
রাইক হৃদয়ে দেখয়ে নবলেশ॥
পহিরণ বসন ধরল যব হাতে।
তব ধনী দিব দেই নিজ মাথে॥
রস পরসঙ্গে কয়ল কত রঙ্গ।
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ॥

বিহসি, হাস্য করিয়া। নাহ, নায়ক। দিব, দিব্য।

নাহক আদর অধিক বাঢ়য়।
জ্ঞানদাস কহে এহ না জুয়ায়॥

কেদার।

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে রহু আরতি অনেক॥
মনে রহু মনসিজ শুতল শেজে।
নাহি পরকাশল থোরহি লাজে॥
মণিময় দীপ উজোরল গেহ।
সুকুসুম শেজহি ঝলমল দেহ॥
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার।
সারী শুক কত কপোত ফুকার॥
মলয় পবন বহ গন্ধ সুগন্ধ।
দ্বিজকুল শব্দ গীত অনুবন্ধ॥
সুখময় মন্দির কালিন্দী তীর॥
শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জ কুটীর॥
সখীগণ হেরই ঝরকহি ঝাঁপি।
আরতি অধিক তিরপিত নহে আঁখি॥
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞানদাস কহ পূরল আশ॥

ভৈরবী।

কুসুম শেজ পর কিশোরী কিশোর।
ঘুমল দুহুঁ জন হিয়ে হিয়ে জোর॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ॥
কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি।
নব মেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি॥
শিখি কোরে ভুজগিনী নাহে দুঃখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।
কাম কামিনী এক ঠাঞি নাহি জাগ॥
কলহ কয়ল বহু রসনা রসনা।
বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা॥

পুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল ॥

ধানশী।

নিমগন দুহুঁ জন রতি রণ রঙ্গে।
থির দামিনী নব জলধর সঙ্গে ॥
কুসুম শেজপর রাধা কান।
দুহুঁ মন পেশল মনসিজ জান ॥
ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান।
কুচ যুগ পর খরতর নখ হান ॥
কুঞ্জহিঁ দুহুঁ জন কেলি।
জ্ঞানদাস চিতে আনন্দ ভেলি ॥

ধানশী।

দুহুঁ দুহু নিরখই নয়ানের কোণে।
দুহুঁ হিয়া জর জর মনমথ বাণে ॥
দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প।
দুহুঁ কত মদন সাগরে ভেল ঝম্প ॥
দুহুঁ দুহুঁ আরতি পিরীতি নাহি টুটে।
দরশে পরশে কতেক সুখ উঠে ॥
দুহুঁক অধর রস দুহুঁ করু পান।
দুহুঁ দুহুঁ চুম্বই বয়ানে বয়ান ॥
দুহুঁ আলিঙ্গই ভুজে ভুজে বন্ধ।
জ্ঞানদাস মনে বাঢ়ল আনন্দ ॥

কেদার।

বিগলিত-কুন্তল, মণিময় কুণ্ডল,
রুণু ঝুনু আভরণ বাজ ॥
ঘামহি অলকা, তিলক বহি যাওত,
ঘন দোলত মণিরাজ ॥
দেখ দেখ দুহুঁ জন কেলি।
দুহুঁ দুহুঁ অধর, সুধারস পিবি পিবি
দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি ॥
গীমহি ভুজযুগ উপর শশধর,
কনকধরাধর মাঝ।
অপরূপ পবনে, সঘন তনু দোলত,
গগন সহিত দ্বিজরাজ ॥
চঞ্চল চরণ, কমল মণি নূপুর,
শবদ মঞ্জলপূর।
মনমথ কোটি, মথন করু ঐছন,
জ্ঞানদাস চিতে ফুর ॥

পঠমঞ্জরী।

শ্যাম মনোহর সুন্দরী সঙ্গ।
দুহেঁ দুহুঁ হেরি হেরি করু কত রঙ্গ ॥
নব মধুমাসে নিধুবনে সাজ।
দুহুঁ মুখ মন্থর কুঞ্জ বিরাজ ॥
রাধা মাধব রতি রস কেলি।
বিদগধ নাগর বৈদগধি মেলি ॥
দৃঢ় পরিরম্ভন পুলক ভুজ দণ্ড।
চুম্বনে লুবধল দুহুঁ জন গণ্ড ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ জন পিব।
উৎপলে পূজত হেমক শিব ॥
অধৃত নাগরী অধৃত কান।
অতি রসে ভেল অবশ পাঁচ বাণ ॥
দুহুঁ গুণ রূপ কলা রস সীমা।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক মহিমা ॥

লী।

বিদগধ নাগরী নাগর বসিয়া।
মধুকর মধু পিয়ে কমলিনী পশিয়া।
বাঢ়ল রসসিন্ধু দুহেঁ এক হিয়া।
কালা মেঘে ঝাপল কুমুদ বন্ধুয়া ॥
রাই কানু নিধুবনে মধুর বিলাস।
দুহুঁ দুহুঁ মুখ হেরি বাঢ়য়ে উল্লাস ॥
পূর্ণিম চাঁদমুখে স্বেদ বিন্দু বিন্দু।
অনঙ্গ লাবণ্য ফুলে পূজল ইন্দু ॥
বিগলিত কেশ বেশ বিগলিত বাস।
রতি রস হরষে দহে দীর্ঘনিশ্বাস ॥

গীমহি, গ্রীবা।

আলসে মুদিত আঁখি বয়ানে বয়ান।
জ্ঞান কহে চাঁদে কিয়ে চাঁদের মিলান॥

ভূপালী।

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দা।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দা॥
কতহুঁ মনোরথ কৌশল করি।
কুসুম শরে রাই কানু অসম্বরি॥
পুলকে পূরিল তনু হৃদয়ে উল্লাস।
নয়ান ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস॥
দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা।
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা॥
হার টুটল পরিরম্ভন কেলি।
মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি॥
খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর॥
দুহুঁ দোঁহা চুম্বনে বয়ানে বয়ান।
জ্ঞানদাস হেরি দুহুঁ গুণগান॥

শঙ্করাভরণ।

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ কেলি॥
নিধুবনে যুগল নাগরী কান।
এক কলেবর দুহুঁ একুই পরাণ॥ ধ্রু
চান্দ চন্দন মলয়জ বাতে।
অতি রসে বাদর নহে পরভাতে॥
রাধা মাধব মধুর বিলাস্।
নাহ অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস॥
রূপ কলাগুণ দুহুঁ সমতুল।
প্রেম পরশ রস আরতি অমূল॥
নিবিড় আলিঙ্গন করল অপার।
চুম্বনে বদনে রচয়ে সিতকার॥
পূরল মনোরথ খিগলিত স্বেদ।
দুহুঁ তনু একই নহত নব ভেদ॥

পরিরম্ভন, আলিঙ্গন।

বিগলিত কেশ বসন ভেল আন।
জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ॥

ললিত।

রাধা কানু বিলসই নিকুঞ্জভবনে।
নয়ানে নয়ানে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে॥
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হের দেখ এ সখি শ্যাম কিশোর॥
জ্ঞানদাস কহে সুরস সার।
যুগল মিলন রসের সার॥

(রসালস।)

ললিত।

রাধা মাধব অতি মনোহর।
উঠিয়া বসিলা পুষ্প শয্যার উপর॥
রতির অলসে দুহেঁ আঁখি মেলিতে নারে।
দুহুঁ ঢুলি ঢুলি পড়ে দোঁহার উপরে॥
কর্পূর তাম্বুল চুয়া সুগন্ধি চন্দন।
মঙ্গল আরতি সখী করয়ে সেবন॥
শুনি চমকিত মন কোকিলের রায়।
জ্ঞানদাস দুহুঁ রসালস গায়॥

শ্রীরাগ।

পহিলহি পিরীতি নাহিক পরকাশ।
দোতী শুতায়ল উনহিক পাশ॥
ননদী নিন্দই আপন ঘরে ভোর।
তৈখনে লই গেও বসনহি চোর॥
কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
মদন মণি মন্দিরে কয়লু বিনাশ॥
পহিলহি নিবিড় আলিঙ্গন দেল।
দুহুঁ তনু পুলকিত দ্বিগুণ ভৈ গেল॥
প্রেম কয়ল কত বিদগধ রাজ।
দশনে দশনে দুহুঁ ঘন ঘন বাজ॥
দুহুঁ তনু লাগল ভালহি ভাল।
চন্দন লাগল সিন্দূর জাল॥
বসন বসন দুহুঁ আনহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ পুন কিয়ে কেল॥

কৌরাগিনী।

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীতি।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোওয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিদ্রের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে॥
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান।
নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান॥
ইথে যদি মুঞি তেজিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাসে।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাসে॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দুহুঁ এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥

গান্ধার।

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
তনু তনু পরশ লাগি আভরণ তেজে।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে॥
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম ফান্দে॥
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে॥
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম ফাঁস।
তেঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস॥

ভূপালী।

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥
এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেক বরিখে।
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥
জ্ঞানদাস বলে ভাল মনে থাক।
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক॥

পঠমঞ্জরী।

যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপলু লাজে॥
করে কর ধরি ফুয়ল চীর মোর।
পিয়া বর টিট কর রাখল আগোর॥
কি কহব রে সখি কানুক লেহা।
ও সুখে মুগধ মুগধ মঝু দেহা॥
প্রেম পরশ রস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরীতি পসার॥
চুম্বনে চুয়ল অধরক দাগ।
কি কহব সে সব সময় সোহাগ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ।
লুবধ মনোভব নহ পরিচ্ছেদ॥
উপজিল আরতি কহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কো পায়॥

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দন চাঁদ চিত রহি গেল॥
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
দুহুঁই সুধাময়সি চকিত ভেল অঙ্গ॥
আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর।
লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর॥
পরশে অবশ তনু বেশ নিরুকম্প।
ঘামল সব তনু উপজল কম্প॥
সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটি।
তাম্বুল অধরে অধরে লই বাটি॥

ফুয়ল, খলিত করিল। নিরুকম্প, স্তম্ভিত।

করে কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ ॥

সুহই।

সজনি ও কথা কখন নয়।
শ্যাম সুনাগর, গুণের সাগর,
পড়িনু কোরে ঘুমায় ॥
কত পরকারে, চেতন করয়ে,
চেতন না ভেল মোর।
অভিমান করি, পাশ মোড়ি রহি,
দুঃখেতে চলল ভোর ॥
উঠিনু জাগিয়া, দেখি নাই পিয়া,
হৃদয়ে বাজয়ে শেল।
আহা মরি মরি, মদন বাণেতে,
জর জর হৈতে গেল ॥
সে সব সোঙরি, চিত বেয়াকুল,
কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ কথা শুনিতে,
বিদরয়ে মোর হিয়া ॥

সিন্ধুড়া।

প্রভাত সময়ে, কাক কুকরিয়া,
আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, বচন কহিতে,
উড়িহি আন থলে যায় ॥
সখি এ কথা কহিয়ে তোরে।
চির দিন পরে, কোন বিধাতা,
সদয় হইলে মোরে ॥
নিশি অবশেষে, কান্দিতে কান্দিতে,
নিদ আওল আঁখে।
বুকে দুটি হাত, অতি ভীত পিয়া,
আসিয়া দাঁড়াইল সমুখে ॥
চমকি উঠিয়া, কোরে আগুরিতে,
চেতনা হইল মোর।
মুরছি পড়িতে, নিকটে বিশাখা,
আমারে করিল কোর ॥
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়য়ে,
তবহি সন্তোষ হয়।
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
বন্ধুয়া মিলব তোয় ॥

সিন্ধুড়া।

স্বপনে দেখিনু মোর প্রাণনাথ।
সমুখে দাড়াঞা আছে জোড় করি হাত ॥
পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি ॥
পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইনু।
আপন করম দোষে আপনি মরিনু ॥
যে দেশে পরাণ বন্ধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব ॥
জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া।
আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া ॥

সুহই।

পিয়ার পিরীতে, জাগি ঘুমায়লু,
না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের, অঙ্গের সৌরভ,
ননদী পাওল আসি ॥
ননদী বলো গাতোল বড় য়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গের, এমন বিতথা,
লোকে না বলিবে কি ॥
কেনে তোর তনু, কেন বিবরণ,
মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করীবরে, মথিয়া থুঞাছে,
শিরীষ কুসুম মালা ॥
কে দিল হের, রঙ্গের নূপুর,
কে দিল এমন হার।
তড়িত জিনিয়া, বরণ বসন,
গুপতে আনিলি কার ॥
আপাদ মস্তক, নাহি পরকাশ,
কে দিলে চন্দন চুয়া।

সুরঙ্গ অধরে, রঙ্গ ধরাইতে,
কে দিল তাম্বুল গুয়া ॥
নাসায় বেশর, ভালে সে তিলক,
কে দিল এমন ছান্দে।
খঞ্জন নয়ানে, অঞ্জন রঞ্জিত,
জ্ঞান পড়িল ধান্দে ॥

সুহই।

ননদিগো রহিতে নারিনু ঘরে।
কভু দেখি না শুনি, এমন দেবতা,
যুবতী দেখিয়া ভুলে ধ্রু
নিশির স্বপনে, চাঁদ উপরাগ,
হেরিয়ে মন্দিরে বসি।
হেনই সময়ে, সে বন দেবতা,
মোরে গরাসিল আসি ॥
গরাস তরাসে, আকুল হইয়া,
মুরছি পড়িনু ভুমে।
তোর নাম ধরি, কত না ডাকিনু,
শুনিয়া না শুনিলি কাণে ॥
এ মোর বিতথা, সে বন দেবতা,
শুনি চমকিত চিতে।
যুবতী দেখিয়া, ফিরিয়া হেরিয়া,
এমতি তাহারি রীতে ॥
যে জন হেরয়ে, সে বন দেবতা,
হরয়ে তাহার চিতে।
এ বোল শুনিয়া, ননদী চমকি,
ভ্রমিয়া বোলয়ে ভীতে ॥
গোকুল পতির, মতি ভুলাইলা
ঈষৎ আঁখির ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে, ননদী ভুলাইতে,
কিবা পরমাদ তারে ॥

সিন্ধুড়া।

অবহুঁ রভস রস, দয়নহুঁ ধাধস,
ঝামর তুপর বেলি।
উলটল কবরী, সম্বরে নাহি অম্বরে,
কহ কেয়া পারী বা দেলি।

সখি হে কোন এতহুঁ দুখ দেল।
বিকচ কমল ফুল, লোচন ছল ছল,
অব কাহে মুদিত ভেল ॥ ধ্রু
তাম্বুল অধরে, মধুর বিম্বফলে,
কিয়ে দংশন কিবা দেল।
কুচ ছিরিফল পর, বিহগ কিয়ে বৈঠল,
তাহে অরুণ রেখ ভেল ॥
কাজর কপোল, লোল অমিয় ফল,
সিন্দুর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞানদাস কহ, চলহ চল সখি,
রাইক মিলাহ সিনানে ॥

ধানশী।

সখি রাই কলাবতী কানে।
এ দুহুঁ মনোভব, মনহি বুঝাওল,
কিয়ে দুহুঁ আপন সুজানে ॥
দুহুঁ দিঠি চঞ্চল, বচন সমাপল,
চৌদিশে কত আছে আনে।
দুহুঁ জন বুঝল, কেহ নাহি সমুঝল,
ঐছন দুহুঁ যে সিনানে ॥
ভুজে ভুজ বান্ধি, উরহি দরশায়ল,
রমণী সমুঝল কাজে।
আনন সরোরুহ, করে পরশাওল,
সময় বুঝায়ল সাঁঝে ॥
কর কমলে মুখ কমল লুকায়ল,
আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ, তরুণী তুল নহ,
তৈছে কয়ল নিরবাহ ॥

বরাড়ী।

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
অমনি নেহারি কেয়ল মোহে থোর ॥
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজে বান্ধি অপল চলি গেল ॥
কি কহব রে সখি নারী সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথ বাণ ॥

হরি কত দূরসে পালটি নেহারি।
তোড়ল কানড় কুসুম উঘারি ॥
বসনক ওর ঝাপল তব গোরী।
নীলকমলে মুখ রোপল থোরি ॥
বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ।
কানু যুগল তাহে ধরু নিজ দেহ ॥
ধনি ধনি তাক হাক ইহ নারী।
জ্ঞানদাস কহ ধনি জনা চারি ॥

সুহই।

সখি বড় অপরূপ ভেলি।
রাই যমুনা সিনানে গেলি ॥
কানু দরশন ভেল।
কিয়ে তুহুঁ ইঙ্গিত কেল ॥
বুঝিয়া সে সব রীত।
সবে গেল আন ভিত ॥
যব হোত নিরজনে।
পৈশলি নিকুঞ্জ বনে ॥
কি তুহুঁ করলি লেহ।
জ্ঞানদাস ভব থেহ ॥

ভূপালী।

কি কহব রাইক চরিত অপার।
ঐছে কখিহুঁ না হেরিয়ে আর ॥
গুরুজন সনে আজি চলইতে বাট।
অন্তুজন উপজল কানুক নাট ॥
পুলকে পূরল তনু ঝরঝর ঘাম।
অবশ হইয়া কহে কানু শ্যাম ॥
ননদী কহয়ে তহিঁ কানু কাঁহা হেরি ॥
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুনবেরি ॥
অতিশয় তাপে তনুতে বহে ঘাম।
তাহে পুনঃ পুন সে কহলু ভানু নাম
গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল।
জ্ঞানদাস চাতুরী উপদেশ কেল ॥

ধানশী।

যাইতে যমুনা সিনানে।
সঙ্গহি কাল সমানে ॥
অলখিতে আওল কান।
চাম তব বঙ্ক বয়ান ॥
ননদিনী আগে আগে যায়।
তহিঁ কিছু কহিতে না পায় ॥
ও বর বিদগধ নাহ।
ইথে যে করল নিরবাহ ॥
পুন পিছে পিছে গেও সেহ।
উলটি হেরিয়ে শ্যাম দেহ ॥
অলখিতে চুম্বন কেল।
ভাবে অবশ তনু ভেল ॥
বিহি দিল কণ্টক হাতে।
চললিহুঁ অধমক সাথে ॥
করলহুঁ যমুনা সিনান।
জ্ঞান কহে সহে কি পরাণ ॥

ভূপালী।

একসরি যাইতে যমুনা তীর।
অলখিতে আওল শ্যাম শরীর ॥
অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কত বেরি হেরি হেরি মৃহু মৃহু হাস ॥
এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে।
দিঠহি দিঠ পড়ল রহি লাজে ॥
আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়।
বিহসি বয়ানে ক্ষণে বয়ান লাগায় ॥
আনছলে কতয়ে করয়ে পরিহাস।
হেন বুঝি কত কুলজা কুল নাশ ॥
শুনইতে মধুর মুরলী রব থোর।
খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবি নিচোর ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি বাহায় ॥

করলহুঁ, করিলাম। একসরি, একলা।

ভূপালী।

বরুণক দেশ রঙ্গিণী চলি গেল।
অরুণ অতি স্মরপথ দিগ ভেল॥
ঐছন সময়ে নিজ কেলিনিবাসে।
বেশ করলি পিয়া বহু প্রীতি আশে॥
আধা আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিধিনি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
নাহক চিতহি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ রিহিক সম্ভেদ॥

ধানশী।

একলি মন্দিরে, শুতলি সুন্দরী
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তাহার, পরশ না ভেল,
এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি পাওলি পিরীতি ওর।
শ্যাম সুনাগর, শৈশব কিবা
কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন
দেখিয়ে অধিক উজোর।
বিবিধ কুসুমে, বান্ধল কবরী,
শিথিল না ভেল তোর॥
অমল বদন, কমল মাধুরী,
না ভেল মধুপ সাত।
পুছইতে ধনী, ধরণী হেরসি,
হাসি না কহসি বাত॥
কিবা রতিপতি, বসতি বিষয়ে,
দেখিয়া দেওলি ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, এ দোষ কাহার
দৈবে না ভেল সঙ্গ॥

মাধব বোধ না মানয়ে রাই।
নিকুঞ্জ গৃহে, ধনী নিবসহ
তুরিতে গমন করু তাই॥
এত শুনি নাগরী, বেশ ধরি সখী সঙ্গে
চলু বনমালী।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে বরমানিধী
তাঁহা যাই উপনীত ভেলি॥
জ্ঞানদাস কহে পুরুষ প্রকৃতি।
দুহুঁ রস উজ্জ্বল পরিপাটি অতি॥

ধানশী।

দূতীক বচন শুনি নাগর রাজ।
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ।
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মনো মাহা হয়ল বহুত উল্লাস॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঙ্গে হরি কয়ল পয়ান॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর॥
জ্ঞানদাস কহে অপরূপ রূপ।
যুগল মিলন সুধু রস কূপ॥

ভূপালী।

সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল।
কহই না পারই গদ গদ বোল॥
নয়ানে বহই ঘন আনন্দ লোর।
পদ আধ চলে রাই সখী করি কোর॥
আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ।
চলে বা না চলে অতি রসের তরঙ্গ॥
জ্ঞানদাস কহে চল ঝাট কুঞ্জে যাই।
প্রেম ধন দিয়া তুমি কিনহ কাহনাই॥

শ্রীরাগ।

(অভিসার মিলন।)

একলি কুঞ্জহি কান।
অথ হেরি আকুল পরাণ॥
মনমথে জর জর ভেল।
তৈখনে সুন্দরী গেল॥
হেরইতে নাগর কান।
হোয়ল অমিয়া সিনান॥

নব অনুরাগিনী নারী।
কি কহব কহই না পারি॥
নাহ দরশন ভেল ভোর।
কো কহই আরতি ওর॥
সহচরীগণ পিছে গেল।
হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল॥
পূরল মন অভিলাষ।
জ্ঞান কহই সখী পাশ॥

ভিবোতিয়া।

ঊ জ উঠল জনু বদরী।
কবে জনি ঝাপহ নগরি।
পরবোধি পরশি রহ থোরে।
কমলিনী পড়ু যৈছে করীবর কোরে॥
মাধব তুয়া পায়ে সোঁপলু গোরী।
তুহু বিদগধবর এহ রস থোরি॥ ধ্রু।
সাচল নবনীক পুতলী।
অরুণ কিরণে জনু গুতলি॥
স্বরসে না হয় ভরমে।
চান্দ আরোপল জনু জলধর ঠামে॥
সহজে সহজে কর করমে।
ধরম রাখি যদি রাখয়ে ধরমে॥
বৈদগধি দোতী বিচারে।
জ্ঞানদাস কহ এহ রস সারে॥

ধানশী।

তুহুঁ বিদগধবর তরুণী পরাণ।
আজু শুনলো মুঞি মনসিজ নাম॥
অঞ্চল পরশিতে অন্তর কাঁপ।
রমণী সহয়ে কিয়ে এত এ আলাপ॥
এ হরি এ হরি অতএ আমার।
হাম কিছু না বুঝিয়ে ও রস বিচার॥ ধ্রু
আরতি অধিক নাহি কিছু লাভ।
দারিদ্র ঘর যাচক নাহি যাব॥
জল বিনু জলচর না করয়ে কেলি।
কলিকা কমলে ভ্রমর নহে মেলি॥

দেখইতে শুনইতে লাগু তরাস।
আজু পুছব মুঞি প্রিয়সখী পাশ॥
সো যব জানয়ে এ সব শুধি।
জ্ঞানদাস কহ ভাল কহ বুধি॥

ধানশী।

দেখিতে দেখিয়ে আনহি ছান্দে।
কিবা লাগায়াছে মদন ফান্দে॥
সহজ কানুর চরিত যে।
তা দেখি জগতে না ভুলে কে॥
সই বলিব কি।
প্রেম পরসঙ্গ দেখিতেছি॥
পিরীতি আহারে না পড়ে কে।
দোতী পাইয়াছে পরতেক দে॥
নহিলে এমন চরিত নয়।
আনছলে এত কথা কি কয়॥
হাসির মিশালে চাহনি আন।
তা দেখি কাহার না হয় জ্ঞান॥
জ্ঞানদাস অনুভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥

ললিত।

উঠিয়া নাগররাজ নিদের আবেশে।
দুটী আঁখি মুদি রহে বিনোদিনী পাশে॥
ভুজলতা বেড়ি রাই নাগর কৈল কোরে।
অনিমিখ হইয়া চাঁদ বদন নেহারে॥
সুবাসিত জলে চাঁদ বদন পাখালে।
মুছায়ল বদন চাঁদ আপন অঞ্চলে॥
জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারী যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥

বিভাস।

প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে॥
তোমার পীত ধটি আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলাইয়া কবরী॥

কাণের কুণ্ডল দেহ হাতের মুরলী।
শ্যাম বরণ মোর অঙ্গের উড়নী॥
জ্ঞানদাস কহ কাহ্নাই পাগুনি কর দূর।
চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর॥

রসোদ্গার।

ধানশী।

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে।
অনুভবে জানলু অদভুত কাযে॥
তুহুঁ বরনারী চতুর বরকান।
মরকতে মিলল কনক দশবাণ॥
এ ধনি এ ধনি বহু পরিহার।
নিজ জন জানি না কহ বেভার॥ ধ্রু।
ক্ষণে ক্ষণে অলসে মুদসি দুটী আঁখি।
নিজ তনু ছাহে চাহি করি সাখী॥
জলধর হেরি ভেলি চমকিত।
শ্যামের চান্দে চোরায়ল চিত॥
ক্ষণে পুলকিত তনু বহসি সাম্ভারি।
মৃগমদ উরজে গতনে চীরে বারি॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়।
জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকায়॥

বরাড়ী।

হাসি হাসি বয়ান লুকায়সি রাই।
শ্যাম সুনাগর রস অবগাই॥
অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ।
লাজ কপাট কয়ল মুখবন্ধ॥
এ সখি এ সখি মানহ মোয়।
পরতেক জানি পুছলু হাম তোয়॥
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গ পরতেক হোই।
দুখ বিনু দুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ।
আজু আন রীতি দেখিয়ে আর রঙ্গ॥
কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরসাদে তোঁহে কয়ল অনঙ্গ॥
মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ।
জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ॥

বরাড়ী।

লহু লহু মুচকি, হাসি চলি আওলি,
পুনঃ পুনঃ হেরসি ফেরি।
জনু রতি পতি সঙে, মিশল রঙ্গভূমে,
ঐছন কয়ল পুছেরি॥
ধনিহে বুঝলু এ সব বাত।
এত দিন তুহুঁক মনোরথ পূরল,
ভেটিল কানুক সাথ॥ ধ্রু।
যব তোঁহে সখীগণ, নিরজনে পুছল,
তব তুহুঁ ছাপলি কায়।
অব বিহি সো সব, বেকত কয়ল সখী,
কৈছনে গোপবি তায়॥
চৌরিক বচন, কহত সব গুরু জন,
সো সব পায়লু সাখি।
দশ দিন দুরজন, এক দিন সুজনক,
আজু দেখিনু পরতেখি॥
হাম সব নিজ জন, কহসি রাতি দিন,
সো সব বুঝনু আজে।
জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহুঁ বিরমহ,
রাই প্রাওল বহু লাজে॥

কামোদ।

রূপ কলাগুণ, সব সম্পুরণ,
ঐছন কানু বরনাহ।
আছিল আমার চিতে, তুয়া সহ মিলাইতে,
ভালে ভেল বিহি নিরবাহ॥
সখি হে কাহে তুহুঁ মানসি লাজে।

পাগুনি, পাগ। বরকান, সুন্দর কানাই। পুছেরি, জিজ্ঞাসা করিয়া। বিরমহ, স্থির হও।

বিহি পরিবাদে, সাধ সব পুরল,
বুঝল মো অপরূপ কাজে ॥
য়াকর কাহিনী, ছাড়ি তুহুঁ আন দিন,
আন না শুনসি কাণে।
রচন রচন্ন করি, সব উলটায়সি,
আজু দেখি আন সন্ধানে ॥
সব আন রীত চিত তুয়া অন্তর,
নয়ন ঝাঁপসি এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহ, বচন আন নহ,
কো পাতিয়ায়ব ইথে ॥

গান্ধার।

কাহে কানু ঘন ঘন, আওত যাওত,
ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি ॥
হাসি হাসি মুখশশী, উগারে অমিয়া রাশি,
তোহে কিয়ে কয়ল পুছারি ॥
সুন্দরি কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে, না জানি কাহার ভীতে,
আছয়ে পিরীতি নবলেশ ॥ ধ্রু।
সহজে রসিক রাজ, অলখিতে সব কাজ,
অনুভবি ওর না পাই।
যাহার নয়ন শরে, জাতি কুল শীল হরে,
ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই ॥
একই নগরে বৈসে, কখন এ দিগে আইসে,
দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞানদাস শুনি বলে, কহ দেখি কোন ছলে,
করিতে না পারি অনুমান ॥

ধানশী।

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে ॥
পুরুষ পরশ হইয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার ॥
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর হইয়া দেয় মোর চরণে আলতা ॥
আপনি চূড়ার বেশ বনায়ে আমারে।
রমণী হৈয়া যেন রহে মোর কোরে ॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
পীতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি ॥

ধানশী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘন আলসে ঝাঁপি আঁখি ॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি হিয়ায় কি আছে বেথা ॥
কিবা বা মনে লাগিয়াছে।
দোষ দিঠে কেবা দেখিয়াছে ॥
বসন সঘন না রহে গায়।
রসের অঙ্কুর উপজে তায় ॥
যদি বা বোলহ লাজের কাযে।
মরম লোকের মরমে বাজে ॥
কালা কানুর পথে যে জনা যায়।
বাতাসে মানুষ চমক পায়।
তার ভাবে যদি এমন জান।
জ্ঞানদাস বোলে কেন না মান ॥

ভূপালী।

অঞ্জন রঞ্জই দিঠে অরবিন্দে।
ভুলল মধুকর অতি মকরন্দে ॥
হেম মুকুট দূর করয়ে ললাট।
সিঁথার সিন্দুর মনমথ পাট ॥
সহজই সুন্দরী অতি রসভার।
বিদগধ নাগর করয়ে শিঙ্গার ॥ ধ্রু।
ইন্দু কোটি জিনি চন্দন বিন্দু।
হেরইতে নাগর পড়ু রসসিন্ধু ॥
চিবুক বনায়ল কাল ভুজঙ্গ।
হেরি হরিষে পুলক পহুঁ অঙ্গ ॥
চন্দনে রাজিত কর কুচকুম্ভ।
দুধে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু ॥

বেশ বনাইতে না পাই ওর ।
জ্ঞানদাস কহ ভয়ে নহ ভোর ॥

বসন্ত লীলা ।

বসন্ত ।

আওলরে ঋতুরাজ বসন্ত ।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত ॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব ।
মদন মহোৎসব পিক কুল রাব ॥
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর ।
শীত ভীত রহু শিখর কোর ॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত ।
নিরখি নিশাকর যুবজন হিত ॥
সরোবর সরসিজ শ্যাম শোভা ।
জ্ঞানদাস কহে রস নিরবাহা ॥

ভূপালী ।

নব মধু মাস কুসুমময় গন্ধ ।
রজনী উজোরল গগনহি চন্দ ॥
মলয় পবন বহে সৌরভ মেলি ।
কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি ॥
ঐছে রজনী হেরি রসবতী রাই ।
সহচরী সহ নিজ বেশ বনাই ॥
তবহিঁ চললি ধনী কালিন্দীতীর ।
অপরূপ শোভন ধীর সমীর ॥
সখিগণ সহ তহি মিলল কান ।
দুহুঁ জন হেরই দুহুঁক বয়ান ॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস ।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক বিলাস ॥

কামোদ ।

সাজল শ্যাম, সুরত রণপণ্ডিত,
করে করি কুসুম কামান ।
সৌরভে ভ্রমরে, কতহুঁ কত মধুকর,
জিতল মনমথ বাণ ॥
ধনি ধনি অপরূপ ছান্দে ।
বেশ বিলাস, রসময় মাধুরী,
কামিনী লোচন ফান্দে ॥ ধ্রু
চুয়াচন্দন, অগোর বিলেপন,
সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে ।
সমর সমিত কেশ, কেশ করু বন্ধন,
বরিহা চারু চরিত্রে ॥
কঙ্কন কিঙ্কিনী, ঝন ঝন রণ রণি,
রতিরণ বাজন বাজে ।
জ্ঞানদাস কহ, রসিক শিরোমণি,
সাজল রমণী সমাজে ॥

বরাড়ী ।

যত নারী কুল, বিরহে আকুল,
ধৈরজ ধরিতে নারে ।
রসিক নাগর, বুঝিয়া অন্তর,
দাঁড়াইল যমুনা ধারে ॥
কদম্বের তলে, বসি কোন ছলে,
মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী ।
শুনিতে শ্রবণে, ব্রজবধূগণে,
তাহাই মিলল আসি ॥
মরণ শরীরে, পরাণ পাওল,
ঐছন সবহুঁ ভেলি ।
বন দাবানলে, পুড়িয়া যেমন,
অমিয়া সায়রে কেলি ॥
চাতকিনীগণ হেরি নবঘন,
মনের আনন্দে ভাসে ।
জিনি জলধর, বদন সুন্দর,
চকোরিণী চারি পাশে ॥
বিরহে তাপিত, ভেল তিরপিত,
বরিখে অমিয়া রাশি ।
জ্ঞানদাস ভণে, শ্যামের বদনে,
আধ ঈষৎ হাসি ॥

বরিহা, ময়ূর।

বসন্ত।

বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর।
ফাগু রঙ্গে আজি সভে হৈয়াছে বিভোর॥
চূয়া চন্দন ভরি পিচকারি।
শ্যাম নাগর অঙ্গে দেওত ডারি॥
ললিতা বিশাখা আদি সখিগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে ফাগু লেই গেলি॥
সব সখী ডারত নাগর অঙ্গে।
নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥
বীণ রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥

বসন্ত।

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ বনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌদিগে বেঢ়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলী ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে,কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি।
গগন ভুবন দিগ বিদিগ না জানি॥
রতি জয় জয় দ্বিজ কুলে গায়।
জ্ঞানদাস চিত নয়ন জুড়ায়॥

বসন্ত।

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে॥
ডারত ফাগু দুহু জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মুরুছে অনঙ্গে॥
বাজত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মান করু গান॥
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রম জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥
হেম মরকতে জনু জড়িত পঙার।
তাহে বেঢ়ল গজ মোতিম হার॥
দোলাপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পূরয়ে আশ॥

ধানশী।

মধুর যামিনী, কাম কামিনী,
বিহরে কালিন্দী তীর।
কোকিল কুহরত, ভ্রমরা ঝঙ্কৃত,
ঝরত কি রসধার॥
রাধা মাধব সঙ্গ।
সঙ্গে সহচরী, নাচয়ে ফিরি ফিরি,
গাওয়ে রস পরসঙ্গ॥ ধ্রু
করহি বন্ধন, ঝমকে কঙ্কন,
চরণে মঞ্জীর বোল।
কটিতে কিঙ্কিনী, বাজয়ে কিনি কিনি,
গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥
রাই নাচত, কতহুঁ অদ্ভুত,
কানু কত কত গায়ই।
সবহুঁ সখী মেলি, রচয়ে মণ্ডলী,
জ্ঞানদাস মতি ভায়ই॥

সুহই। বসন্ত।

মলয় পবন, পরশে পিক কুহরই,
শুনি উলসিত ব্রজনারী।
উলসিত পুলকিত, সবহুঁ লতা তরু,
মদন ভেল অধিকারী॥
মুকুলিত চুত, দূত ভেল ষটপদ,
শবদহিঁ দেওল বাধাই।

সঙ্গি বসন্ত, পূজালয় ঘরে ঘরে,
জগ জনে আনন্দ বাঢ়াই ॥
চাতক গায়ে, কপোত শিখশুক,
দুহুঁ জন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর বসন্ত, বিহঙ্গ শুক মুখ,
পঞ্চম বেদ পঢ়াই ॥
কুঞ্জলতা পর, সাজল ঋতুপতি,
বহু বধ বিচিত্র বিধানে।
কুসুম বিকাশল, রাসস্থল ঝলমল,
কানু শুনল নিজ কাণে ॥
মাধবী মধুমতী, বিমল চন্দ্রমুখী,
সভাকারে কহবি বুঝাই।
রস পরধান, নারী যাঁহা বৈঠয়ে,
সুন্দরী রসবতী রাই ॥
ইহ মৃদু বচন, শুনিয়া রসদায়িনী,
দোতী চললি উল্লাসে।
গুরুয়া গমন তব, চলিতে না দেখে পথ,
সবহুঁ কহল ধনী পাশে ॥
শুনহ বচন, "কানু পাঠাওল মোহে,
কহলি নিজ কাছে।
শ্যাম সুঘড়, নাগর রসশেখর,
রাস করব বনমাঝে" ॥
দোতীক বোলে, দোলে ঘন অন্তর,
আনন্দে ঝোরে দুই আঁখি।
রাধা সুধামুখী, সফল দুহু মানই,
পুনঃ পুন কহ চল দেখি ॥
যতনহুঁ আননে, আন নাহি বোলয়ে,
স্বপনে নাহি আন ভান।
রাতি দিবসে ধনী, আন না ভাবই,
নয়ানে না হেরই আন ॥
কুঙ্কুম কস্তুরী, চন্দন কেশর ভরি,
কুচযুগে শোভিত হারে।

বেশ বনাওল, যো যাহাঁ সাজল,
ঐছনে চলল বিহারে ॥
রঙ্গিণী সঙ্গে, চললি ধনী সুন্দরী,
সঙ্গীত সঞ্চরু নাই।
নব অনুরাগে, জাগি রূপ অন্তরে,
সভে মেলি শ্যামর গাই ॥
নবনব নাগরী, বর রসে আগরী,
রসভরে চলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্বভরে, অঙ্গ করে টলমলে,
হেরইতে কত মনহারি ॥
দুহুঁক দুলহুঁ দুহুঁ, দরশনে পহিলহি,
আধ নয়ন অরবিন্দ।
দুহুঁ তনু পুলকিত, ঈষদবলোকিত,
বাঢ়ল কতয়ে আনন্দ ॥
পহিলহি হাস সম্ভাষ মধুর দিঠে,
পরশিতে প্রেমতরঙ্গ।
কেলি কলা কত, দুহুঁ রসে উনমত,
ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ ॥
নয়ানে নয়ান, ঢুলাঢুলি উরে উরে,
অধরে অমিয়া রস নেল।
রাস বিলাস, শ্বাস বহ ঘন ঘন,
ঘামে তিলক বহি গেল ॥
বিগলিত কেশ, কুসুম শিখি চন্দ্রক,
বেশ ভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ, পরিপূরিত ভেল,
দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ ॥
ধনি বৃন্দাবন, ধনী রঙ্গিণীগণ,
ধনি রাসর-সময় কান ॥
ধনি ধনি সরস, কলারস ঋতুপতি,
জ্ঞানদাস গুণ গান ॥

সুঘড়, সুনিপুণ। দুলহুঁ, দুর্লভ।

রাসলীলা।

বিহাগড়া।

দেখবি সখি, শ্যাম চান্দ,
ইন্দুবদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র, যুবতী বৃন্দ,
গাওয়ে রাগ মালিকা॥ ধ্রু।
মন্দ পবন, কুঞ্জ ভবন,
কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন রাজ, নব সমাজ
ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥
তরল তাল, গতি দুলাল,
নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণনাথ, করত হাত,
রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গে অঙ্গে, পরশে ভোর,
কেহু রহত কান্নুক কোর।
জ্ঞানদাস, কহত রাস,
যৈছন জলদে বিজুরী জোর॥

কামোদ।

চন্দন চান্দ, কুসুম নব কিশলয়,
মন্দ পবন পিক রাব।
বরিহা কপোত, জোড়ে জোড়ে নাচত,
চিতক, নিজ পরথাব॥
ডালিয়ে ডালি, অভিনব,
মদন সমাজে।
রাধা রসবতী, অতি রসে আরতি,
কানু রসিকবররাজে॥ ধ্রু।
কুসুমিত কুঞ্জহি, রঞ্জন মনসিজ,
নব নব রঙ্গিণী মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ, কতহুঁ রস মধুকরি,
ভ্রমি ভ্রমি করু রস কেলি॥
ধনিয়ে ধনিয়ে ধনি, দুহুঁ রূপ লাবনী,
ধনি বৈদগধি কত ভাঁতি।
আর কে কহু কত, দুহুঁ রসে উনমত,
জ্ঞান কহে নাহি দিন রাতি॥

কামোদ।

মনমথ যন্ত্র, সুবীর সুনায়রী
শ্যাম সুন্দর রস সীম।
সব বৈচিত্র, কলারস চাতুরী,
নাগরী গুণ গরিম॥
বিলসই রাসে রসিক বরকান।
রাই বিনোদিনী শোভই বাম॥ ধ্রু
নয়নক অঞ্জন, কানু কত রেখহিঁ,
রাই তাহি ভেল ভোর।
প্রেম পরশ রস, লীলা, রসলহরী,
দুহুঁ তনু ভাবে উজোর॥
চঞ্চল চারু চিকুরে শিখি চন্দ্রক,
সুন্দর সিন্দুর দাগ।
দুহুঁক হৃদয়ে, উদয় সুখ সম্পদ,
জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ॥

বেলোয়ার।

রাস বিলাসে, রসিক বর নাগর,
বিলসই রসবতী মাঝে।
দুহুঁ বনি বেশ, বয়েস বৈদগধি,
অবধি করিয়া রনীসাজে॥
এক অপরূপ রস, এই ক্ষিতিমণ্ডলে,
মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে।
রাধা রাতি দিবস, রস আরতি
শ্যামর ঘনরসপুঞ্জ॥
অলিকুল বর শুক রাব।
কোকিল কুলগুরু পঞ্চম গাব॥ ধ্রু
ফিরত মনোহর ময়ুরক পাঁতি।
মদনে হাট পড়য়ে দিন রাতি॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র এক তান।
নিজ সব সঙ্গে রঙ্গে রস গান॥
নারী পুরুখ দুহু ভাবে বিভোর।
জ্ঞানদাস কহ কি কহব ওর॥

কামোদ।

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি।
কুহরে কোকিল বরিহা কেলি॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গে।
রাই নাচত শ্যাম সঙ্গে॥
দেখবি সখি কুঞ্জমাঝ।
শ্যাম নাগর নাগরী সাজ॥
বিবিধ যন্ত্র একই তান।
গাওত বাওত অখণ্ড মান॥
তাতা থ্রিমি থ্রিমি মৃদঙ্গ।
সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ॥
সহজে শ্যাম ললিত অঙ্গ।
তালে কতেক নটন ভঙ্গ॥
নয়নে নয়নে মধুর দিঠ।
অমিয়া অধিক বোলয়ে মিঠ॥
হিয়ে হীরহার আলস লোল।
চরণে মঞ্জীর ঘুঙ্গর বোল॥
অধরে মধুর মৃদুল হাস।
জ্ঞানদাস চিত বিলাস॥

মায়ুর।

একে সে যমুনার কূল,
আর সে কেলি কদম্বের মূল,
আর সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আর সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রব,
পিক কুহু কুহু করত রাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিনী মধুর বোলালি,
বিবিধ রাগ গায়নী॥
বয়স কিশোর মোহন ঠাম,
নিরখি মুরছি পতত কাম,
সজল জলদ শ্যাম ধাম
পিঙল বসনদামিনী।

পতত, পড়িতেছে।

শাঙল ধবল কালিম গৌরী
বিবিধ বসন বোলি কিশোরী,
নাচত গায়ত বলে বিভোরি,
সবহুঁ বরজকামিনী॥
বিশাল পিনাক ভাল,
সপ্তস্বর বাজত তাল,
এসব রসমঙ্গল,
মঞ্জিরা ডম্বু কেলি করহুঁ গায়নী॥
নূপুর ঘুঙ্গর মধুর বোল,
ঝান নন টন লোল,
হাসি হাসি কেহ করত কোল,
ভালি ভালি বোলনী।
জ্ঞানদাস পড়ত তাল,
গায়ত মধুর অতি রসাল,
শুণত ভুলত জগত উমত
হৃদয় পুতলী দোলনী॥

বেলোয়ারী।

বিনোদিনী রাধা নব নাগর কান।
নটন বিলাস, উলাস পুলক তনু,
এক শকতি দুহুঁ একই পরাণ॥
একে নব কুঞ্জ, কুসুম অতি মনোহর,
ভ্রমরা ভ্রমরীগণ গাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ, নীপ পর হিমকর,
মদন দেব মোহন নটরাজ॥
বাজত বলয়, নূপুর মণি কিঙ্কিনী,
শ্যাম বামে রহু গোরী কিশোরী।
ভুজ দুহুঁ দুহুঁক, কান্ধ পর শোভই,
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরী॥
মৃদু মধুর স্মিত, মিলিত দৃগঞ্চল,
আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ, সাগরে শুতল,
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান॥

মঙ্গল।

ব্রজ রমণীগণ, হেরি হরষিত মন,
নাগর নটবর রাজ।
নটন বিলাস, উলাসহি নিমগন,
চৌদিগে রমণী সমাজ॥
যূথে যূথে মেলি, করে কর ধরাধরি,
মণ্ডলী রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ, উপাঙ্গ পাখোয়াজ,
মাঝহি রাধা কান॥
শরদ সুধাকর, গগন নিরমল,
কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর, গাওয়ে অতি সুস্বর,
অমল কমল পরকাশ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহু ধরাধরি,
নাচত রঙ্গিণী মেলি।
জ্ঞানদাস কহ, নাগর রসময়,
করু কত কৌতুক কেলি॥

কালড়া।

ধনীর নিকুঞ্জে নয়ল কিশোর।
রাধাবদন সুধাকর চন্দ্রাবলীমুখচন্দ্রচকোর॥ ধ্রু
খেনে ত্রিভঙ্গ, অঙ্গ নিজ হেরত,
খেনে রমণীগণ অঙ্গহি অঙ্গ।
খেনে চুম্বত খেনে চলত, মনোহর উপজায়ত
কত অনঙ্গ তরঙ্গ॥
শ্যাম নটেন্দ্র, কোটি ইন্দু শীতল,
ব্রজরমণীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গায়।
ঈষৎ হাস, সম্ভাষই ঘন ঘন,
লীলা লহু লহু গীম দোলায়॥
উহ রসময়ী, ইহ রসিক শিরোমণি,
নয়নে নয়নে কত করত আনন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, দুহুঁ তনু ভিন নহে,
ঐছন পিরীতি নিবন্ধ॥

কেদার।

কুঞ্জ কুটির, কুসুম নব পল্লব,
ভ্রমরা ভ্রমরী কত রঙ্গে।
সারী নারী, শুক পুরুখ জোড়ে জোড়ে,
ময়ুর ময়ুরীক সঙ্গে॥
ভুবনে অনুপ রাস, রস অতি মোহন,
ষড়ঋতু নব নিতি নিতি।
রাই কানু তাহে, নিতি নব নিরবাহে,
খেনে খেনে নবীন পিরীতি॥
নয়নে নয়নে রস, পরশিতে গুণ দশ,
বিহসিতে শত গুণ রঙ্গ।
খেনে খেনে হৃদয়ে, হৃদয় পরশাইতে,
ভাবে ভরয়ে দুহুঁ অঙ্গ॥
নাচত গাওত, কোই কোই বাওত,
বিলসিতে বিগলিত বেশ।
জ্ঞানদাস কহ, আবেশে অবশ তনু,
তাহে কত কেলি বিশেষ॥

সুহই।

নাগরী নাগর শ্যামরাজে।
রঙ্গে মিলল দুহুঁ মণ্ডলী মাঝে॥
অতি রসে পুলকিত অঙ্গ।
উথজল কত কত মদন তরঙ্গ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ।
রতি রসে আবেশে বাঢ়ল দুহুঁ রঙ্গ॥
রাসে রসিকবর বিলসই রাধা।
গৌর আধ তনু শ্যামর আধা॥ ধ্রু॥
দুহুঁ সুখে আপনে নাহি রস ওর।
হের মরকত জনু লাগল জোর॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি অধর রস নেল।
দুহুঁ মুখ চান্দে দুহুঁ চুম্বন দেল॥
দুহুঁক মরম দুহুঁ জানল ভাল।
জ্ঞানদাস কহে মদন দালাল॥

নয়ল, নব।

কেদার।

শ্যামর সকল কলারস সীম।
গোরী নাগরী কত গুণহি গরিম॥
দুহুঁ বনি বেশ বয়স এক ছান্দ।
রাজিত কুঞ্জ মুগ্ধ মুখ চান্দ॥
বিলসই রাসে রসিকবর নাহ।
নয়নে নয়নে কত রস নিরবাহ॥
দুহুঁ বৈদগধি দুহুঁ হিয়ে হিয়ে লাগ।
দুহুঁক মরমে পৈঠে দুহুঁক সোহাগ॥
দুহুঁক পরশ রসে দুহুঁ ভেল ভোর।
বোলইতে বয়নে উগরে নাহি বোল॥
পূরল দুহুঁক মনোরথ সিন্ধু।
উছলিত ভেল তহি স্বেদ বিন্দু বিন্দু॥
দুহুঁক পরশ রসে দুহুঁ উমতায়॥
জ্ঞানদাস কহ মদন সহায়॥

মঙ্গল।

সহজে শ্যাম মনোহর ছান্দ।
লীলা রভস মনোহর ফান্দ॥
তাহে কত বেশ বিশেষ পরিপাটি।
হেমমণি রমণীক হৃদয়ক সাটি॥
ধনী বনি আওল মোহন রায়॥
ব্রজবনিতা বনি সঙ্গীত গায়॥
ভালে বিলম্বিত চন্দ্রক চূড়।
কত কত মধুকর উনমত উড়॥
হিয়ে হীর হারক চন্দ্রক জ্যোতি।
জনু আন্ধিয়ার তলে গজমোতি॥
কটি কিঙ্কিনী ধটি উপরে কাছ।
জনু ঘন সৌদামিনী থির আছ॥
চরণ কমলে মণি মঞ্জীর রোল।
জ্ঞানদাস আনন্দে উতরোল॥

মল্লার।

রাস আগমণে, নিকুঞ্জ ভবনে,
আলুআ আলস ভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাসরি,
প্রাণনাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনী, ও চাঁদবদনী,
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা।
নাগরের বাহু, করিয়া সিথান,
বিথান বসন ভূষা।
নিশ্বাসে দুলিছে, রতন বেশর,
হাসি খানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি,
সাহস না হয় মনে।
ধিরি করি বোল, না করিহ রোল,
জ্ঞানদাস রসভণে॥

ভূপালী।

বিহরিত রাসে রসিক বলরাম।
রূপ হেরি মুরছিত কত শত কাম॥
কত শত নব নাগরী অনুপাম।
অবিরত সেবই পূরু মন কাম॥
শীত কলেবর মনোহর ধাম।
জগমন রমইতে যাকর নাম॥
তাই রস আবেশে ভঙ্গী ভঙ্গী সুঠাম।
কি কহব জ্ঞান পহুঁক গুণগ্রাম॥

নৌকা বিলাস।

মল্লার।

সকল সখীগণ চলু ঘর যাই।
নব নব রঙ্গিণী রসবতী রাই॥
মানস সুরধুনী দুকূল পাথার।
কৈছনে সহচরী হোয়ব পার॥
প্রাবৃট্‌সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পবন বহই তহিঁ জোর॥
দূরহিঁ নেহারত নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলল সোই ঠাম॥

হাসি হাসি কহয়ে নাবিক বরকান।
"চড় সবে পার উতারব হাম" ॥
শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেল।
চড়ল তরণী পর সহচরী মেল ॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জ্ঞান।
বেগেতে তরণী লেই করল পয়ান ॥
টুটিল তরণী হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চয়ে পানি করে করি জ্ঞানদাস ॥

কামোদ।

দধি ঘৃত পসরা, লেই সব রঙ্গিণী,
আওল কালিন্দীর তীরে।
যমুনা তরঙ্গ, রঙ্গ হেরি আকুল,
পরশ না পায়ই নীরে ॥
প্রাবৃট্ সময়ে, উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন,
গরজন দুকূল পাথার।
ঐছন হেরি কহই সব কামিনী,
কৈছনে হোয়ব পার ॥
মুখরা সঙ্গে ধনী রমণী শিরোমণি,
বদন পানী তলে নাই।
হেরি নাগরবর, হরষিত অন্তর,
তরণী লই চলু যাই ॥
কর্ণধারবর, চড়িয়া তরণী পর,
আওল রাইক পাশ।
"চড় সভে পারে, উতরাব এ ধনী,
কছু নাহি ভাব তরাস" ॥
এত কহি সবহুঁ, পাণি ধরি নাবিক,
তরণী উপরে সবে নেল।
জ্ঞানদাস ভণ, লেই রমণীগণ,
গহন পানী মাহা গেল ॥

ভাটিয়ারী।

মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল,
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥

দেখ সখী নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান,
জানিয়া চড়িনু কেনে নায় ॥ ধ্রু।
আম্যার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটী কয়,
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে কে,
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥
অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার কৈল,
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি, স্থির হৈয়া থাক দেখি,
এখনি না ভাবিহ বিষাদ ॥

মল্লার।

একি দায় দেখ দেখ ওগো বড়ি মা।
জীরণ শীরণ, আয়স ভিন্ন,
অতি পুরাতন না ॥
অথির নীর, গভীর ধীর,
অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটন, আসিয়া পবন,
উপজিল বহু বা ॥
পাইয়া আশ্রয়, দিয়া জয় জয়,
যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল, হিল্লোল কল্লোল,
দেখিয়া হালিছে গা ॥
হেলিছে দুলিছে, তুলিয়া ফেলিছে,
চলবল স্রোতসা।
জ্ঞানদাসের, কেবল ভরসা,
ও রাঙ্গা দুখানি পা ॥

বরাড়ী।

করে তুলি ফেলি বারি, ডুবিল ডুবিল তরী,
ফের হাল খসি পইল জলে।
পবনে পাতিল ঝড়, তরঙ্গ হইল বড়,
বুঝি আজ কি আছে কপালে ॥

আয়স, লৌহনির্ম্মিত কলক।

একূল ওকূল, দুকূল নিরাকুল,
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
আমি কি করিব বল, উথলে যমুনা জল,
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥
এত দিন নাহি জানি, লোক মুখে নাহি শুনি,
যুবতীর যৌবন এত ভারি।
নিজ অঙ্গ বাস ছাড়, যৌবন পাতল কর,
তবে ত বাহিয়া যাইতে পারি॥
খাওয়াইয়া ক্ষীর সরে, কি গুণ করিলা মোরে,
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই, জল না দেখিতে পাই,
তোমরা হইলা প্রাণের বৈরি॥
কেমনে বাহিয়া যাব, কিনারা কেমনে পাব,
ভাবিয়া গণিয়া পাছে মরি।
জ্ঞানদাসেতে কয়, কি হোল বিষম দায়,
মধ্য তরঙ্গে ডুবে তরী॥

মল্লার।

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন লয়ে কিসের পরমাদ॥

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে॥
নেয়ে হৈয়া চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে॥
পার না অদ্ভুত নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নেয়ে বড় রসরাজ॥

গান্ধার।

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম নৌকায় নিরবধি, পার কর ভবনদী,
তব আগে কি ছার যমুনা॥
চরণ তরণী যার, যে করে তোমারে সার,
কিবা তার পারের ভাবনা।
পাইয়া চরণরেণু, পাষাণ মানবী তনু,
কাষ্ঠ নৌকা পদে হইল সোণা॥
অজামিল পাপী ছিল, সেহ ত তরিয়া গেল,
চরণ করিয়া আরাধনা।
হেন পদ অনুভবে, যাহার পরাণ যাবে,
নাহি তার যমের যন্ত্রণা॥
আমরা আহীর নারী, কুল শীল পরিহরি,
হাসি হাসি করিয়া কামনা।
জ্ঞানদাসের বাণী, শুন ওহে গুণমণি,
কত না করহ প্রবঞ্চনা॥

দানলীলা।

ধানশী।

চলইতে গজগতি বেচনে যাহ।
কনক মুকুর কত মুখ নিরবাহ॥
অধর অরুণ ছবি মাণিকের কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥
এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন।
সভে তোহে ছোড়ব গোরস দান॥
উরপর বিরাজিত কনক মহেশ।
চামর ধাম সুবাসিত কেশ॥
সিন্দূর বিন্দু ভাল'পর শোভ।
দানী নাহি ছোড়য়ে বিক্রম লোভ॥

বিক্রম, প্রবাল।

নয়নক অঞ্জন কণ্ঠক হার।
ইথে জনি আছয়ে কতয়ে বেভার॥
সখী সনে যুকতি করয়ে আন ঠামে।
জ্ঞানদাস কহব পরিণামে॥

ধানশী।

সুন্দরী শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
না জান কানাই এ পথের দানী॥
সীথায় সিন্দূর তোমার নয়নে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥
হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥
করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥
রঙ্গিণ আলতা পায়ে রতন নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর॥
এই সব দান বুঝি দেহ দানীরাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী মাঝে॥
জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় টিটপনা।
তুমি মহাদানী.তোমার ঠাকুর কোন জনা।

পঠমঞ্জরী।

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ ঘোলে সাজাঞা পসারে॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
একপণ অধিক কাঞ্চন প্রতি ঘটে॥
সমুখ আছয়ে দান সমুখে আমারি।
অঙ্গে বহুমূলধন আর নীল শাড়ী॥
সীঁথার সিন্দূর দান কহনে না যায়।
নয়ন কাজর দেখে ধরণী বিকায়॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥
ঈষৎ চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞানদাস কহে দানী বিষম বিধাতা॥

ভাটিয়ারী।

দানী দেখি কাঁপিছে শরীরে।
মো যদি জানিতাঙ পাছে,এপথে কণ্টক আছে,
তবে ঘরের না হইতাঙ বাহিরে॥
ঘরে হৈতে বারাইতে, চাল মা ঠেকিল মাথে,
হাঁচি জেঠি না পড়িল বাধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে,ঠেকিল ব্যাধের হাতে;
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা॥
বিষম দানীর দায়, এক লয় আর চায়,
না পাইলে করয়ে বিবাদ।
দান নিবার বেলে লেয়,বাদ দিবার বেলে দায়,
একি কলঙ্কের পরমাদ॥
মণি আভরণ ছিল, ডরে ডরে সব দিল,
তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোণার গাছ,দানীতে না ছাড়ে কাছ
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া॥
ঘরে বৈরি ননদিনী, পথে বৈরি মহাদানী,
দেহের বৈরি হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ, যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ,
না রাখিব এ ছার জীবন॥
অবলা বলিয় গায় বলে হাত দিতে চায়,
পসারিয়া আইসে দুটি বাহু।
জ্ঞানদাস কয়, মোর মনে হেন লয়,
চান্দে যেন গরাসয়ে রাহু॥

সিন্ধুড়া।

শুন শুন সুজন কানাই তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দাম, গোরস মানি যে,
বেশর দান নাহি শুনি॥
সীঁথার সিন্দূর, নয়নে কাজর,
রঙ্গণ আলতা পায়।
একি বিকিকিনির ধন, নারীর যৌবন,
ইথে কার কিবা দায়॥
মণি আভরণ, সুরঙ্গ শাড়ী,
আর কেবা নাহি পরে।

যদি দানের এ গতি,তুমি ত গোলক পতি;
দান সাধহ ঘরে ঘরে ॥
আমরা চলিতে না জানি, কহিতে না জানি
তোমারে কেন সে বাজে।
জ্ঞানদাস কহে, কেমনে জানিব
পরের মনের কাজে ॥

সৌরাষ্টি।

কহ শুন নই জটিলার বহু,
তোমারে সভাই জানে।
কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ,
এতনা গরব কেনে ॥
পসরা লইয়া, যাইছ চলিয়া,
দানীরে না কর ভয়।
রাজ কাজ করি; দান সাধি ফিরি,
এথা কিবা পরিচয় ॥
এ নব যৌবনে, নানা আভরণে,
যাইছ মথুরা বিকে।
বুঝি দান নিব, তবে যাইতে দিব,
আমি ডরাইব কাকে ॥
অমূল্য রতন, করিয়া গোপন,
রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ, খসাই দেখাহ,
ইথে কি তোমার লাজে ॥
এত কহি হরি, দুবাহু পসারি,
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাস কয়, কিবা কর ভয়,
যাহ হাত ঠেলা দিয়া ॥

বরাড়ী।

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া, বনফুল তাহে বেড়া,
গুঞ্জামালা তাহে বন সোণা।
গোঠে থাকে ধেনু রাখ,আপন নাহিক দেখ,
বড় হেন বাসহ আপনা ॥
ওহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলে ভোলা।
আঁখি মটকিয়া হাস, আপনা কেমন বাস;
আন হেন নাহি যে আমরা ॥
গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি;
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজভয় নাহি মান, কংস দরবার জান,
দেখি কেনে নহ এক পাশ ॥
চতুর চাতুরী কত, আর কহ অবিরত;
কাঁচা কাঞ্চনের সমান।
জ্ঞানদাস কহে; হিয়ায় কসিয়া লহ;
কাঁচা নহে কোষ্টি পাষাণ ॥

ভ.টিয়ারী।

মাধব দূরে কর উলট নয়ান।
সোই চাতুরীপনা, জগমাহা জানিয়ে,
যৈ রাখয়ে নিজ মান ॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে, আসিছ অবলা হেরি,
ভাল নহে তোহারি ব্যভার।
লোক লাজ ভয়, এক না মানসি;
ও কূলে কংস দরবার ॥
নহ কুলটা হাম,- বরকুলকামিনী;
নিকটে তাত ঘর মোর।
তুহুঁ বনচারী, চোর মতি চঞ্চল;
তাহে সাহস এত তোর ॥
শ্রুতি সম্বর নহ ইহ সব কুবচন,
যে সব কহসি মঝু আগে।
জ্ঞানদাস কহ, ঐছে কহসি কাহে;
আওলি সব অনুরাগে ॥

পঠমঞ্জরী।

আজি কেনে নাহি বাজাও বাঁশী।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত ঈষৎ হাসি ॥
কিবা ভরসায় আইস কাছে।
না জানি মরমে কি ভাব আছে ॥
পসরা ছুঁইতে করহ সাধ।
বরাকের দানী সোনায় সাধ ॥

সুখের সুখে কহিতে চাও।
বিপরীত ইথে করিলে পাও॥
কালা হৈয়া এত রসের ভোরা।
খঞ্জন কমলে দেখিলা পারা॥
কি গুণ দেখাঞা সঘনে চাও।
হাতে কি চাঁদের পরশ পাও॥
জ্ঞানদাস কহে গোপ ঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি॥

শ্রীরাগ।

সহজেই তনু ত্রিভঙ্গ।
এমন হইয়া এমত রঙ্গ॥
যবে তুমি সুন্দর হৈতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা॥
আপনা চতুর হেন বাস।
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ।
পর নারী দেখিয়া না কাঁপ॥
যে দেখি মরমে এই ভাব।
তেঁই সে বাতাস রসে ডুব॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম॥

(শ্রীকৃষ্ণোক্তি)

ধানশী।

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে।
তোমার সহজরূপ, কাম হেরি কান্দে হে,
ভুবন ভুলিল গুনা বেশে॥
আইস বৈস মোর কাছে, রৌদ্র মিলয় পাছে,
বসনে করিয়া মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায়, কেমনে হাটিছ তায়,
দেখিয়া হানিছে মোর গায়॥
কেমনে তোমার গুরুজন, কি সাধে সাধিল ধন,
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
তোর নিজ পতি যে, কেমনে বাঁচিবে সে,
পাঠাইয়া চিতে দিয়া ক্ষমা॥

হাসি হাসি মোড় মুখ, বসনে ঝাঁপিয়া বুক,
দেখিয়া হইনু বড় দুঃখী।
জ্ঞানদাস কয়, পসারি যে জন হয়,
রসাল বচনে করে বিকি॥

ধানশী।

এত ছান্দে কেনা বান্ধে চুল।
তোমার চূড়ায় মজাইলে জাতি কুল॥
এইত চন্দনের ফোঁটা কেবা নাহি পরে।
তোমার কপালগুণে ঝলমল করে॥
কেবা নাহি পরে বনমালা।
তোমার মালায় সে এতেক কেন জ্বালা॥
কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
প্রাণ কান্দে এরূপ দেখিয়া॥
কেবা না এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলয়ে অবলা॥
কেবা নাহি কহে কথাখানি।
তোমার চাঁদমুখে সুধা খসে জানি॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা।
তোমার রূপে সে ভুবন কৈলা আলা॥
তোমা বিনে মনে নাহি লয়।
জ্ঞানদাস কহে ভাল হয়॥

বরাড়ী।

এহি ~~গোকুলে~~ছলে, দানী হৈয়াছ কাহ্নাই,
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া, রাজকুমারী সনে,
না জানি কিসের রঙ্গ॥ ধ্রু।
গিরি গিয়া যদি, আরাধনা কর,
সেবহ শঙ্কর দেবে।
সতত অরণ্যে, শরণ শৈলজা,
পূজা কর একভাবে॥
জলধি জাহ্নবী সঙ্গম নিকটে,
শঙ্কটে কামনা কর।
তবে বৃকভানু নন্দিনী নিচোল,
অঞ্চল ছুঁইতে পার॥

অলপে অলপে, সঘন সঘনে,
বচন রচহ মিঠ।
সব আভরণ, থাকিতে হিয়ার হারে,
বাড়ায়াছ দিঠ॥
মদনে আকুল, আপনে দুকুল,
কি লাগি কলঙ্ক কর।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত নহিলে,
কি লাগি বাহু পসার॥

সিন্ধুড়া।

বড়ি মাই ভাল বিকি কিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে আনিলি মোরে, রঙ্গ দেখিবার তরে,
নেয়েরে আনিয়া দিলি ডালি॥
মুঞি কুলবতী মেয়ে, যদি কিছু বলে নেয়ে,
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ, ঘুঁচাব মনের তাপ,
এড়াইব সকল্ল জঞ্জালে॥
আমি রাজনন্দিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,
নেয়ে কেনে মোরে পরশিল।
মনে ছিল অনুবাদ, পুরালে মনের সাধ,
অকলঙ্ক কুলে কালি দিল॥
আপনার মাথা খেয়ে, ঘরের বাহির হোয়ে,
আইলাম বড়ায়ের সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে, তার পাইলেঁ ফলে,
নাবিকে দেহ না কিছু খেতে॥

অনুরাগ।

(নায়ক সম্বোধনে)

ধানশী।

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনী অনুরাগিনী সহজেই বাম॥
গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহুঁ কাহে মাধব ভেলি উদাস।
পহিলহিঁ যত তুহুঁ আরতি কেলি।
সো অব দূরহিঁ দূরে রহি গেলি॥
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর।
তুহুঁ কাহে বচন না শুনসি মোর॥
তুয়া লাগি কুল শীল তেজিনু হাম।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহ নহে চতুরাই।
ধনী অতি সরল কহয়ে পুন তাই॥

ধানশী।

বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী, কুলের ধরম রাখি,
সে জানি হেরয়ে তুয়া মুখ॥
সহজে বরণ কাল, তিমিরপুঞ্জ ভেল,
অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমার বোলে, কলসি বান্ধিয়া গলে,
সে ধনী মজাক জাতি কুল॥
যখনে তোমার সনে, পরিচয় নাহি ছিল,
আনছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি, শুনিয়া না শুন তুমি,
আঁখি তুলি সরমে না চাও॥
যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি বনাইলে মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর, হৃদয়ে উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুলকামিনী,
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি, তোমা বই নাহি জানি,
সকলি কহলি সবিশেষ॥
বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি, ভরসা করিনু মনে,
ফুল ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ, আমারে সে দিলা লাজ,
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্ধ॥

কেলি, করিলি।

সিন্ধুড়া।

ওহে কানাই বুঝিনু তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া,
এমতি তোমার রীত॥ ধ্রু।
যখন আমাকে, সদয় আছিলা,
পিরীতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি, হইলা বিরাগী,
নিদয় হইলা দড়॥
বুঝিনু মরমে, যে ছিল করমে,
সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কে জানে, খলের বচনে,
পরাণ সোঁপিনু তায়॥
তোমার পিরীতি, দেখিতে শুনিতে,
যে দুঃখ উঠেছে চিতে।
সে নারী মরুক, যে করে ভরসা,
তোমার পিরীতি রীতে॥
দেখিতে শুনিতে, মানুষ আকার,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে, যেমন পুড়িছে,
সে দুঃখ কহিব কারে॥
পূরুবে জানিতাঙ, হইবে এমতি,
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহে, ধৈরজ ধরি রহ,
আপন সুখের কাজে॥

ভাল হইল বন্ধু, আপনা রাখিলে,
কি আর ও সব কথা।
তোমার পিরীতি, বুঝিতে না পারি,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥ ধ্রু।
সহজে অবলা, অথলা হৃদয়,
ভুলিনু পরের বোলে।
অনেক পিরীতির, অনেক দোষ,
যেন দুপুরে আন্ধার বোলে॥
বাদিয়ার বাজি যেন, তোমার পিরীতি হেন,
না বুঝি এ কোই রীতি।
সমুখে সরস, অন্তরে নিরস,
বুঝিনু কাজের গতি॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিলে,
কেবল দুঃখের ঘর॥

বরুণ-বরাড়ী।

আরে মোর বন্ধুরে কানাই।
তোমা বিনে তিলেক রহিতে ঠাই নাই॥ ধ্রু
এ ঘর বসতি মোর আনলের খনি।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি পরাণী॥
মাঝ পাথার জলে তৃণ হেন বাসি।
উচিত কহিতে নাই এ পাড়া পড়সি॥
তুমি যদি না ছাড় বন্ধু দুখে মোর সুখ।
জ্ঞানদাস কহে তিলে লাখ যুগ॥

সুহই

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ বন্ধু জান মোর মন॥
ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণ জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এ বিষম পিরীতি॥

তুড়ি।

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই।
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি॥

চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥

(বংশী সম্বোধনে।)

সুহই।

গুরু জন জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দিল শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লইয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া লাগিয়া সতী কুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ঐ সে বেভার॥

ধানশী।

ইহ গুরু গঞ্জন বোল।
শুনইতে জীউ উতরোল॥
কত সহ এ পাপ পরাণ।
বুঝি কিয়ে হয় সমাধান॥
মিছা ছলে তোলে পরিবাদ।
কি আর করিনু অপরাধ॥
ননদী নয়ন জালে বসি।
তাহে কাল এ পাড়া পড়সী॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই।
পরিবাদে আর ভয় নাই॥

অনুরাগ।

(সখী সম্বোধনে)

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই কি আর বলিব।
যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥ ধ্রু
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥

তুড়ি।

একে কুলবতী, চিতের আরতি,
বিধি বিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম সুনাগর, পিরীতি কণ্টক,
ফুটিল হিয়ার মাঝে॥
শুন শুন সই, মরম তোমারে কই,
পড়িনু বিষম ফাঁদে।
অমূল রতন, বেড়ি ফণীগণ,
দেখিয়া পরাণ কাঁদে॥
গুরু গরবিত, বোলে অবিরত,
এ বড়ি বিষম বাধা।
এ কুল ও কুল, দুকুলে চাহিতে,
সংশয় পড়িল রাধা॥
ছাড়িলে ছাড়ল, এ লোক সে লোক,
পরাণ অধিক বড়।
জ্ঞানদাস কহে, এমন সম্পদ,
কাহার ডরে বা এড়॥

ভাটিয়ারী।

একে দেখি অতি, চিতের আরতি,
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন, গঞ্জনা না মানে,
নিতি নিবারিব কত॥
সই ঠেকিনু বিষম ফাঁদে।
কানুর পিরীতি তিলেক বিরতি,
তিলেক পরাণ কাঁদে॥
সহজে মধুর, শ্যামের মুরতি,
পিরীতি বুঝিবা কে।
সে সব আদর, ভাদর বাদর,
কেমনে ধরিব দে॥
চিতের বিচার, উচিত করিতে,
জগত ভরিয়া লাজ।
জ্ঞানদাস কহে, ইহার অধিক,
রসিক গোপত কাজ॥

সুহই।

ঘর হেন নহে মোর ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোর পতির পিরীতি॥
বিরলে ননদী মোর যতেক বুঝায়।
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায়॥
সখি মোর নব অনুরাগে॥
পরবশ জীউ না রবে পুনভাগে॥
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে।
সে রস নিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাঁদি।
তিলে কতবার দেখি স্বপন সমাধি॥
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥

সিন্ধুড়া।

গৃহে গুরুজন, স্বামী তরজন,
যা লাগি না দিনু কাণে।
এখন কি লাগি, সে জন আমারে,
না চাহে নয়ন কোণে॥
সই পরখে বুঝিনু কাজে।
বিনি অপরাধে, সাধিল বাদ,
জগত ভরিল লাজে॥ ধ্রু
সে সব পিরীতি, আদর আরতি,
সদাই পড়িছে মনে।
প্রেম পরাভব, এমন জানিয়া,
এখন যায় পরাণে॥
সহজে অবলা, আগু অনুসরে,
না জানি কি হয় পাছে।
জ্ঞানদাস কহে, সময় বুঝিতে,
কে জান এমন আছে॥

ভাটিয়ারী।

শুন শুন পরাণের সই॥
তুমি মোর দুঃখের দুঃখী তেঞি তোরে কই॥
সদা চিত উচাটন বন্ধুর লাগিয়া।
সদাই সোঙরে প্রাণ গরগর হিয়া॥
সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল।
আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল॥
কি করিব কোথা যাব স্থির নহে মন।
তাহে আর ননদী বলয়ে কুবচন॥
ততোধিক দুঃখ দেয় এ পাড়া পড়সি।
বন্ধুর লাগিয়া মুঞি হব বনবাসী॥
হিয়ার মাঝারে প্রেম অঙ্কুর পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখি হইল॥
ফল ফুল কানে এবে বাড়িল বিপতি।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি॥

সুহই।

সজনি না জানিয়ে এত পরমাদ।
একে মোর অন্তর, পোড়য়ে নিরন্তর,
তিল এক নাহি অবসাদ॥
পহিল বয়েস একে, আরে নব আরতি,
আর তাহে কানুক সোহাগ।
এত রস আদর, বাদ করল বিধি,
কুলবতী কৈমন অভাগ॥

গৃহে গুরু দুরজন, ও ভয়ে সভয় মন
তাহাতে অধিক শ্যাম লেহা।
নহিয়ে স্বতন্তর, কানুর বিচ্ছেদ ডর,
সে তাপে তাপিত দুন দেহা॥
কিবা করি কিবা হয়, আপনা বুঝিল নয়
নিরবধি উড়ু উড়ু চিত।
জ্ঞানদাস কহে, মনে অনুমানিয়ে,
বিষাধিক বিষম পিরীত॥

ধানশী।

কি গুরু গরবিত, না লয়ে পাপচিত,
আন না শুনে কাণ বিন্ধে।
সে নব নাগর, আগর সব গুণ,
তারে সে পরাণ কান্দে॥
না জানি কিবা হইল, কি খেনে পরশিল,
সে রস পরশমণি।
জাতি কুল শীল, আপন ইচ্ছায়ে,
তাঁহারে করিনু নিছনি॥
সজনি ও বোল না বোল জানি আর।
কি যশ অপযশ, না ভায় গৃহবাস,
হইলোঁ কুলের খাঁখার॥
হিয়ার দগদগি, মনের পোড়নি,
কহিলোঁ না রহিমোঁ ঘরে।
এবে সে জানলু, প্রেমের এই ফল,
ভাল সে জ্ঞানদাস বুঝেরে॥

সিন্ধুড়া।

কি মোর ঘর, দুয়ারের কাজ,
লাজ করিবারে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদ, লাখ পরমাদ,
হিয়া বিদরিয়া মরি॥
শুন শুন তোরে, মরম কহিও,
মোর পরাণ নাথে।
ও রস পরসে, উলস গা,
দুকুল ঠেলিনুঁ হাতে॥ ধ্রু।
গুরু গরবিত, বোলে অবিরত,
সে মোর চন্দন চুয়া।
সে রাঙ্গা চরণে, আপনা বেচিলুঁ,
তিল তুলসী দিয়া॥
আপন ইচ্ছায়, বাছিয়া লইলু,
যে মোর করমে ছিল।
এ বোল বলিতে, যে জন বিমুখ,
তারে তিলাঞ্জলী দিল॥
সো মুখ না দেখিয়া, পরাণ বিদরে,
রহিতে নারি যে বাসে।
এমত পিরীতি, জগতে নাহিক,
কহই এ জ্ঞানদাসে॥

সুহই।

তুমি কি না জান সই, কানুর পিরীতি,
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি, এ জাতি জীবন,
তাঁহারে সঁপিয়াছি॥
প্রাণ সই কি আর কুল বিচারে।
প্রাণ বন্ধুয়া বিনু, তিলেক না জীও,
কি মোর সোদর পরে॥ ধ্রু।
সে রূপ সাগরে, নয়ান ডুবিল,
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল মন,
আনিব কি আর দিয়া॥
খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
জ্ঞানদাসে কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
আগুন দিয়ে দুয়ারে॥

সোহিনী।

গুরু দুরজন, দূরে তেয়াগিনু,
পতি খুর ধার তায়।
কানুর পিরীতি, কি রীতি করিনু,
কলঙ্ক এ লোকে গায়॥

সই গো মরম কহিনু তোরে।
কানুর পিরীতি, শপতি করিতে,
যে বলু সে বলু মোরে॥ ধ্রু।
ধরম বচন, মনেতে না লয়,
করমে আছিল যে।
সে সব আদর, ভাদর বাদর,
কেমনে ধরিব দে॥
হিয়ার পিরীতি, কহিলে না হয়,
চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহে, নব অনুরাগে,
অমিয়া অধিক লাগে॥

সুহই।

কহ কহ এ সখি কি করি উপায়।
দরশন বিনু চিত ধরণে না যায়॥
তুমি কি না জান সই যত পরমাদ।
কি ঘর বাহির লোকে বলে পরিবাদ॥ ধ্রু॥
তবু সে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নারি।
কি বিঁধ বেয়াধি দিলে কি বুধি বা করি॥
কি খেনে দেখিনু সখি বিদগধ রায়।
পাষাণের রেখ যেন মিটন না যায়॥
গুরুজনে যত বলে শ্রবণে না শুনি।
কি কারণে কি না হয় কিছুই না জানি॥
দেখিয়া যতেক লোক করে উপহাস।
চান্দের উদয়ে যেন তিমির বিনাস॥
পতির আরতি যেন জলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পিরীতি যেন বহিছে ত্রিবেণী॥
সোঙরি সেরূপ গুণ পরাণ জুড়ায়।
ভালে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াথ না পায়॥

জিমু না গো মুঞি জিমু না,
কালা বন্ধুর পিরীতির পাকে।
আপনার দুটী আঁখি, নিবারিতে নারি গো,
কালা বিনু আন নাহি দেখে॥ ধ্রু।

একদিন আয়ান আইল ঘরে, কালিয়া দেখিনু তারে
বন্ধু বলি তাহারে সম্ভাষি।
আমার আরতি, দেখিয়া আয়ান,
মুখে কাপড় দিয়া হাসি॥
বন্ধুয়ার ভরমে, আয়ানের সনে,
মনের কথাটী কই।
হাসিয়া হাসিয়া, আয়ান বলে,
মুঞি তোমার বন্ধুয়া নই॥
কালিয়া কালিয়া বলি, কালা বসন পরি,
কালা বিনে আন নাহি শুনি।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি এমনি হয়ে,
তারে কি দেখিলে জীয়ে প্রাণি॥

ধানশী।

কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাই কুল রাখি,
শ্যাম রসে হইয়াছি বিভোর॥ ধ্রু।
গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে,
ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো,
কি করিব ঘরের বসতি॥
যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহত পরাণ সখি, অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি,
আন রঙ্গ লাগে নাহি তায়॥
রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন,
সাজাইয়া রতন পসার।
জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমনি হয়ে,
ধনি ধনি সোহাগ তাহার॥

সুহই।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন,
এ দুটী আঁখির তারা।
পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলী,
নিমিখে নিমিখে হারা॥

জিমুনা, বাঁচিব না।

তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি,
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বন্ধু বিনু,
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম,
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া, রসের পরাণ,
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে, লিখন আছিল,
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতী, দেখিনু চুকতি,
কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

সুহই।

কিয়ে মধুরূপ, কলারস চাতুরী;
সব ভেল চুরে।
গুরু জন বৈরি, দ্বিগুণ ভেল ধাতা;
ডর সঙ্গে কয়ল বিদূরে।
স্বজনি হাম জীয়ব কতি লাগি।
একে মধু অন্তর, দগধ নিরন্তর,
নাহ অধিক অনুরাগী। ধ্রু॥
বৈদগধি বিধি, সকল লুকায়ল;
দুহুঁ ভেল পন্থক চোর।
যদহুঁ দৈব দোষে, দরশ করায়ল,
কেহ না কহে এক বোল॥
অবিরত চিতে কত, কাঁদি গোঙায়ব,
কাহে করব বিশোয়াসে।
জ্ঞানদাস কহ, অন্তর দহ দহ;
পরবশ পিরীতি আশে॥

সুহই।

সহজে নারীর, অধিক জীবন,
তাহে পিরীতির লেশ।
ইথে কি জগতে, কেহ ভাল বলে,
যাইতে কি হেন দেশ॥
সখি গো তোমারে কহিতে কি।
এ রস লালস, সব সন্তাপনা;
এ নাকি নহিলে জী॥ ধ্রু॥
হিয়ার অভিলাষ, যতেক বিলাস,
সে পুন পাইয়ে হাতে।
বিধির লিখনে, কালা বন্ধুর সনে,
বান্ধিল করম সূতে॥
রাতি দিনে মুঞি, সম্বিত না পারি,
দেখি বড় পরমাদে।
জ্ঞানদাস বলে, ও মুখ দেখিতে,
কাহার না যায় সাধে॥

সুহই।

দুহুঁ কুল গরিম, অসীম দুখ অন্তর;
বাহিরে পরিজন গঞ্জে।
ও নব নেহ, দেহ অবলম্বন,
সোঙরি সঘন মন রঞ্জে॥
স্বজনি বুঝয়ে না পারিয়ে চিত।
অবিরত অভিমত, আদর যত যত,
দগ দগ করয়ে পিরীত॥ ধ্রু॥
সব গুণ সীম, অসীম রূপ লাবণী;
ও নবকৈশোর দেহা।
গুরুজন বচন, তাপ নিবারণ,
শীতল সুখময় গেহা॥
পরবশ প্রেম, পুরয়ে নাহি আরতি;
অনুখন অন্তর দাহ।
জ্ঞানদাস কহে, তিলে কত সুখ হয়ে;
হেরইতে শ্যামর নাহ॥

সুহই।

অবিরত বহে, নয়নক বারি,
যেন বরিখয়ে জলধারা।
ও দুখ মরমে, সেই সে জানয়ে,
এমন পিরীতি যারা॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
গলায় হার পরিমু।
জাতি কুল শীল, দূরে তেয়াগিয়া,
পরাণ নিছিয়া দিমু॥
সই লো পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান, সব করে আন,
না শুনে ধরম কথা॥ ধ্রু॥
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি,
হইল যাকর সঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, দোসর পিরীতি
নিতই নূতন রঙ্গ॥

শ্রীরাগ।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥
তাজিলে কুল শীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ॥
তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈনু॥
যে চিতে দাড়াঞাছি সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিল প্রেমফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে জ্ঞানদাস না করে আশ॥

ভাটিয়ারী।

তেজিলুঁ নিজকুল এ লোকলাজ।
এ গুরু গৌরব এ গৃহকাজ॥
সে সব নব লোহার নিছনি কৈলেঁ।
যে মোরে বোলে তারে জীয়ন্তে মৈলেঁ॥
মা বোল স্বজনি আর কিছু না লয় মনে।
সে বন্ধু বান্ধিঞাছেঁ। পরাণ স্রনে॥

বন্ধুর আরতি হিয়ারমালা।
পতির পিরীতি বিষের জ্বালা॥
যে চিতে দড়াইলুঁ সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥
খাইতে শুইতে আনহি নাহি।
জ্ঞানদাস কহে বুঝিএ তাহি॥

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
পাছে কর অনুতাপে॥

ধানশী।

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু,
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে পরাণে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
শ্যাম বন্ধু সনে, পিরীতি করিয়া,
পাঁজর ধরিয়া গেল॥ ধ্রু।

পিরীতি মিরিতি, তুলে তৌলাইয়া,
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি, যার উপজয়ে,
সে নাকি জীয়য়ে আর॥
সবাই কহয়ে, পিরীতিকাহিনী,
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি,
হইল যাহার অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি,
নিতি নৌতুন রঙ্গ॥

তুড়ি।

কি ঘর বাহির লোকে বলে একি রীতি।
জীতে পাসরিতে নহে বন্ধুর পিরীতি॥
অন্তর বাহির চিতে অবিরত জাগ।
না জানি কি লাগি তাহে এত অনুরাগ॥
সই বড় পরমাদ।
শয়নে স্বপনে সঙ্গ মনে নাহি অবসাদ। ধ্রু।
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥
শুনিতে শুনিয়ে হাম সেই পরসঙ্গ॥
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহকাজ করিতে আউলয়ে সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড়ি বিষম শ্যাম লেহ॥

ধানশী।

কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তারে কহনা বিচারি॥
গুরুজন নয়ন পাপগণ বারি।
কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারি॥
কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব॥

শুনি কহে সব সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল॥
যৈছনে যামিনী কামিনী ঘোর।
তৈছনে বেশ বনায়ব তোর॥
এতহিঁ কহই কয় বেশ রসাল।
ধনী অনুরাগিনী জ্ঞানদাস ভাণ॥

শ্রীরাগ।

মরম কথা শুনলো স্বজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
ঘর হইতে বাহির বাহির হইতে ঘর।
দেখিবারে করি সাধ নহি স্বতন্তর॥
কিবা সে মোহনরূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কাঁদে॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই যে করিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব॥

সুহই।

সহজই কুলবতী বালা।
সে কি সহই প্রেমজ্বালা॥
তাহে গুরু গঞ্জন বোল।
অহনিশি অন্তরে রোল॥
তাহে নিতি প্রেমতরঙ্গ।
জোরি কবহুঁ নহ ভঙ্গ॥
গুরুজন সঙ্গ সঞ্চারি।
ব্যাধ মন্দিরে অনুসারি॥
সকল কহব কানুঠাম।
ইথে কি কহয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহে তায়।
পরিণামে বড়ই সে দায়॥

কৌরাগিণী।

অরুণ উদয় কালে, ব্রজ শিশু আসি মিলে,
বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে, আর দিঠি পথপানে,
চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥
সজনি না জানি কি হয় প্রেম লাগি।
দারুণ পিরীতি, পরবোধ না মানই,
কত চিতে নিবারিব আগি॥ ধ্রু।
একে কুলকামিনী, তাহে নবযৌবনী,
আর তাহে পরের অধীন।
পিরীতি বিষম শরে, রহিতে না পারি ঘরে,
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ॥
নিশি দিসি অবিরত, জাগিতে ঘুমিতে কত,
প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।
জ্ঞানদাস বলে, আকুল নয়ানের জলে,
তিল আধ থির নাহি পাই॥

ধানশী।

বলনা সখি বাহার মনেতে যে।
কানুরে সঁপিয়াছি আপনার দে॥ ধ্রু
চাঁদ জিনিয়া মুখের বলনি।
জর জর কৈল মোর হিয়ার পুতলি॥
এমন পামর দেশে বৈসে কোন জনা।
যা বিনে না রহে প্রাণ তারে করে মানা॥
জ্ঞানদাস কহে বুঝিনু সকলি।
জাতি কুল শীল দিনু কানুর পায়ে ডালি॥

করুণ একতালি।

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহল সভে অযশ ঘোষণা॥
সই কহিনু নিদান।
প্রেমের পরাণ সহে এতেক অপমান॥ ধ্রু।
যারে দিনু তনু মন কুল শীল জাতি।
অঙ্গের ভূষণ কৈনু বড় অখেয়াতি॥
সে জন কি লাগি এবে করে ভিন পর।
ঝাঁপল কূপে পড়ল নব চোর॥
তৃষ্ণা পিয়াসে ঝাঁপল সিন্ধুজলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়বানলে॥
না জানি পিরীতি বিরিখে হেন ফল।
জ্ঞানদাস শুনিয়া হারাইল বুধি বল॥

শ্রীরাগ।

বন্ধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
এখন আমার, নয় অন্য জনা,
ইহা কি পরাণে সয়॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি, বেশ দূরে করি,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
বন্ধুর হিয়া, এমন করিলে,
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ, করিছে যেমন,
এমন হউক সে॥
জ্ঞানদাস কহে, শুন হে সুন্দরি,
মনে না ভাবহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের, সরবস ধন,
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥

সুহই।

একে নব পিরীতি, আরতি অতি দুরগম,
সোঙরি সোঙরি ক্ষীণ দেহ।
তাহে গুরুগঞ্জন, হৃদয় বিদারণ,
পরিজন কণ্টক গেহ॥
সজনি দূরে কর ও পরথাব।
প্রেম নাম যাঁহা, শুনই না পায়ব,
সোই নগরে হাম যাব॥ ধ্রু।
যা বিনু স্বপনে, আন নাহি হেরিয়ে,
অবমোহে বিছুরল সোই।

হাম অতি দুখিনী, সহজে একাকিনী,
আপনা বলিতে নাহি কোই॥
দুহুঁ কুল চাহিতে, আকুল অন্তর,
পাঁতরে পড়ি রহু হেম।
জ্ঞানদাসে কহে, ধিক ধিক জীবনে,
যাকর পরবশ প্রেম॥

সুহই।

ভালই আছিনু আন মনে।
প্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে॥
কেনে শুনাইলি তার গুণ।
উথলিল আগুণের খুন॥
নিশি দিসি যার গুণ গাই।
সেকেনে এতেক নিঠুরাই॥
যার লাগি তেয়াগিনু ঘর।
সে কেনে ভাবয়ে ভিন পর॥
যার লাগি কুলে দিনু ছাই।
তারে কেন দেখিতে না পাই॥
সতীর মাঝ হইনু মন্দ।
জ্ঞানদাস শুনি রহু ধন্দ॥

ধানশী।

এ সখি হাম সে কুলবতী রামা।
অনেক যতন করি, প্রেমছায়া ায়লু,
বেকত কয়ল ওই শ্যামা॥ ধ্রু।
আছিনু মালতী, বিহি কৈল বিপরীত,
ভৈ গেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি, ভ্রমর নাহি আওত,
দূরে রহি দুহুঁ মন ঝুরে॥
যব দুহুঁ দরশন, দৈবে মিলায়ল,
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি, মাণিক ছাপায়ল,
দুহুঁ ভেল পঙ্ক চোর॥
দক্ষিণ নয়ন ক্ষরি, রঞ্জন কিয়ে হরি,
বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পিরীতিখানি, কোন টুটায়ল,
মঝু মনে লাগল ধাঁধা॥
কাঁদিব রে কত, কাঁদি গোঙায়ব,
কাহাকে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহে ধিক রহু জীবনে,
যে করে পর প্রীতি আশ॥

শ্রীরাগ।

যাহার লাগিয়া কৈনু কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিব দেহে গুরু গঞ্জনা॥
যার লাগি ছাড়িনু গৃহের যত সুখ।
না জানি কি লাগি এবে সে জনা বিমুখ॥
স্বজনি নিবেদন তোরে।
কলঙ্ক রহিল সব গোকুলনগরে॥ ধ্রু।
তিলেকে সে তেয়াগিনু পতি খুরধার।
শ্রবণে না শুনলু ধরম বিচার॥
অবলা অখলা জাতি ভুলে পরবোলে।
অনেক সাধের দীপ নিভাইল সাঁজবেলে॥
দুঃখের উপরে দুখ পরিজন বোল।
সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈনু চোর॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়।
প্রেম পরাভব সুখ সহনে না যায়॥

অনুরাগ।

(অ স্বপ্রতি)

তুড়ি।

বড়ই বিষম, কালার প্রেম,
এ ঘর বসতি শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণপুতলী॥
কাহারে কহিব মরম কথা।
কানু বিনু কে জানিবে মরম ব্যথা॥
যত যত পিরীতি করয়ে মোরে।
আঁখরে লিখিয়াছে মোর হিয়ার ভিতরে

নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চোখে চোখে।
এ বড়ি দারুণ শেল ফুটিয়াছে বুকে॥
মনের মনকথা মনে সে রহিল।
ফুটিল শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
নিচয়ে মরিব আমি তাঁরে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মিলাব আনিয়া॥

সুহই।

বিষেতে জিনিল সর্ব্ব গা।
গা মোর কেমন করে নাহি চলে পা॥ধ্রু
প্রেম নহে পিরীতি নহে বাদিয়ার তন্ত্র।
কাল সাপে দেখাইলে নাহি শুনে মন্ত্র॥
কোথায় গরল তার কোথা তার বিষে।
প্রতি অঙ্গে গরল ভরা জীয়াইবে কিসে॥
সৎ ঔষধ তার কদম্বের তলা।
জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়া পেলা॥
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে ভাল জানি।
জীয়াইতে পারে সে রসিক শিরোমণি॥

অভিসার।

ভূপালী।

সখিগণ বচনে বনাওল বেশ।
বিরচিল কবরী আঁচরি নিজ কেশ॥
ভালহি দেওল সিন্দুর বিন্দু।
চন্দন রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু॥
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মুরছে কতহুঁ অনঙ্গে॥
নীল বসনে তনু ঝাঁপিল গৌরী।
চলিল নিকুঞ্জে শ্যামরসে ভোরি॥
মদনমোহন মনমোহিনী নারী।
জ্ঞানদাস কহ যাও বলিহারী॥

কামোদ।

মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীলবসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি মেল।
নব অনুরাগভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝর ঝর থরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেতে গেহ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগররাজ॥

ধানশী।

কানু অনুরাগ, হৃদয় ভেল কাতর,
রহই না পারই গেহ।
গুরু দুরজন ভয়ে, কছু নাহি মানয়ে,
চীর নাহি সম্বরু দেহ॥
দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার, ভুজগ ভয় কত শত,
তমু নহুঁ মানয়ে ভীত॥
সখিগণ তেজি, চলু একশরী,
হেরি সহচরীগণ যায়।
অদ্ভুত প্রেম, তরঙ্গে তরঙ্গিত,
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥
চলিল কলাবতী, অতিশয় রসভরে,
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ, এই অপরূপ নহ,
মনহি উজোরল কান॥

কেদার।

বৃষভানুনন্দিনী, রমণীর শিরোমণি,
নব নব রঙ্গিণী সঙ্গ।
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাণনাথের দরশনে,
রস ভরে ডগমগ অঙ্গ॥
রাই রূপ লাবণ্যের সীমা।
না জানি কতেক নিধি, গড়িল কেমন বিধি,
ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥ ধ্রু।
নীলমণি চুড়ী হাতে, কনয়া কঙ্কন তাতে,
নীল বসন শোভে গায়।

নব যৌবন ভরে, গতি অতি মন্থরে,
হংস গমনে চলি যায়॥
জিনি কত কোটি শশী, মুখে মন্দ মৃদুহাসি,
পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
বেণী আগে সোণার ঝাঁপা, তার মাঝে কনকচাঁপা
গোবিন্দের হৃদয়মোহিনী॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে, বাম ভুজ দিয়া তাতে,
বৃন্দাবন ভূমি প্রবেশিলা।
রাই অঙ্গ কান্তি মালা, দশ দিগ কৈল আলা,
জ্ঞানদাস তাহাতে ভুলিলা॥

কেদার।

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেশর দোলে মারুত হিলোল।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোল॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেম বিলাসিনী রাই কানু মন লোভা॥
ভালে সে সিন্দূর বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
নূপুরের রুণু ঝুনু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে আইল রাই পাড়া॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারিদিগে চায়।
মাধবী লতার তলে দেখে শ্যামরায়॥
শ্যাম কোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥

কেদার।

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল, নিভৃত নিকুঞ্জে,
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ ভোরি।
নয়ান নয়ান বাণে, আকুল দুহুঁ তনু,
ধনী লেই কোরে আগোরি॥
দেখ সখি রাধা মাধব প্রেম।
অধরে অধর মেলি, ঘন ঘন চুম্বই,
যৈছন দারিদ হেম। ধ্রু।
কুচ কর পরশনে, আকুল মাধব,
ভুজে ভুজে বন্ধন কেল।
থির বিজুরী জনু, জলদে ঝাপি রহু,
ঐছন অপরূপ ভেল।
নারী পুরুখ দুহুঁ, লখই না পারই,
হেরইতে লোচন ভুল।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দুহুঁ জন,
দুহুঁক প্রেম নাহি তুল॥

বাসক সজ্জা।

ধানশী।

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, ধনী সাজয়ে,
পুনঃ পুনঃ উঠয়ে চকিত॥ ধ্রু।
কিশলয় শেজ বিছায়লি পুনঃপুনঃ,
আরত রতন প্রদীপ।
তাম্বুল কর্পূর, থপুরে পুন রাখয়ে,
বাসিত বারি সমীপ॥
মলয়জ চন্দন, মৃগমদ কুঙ্কুম,
লেই পুন তেজই তাই।
সচকিত নয়নে, নেহারই দশ দিশ,
কাতরে সখী মুখ চাই॥
কিঙ্কিনী কঙ্কন, মণিময় আভরণ,
পহিরত তেজত তাই।
সখিগণ হেরি, কতহুঁ পরবোধয়ে,
জ্ঞানদাস কহ ধাই॥

বিপ্রলব্ধা।

ধানশী।

এ ঘোর রজনী, মেঘ গরজনী,
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া, রহিনু বসিয়া,
পথপানে নিরখিয়া॥
সই কি কব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ, তরিয়া আইনু,
নব অনুরাগ ভরে॥
এ হেন রজনী, কেমনে গোঙাব,
বন্ধুর দরশন বিনে।
বিফল হইল, মোর মনোরথ,
প্রাণ করে উচাটনে॥
দহয়ে দামিনী, ঘন ঝনঝনি,
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
মিলবি বন্ধুর সনে॥

খণ্ডিতা

ললিত।

ভাল ভৈল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝল বিদগধ রাজ॥
নয়নকি কাজর অবরহি শোভা।
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা॥
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গোপত রহু যামিনী রঙ্গ॥
ক্ষণে ক্ষণে নয়ন মুদসি আধতারা।
কহইতে বচন বচন আধ হারা॥
যাবক অধিক উর পর লাগ।
অনুক্ষণ সো ধনী করু অনুরাগ॥
সুরঙ্গ সিন্দূর বিন্দু ললিত কপালে।
ধবল প্রবাল জনু তরুণ তমালে॥
ভাবে পুলকিত তনু বহল সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে উপজিল আধি॥

ধানশী।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।)

সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহারি চরণ ধরি, শপতি করিয়ে কহি,
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥ ধ্রু॥
তুয়া আশোয়াসে, জাগি নিশি বঞ্চনু,
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ বিন্দু অধরে কৈছে লাগি,
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥
তোহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আঁখি,
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে, মোহে উপেখবি,
হাম কাহাঁ যাওব আর॥
হামারি মরম তুহুঁ, ভাল রীতে জানসি,
তব কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে, দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে,
জ্ঞানদাস চিতে ভীত॥

মান।

ধানশী।

সজনি না কর কানু পরসঙ্গ।
পানি না সেঁচহ দগধল অঙ্গ॥
ভালে হাম কলাবতী ভালে তুহুঁ দোতী।
ভালে মনমথ ভালে কানুক পিরীতি॥
ভাল জন বচন কয়লু যত বাম।
সো ফল ভুঞ্জইতে ইহ পরিণাম॥
পাইলহি কি কহব আরতি রাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজনে হাসি॥
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পুরবক পুণ্যফলে পায়লু পরাণ॥

ভালে, ভাল।

চন্দন তরু বলি বিথতরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥
মরম না জানি কয়লু অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ শুরুয়া অভাগ॥

তিরোতা ধানশী।

পঁহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈলশিখরে এক পাণি॥
অব বিপরীত ভেল সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ স্বজনি না বোল আন।
কি ফল আছয়ে ভেটব কান। ধ্রু।
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার।
বিষঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরী বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত প্রেম সুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠ নিকপটে কহ মোয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিতে হোয়॥

কেদার।

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতী মানায়ই তাই॥
রোখে চলই যব করে কর বারি।
চরণে পড়ল তব বাহু পসারি॥
তবহুঁ মলিনমুখী সুমুখী না ভেল।
হোই নৈরাশ তব সখী চলি গেল॥
একলি বনমাহা যাঁহা বরকান।
আওল সখী তাঁহা বিরস বয়ান॥
কি কহব মাধব মানিনী মান।
জ্ঞানদাস তাহা কি কহিতে জান॥

কেদার।

স্বজনি তুহুঁ সে কহসি মধু হিত।
হিত অহিত, সবহু হাম বুঝিয়ে,
আনে হোয়ত বিপরীত॥
লঘু উপকার, কয়য়ে যব সুজনকি,
মানয়ে শৈল সমান।
অচল হিত, করয়ে মুরুখ জনে,
মানয়ে সরিষ প্রমান॥
কাঞ্চুক রীত, জীত মধু চিতহিঁ,
না জানি কি হয়ে পরিণামে।
ঐছন পিরীতিক, রস নাহি হোয়ত;
যৈছন কি রস মানে॥
কি কহব রে সখি কহি কহি দেখনু;
অতএ চাহি সমাধান।
যাকর যো গুণ, করহুঁ না যাওত;
জ্ঞানদাস পরমাণ॥

কেদার।

না মিলল সুন্দরী শুনি ভৈ ক্ষীণ।
রোয়ত মাধব অব নিশি দিন॥
দোতীক কর ধরি করু পরিহার।
কহইতে নয়নে গলে জলধার।
বাউরী সম কত করু পরলাপ॥
শত গুণাধিক মনে মনসিজ তাপ॥
রাধা রাধ ধরি আখর এক।
গদ গদ বর্ণ না হয় পরতেক॥
মানিনী মাম মানয়িব হাম।
কহি এত ধাবয়ে মানিনী ঠাম॥
পুন ফেরি আওত সহচরী সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ॥
কত পরবোধি কয়ল সখী থির।
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অথির॥

সুহই।

সহজহি শ্যাম, সুকোমল শীতল,
দিনকর কিরণে মিলায়।
সো তনু পরশ, পবন নব পরশিতে,
মলয়জ পঙ্ক শুকায়॥

বিথতরু, বিষতরু।

সোয়াথ, স্বাস্থ্য।

সজনি কতয়ে বুঝায়ব নীতি।
কানু কঠিন, পথ করল আরোহণ,
গুণি গুণি তোহারি পিরীতি॥
অনুখন দুনয়নে, নীর নাহি তেজই,
বিরহ অনলে দিয়া জারি।
পাবক পরশে, সরস দারু যৈছে,
এক দিশে নিকসই বারি॥
সজল নলিনী, দলে শেজ বিছাইয়া,
শুতল অতি অবসাদে।
জ্ঞানদাস কহে, চামর ঢুলাইতে,
অধিক উপজে পরমাদে॥

সুহই।

কয়ে কর মোড়ি, মিনতি করু মো সঞে,
চরণ কমল প্রণিপাত।
কোপে কমলমুখী, নয়নে না হেরসি,
অভিমানে অবনত মাথ॥
সুন্দরী ইথে কি মনোরথ পূর।
যাচিত রতন তেজি পুনঃ মঙ্গল,
সো মিলন অতি দূর॥
কোকিল নাদ শ্রবণে যব শুনবি,
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুসুম শর, হিয়া পর বরিখব,
তব কৈছে ধরবি পরাণ॥
মঝু এত বচনে, তুয়া নহি আরতি,
হিত কহিতে কহ আন।
দারুণ দক্ষিণ পবন যব পরশব,
তবহিঁ ত দূর মান॥
গুণ শুন ছোড় দোষ, এক সোঙরসি,
নিকটহি কুই না যাব।
দারুণ নয়ানে, আরতি তব ধাওল,
অব জ্ঞানদাস দুখলাভ॥

সুহই।

মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নাহ নিকট পাই, যো জন বঞ্চয়ে,
তা কর বরই অভাগি॥
দিনকর বন্ধু কমল সবে জানয়ে,
জল তোহি জীবন হোয়।
পঙ্ক বিহীন তনু, ভানু শুখায়ত,
জলহি পচায়ত সোয়॥
নাহ সমীপে, সুখদ যত বৈভব,
অনুকূল হোয়ত যোই।
তা কর বিরহে, সকল সুখ সম্পদ,
খেণে দগদই সোই॥
তুহুঁ ধনি গুণবতী, বুঝি কহ রীতি,
পরিজন ঐছন ভাষ।
শুনইতে রাই, হৃদয়ে ভেল গদগদ,
অনুমত করল প্রকাশ॥
জ্ঞানদাস কহে, সুন্দরী সুন্দর,
মিলহি কুঞ্জক মাঝ।
হের নয়ন মোর, সফল করহুঁ
যুগল পরমহি সাজ॥

সুহই।

না বুঝলু অন্তর, কোপ নিরন্তর,
বচন না সঞ্চরে বয়ানে।
সহজই কমলিনী, ভেল মলিন অতি,
ধারা শত শত নয়নে॥
মাধব! রাধা বোধি না ভেল;
কত সমুঝাই, চরণে ধরি বোললু,
তবহুঁ উতর নাহি দেল॥ ধ্রু
সঘন নিশ্বাস, উদসল কুন্তল,
আকুল অতিশয় গোরী।
কনক মুকুর নিয়ড়ে জনু মরকত,
ঐছন ভেলি কত বেরি॥
তোহারি কেশ, কুসুম, জল, তাম্বুল,
ধরল মো রাইক আগে।

কোপে কমলমুখী, পালটি না হেরল,
মোহে হেরি রহল বিমুখে ॥
এক কর মুঠি বান্ধি, মুখ মুদল,
মোহে কহল পরিণামে।
জ্ঞানদাস কহ, "তুহুঁ ভালে সমুঝহ
নিরস না ভেল বয়ানে ॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দরি আর কত সাধবি মান।
তোহারি অবধি করি নিশি দিসি ঝুরি ঝুরি,
কানু ভেল বহুত নিদান ॥
কি রসে ভুলায়লি, ভুলল নাগর,
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম কহই যদি পহিক,
শুনইতে আকুল পরাণ ॥
যো হরি হরি করি তরিয়ে ভবার্ণব,
গোপসুত পদ অভিলাষে।
সো হরি সদত তুয়া নাম জপই,
দারুণ মদন তরাসে ॥
পুরুষ বধের হেতু, তুহারি অভিলাষ,
কে না শিখায়লি নীত।
জ্ঞানদাস কহে, তোহারি পিরীতি
ভাবিতে আকুল কানুক চিত ॥

সুহই।

শুন শুন সুন্দরী বাধে।
কানু সঙে প্রেম করসি কাহে বাধে ॥
অনুক্ষণ যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহুঁ কৈছে তেজবি তা কর কোর ॥
নিশি দিসি বয়ানে না বোলই আন।
আন জন বচনে না পাতয়ে কাণ ॥
তুহুঁ লাগি তেজল গুরুজন আশ।
কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস ॥
ঐছন পুরুখ কতহুঁ নাহি দেখি।
আপন দিব যো হরিকো উপেখি ॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ ॥
জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নায়কে না কর আবেশ ॥

বরাড়ী।

চলইতে চাহি, চরণ নাহি ধাবয়ে,
রহিতে নাহিক প্রীতি আশে।
আশ নৈরাশ, কছুই নাহি সমুঝিয়ে,
অন্তরে উপজে তরাসে ॥
স্বজনি বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতি, উহ রসিক শিরোমণি,
হঠ রস না করহ বাধা ॥ ধ্রু
প্রেম রতন জনু, কনক কলস পুন,
ভাগ্যে যো হোর নিরমাণ।
মোতিম হার, বারশত টুটয়ে,
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম ॥
হর কোপানলে, মদন দহন ভেল,
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান, কানু মুখ হেরহ,
জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ ॥

কামোদ।

কত কত ভুবনে, আছয়ে কত নাগরী,
কে না করয়ে অভিলাষে।
যো পুরুখ রতন, যতনে নাহি পাইয়ে,
সো তুয়া দাসক আশে ॥
সুন্দরি কহ কৈছে সাধবি মান।
রসময় রসিক, মুকুট বর নাগর,
চরণেহি সাধয়ে কান ॥
কি তোর কঠিন মন, বুঝই না পারিয়ে,
গুরুতর কৌশল মোর।
লাখ লছমি যৈছে, চরণে লোটায়ই,
তাহে এত বিরকতি তোর ॥
জীবন যৌবন, সফল না মানসি,
কানু হেন বিদগধ নাহ।

জ্ঞানদাস কহে, কতিহুঁ না শুনিয়ে,
পিরীতি কহই নিরবাহ ॥

কামোদ।

গগণক চাঁদ হাতে ধরি দেয়লু,
কত সমুঝায়লু রীত।
যত কিছু কহিনু, সবহুঁ ঐছন ভেল,
চিত পুতলী সম রীত ॥
মাধব বোধ না মানই রাই।
বুঝাইতে অবুঝ, অবুঝ করি মানই,
কতয়ে বুঝায়ব তাই ॥
তোহারি মধুর গুণ, কত পরথাপলু,
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন, বরিখে রজনী কর,
কমলিনী না সহে পরাণে ॥
যতনহি বহু, চরণ ধরি সাধলু,
রোখে চলল সখী পাশ।
সরস বিরস কিয়ে, তা কর সহচরী,
সো না বুঝল জ্ঞানদাস ॥

ভূপালী।

সখিগণ মেলি বহু বচন কেল।
মানিনী শুনি কছু উতর না দেল ॥
কোপে কহয়ে শুন নাগর কান।
এতহুঁ কয়ায়সি কাহে অপমান।
কাহে তুহুঁ পুনঃ পুনঃ দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুহু যাহাঁ নিবসই সোয় ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন বিনোদিনি।
তুয়া লাগি মুগধ শ্যাম চিন্তামণি ॥

ভূপালী।

রাইয়ের হৃদয় বুঝিয়া রীতি।
কহিতে আওলু যে বিপরীতি ॥
কত পরকারে মিনতি করি।
সদয় নহিল চলহ হরি ॥
তোমা আগে করি কহিব যে।
আপন কাণেতে শুনিবে সে ॥
শুনিয়া গমন করল তাই।
জ্ঞান সঞে হরি মিলল রাই ॥

ভাটিয়ারী।

সহচরী বচনহি, বিদগধ নাগর,
আকুল অথির পরাণ।
ত্বরিতহি গমন কয়ল যাহাঁ মানিনী,
ঢল ঢল সজল নয়ান ॥
কহ সখি কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণী,
হাম যৈছে উহ পরমাণ ॥
তাহে বিনু নিশি দিসি,আন নাহি হেরিয়ে,
ও মুখ সতত ধেয়ান।
যো মধুর বোল, শ্রবণে মঝু লাগি রহুঁ,
সো গুণ অহনিশি গান ॥
এত কহি মাধব, মিলল রাই পাশে,
ঠারি রহল তাহাঁ যাই।
অবনত বয়নে, রহল অভিমানিনী,
জ্ঞানদাস মুখ চাই ॥

বালাধানশী।

শুনি সখী বচন মনহি অনুমান।
নাগরী বেশ বনাওল কান ॥
আগু পদ খাম, বাম গতি চাহনি,
বামে কুন্তল অনুপাম।
বাম ভুজে বসন ঢুলায়ত ঘন ঘন,
যৈছন পেখনু শ্যাম ॥
পটঅম্বর পরি, অভিনব নাগরী,
ঐছনে কয়ল পয়ান।
চারু সিঁথোপরি, কাম সিন্দুর পরি,
লখই না পারই আন ॥
এমন চতুর বর, কবহুঁ না পেখনু,
এ মহীমণ্ডল মাঝ ॥
মণিময় কঙ্কন, দুহু ভুজে সাজল,
শঙ্খ শোভয়ে মঝু মাঝ ॥

পদতলে অরুণ, কিরণ মণি পেখনু,
তেই হোয়ত অনুমান।
জ্ঞানদাস কহে, রাইক মন্দিরে,
নাগর করব পয়াণ॥

ভূপালী।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনতবয়নী।
চকিত বিলোকি নখ লেখই ধরণী॥
অঞ্চলে পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥
রস নবলেশ দেখায়লি গৌরী।
পায়লি রতন পুনঃ লেয়লি ছোড়ি॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
হাসি দরশই মুখ কাঁপই গোই।
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘটভরি পায়ল হেম॥
নব অনুরাগ বাড়ল প্রীতিআশ।
জ্ঞানদাস কহে গুরুয়া পিয়াস॥

সুহই।

অনুনয় করাইতে, অবগতি না কর,
না বুঝিয়ে অন্তর তোর।
কুটিল নেহারি, গারী যব দেয়বি,
তবহিঁ ইন্দ্রপদ মোর॥
মানিনি অব কি করব দুরদিনে।
মনমথ গরল, গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল,
তুয়া পদ দরশন বিনে॥ ধ্রু।
অনুগত জানি, পাণি পসারয়ে,
বিপদে বুঝিয় উপকার।
তব হাম জনম সফল করি মানিয়ে,
জগতে বহয়ে যশোভার॥

সময় জানি অব, কোপ নিবারহ,
বেরি এক কর অবধানে।
জ্ঞানদাস কহ, নিজ জন জানিয়া,
অতএ করবি সমাধানে॥

তিরোতা। ধানশী।

সুন্দরি উলটি নেহারহ নাহ।
চাঁদ অমিয়া বিনু, চকোর না জীয়য়ে,
জানি করহ নিরবাহ॥
কতয়ে কলাবতী, পশুপতি পদযুগ,
সেবই যাকর আশে।
সো বহু বল্লভ, তোহারি পরশ বিনু,
দগধল মদন হুতাশে॥
শ্যাম সুধাকর, নিকটহিঁ রোয়ত,
কুঞ্চিত কুমুদ বিকাশ।
অঞ্চল অন্তর, মান তিমির রহু,
লোচন পড়ল উপাস॥
সো সুখ সম্পদ, তুহুঁ বিনু সুন্দরি,
হাসি হাসি আপনে বোলাই।
জ্ঞানদাস কহ, অলপভাগি নহ,
দূতীক পরশ না পাই॥

ধানশী।

এ ধনি মানিনি কি বোলব তোয়।
তোহারি পিরীতি মোর জীবন রহয়॥ ধ্রু।
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ।
তহি লাগি কেলি কদম্বে করি বাস॥
রজনী দিবস করি তুয়া গুণ গান।
তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আন॥
শয়ন করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া।
স্বপনে থাকিয়ে তোমা হৃদু আলিঙ্গিয়া॥
তোমার অধররস পানে মোর আশ।
করজ লিখিয়া লহ মুই তুয়া দাস॥
মনমথ কোটি মথন তুয়া মুখ।
তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ॥

জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জীয়াও ॥

ভাটিয়ারী।

রামা হে ক্ষম অপরাধ মোর।
মদন বেদন, না যায় সহন,
শরণ লইনু তোর ॥
ও চাঁদ মুখের, মধুর হাসনি,
সদাই মরমে জাগে।
মুখতুলি যদি, ফিরিয়া না চাহ,
আমার শপথি লাগে ॥
তোমার অঙ্গের, পরশে আমার,
চিরজীবি হউ তনু।
জপ তপ তুহুঁ সকলি আমার,
করের মোহন বেণু ॥
দেহ গেহ সার, সকলি আমার,
তুমি সে নয়ানের তারা।
আধ তিল আমি, তোমা না দেখিলে,
সব বাসি আন্ধিয়ারা ॥
এত পরিহারে, কহিয়ে তোমারে,
মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া, লেহয়ে আমার,
দাস্ করি অভিমান ॥
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
এ কোন ভাব যুকতি।
কানু সে কাতর, সদয় হইয়া,
কেনে না করহ প্রীতি ॥

শ্রীরাগ।

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার ॥
যে চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদ বদনে কেনে আমারে পোড়াও ॥
অবনীর ধুলি তুয়া চরণ পরশে।
সোনা শতগুণ হৈয়া কাহে নাহি তোষে ॥
সে চরণ ধুলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ ॥

কেদার।

মানিনি ! যামিনী ভেল অবসাদে।
তুয়া পদ কমল, বিমল বরদাতা,
কি দেখি না হয়ে পরসাদে ॥ ধ্রু।
জনমে জনমে হাম, তুয়া আরাধন বিনু,
আন নাহিক অভিলাষে।
তুহুঁ মনে জানহ, হাম তুয়া কিঙ্কর,
তবহু তেজ সহবাসে ॥
রূপগুণ বিহি তুয়া নিরমাওল,
আন কি কহব তুয়া আগে।
নয়নক ওর, থোর না হেরসি,
এ মোহে কেমন অভাগে ॥
অনুনয় বোলইতে, শ্রবণে না শুনসি,
লগইতে লাগু তরাস।
জ্ঞানদাস কহ, কৈছে বিছুরব,
পূরব পিরীতিরস আশ ॥

তুড়ি।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম।
স্বপনে জপন মোর তোহারি ও নাম ॥
শুন বিনোদিনি রসময়ী ধনি রাধা।
কবহুঁ করহু জনি ইহরস বাধা ॥ ধ্রু
অঙ্গুল আগ পরশ যব পাই।
সুখের সাগরে রহি ওর না যাই ॥
লোচন ইঙ্গিত করু মোহে দান।
জ্ঞানদাস কহ অকারণ মান ॥

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী ॥
পীতবন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥
রাই কত পরশসি আর।
তুয়া আরাধনে মোর বিদিত সংসার ॥ ধ্রু

লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী॥
এত ধণে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)
বরাড়ী।

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কি ফল আছয়ে এত পরিহার॥
পাওল তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লু সরবস নিরমল কুল॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ॥
অলপে বুঝলু হাম তুয়াক চরিত।
নামহি বৈছে অন্তর সেই রীত॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দিব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নিব॥
জ্ঞানদাস কহে কর অবধান।
তুয়া নিজজন কাহে এত অপমান॥

কেদার।

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনী তেজল মান॥
ছল ছল লোচন লোর।
কানু কয়ল ধনী কোর॥
বুঝল হিয়া অভিলাষ।
নিধুবন রচই বিলাস॥
চুম্বন করইতে কাম।
বঙ্কিম ঈষৎ বয়ান॥
কঞ্চুকে যব কর দেল।
মুকুল হৃদয়ে তব ভেল॥
নীবি পরশিতে কর কাঁপ।
নিরস কমলে অলি ঝাঁপ॥
ঐছে না পূরয়ে আশ।
নাগর গদ গদ ভাষ॥
ধনীক কষাইতে চিত।
সরস করয়ে প্রকটিত॥
পেশল মনহি অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহরঙ্গ॥

কলহান্তারিতা।

বরাড়ী।

আঁচরে মুখশশি, গোই ঘন রোয়সি,
কহইতে কহন না ফুর।
সো গিরিধর বর, অবনত চলল,
যবছে মিলল বহু দূর॥
সখিহে কোঐছন মতি কেল।
সো কাতর অতি. তাহে তুহুঁ বিরকতি,
অতএ বিমুখ ভৈ গেল॥ ধ্রু।
নিজগণ বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি,
না বুঝি কয়ল তুহুঁ রোখে।
সে সব বাণী. সাখী মোহে মিলল,
অতএ পাওসি অব দুখে॥
সো বহু বল্লভ, জগজন দুর্লভ,
তেজলি নিজ মন সাধে।
জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহুঁ বিরমহ,
কাহে বাড়াওসি খেদে॥

প্রবাস।

আজু পরভাতে দেখিনু কার মুখ।
কোন্ নিদারুণ বিধি দিলে এত দুঃখ॥
কোন দুরাচার হেন ঘোষণা ঘুষিল।
কেমন বজর হিয়া পিয়া লইতে আইল॥

কামপূর্ণ ঘট মুঞি ভাঙ্গিনু বাম পায়।
পদাঘাত কৈনু কোন ভুজঙ্গ মাথায়॥
না জানিয়া মুঞি কোন দেবেরে নিন্দিল।
কো মোর হিয়ার ধন লইতে আইল॥
এত কহি সুবদনী ভেল মুরছিত।
জ্ঞানদাস কহে সখি করয়ে সম্বিত॥

বরাড়ী।

বন্ধুরে কহিও মোর কথা।
অনলে পশিব যদি না আইসে এথা॥
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
তো বিনু দগধে যেন দাবানলে বন॥
নহেত কহয়ে যেন এ দুঃখ এড়াই।
সোঙরিয়া চাঁদমুখ তবে মরি যাই॥
জ্ঞান কহে এত দুঃখ না কর ভাবন।
নিচয়ে মিলব আনে তোমার প্রাণধন॥

পূর্ব্ব বরাড়ী।

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিও বন্ধুরে মোর এত পরমাদ॥
এক তিল যাহা বিনু যুগ শত মানি।
তাহে এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণি॥
যদি না আইসে বন্ধু নিশ্চয় জানিয়।
মরিব অনলে পুড়ি তাহারে কহিয়॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
এছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইসে পিয়া নিচয়ে মরিব॥
শুনিয়া রাধার এত বিরহ হুতাশ।
চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস॥

গান্ধার।

পুন নাহি হেরব সো চান্দবয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবনসংশয় হইল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণ পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥

গান্ধার।

কানু রহল পরদেশ।
জলদ সময় পরবেশ॥
দামিনী দশ দিশ ধাব।
নিকরুণ কান্ত না আব॥
সজনি কাহে বহব দিন বন্ধ।
জীবইতে ভেল অশঙ্ক॥
গগনে গরজে ঘন ঘোর।
শুনি উনমত চিত মোর॥
যব নিশি বাহিরে পয়ান।
শিকরে নিকলে পরাণ॥
দিনকর দিবস উপেখি।
অলিকুল কমলে না দেখি॥
চাতক পিউ পিউ নাদ।
জ্ঞানদাস কহে ইহ পরমাদ॥

গান্ধার।

সখিহে বিরাট তনয় দেহ দান।
পায়স অজ রবে, তনু মোর জর জর,
কিয়ে ভেল পাপ পরাণ।
বক্তু যার তিন দুন, তাহার বাহন পুনঃ,
তাহার ভক্ষের ভক্ষের নিজ সুতে।
বাণ দুন শির যার, পুরী নষ্ট কৈল তার,
হেন দুঃখ পিয়া দিল মোকে॥
সুরভি তনয় প্রভু, তাহার ভূষণ রিপু,
তাহার প্রভুর নিজ সুতে।

তাহার কটাক্ষ শরে, দহে মম কলেবরে,
বল সখি বাঁচিব কিমতে ॥
মুণি তিন গুণ করি, বেদে মিশাইয়া পুরী,
দেখ সখি একত্র করিয়া।
আমি কুলবতী রামা, বিধি মোরে হল বামা,
গিরাসিম বাণ ঘুচাইয়া ॥
জ্ঞানদাসেতে কয়, পিয়া মোর বশ নয়,
দেখ সখি আছে কোন দেশে।
যাহ দূতি ত্বরা করি, আন গিয়া শ্রীহরি,
চাতকিনী রহিল সে আশে ॥

গান্ধার।

পাঁচ পঞ্চ গুণ, সিন্ধু বিন্দু তাহে,
তিথি তথি হরণই কেল।
এতেক বচন বলি, মাধব গেয়ল,
পুন তিঁহতি নাহি ভেল ॥
সখি সো যদি বিছুরল মোহে।
ব্রজপতি বন্ধু নন্দন, নন্দন তা সুত,
তা সুত হৃদয় মম দাহে ॥
ব্যাস সুত যেই জন, তা সুতমগুলী,
পরিহর গজজ বিন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, সো মঝু ভখিব,
যদি নাহি আওয়ে গোবিন্দ ॥

গান্ধার।

মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ,
যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
এ হেন যৌবন, পরশ রতন,
কাচের সমান ভেল ॥
গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি ॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি,
বান্ধিব বসন দিয়া ॥
আপন বন্ধুয়া, আনিব বান্ধিয়া,
কেবা রাখিবারে পারে।
যদি রাখে কেউ, তেজিব এ জীউ,
নারী বধ দিব তারে ॥
পুন ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে,
সে শ্যাম বন্ধুয়া হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, ধরিব পরাণে,
তাই ভাবিতেছি চিতে ॥
জ্ঞানদাস কহে, বিনয় বচনে,
শুন বিনোদিনি রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে মানা করি,
দারুণ কুলের বাধা ॥

সুহই।

ফুটল কুসুম, নব কুঞ্জ কুটীর বন,
কোকিল পঞ্চম গাবইবে।
মলয়ানিল হিমশিখরে সিধারল,
পিয়া নিজ দেশ না আইব রে ॥
অনিমিখ নিকট, নাহ মুখ নিরখিতে,
তিরপিত নহি এ নয়ান।
এ সব সময়, সহয়ে এত শঙ্কট,
অবলা কঠিন পরাণ ॥
চন্দন চাঁদ, অধিক উতপাতই,
উপবন অলি উতরোল।
সময় বসন্ত, কান্ত দূর দেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল ॥
দিনে দিনে খিন তনু, হিমে কমলিনী জনু,
না জানি কি হয় পরজন্ত।
জ্ঞানদাস কহ, কো সমুঝায়ব,
শ্যামর নিকরুণ অন্ত ॥

ধানশী।

পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চুর ॥

মৃগমদ চন্দন লেপন বিখ।
মন্দ পবন জনু আনল শিখ॥
এ সখি এ সখি দুরদিন লাগি।
হাত বতন খসে কোন অভাগী॥
হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ।
নলিনী বিছায়ত কণ্টক শেজ॥
সব বিপরীত ইহ সময় বসন্ত।
মনমথ পিশুন কয়ল জীউ অন্ত॥
রতন হার ভেল গুরুতর ভার।
দিনে দিনে দেহ লেহ অনুসার॥
বিহি সে করল মোরে হাহা সার।
জ্ঞানদাস কহে অতি অবিচার॥

বালা ধানশী।

কানুক ঐছে দশা, শুনি বিরহিণী,
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু কবি, ক্ষিতিতলে মুরুছলি,
সখিগণ দ্বিগুণ বিষাদ॥
এক সখী তুরিতহিঁ, কোরে আগোরল,
কহতহিঁ আগোরত কান।
শুনইতে ঐছন, বচন রসায়ন,
পাওল জীবন দান॥
চেতন পাই হেরুই, পুন দশ দিশ,
অতি উৎকণ্ঠিত হোই।
কাহাঁ মঝু প্রাণনাথ, কহি ফুকারয়ে,
অবহুঁ না আওল সোই॥
রোয়ত হসত, খসত মণি যোতত,
পুছহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি, জ্ঞান পুন তৈখনে,
মথুরা নগরু সিধারি॥

তিরোতা।

শৈশব সময় পহুঁ গেলা।
যৌবন জনম অব ভেলা॥

আর নাহি করল উদেশ।
কি কহব কাহিনী বিশেষ॥
সজনি দুরগহ করু অবগাহে।
বিছুরত গোকুল নাহে॥
বাঢ়ল বিরহ বেয়াধি।
মনমথ পরম বিরোধী॥
মন্দিরে একলা পরাণে।
কত চিতে করি অনুমানে॥
দিনে দিনে তনু অবরোধে।
কা দেই কবব সম্বাদে॥
জ্ঞানদাস চিতে অনুমান।
দোতী অব কবব পয়ান॥

শ্রীগান্ধার।

গগন ভরল, নব বারিদহে,
বরখা নব নব ভেল।
বাদর দর দর, ডাকে ডাহুকি সব,
শবদে পরাণ হরি নেল॥
চাতক চকিত, নিকট ঘন ডাকই
মদন বিজয়ী পিকরাব।
মাস আষাঢ়, গাঢ় বড় বিরহ,
দুরখা কেমনে গোঙাব॥
সরসিজ বিনু সে, শোভ না পাবই,
ভ্রমরা বিনু শূণ দেহা।
হাম কমলিনী, কান্ত দেশান্তর,
কত না সহব দুখ দেহা॥
সঘন সঘন, সৌদামিনী,
বিরহিনী বিন্ধিল জান।
মাস শাঙনে, আশ নাহি জীবনে,
বরিখয়ে জল অনিবার॥
নিশি আন্ধিয়ার, অপার ঘোরতর,
ডাহুকি কল কল তাথ।
বিরহিণী হৃদয়, বিদারণ ঘন ঘন,
শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক॥

উগ, উগ্র। পিশুনি ক্রূর।

উনমতি শকতি, আরোপয়ে নিতি নিতি,
মনমথ সাধন লাগি।
ভাদর দর দর, দেহ দোলন,
মন্দিরে একলি অভাগী॥
উলসিত কুন্দ, কুমুদ পরকাশিত,
নিরমল শশধর কাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে, নগরে সব রঙ্গিণী,
নাহি জানে ইহ দিন রাতি॥
চিরপরবাসি, যতহুঁ পরদেশী,
সব পুন নিজ ঘরে গেল।
মাস আশিন, খিন ভেল দেহা,
জ্ঞান কহে দুখ কোনহি দেল॥

গান্ধার।

কানু কুশলে, পরদেশ সিধায়ল,
লাগল মনমথ বাদে।
নয়নক লোরে, লহরি দিঠি বাদর,
কি কহব হৃদয় বিষাদে॥
সখিহে পরাণ ভেল উপহাস।
আশা পাশ, পাপ মন বান্ধল,
জীবন মরণক আশ॥
এত দিনে অমিয়া, সরোবরে আছিনু,
চিন্তামণি ছিল অঙ্কে।
চন্দন পবন, হুতাশন হিমকর,
বিষধর বিলসে কলঙ্কে।
কেশ কুসুমে ধরি, সবরি না বান্ধই,
না করব সুন্দর শিঙ্গার।
দাহ বিহিনী, সব দাহক মানিয়ে,
জ্ঞানদাস কহল উপচার॥

শ্রীরাগ।

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্ত।
দ্বিগুণ তাপায়ল ঋতু বসন্ত॥
বিরস দিবসপতি কিরণ বিথার।
ঝামর ভেল তনু গল অনিবার॥
শতগুণ ভেল ইথে কেবল নিদান।
ঐছন বরিষায় রহল পরাণ॥
হেরি সহচরী কছু ভেল আশোয়াস।
শরদ চাঁদ হেরি ভেল নৈরাশ॥
রোয়ত সখিগণ কিয়ে দিন রাতি।
জ্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে ছাতি॥

আড়ানি।

সোণার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥
গলয়ে সঘনে লোর।
মুরছে সখীক কোর॥
দারুণ বিরহ জ্বরে।
সো ধনী গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে জ্ঞানদাস॥

গান্ধার।

যোই নিকুঞ্জে, রাই পরলাপয়ে,
সোই নিকুঞ্জ সমাজ।
সুমধুর গঞ্জনে, সব মন রঞ্জনে,
আয়ল মধুকর রাজ॥
রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত,
হেরইতে বিরহিনী রাই।
সখী অবলম্বনে, সচকিত লোচনে,
বৈঠল চেতন পাই।
অলিহে, না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ, বরণ গুণ যৈছন,
ঐছন সবহুঁ তোঁহারি॥
পুর রঙ্গিণী কুচ কুঙ্কুম রঞ্জিত,
কানু কণ্ঠে বনমাল।
তা কর শেষ বদনে তুয়া লাগল,
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল॥

সুহই।

ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী, যথা নিদারুণ হরি,
আমায় মন্দিরে কিবা কাজ ॥ ধ্রু
ব্রজবাসিগণ দেখি, নিবারিতে নারি আঁখি
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহ অনল একে, তনু ক্ষীণ শ্যাম শোকে,
নিভান আগুনি দিলা জ্বালি ॥
মথুরায় কর বাস, থাকহ শ্যামের পাশ,
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে,দুঃখ দিতে মোর প্রাণে
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও ॥
সে সুখ সম্পদ মোর, তুমি জান মধুকর,
এবে সে আমার দুঃখ দেখ।।
কহিও কানুর ঠাম, ইহ বিরহিণী নাম,
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ ॥

মাথুর।

বালাধানশী।

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ ॥
সো ধনী বিরহ বিষাদে।
খোয়ল কুল মরিযাদে ॥
জীবর তনু ছিল শেষ।
সোই রহত অবলেশ ॥
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ ॥
খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তনি গদগদ ভাষ ॥
উঠিতে শকতি নাহি তার।
জীবন মানয়ে ভার ॥
চৌদশী চাঁদ সমান।
মলিনতা বরণ বয়ান ॥
ভূতলে শুতলি তায়।
সহচরী করু কি উপায় ॥
জ্ঞানদাস কহ রোয়।
তারি বধ লাগয়ে তোয় ॥

সুহই। সুহিনী।

শুনহে বিকরুণ কান।
তুয়া রাই ভেল নিদান ॥
যব পরশে সরসিজ শেষ
তব চমকে জনু জিউ তেজ ॥
তাহে শবদ যামিনী কান্ত।
হেরি জীবন তেজব নিতান্ত ॥
যব রোয়ত সহচরী মেলি।
তব রুচিয়া পূরবক কেলি ॥
যব হেট করি রহু শির।
তব সবহুঁ স্তবধ শরীর ॥
যব তাপ উপজয়ে অঙ্গ।
তব যৈছে দহন তরঙ্গ ॥
যব সঘন কাঁপয়ে দেহ।
তব ধরিতে নারয়ে কেহ ॥
যব তেজই দীঘল নিশ্বাস,
তব দূরে রহু জ্ঞানদাস ॥

শ্রীগান্ধার।

আঘন মাসে, আশ বহু আছিল,
মিলব করি অনুমানি।
সো সব মনোরথ দূরহি দূরে রহ,
জীবইতে সংশয় জানি ॥
শুনশুন নিরদয় কান।
ইহ দুখ শুনি তুয়া চিত না দরবয়ে,
কৈছন হৃদয় পাষাণ ॥
গোর রমণীগণ, বহু গুণ জানত,
তাহে বুঝি বারণ চিত।
রসময় সদয় হৃদয় গুণ বিছুরলি,
ভুললি সো হেন পিরীত ॥

আগমন সময়ে, যতেক আশোয়াসলি,
সো কছু আছয়ে চিত ?
শুনইতে তোহারি, নিঠুরপণ গুণগণ,
জ্ঞানদাস চিত ভীত ॥

বালা ধানশী।

মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি, দিবস গোঙাইতে,
জীবন ভেল অতি ভার ॥
পন্থ নেহারিতে, নয়ন আন্ধাওল,
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল,
বরিখে বরিখ কত ভেল ॥
আওব করি করি, কত পরবোধব,
অব জীব ধরই না পার।
জীবন মরণ, অচেতন চেতন,
নিতি নিতি ভেল তনু ভার ॥
চপল চরিত তুয়া, চপল বচনে আর,
কতই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব, জনম গোঙায়ব,
তব কি করব জ্ঞানদাস ॥

বরাড়ী।

রূপে গুণে কৌশলে কুলবতী নারী।
কাঞ্চন কাঁতি বরণ ভেল কারি ॥
বুঝয়ে না পারিয়ে বয়নক বোল।
কণ্ঠ গতাগতি জীবন হিন্দোল ॥
এ হরি এ হরি জগ ভরি লাজ।
তোহে না বুঝিয়ে ঐছন কাজ ॥ ধ্রু
কেহ কেহ রাইক কোরে আগোর।
কেহ জল দেই কেহ চামর ডোর ॥
কত পরবোধব মরম না জানি।
লিখন লিখয়ে যৈছে পানিক পানী ॥
আর কত কত ধনী অবিরত রোই।
অনুগত বিরত ধরম নাহি হোই ॥
যব তনু তেজব তুয়া গুণ লাগি।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধ ভাগী ॥

সুহই।

আজু পরভাতে, কাক কলকলি,
আহার বাটিয়া খায়।
বন্ধুর আসিবার, নাম সুধাইতে,
উড়িয়া বৈসয়ে তায় ॥
সুখিহে কুদিন, সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব, মন্দিরে আওব,
কপালে কহিয়া গেল ॥
সুচারু বদন, দেখিনু স্বপন,
গিরির উপরে শশি।
মালতীর মালা, দধির ডালা,
নিকটে মিলিল আসি ॥
গণক আনিয়া, পুনঃ গুণাইনু,
সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে, যতেক গণিল,
সুখের নাহিক ওরে ॥
মোরে একাদশ, গৃহে বৈসে পাঁচ,
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু ভানু সুত, দ্বিতীয়ে বৈসয়ে,
প্রভাতে শিখি বিচারু ॥
দেয়াসিনী আনি, দেব আরাধিনু,
পড়িল মাথার ফুল।
বন্ধুর নামেতে, আগ তুলাইনু,
কোলে মিলাওল কূল ॥
কুল পুরোহিত, আশীষ করিল,
সুপতি মিলিবে পাশে ?
তোর দুরদিন, সব দূরে গেল,
কহই সে জ্ঞানদাসে ॥

ধানশী।

আজু অবধি দিন ভেলা।
কাক নিকটে কহি গেলা ॥

আজুক প্রাত সময়ে।
বাম বাহু নয়ান কাঁপয়ে ॥
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ।
পুলকে পূরয়ে সব অঙ্গ ॥
অনুখন হৃদয় উলাস।
পুরল পথিক পরবাস ॥
বাম নয়ন করু ফন্দ।
সঘনে খসয়ে নীবিবন্ধ ॥
এ লিখন বিফল না যায়।
মাধব নিজ গৃহে আব ॥
মনোরথ কহে শুক সারী।
জ্ঞানদাস সুবিচারি ॥

সুহই।

অচিরে পূরব আশ।
বন্ধুয়া মিলব পাশ ॥
হিয়া জুড়াইবে মোর।
করিবে আপন কোর ॥
অধর অমৃত দিয়া।
প্রাণদান দিবে পিয়া ॥
পুলকে পূরব অঙ্গ।
পাইয়া তাহার সঙ্গ ॥
ছল ছল ছনয়ানে।
চাহিব বদন পানে ॥
কিছু গদ গদ স্বরে।
এ দুঃখ কহিব তারে ॥
শুনিয়া দুঃখের কথা।
মরমে পাইবে বেথা ॥
করিবে পিরীতি যত।
জ্ঞান তা কহিবে কত ॥

ধানশী।

বন্ধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
মিলব আমার পাশে।
তুরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া,
বদন ঝাঁপিব বাসে ॥
তা দেখি নাগর, রসের সাগর,
আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি, গদ গদ করি,
কহিবে বচন থোর ॥
তবহি মিলন, দেখিয়া বদন,
হইয়া নাগর ভোরে।
আঁখি ছলছলে, গর গর বোলে,
কত না সাধিবে মোরে ॥
সময় জানিয়া, থির মানিয়া,
পূরাব মনের আশ।
এ সকল বাণী, ফলিবে এখনি,
কহে কবি জ্ঞানদাস ॥

ভাব সম্মিলন।

তুড়ি।

পহিলহি অঞ্চল পরশিতে কান।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥
নব নব লেশ দেখায়লি গোরী।
পায়ল রতন কমল ধনী চোরি ॥
অনুনয় বোলইতে অবনত বয়নী।
চাতক চমকিত নখে লিখে ধরণী ॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘরে বিহি বরিখয়ে হেম ॥
রাইক অঙ্গুলি পহিলহি মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি ॥
মনমথ তরয়ে বাঢ়ল প্রীতি আশ।
জ্ঞানদাস কহে অধিক প্রয়াস ॥

কামোদ।

হেদে হে কিশোরী গোরি, তাহে পরিহার করি,
শুনি কিছু কর অবধান।

ও চাঁদ মুখের হাসি, হৃদয়ে রহল পশি,
বৈদগধি বধহ পরাণ ॥
রাই তোমার বৈদগতা, কি কহব তার কথা
কহিতে উথলে হিয়া মোর।
না দেখিয়া তোমারে, পরাণ কেমন করে,
তোমার গুণের নাহি ওর ॥
যে জন প্রণত হয়, তাহারে তেজিতে নয়,
মনে বিচারহ এই কথা।
তুমি যে কহাও বাণী,তাহাই কহিয়ে আমি,
নিশ্চয় জানিবা সর্ব্বথা ॥
যে পণ করহ তুমি, সেই পণ দিব আমি,
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
জ্ঞানদাস কয়, দুহুঁ তনু এক হয়,
পরাণে পরাণে বান্ধা থুইহ ॥

শ্রীরাগ।

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে, পাইয়াছি লাগ,
আর না দিব ছাড়িয়া ॥ ধ্রু।
তোমায় আমায়, একই পরাণ,
ভাগে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে, বাহির হইয়া,
কিরূপে আছিলা তুমি ॥
যে ছিল আমার, মরমের দুখ
সকল করিনু ভোগ।
আর না করিব, আঁখির আড়,
রহিব একই যোগ ॥
খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে,
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে,
আর কি কাহাকে ডর ॥
এতহুঁ কহিতে, বিভোর হইয়া,
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে, রসিক নাগর,
ভাসিল নয়ান লোরে ॥

ধানশী।

বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া, যেখানে পরাণ,
সেখানে তোমারে থোব ॥
ও চাঁদ বদন, সদা নিরখিব,
সুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি,
পূরিল মনের সাধ ॥
প্রেম ডোর দিয়া, রাখিব বান্ধিয়া,
দুখানি চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে, কাহার শকতি
পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ ॥
হিয়ার মাঝারে, সাধ যে করি,
রাখিতে নাহিক ঠাঞি।
হারাইলে পুন, অলখ পরাণ,
খুঁজিয়া পাইতে নাই ॥
অনেক যতনে, পাইলাম রতন,
রাখিতে নারিলাম কোলে।
তাহে পাপ চিত, বিধি বিড়ম্বিল,
জ্ঞানদাস ইহা বলে ॥

সুহই।

বঁধু তোমার গরবে, গরবিনী আমি,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি, ও দুটী চরণ,
সদা লইয়া রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে, অনেক জনা,
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
প্রিয়তম করি মানি।
নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ,
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয়, তোমারি পিরীতি,
অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥

কেদার।

ওহে নাথ কি দিব তোমারে ॥ ধ্রু।

কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার ॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি ॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার ॥

ধানশী।

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বরধারী ॥
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বৈহু আমি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান ॥

যুগল রূপ।

সখি হের দেখ আসিয়া।
ধরণী উপরে, এ চারু পঙ্কজ,
নয়নে দেখ চাহিয়া ॥
পঙ্কজ উপরে, বিংশ শশধর,
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারু গজের, উপরে শোভিত,
যুগল কেশরী রাজ ॥
কেশরী উপরে, এ দুই সায়র,
সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে, এই দুই তমাল,
চারি শাখা আছে ধরি ॥
তাহে আছে সখি, একটি তমাল,
নবঘন সম দেখি।
একটী তমাল, সোণার বরণ,
শুনগো মরম সখি ॥
তাহে ফলিয়াছে, অরুণ বরণ,
এ চারি উত্তম ফল।
ফলের ভিতর ফুল ফুটিয়াছে,
নাহি তার শাখাদল ॥
তা পর এ দুই, কীরের বসতি,
তা পর চকোর চারি।
তা পর এ দুই, চাঁদের বসতি,
পিবইতে ইহ বারি ॥
তাপর দেখহ, বিধু সে অরুণ,
তাপর ময়ূর অহি।
জ্ঞানদাস কহে, মরমকবাত,
একথা জানে না কহি ॥

সম্পূর্ণ।

কৌতুক বিলাস।

বন্দনা।

গণেশ বন্দনা।

বন্দ বিশ্বময়ী সুত, বিমল চরণামৃত
বিরাজিত রতন নূপুর।
সরোরুহোপর স্থিতি, ব্রহ্মাণ্ডের গতি মতি,
গণপতি বিশ্বের ঠাকুর॥
স্থূলখর্ব্ব কলেবরে, শোভা করে চারি করে,
শঙ্খ চক্র গদা শ্বেতাম্বুজে।
হিয়ে রত্নময় বালা, সাজায়েছে গিরিবালা,
সলজ্জিত শশীকলা হেরে চতুর্ভুজে॥
মহাযোগে যোগবলে, ষড়াননে জিনি ছলে,
গলে দোলে পারিজাত হার।
শিব আসন আস্ফুরিত, আগম পুরাণ যত,
তবাঙ্কিত বিশ্বেতে প্রচার॥
মকর কুণ্ডলবর, শ্রুতিযুগে শোভাকর,
করিকরে শ্রীমুখ সুঠাম।
কটিতটে বাঘাম্বর, দেব দেব লম্বোদর,
তব পদে অসংখ্য প্রণাম॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণু বন্দনা।

মাধবায় নম নম, পুরাণ পুরুষোত্তম,
তুমি দেব বেদাদি কারণ।
কালীয়বরণ ঘটা, নবীন নীরদ ছটা,
হেরে মুনি মন বিমোহন॥
সুচারুচরণ তল, জিতে কোকনদ দল,
ভ্রমর নূপুর কল তায়।
মোহন মুরলী করে, ধারন বিম্বিকাধরে,
সে মাধুরী উপমা কোথায়॥
পরিধান পীতাম্বর, গলে বনমালা বর,
শিরে শিখিপুচ্ছ সুশোভন।
মেঘে সৌদামিনী প্রায়, সজল রশ্মিকা তায়,
শক্রধনু তনুর গণন॥
অধরে মধুর হাসি, চাহিয়ে সে সুধারাশি,
মৃত হয় অমৃত ভাজন।
চন্দন চর্চ্চিত কায়, সে শোভা কহিব কায়,
নীলকান্তে হীরকমিলন॥
কখন যমুনা নীরে, কখন পুলীন তীরে,
কখন বিপিন বৃন্দাবনে।
কখন কদম্ব মূলে, কখন কালিন্দী কূলে,
কখন বা গিরি গোবর্দ্ধনে॥
কখন নিকুঞ্জবনে, লইয়ে গোপিনী গণে,
সদা রাস হাস পরিহাস।
বর্ণিব সে সব কত, পুরাণের মত যত,
রচিলা দ্বাদশ যাত্রা ব্যাস॥
শুন প্রভু শ্রীনিবাস, এদীন দাসের আশ,
বৈভব নাহিক চাই।
অন্তেতে থেকে অন্তরে, থেকোনা অন্তরান্তরে,
অন্তে যেন ও চরণ পাই।

ব্রহ্মবন্দনা।

একব্রহ্ম নিরাকার, দ্বিতীয় নাহিক আর,
বিশ্বরূপ মূলাধার,
ভূত আত্মা ভূতের বিহীন।
যার স্তবে স্তব হয়, সর্ব্বদেবী দেবময়,
ভুবনজল আশ্রয়,
গুণময় সদা গুণহীন॥

বিবর্জ্জিত বৃদ্ধিহ্রাস, সর্ব্বত্র সম প্রকাশ,
অজ্ঞান করেন নাশ,
কর্ম্ম ফাঁস পাশ বিমোচন।
চৈতন্য দিব্যশাশ্বত, কেবল জগত হিত,
নিত্যানন্দ সর্ব্বগত,
ব্যোমাতীত বেদের বচন।
সমারূঢ় জ্ঞান শক্তি, মুক্তিময় কহে যুক্তি,
তব পদে যার ভক্তি,
জীবন্মুক্ত হয় সেই জন।
বিন্দুনাদ কলাতীত, ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রপালিত,
তাহে বেদ বিদ্যাতীত,
হিতাহিত জীবন মরণ॥
নষগুপুর নশক্তি, নাহি গম্য বুদ্ধি যুক্তি,
অতিক্রান্ত ভূত পংক্তি,
সমাধান অবসান হয়।
সর্ব্ব বপু রিপু অঙ্গে, অষ্টম প্রকৃতি সঙ্গে,
পঞ্চদশেন্দ্রিয় রঙ্গে,
বিভঙ্গ লইয়া ব্রহ্মময়॥
আপনি যন্ত্রী হইয়া, দেহ যন্ত্রাদি সৃজিয়া,
নানা মত প্রকাশিয়া,
তাহে সদা বাড়িছে উল্লাস।
অধিযজ্ঞ অভিভূত, তুমি হিত বিপরীত,
কে বুঝে তব চরিত,
তোমাতেই সকল প্রকাশ।
অজ্ঞান মূল হরণ, বর্ত্তমান সর্ব্বক্ষণ,
চৈতন্য কর প্রদান,
সাক্ষিরূপ সকল অন্তরে।
তুমি ধর্ম্ম গুণ কর্ম্ম, তুমি হও পরব্রহ্ম,
নাহিক মরণ জন্ম,
তব মর্ম্ম কি জানিবে নরে॥
তোমা বিনা অন্যজন, নিত্য নহে কদাচন,
শবময় ত্রিভুবন,
তুমি হে জীবন সবাকার।
হরি হর প্রজাপতি, তোমাতে ত্রিগুণোৎপত্তি,
সৃজন সংহার স্থিতি,
নানাজ্যোতি অংশ সে তোমার॥
যতেক দেব সাকার, যোগী ঋষি সিদ্ধ আর,
কিবা নর দুরাচার,
কীট পতঙ্গেতে সমভাব।
এজগত চরাচর, তোমা বিনা নাহি অন্য,
জীবন ভুবন শূন্য,
মায়ামাত্র তব আবির্ভাব॥
ভ্রান্তি আশা অভিলাষে, বদ্ধ হয় অনায়াসে,
অহঙ্কার সঙ্গদোষে,
কর্ম্মফাঁসে যত জীবগণ।
কার কর্ম্ম কেবা করে, কেবা দুঃখে ভোগ করে,
নাহি জানে চরাচরে,
সমরূপ ব্যাপ্ত নিরঞ্জন॥
অসার এই সংসার, দেহে পাত্র সবাকার,
একবস্তু মূলাধার,
পরিপূর্ণ এ তিন ভুবনে।
সূর্য্যতেজরশ্মি যিনি, শশীতে শীতল তিনি,
বেদের এইতো বাণী,
সেই আত্মা ব্যাপ্ত ভূতগণে॥
অন্তরে বাহির গতি, স্থূল নহে সূক্ষ্ম অতি,
দর্শন অন্ধ আকৃতি,
বদ্ধ নহে সনাতন গুণে।
ঘটস্থিত যে আকাশ, বায়ুর সর্ব্বত্র বাস,
তথা আত্মা স্বপ্রকাশ,
দীপ্ত লিপ্ত নহে তেকারণে॥
জীবভুঞ্জে কর্ম্মফল, মন্দ কিবা আর ভাল,
বিষাদে ভাবে বিশাল,
অহঙ্কার আত্ম অভিমানে।
এক ব্রহ্ম দ্বয় নহে, সর্ব্বস্থানে সম রহে,
তত্ত্বজ্ঞানিগণ কহে,
মোহে দেহে জীবে নাহি জানে।

এক সূর্য্য গগণেতে, দুই নাই এজগতে,
লক্ষকূপ সলিলেতে,
দেখিলে দেখিবে লক্ষ অর্ক।
সকলি অনিত্য তাহা, প্রতিবিম্বময় যাহা,
হেন রূপে আত্মস্পৃহা,
শ্রুতি কহে নাহি ইতে তর্ক॥
তিনি ভাল মন্দসন্দ, নির্ব্বন্ধ আদি আনন্দ,
যাহার পদারবিন্দ,
বন্দিলে সবার স্তব হয়।
আমি অতি অভাজন, তত্বজ্ঞানেতে বঞ্চন,
সগুণ হয়ে নির্গুণ জনে
কৃপাকর কৃপাময়॥

ব্রহ্মলোক বর্ণনা।

কিবা মনোহর, দেখিতে সুন্দর,
শোভে ব্রহ্মপুর, সর্ব্বলোকোপরে।
কনক রচিত, মৃত্তিকা শোভিত,
পীযুষ পূরিত, স্থির সরোবরে॥
কল্পতরু তায়, কিবা শোভা পায়,
ফল ধরে যায় ধর্ম্ম মোক্ষ আদি।
পত্র পুষ্প তার, ভক্তি তত্ব সার,
কেহ নাহি আর, তাহাতে বিবাদি॥
সদা স্থির ছায়া, স্নিগ্ধ করে কায়া,
দূরে যায় মায়া সেতরু পরশি।
চন্দ্র কলা ক্ষয়, তথায় না হয়,
সদা পূর্ণরয়, শরদের শশী॥
শীত উষ্ণকাল, বরষার কাল,
তাহাদের কাল, সে কাল বসন্ত।
সত্য সে নগর, অজর অমর,
শোকাদি বিকার নহে বলবন্ত॥
তথা জ্ঞাননদী, বহে নিরবধি,
হংসগুণনিধি কেলি করে তাতে।

সে পরম হংস, নাহি তার ধ্বংস,
জীব যার অংশ, সর্ব্বভূতে স্থিতে।
ব্রহ্মাব্রহ্মগূঢ়, হেন হংসারূঢ়,
না জানে নিগূঢ়, মূঢ় দুরাচারে।
সদাই আনন্দ, পারিজাত গন্ধ,
বহে মন্দ মন্দ মলয় সমীরে॥
ত্যজি ত্রিভুবন, হরির নন্দন,
রহে সর্ব্বক্ষণ, স্থিরভাবে তথা।
ধরি ফুলবাণ, সেই ফুলবাণ,
করয়ে সন্ধান হানে শক্তি যথা॥
কোকিলে কুহরে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
বিয়োগী শিহরে চমকিত মতি।
প্রফুল্ল মুকুল, নানাজাতি ফুল,
দেখি অলিকুল ব্যাকুলিত অতি॥
নাহি দুঃখ শোক, সুখী ব্রহ্মলোক,
জিনিয়া গোলক অতি মনোরম।
অতুল্য শোভায়, শোভিছে তথায়,
রত্নবেদী তায় নিরুপমক্রম॥
কমল আসন, তাহাতে আসন,
বামে সুশোভন বিদ্যা সরস্বতী।
ইন্দ্র চন্দ্র যম, বায়ু আদিক্রম,
করয়ে বিশ্রাম, হরষিতে অতি॥
অর্কের মণ্ডলে, সুরপুর বলে,
বিষয়ে সকলে, দেবদলে পূর্ব্ব॥
উত্তরে কিন্নর, যক্ষ রক্ষ আর,
সিদ্ধ বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্বাদি সর্ব্ব॥
পশ্চিম দিকেতে, বৈসে আনন্দেতে,
ধ্যানসম্বন্ধেতে, ব্রহ্ম-ঋষিগণ।
করে বেদ ধ্বনি, সদা স্বস্তি বাণী,
শুনি পদ্মযোনি, আনন্দ মগন॥
সাধুপুত্র সবে, আনন্দে রহিবে,
ভ্রান্তি শান্তি পাবে কহ আরবার॥
দক্ষিণে পিতর, বৈসে নিরন্তর,
বসু আদি পর, অপর তাহার॥

সুধারূপে তৃপ্ত, নাহি পর আপ্ত,
যাহা সুধা ব্যাপ্ত, অপর্য্যাপ্ত রসে।
সকলে আনন্দে, বিধি পদদ্বন্দ্বে,
নতশিরে বন্দে, ভক্তির আবেশে॥
নাহি অন্য কথা, যা কর বিধাতা,
তোমা বিনা বৃথা, সংসার সকল।
তব আজ্ঞাবহ, ভুঞ্জি নিশা অহ,
তবে যে উৎসাহ মায়া মোহ বল॥
ব্রহ্ম দূতগণ, করিছে ভ্রমণ,
করিতে পালন, যে আদেশ হয়।
ব্রহ্মার সভায়, এমত সময়,
আগমন হয়, দেব মৃত্যুঞ্জয়॥
দেখি পদ্মযোনী, সম্ভ্রমে তখনি,
উঠিয়া আপনি, সভাতে দাণ্ডায়।
হরষিত হয়ে, বিধি পাদ্য লয়ে,
পদ প্রক্ষালিয়ে, আসনে বসায়॥
করে দূত কাম, পুরবাচ নাম,
দেখিতে সুঠাম, বিদ্যাধর জাত।
বিধি তারে বলে, দ্রুত যাহ চলে,
আন গিয়ে তুলে, পুষ্প পারিজাত॥
শুনি সেই কথা, নোয়াইয়া মাথা,
চলিলেন যথা, সেই পুষ্পবন॥
শ্রীশ্যামাচর করিছে বারণ,
করিলে গমন, হবে অঘটন॥

গ্রন্থারম্ভঃ।

পুরবাচের উপর ব্রহ্মার অভিশাপ।

পাইয়া বিধির আজ্ঞা বিদ্যাধর সুত।
পবন গমনে ধায় হয়ে হর্ষযুত॥
পথাপথ নাহি চাহে চলে দ্রুতগতি।
দেখে পুষ্প পারিজাত গন্ধ বহে অতি॥
কি কব কুসুম শোভা আভা জবা জিনি।
কেশর কনকদাম যেন দিনমণি॥
মকরন্দ অসমন্দ সদা সুধাক্ষরে।
ঘ্রাণে তাপ পাপনাশে বিমল অন্তরে॥
তার ঘ্রাণ লয় যেই সেই ভাগ্যবান।
অজর শরীর হয় মহা বলবান॥
মদনের ফুলধনু অন্য ফুলে নয়।
পারিজাতময় হয় এইতো নিশ্চয়॥
ব্যাপিয়া যোজন চারি যার গন্ধ চলে।
যাহার সৌরভে যোগিগণ আঁখি মেলে॥
বিরহীর বিষসম বিষম জঞ্জাল।
যাবে মরে জরে বপু অবপু বিশাল॥
রাশি রাশি প্রস্ফুটিত তথা পুষ্পগণ।
বাছিয়ে বাছিয়ে দূত করিছে চয়ন॥
তুলিতে প্রফুল্ল ফুল শরে জরে কায়া।
নবীন পল্লব বৃক্ষ সদা স্থির ছায়া॥
কোকিল ভ্রমরগণ সদা নৃত্য করে।
শুনি ধ্বনি পুরবাচ মদনে শিহরে॥
মলয় সমীর স্থির বহে সদা কাল।
ভাবে দূত বিপরীত বুঝি হয় বাল॥
হইল অধৈর্য্য বপু রিপু বলবন্ত।
হারাইল জ্ঞান কামে হইয়া উন্মত্ত॥
পুষ্পসাজি ফেলি ভূমে চৌদিকে নেহারে।
দেখে এক নারী স্নান করে সরোবরে॥
বদন শারদ শশী হাসি জ্যোৎস্না সম।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অপাঙ্গ বিষম॥
মান্ধন্তি তাহার নাম উর্ব্বশীর সুতা।
তারে নীরে ধরে গিয়ে কামে ব্যাকুলিতা॥
পুরবাচে দেখি রামা বাতুলের প্রায়।
কুল মান রক্ষা হেতু পলাইয়া যায়॥
দূত বলে তুমি গেলে না বাঁচিব আমি।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণরক্ষা কর তুমি॥
বিলম্ব না সহে হয় সংশয় জীবন।
এতবলি বলে ধরি করে আলিঙ্গন॥
অধরে অধর দিয়া করয়ে চুম্বন।
লাজে অধোমুখী ধনী মলিন বদন॥

যাজ্ঞিক হইয়া কর্ম্মে দিলেন আহুতি।
তবেতো মদন বাণে পাইল নিষ্কৃতি ॥
চেতন পাইয়া তবে মান্ধতিরে কয়।
তোমার কারণ মম প্রাণরক্ষা হয় ॥
অভিমান ত্যজ ধনী না হও উদাস।
আমি এজন্মের মত হৈনু তব দাস ॥
তব আজ্ঞাবহ অহর্নিশ আমি রব।
যে আজ্ঞা করিবে যবে তখনি পালিব ॥
এত বলি কণ্ঠ হৈতে মাণিকের হার।
অতুল্য অমূল্য ধন গলে দিল তার ॥
হার পেয়ে তুষ্ট হয়ে সে করে গমন ॥
তার পর পুরবাচ ভাবে মনে মন ॥
কি কর্ম্ম করিনু বলে করে হায় হায়।
কেমনে দেখাব মুখ ব্রহ্মার সভায় ॥
সকল অন্তর্য্যামী চিত্রগামী বিধি।
কহিতে নারিব মিথ্যা হব অপরাধী ॥
হইল প্রহর দুই আসিয়াছি বনে।
কি হইবে কি করিব ভাবে মনে মনে ॥
এখানে বিরিঞ্চি তার আসার আশায়।
প্রহর পর্য্যন্ত সদা শিবেরে বসায় ॥
পরে না পাইয়া ফুল শোকাকুল হয়ে।
আপনি আনল ব্রহ্মা কুসুম তুলিয়ে ॥
দেখিল নয়নে কর্ম্ম পাপী দুরাচার।
থর থর কাঁপে অঙ্গ ক্রোধেতে ব্রহ্মার ॥
আসিয়া শিবের পূজা করি সমাপন।
তত্ত্ব কথা শিবের সঙ্গে হয় কতক্ষণ ॥
তারপরে নিজস্থানে গেল দেবগণে।
নিজগণ লয়ে ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে ॥
হেনকালে পুষ্প লয়ে আইল সেজন।
দেখে ক্রোধে কহে বিধি নির্দ্দয় বচন ॥
ব্রহ্মলোকে থাকি কর পশু ব্যবহার।
এ স্থানে থাকিতে তুমি যোগ্য নহ আর
মর্ত্ত্যে মত্ত হয়ে গিয়ে কর এ ব্যভার।
গোব দেহ ছাড়ি হও নরের আকার ॥

শুনি শাঁপ মনস্তাপ পেয়ে দূত কয়।
লঘুদোষে গুরুদণ্ড কেন মহাশয় ॥
কিঙ্করে কেমনে কালে কর সম্পূরণ।
দয়া নাহি চিত্তে বলে করয় রোদন ॥
নানাবিধ স্তুতি করে ধরে রাজা পায়।
কিঞ্চিৎ কহিছে শ্যাম বর্ণিত ভাষায় ॥

পুরবাচের স্তব ও দেহ পতন।

বিধাতার বাণী, পুরবাচ শুনি,
প্রমাদ গণিছে মনে।
অখণ্ড কথন, বিধির বচন,
জানে জনে ত্রিভুবনে ॥
কিরূপে উদ্ধার, হইবে আমার,
আরবার কত দিনে।
যেতে মর্ত্ত্যলোক, হয় বহু শোক,
এ আজ্ঞা কর কেমনে ॥
তুমি বিশ্বপিতা, আখ্যাত বিধাতা,
সন্তান তব সংসার।
নীচ উচ্চ জীব, তোমাতে প্রভব,
তুমি বিশ্ব মূলাধার ॥
অকৃতি সন্তান, আমি হতজ্ঞান,
কৃপাময় কর দান।
হরিয়ে বিষাদ, একি পরমাদ,
শুনিয়া কাঁপিছে প্রাণ ॥
ত্যজ পিতা রোষ, তনয়ের দোষ,
জনক নাহিক ধরে।
বিধাতা তখন, বলয়ে বচন,
বৃথা দোষ দেহ মোরে ॥
তোমার বচন, ললাট লিখন,
প্রারব্ধ যাহারে বলে।
প্রার্থনার যোগে, ভাল মন্দ ভাগে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ॥
বৃথা অভিমান, সকলে অজ্ঞান,
[illegible] আছে।

ভাল মন্দ যত, তোমার কহত;
ফলাফল আগে দিছে ॥
কার শক্তি নাই, শুন হে গোসাঞি,
সব তব আজ্ঞা বহে।
তোমার লিখন, হবে এ ঘটন,
কান্দিতে কান্দিতে কহে ॥
যে কর্ম্ম যে করে, তব লিপি ধরে,
কিবা ভাল আর মন্দ।
যজ্ঞ দান ধর্ম্ম, আর পাপ কর্ম্ম,
সে সব তব নির্ব্বন্ধ ॥
তোমা ছাড়া গতি, নাহি প্রজাপতি,
তুমি গতি মতি জীবে।
অভিমান আর, কামাদি বিকার,
তোমার আজ্ঞা সম্ভবে ॥
তাহে মহামারে, কে রহিতে পারে,
জান হে আপনি তত্ত্ব।
সুরপুরন্দরে, গুর্ব্বঙ্গনা হরে,
স্মরে হইয়ে মত্ত ॥
শিব কোপাগুণ, দহিল মদনে,
তবু মনে কামে ব্যস্ত।
হের শশধরে, গুরুপত্নী হরে,
আছেন কলঙ্কগ্রস্ত ॥
মদনের গুণ, তুমি ভাল জান,
কন্যায় আসক্ত মন।
দেখ সেই দোষে, ত্রিলোচন রোষে,
ছিণ্ডিল তব বদন ॥
কামের আগুণে, পোড়ে ঋষি গণে,
এড়াইতে কেবা পারে।
আমি ক্ষুদ্র তায়, কিবা কহিব হায়,
কেন কোপ কর মোরে ॥
শুনিয়া স্তবন, সরোজ নন্দন,
বলে তজ্য সুত ভয়।
আমার বচন, না হবে লঙ্ঘন,
স্বরূপ এই নিশ্চয় ॥
গিয়া মর্ত্ত্যপুর, হবে রাজেশ্বর,
করিবে আমায় পূজা।
পণ্ডিত ভাজন, পাবে সভাজন,
ক্ষিতি মধ্যে মহাতেজা ॥
কিছু কালান্তরে, পুন ব্রহ্ম পরে;
আনিব শাপান্ত পরে।
না কর রোদন, শুনরে নন্দন;
দৈবেতে সকল করে ॥
আমার বচন, অখণ্ড কথন;
যাও বাছা ভূমিতলে।
করিব করুণা, পূরিবে বাসনা,
আনন্দে না রও ভুলে।
কহিতে কহিতে, পড়ে আচম্বিতে,
ব্রহ্মার সাক্ষাতে কায়া ॥
দেখি বিধিপুন, হন মৌন মন,
বাড়িল মায়ার মায়া।
করে সে জীবন, ভুবন ভ্রমণ,
অন্বেষণ ভাল স্থান ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পূর্ব্ব নির্ব্বন্ধেতে,
নব দ্বীপে যান ॥
শ্যামার চরণ, করিয়া ধারণ,
হৃদি পদ্ম শতদলে।
করিল রচন, শ্রীশ্যামাচরণ,
কৌতুকবিলাস ছলে ॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম।

সর্ব্বত্রে তাহার জ্যোতি করিয়ে ভ্রমণ।
নদীয়া নগরে গিয়া উত্তরে তখন ॥
দেখে রাজা ভাগ্যধর পুণ্যবান অতি।
কুলে শীলে ধনে মানে যেন প্রজাপতি ॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ নৃপ তাহে গোষ্ঠীপতি।
সুবর্ণে সোহাগা যেন একত্রে বসতি ॥
ধনদ সদৃশ ধন রাজ্য বহুদূর।
হয় হস্তী গাভী উষ্ট্র খেচর প্রচুর ॥

পাত্র মিত্র দেয়ান কুটুম্ব জ্ঞাতিজন।
সহ পরিবার ভূপ করেন পালন॥
ইষ্টদেবে নিত্য সেবা নিষ্ঠা ভক্তি যুক্ত।
সদা সত্যবাদী ধীর দেব অনুরক্ত॥
অশেষ গুণের ধাম নাম রঘুরাম।
যথাযোগ্য রাণী তার আগুময়ী নাম॥
না ছিল সন্ততি আর বিহীন সন্তান।
সেইদিন রাজরাণী করে ঋতুস্নান॥
পুরবাচ মনে জানি উত্তম আধার।
বায়ুরূপে গর্ব্ভে তার হইল সঞ্চার॥
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় শুক্লশশী যেন।
প্রথম কুলাল গর্ব্ভ রহে এক দিন॥
দ্বিতীয় দিবসাবধি পঞ্চম বাসর॥
বুদ্বুদ আকার গর্ব্ভে বাস নিরন্তর॥
জরায়ু জননী গর্ব্ভে হইয়ে বেষ্টন।
কুলাল চক্রের ন্যায় করেন ভ্রমণ।
সপ্তম দিবস পর এক পক্ষ আর।
মাংসপিণ্ড নামে গর্ব্ভে বাস হয় তার॥
পরে পঞ্চবিংশতি বাসর মাসা বিধি।
অঙ্কুর গর্ব্ভেতে বাস করে গুণনিধি॥
সেই কালে পঞ্চ অঙ্গ হয়তো গঠন।
শিরস্কন্ধ গলা পৃষ্ঠ উদর গণন॥
এক মাসাবধি দুই মাস গণনায়।
হস্তপদ পার্শ্ব আদি বিধি দেন তায়॥
কিন্তু অসঙ্কিত রহে প্রাণের বিহীনে।
অবয়ব অষ্ট অঙ্গ হয় মাস তিনে॥
চতুর্থ মাসেতে হয় সকল অঙ্গুলী।
জীবের সঞ্চার দেহে সঙ্কিত সকলি॥
নাশানন গুল্ফ শ্রেণী চক্ষু শ্রোত্র আদি।
পঞ্চম মাসেতে তাহা করে গঠে বিধি॥
ছয় মাসে নাভি লিঙ্গ কর্ণের গহ্বর।
বিরলে গঠিল বিধি অতি মনোহর॥
সপ্তম মাসেতে কেশ গঠে প্রজাপতি।
আট মাসে দেহে রোম হইল আকৃতি॥
নয় মাসে চেতন হয় সুখ দুঃখ জ্ঞান।
মাতৃ ভক্ষ অন্নরস করে আস্বাদন॥
দশমাস দশদিন পূর্ণ যবে হয়।
আনিল সূতিকা বায়ু সেই যে সময়॥
সেই যে সূতিক বায়ু অতি দয়াবান।
প্রসব বেদনে রাণী করে আনচান॥
হরি পদ স্মরি মনে বিদ্যাধর সুত।
ভূমিষ্ঠ হইল অঙ্গে শোণিত বেষ্টিত॥
হুলহুলী কুলাচালী হয় মহোৎসব॥
গ্রামবাসী আসি করে জয় জয় রব॥
দ্বিজ শ্যাম বলে পরে শুনহ কারণ।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম করিল ধারণ॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাল্যলীলা।

ভূমিষ্ঠ হইল সুত, সর্ব্ব সুলক্ষণ যুত,
শশীসম অঙ্গের কিরণ।
বদন সরোজ জিনি, দিব্যপাণি দুইখানি,
আঁখি তাহে খঞ্জন গঞ্জন॥
কপাল চিবুক ভাল, বিধাতা গড়িল ভাল,
ওষ্ঠাধর সিন্দুর সমান।
খগওষ্ঠ সমনাশা, আধ আধ মিষ্ট ভাষা,
কর্ণযুগ কুমদ বাখান॥
মনোহর কটী তার, ডমরু সম আকার,
নাভি সুধা কূপ অনুমানি।
রম্ভা তরু সম উরু, সকল গঠন চারু,
বালকের কতবা বাখানি॥
কেশ বেশ হীন দন্তে, ভ্রূ আদি হবে অন্তে
সেসব বিহীন শিশুকালে।
বর্ণনা না করি আর, শিশুবোধে রক্তাকার,
মাংসপিণ্ড লয় শিশুকালে॥
রাগরে রূপ বর্ণনা, পতি নিন্দা আগে আনা
যাবে ইহো হইল খণ্ডিত।
দেখিয়া পুত্রের রূপ, পুলকে পূরিত ভূপ,
আনন্দেতে পূরে নিজ চিত॥

মদন জিনিয়া রূপ, তাহার কারণ নৃপ,
নাম তাঁর রাখে কৃষ্ণচন্দ্র।
যে হেরেছে সে মাধুরি, তার যাই বলিহারি,
সে নাহি দেখিতে চাহে চন্দ্র॥
নানাধন নানাজনে, দান করে হৃষ্ট মনে,
শিশুর কল্যাণে দ্বিজ রায়।
হুলাহুলী জয় রব, যেই প্রথা আছে সব,
মহাজনগণের পন্থায়॥
ষেটেরা ষষ্ঠীর পূজা, আটকৌড়ে করে রাজা,
খই কড়ি মোহর ছড়ায়।
গ্রহ সুপ্রসন্ন জানি, ছয় মাসে নৃপমণি,
অন্ন স্থতের বদনে ছোঁয়ায়॥
শুক্লচন্দ্র সম কায়, কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধি পায়,
পঞ্চম বৎসরাক্রম করে।
হরষিত রাজা হয়ে, শুভলগ্ন যোগ পেয়ে,
খড়ি দান করে তার করে॥
বালক চতুর হয়, সামান্য বালক নয়,
শাপভ্রষ্ট মহীতে মহিত।
নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন, বেদে হইল পরায়ণ,
কাব্যশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত॥
সুধাসম মিষ্টভাষি, সুমধুর মৃদুহাসি,
ধর্ম্মে মতি অতি বিচক্ষণ।
উপনয়নাদিকরণ, চূড়া আদি প্রকরণ,
সমাধিল সে সব রাজন॥
উপযুক্ত দেখি কাল, চিন্তাযুক্ত মহীপাল,
নিজ পুত্র বিবাহ কারণ।
রাজনাট রাজপাট, দেশে দেশে যায় ভাট,
করিতে কন্যার অন্বেষণ॥
নানাস্থানে দূতগণ, করিয়ে বহু ভ্রমণ
পরে কন্যা মিলাইলা বিধি।
বাহুলে গ্রামেতে ধাম, রামকৃষ্ণ দ্বিজ নাম,
পদ্মানামে তাঁর কন্যা নিধি॥
রতি জিনি রূপবতী, ঐরাবতী সমজ্যোতি,
নাহি অতি রতি নিষ্ঠাবান।
বয়স অতীত দশ, নাহি যোগ ভঙ্গ দর্শ,
মিত্র বেধ তাহাতে ঘটন॥
সপ্তশলাকা নাহি পায়, রাজযোটক মিলে তায়,
অরিষড় অষ্টক বিহীন।
পুত্রের বিবাহ লাগি, হয়ে রাজা অনুরাগী
দেশে দেশে করে নিমন্ত্রণ॥
বিবাহ সুসাজ যত, করে রাজা নানামত,
রোসনাই নাহি পরিমাণ।
কৃত্রিম পর্ব্বত করে, কাগজেতে রঙ্গভরে,
তৈয়ার করে বিবিধ উদ্যান॥
ময়ুরপংক্তি ভক্তানামা, কতবা কহিব সীমা,
অনেক লইল চতুর্দ্দোল।
বাদ্যকর নানাজাতি, সহস্র সেফাই সাথি,
কত শত চলে রাজদল॥
অমাত্য সুহৃদগণ, সঙ্গে লয়ে দ্বিজগণ,
চলিলেন বাহুলে নগরে।
ডঙ্কা বাজে সারিং, আসা সোঁটা, চেলে দাড়ি,
নকিব ফুকরে উচ্চৈঃস্বরে॥
ক্রমে ক্রমে অতিক্রম, পথ তাহাদের হয়,
দেখা কন্যা কর্ত্তৃসনে।
অভ্যর্থনা করে দ্বিজ, আইস হে মহারাজ,
চল চল আমার সদনে॥
শ্রীশ্যামাচরণ দ্বিজ, শ্যামাপদ সরসিজ,
হৃদিপদ্মে করিয়া ধারণ।
রসিকরঞ্জন আসে, নবরস পরকাশে
ত্রিপদীতে করিল রচন॥

রাজার বিবাহ।

রাজারে দেখিয়া দ্বিজ হয়ে হরষিত।
আপন ভবনে লয়ে চলিল ত্বরিত॥
বসায় সকল জনে যথাযোগ্য স্থানে।
জামাতারে লয়ে যায় পরে সম্প্রদানে॥
বেদের বিহিত নীতি যে রীতি চলন।
অদ্ভুত নহে তাহা করিল পূরণ॥

পরে স্ত্রী আচার তরে কৃষ্ণচন্দ্রে নিয়ে।
যায় সবে অন্তঃপুরে হুলাহুলি দিয়ে॥
গোমুড়ে ঢাকিয়া পীড়া আলিপানা তায়।
বরপাত্র রায় গিয়া তাহাতে দাঁড়ায়॥
মহৌষধি ঐ ছলে অঙ্গেতে ছোঁয়ায়।
ধুস্তরে জালিয়া দীপ বরেরে দেখায়॥
মোনামুনি বেঁধে দিল কন্যার গলায়।
নানাগুণ দ্রব্য রাখে বরণ ডালায়॥
আপাদমস্তক মাপি সূত্র পরিমাণ।
ব্রাহ্মণী বরণ করি সপ্তপাক যান।
পরে গাঁটিছড়া বান্দি বসিল বাসরে॥
নারীগণ আসি তথা পরিহাস করে॥
কেহ কহে কোথা থাক আগর নাগর।
কেহ বলে চেয়ে দেখ এই যেন চোর॥
কেহ বলে ভূপতি পদ্মারে কোলে কর।
কেহ বলে রাজ-রাজাটীর কঠিন অন্তর॥
কোন জন বলে গীত গাহ হে রাজন।
কেহ হাসি কর্ণে কর দিতেছে তখন॥
এই মতে কত কহে কি কহিব আর।
কহিতে না পারি পুথি বাড়িছে আমার॥
পরে গ্রামবাসি আসি পড়সি নাগরী।
অনঙ্গে অবশ হয় কৃষ্ণচন্দ্র হেরি॥
বিরহে বিভোর হয়ে যত নারীগণ।
খেদ ছলে করে তারারূপের বর্ণন॥
সেইত বিরহ সিন্ধু কে বর্ণিতে পারে।
কিঞ্চিৎ কহিছে শ্যাম সাধ্যানুসারে॥

স্ত্রীগণের বিরহ ও রাজার রূপ বর্ণন।

যত নারীগণ, হয়ে হৃষ্টমন,
কহিছে গমন, বাসরে রাজ দরশনে।
নাগর নাগরী, চলে সারি সারি,
কৌতুক প্রচারি, প্রেমরস আলাপনে॥
কেহ মুখে হাসি, কেহ মৃদু ভাষি,
কেহকারে আসি, কথা কহে সংগোপনে।
পথে যেতে যেতে, কহে কত মতে,
যার যেই চিতে, উদয় হয় যে মনে॥
কেহ বলে আই, আর বাঁচি নাই,
বিষম বালাই, শাশুড়ি ননদী মোর।
সদাই গঞ্জনা, করয়ে লাঞ্ছনা,
সহেনা সহেনা, বিষম যাতনা ঘোর॥
এমত প্রকার, কত কহে আর,
মনে হয় যার, যেমত উদয় খেদ।
করয়ে প্রকাশ, কাহার উল্লাস,
কেহ উপহাস, করে পরে ভাবি ভেদ॥
কথোপকথনে, চলে রামাগণে,
দ্বিজের সদনে, যথা বসি মহারাজ।
ভুবন মোহন, সেইতো রাজন,
করে নিরীক্ষণ, যত যুবতী সমাজ॥
কিবা চন্দ্র নিয়ে, প্রেম রস দিয়ে,
মদনে মিশায়ে, ইহারে গড়িল বিধি।
কি রূপ মাধুরি, আহা মরি মরি,
শুন সহচরি, ইহারে মিলয়ে যদি॥
এই মহাশয়, হয় ফলময়
আমারে মিলয়, দয়া করি যদি বিধি।
বেণী বিনাইয়ে, কবরী বান্ধিয়ে,
তাহাতে বসায়ে, প্রেমরজ্জু দিয়ে বাঁধি॥
রামা কন, হরিদ্রা সমান,
ইহ মহাজন, আমার মনেতে হয়।
বিরহে বাঁটিয়ে, আশা তৈল দিয়ে,
সোহাগে ছানিয়ে, মাখিব সকল গায়॥
অন্য নারী কন, এজন কাঞ্চন,
যদ্যপি মিলন, হয় সঙ্গেতে আমার।
বিরহে জালিয়া, সোহাগে গালিয়া,
প্রেম রস দিয়া, ইহার গড়িব হার॥
কোন রামা কন, এই দৃষ্ট ধন,
যদ্যপি মিলন, হয় সঙ্গেতে আমার।
হৃদয়ে বসায়ে, প্রেম ভক্তি দিয়ে,
মন উপেক্ষিয়ে হেরিব মাধুরি তার॥

নাহি যাব ঘরে, সত্য কহি তোরে,
যদি দয়া করে, রহিবু উহার আশে।
চিত্রের পুতুল, রমণীর দল,
আঁখি ছল ছল, অশ্রু জলে সবে ভাসে॥
কোন রামা বলে, মদন হইলে,
অঙ্গহীন বলে, এজন না হয় স্মর।
এইতো নিশ্চয়, অসুরের ভয়,
হয়ে পরাজয়, আসিয়াছে পুরন্দর॥
অন্য নারী কয়, ইন্দ্র এই নয়,
হেন বোধ হয়, এজন হইবে শশী।
রাহুর ভয়েতে, আসিয়া মর্ত্তেতে,
বাসর ঘরেতে, লুকায়ে রয়েছে বসি॥
অন্য রসবতী, কহিছে ভারতী,
নহে নিশাপতি, কলঙ্ক বিহীন জন।
চন্দ্রেতে কলঙ্ক, অখ্যাতি শশাঙ্ক,
সে হলে মৃগাঙ্ক, অঙ্ক থাকিত ভূষণ॥
হেন জ্ঞান হয়, হরের তনয়,
এই রসময়, শুন প্রাণ সহচরী।
অন্য এক সতী কহিছে ভারতী,
মিথ্যা তব মতি, অন্যায় সহিতে নারী॥
হৈলে ষড়ানন, শুনলো কারণ,
ময়ূরবাহন, অবশ্য থাকিত তার।
এই মোর মতি, বিরহী দুর্গতি,
দেখি প্রজাপতি, করিবারে প্রতিকার॥
দেখ প্রেমজ্বরে, বিরহিনী মরে,
বুঝি তারতরে, দয়া হইল বিধাতার।
অশ্বিনীনন্দন, অবশ্য এজন,
ভুবনমোহন কেবা হেন রূপবান।
দেখিয়া মাধুর্য্য, ভুলে গৃহকার্য্য,
ভাবেতে অধৈর্য্য, দেহে মোহে কম্পবান॥
কেহ বলে আর, ঘরে গিয়া ছার,
হেরিব অঙ্গার, সমান অভাগাপতি।
গৃহে কেবা যায়, ধরি এর পায়,
যদি লয়ে যায়, করি আমার সঙ্গতি॥
এমন পুরুষ, সে রসে সরস,
নহিলে পরশ, না বাঁচে পরাণ আর॥
দ্বিজ শ্যাম কহে, কামানলে দহে,
নারীগণ কহে, পতি নিন্দা যে যাহার॥

রাজার আপন বাটীতে গমন।

প্রাতঃকালে উঠি বর বাসর হইতে।
চলিলেন বৃদ্ধ রাজা বৈসে যেস্থানেতে॥
পিতারে প্রণাম করি দাঁড়াইল রায়।
হেনকালে নারীগণ সম্বাদ পাঠায়॥
শয্যা তোলানীর টাকা দেও এইক্ষণে।
নহিলে হইবে দুঃখ সবাকার মনে॥
শুনি রাজা রঘুরাম হাস্য করি কয়।
ইহার কারণ কেন করিতেছ ভয়॥
রাজা জিজ্ঞাসিল পরে জানিতে কারণ।
বাসরে জাগিয়া ছিল নারী কয়জন॥
কৃষ্ণচন্দ্র কহে আমি করি অনুমান।
এক শত নারী ছিল মম বিদ্যমান॥
শুনি হরষিত রাজা মুদ্রা করে দান।
জনে জনে শত শত স্বর্ণমুদ্রা পান॥
কল্যাণ করিয়া পরে ঘরে সবে যায়।
হেনকালে রঘুরাম মাগিছে বিদায়॥
কহে কুসণ্ডিকা আদি হইবে করিতে॥
বিদায় করহে তাই মোরে অচিরাতে॥
হাসি দ্বিজ বলে বল এ আর কেমন।
দরিদ্র পাইলে নিধি না করে বর্জ্জন॥
এই স্থানে কুসণ্ডিকা করিয়া পূরণ।
পরেতে গৃহেতে যাহ শুনহে রাজন॥
রাজা বলে এ কথা অন্যথা নাহি হয়।
গৃহে গিয়া কুশণ্ডিকা হইবে নিশ্চয়॥
দ্বিজ বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমারি।
আনিব মেলানি তার আর নমস্কারি॥
কন্যার জামাতা সনে লইয়া ব্রাহ্মণী।
আরণ্য বয়ন কাজে চক্ষে বহে পানি॥

যথাশক্তি অনুসারে রাখিল সম্মান।
কি করে ধনেতে যার প্রিয় বাক্য দান ॥
রাজার হুকুম পেয়ে যত খানে জাদ।
উঠিল বাজায়ে ভেরী করি ঘোর নাদ॥
পূর্ব্বমত শত শত নহবত চলে।
জয়ডঙ্কা রায়বাঁশ বাজে আগু দলে ॥
দামামা দগড়া তুরি কাড়া ঝঙ্কা ঢোল।
বাঁশি কাঁশি শত শত সুমধুর বোল ॥
সানাই ভোড়ঙ্গ বিনা রামসিঙ্গা বাজে।
নকিব ফুকারে সদা জয় মহারাজে ॥
চতুর্দ্দোলে কৃষ্ণচন্দ্র করি আরোহণ।
মহাপায়া পরে পদ্মা বসিল তখন ॥
রেসেলা চলিল সবে বাহিয়া বাহিনী।
কতক্ষণে নিকেতনে গেল নৃপমণি ॥
ঘরে গিয়া হুলাহুলি জয় রব করে।
রাণী আসি পুত্রবধূ উভয়েরে বরে ॥
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ।
শ্রীশ্যাম কহিছে কাব্য কৌতুকবিলাস ॥

রাণীর পুত্র ও বধূবরণ।

হরষিতে রাজ রাণী লয়ে এয়োগণ।
পুত্র বধূ উভয়ের করেন বরণ ॥
পরে ধান্য খুঁচি রাখি পদ্মার মাথায়।
জাঁতিতে কাটিয়াছে তাহা কৃষ্ণচন্দ্ররায়॥
দুগ্ধেতে আলতাগুলি রাখিয়া পাথরে।
দাঁড়াইল পদ্মাবতী চেং মৎস্য করে ॥
পরে জয়রব দিয়ে মঙ্গলাচরণ।
বর কন্যা এক ঠাঁই বসিল দুজন ॥
কড়ি লয়ে হাতাহাতি খেলে দুইজনে।
যেমত আচার করে পূর্ব্বে নারীগণে ॥
তদন্তেতে কাল রাত্রি পোহায় অন্য স্থানে।
অষ্ট বাসরে যোড়ে যায় সবে জানে ॥
ফুল সজ্জা অগ্রে রাজা পাঠায় ব্রাহ্মণ।
তারে তারে মিষ্টার নানা আয়োজন ॥

কোন নারী রাজারে দিতেছে যৌতুক।
কেহবা করয়ে আসি পদ্মারে কৌতুক ॥
ক্রমেতে পদ্মার সনে রাজার হৈল প্রেম।
তিল অদর্শনে মনে হয় রায় ভ্রম ॥
কালীর চরণ রজ মাখি সর্ব্ব অঙ্গে।
কৌতুকবিলাস শ্যাম রচে মনোরঙ্গে ॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যভার।

হেন মতে কতকাল হয় অবসান।
পরে রাজা রঘুরাম হইল নিদান ॥
বিষম বিকার জ্বর নাড়ী সন্ধিহীন।
দাহ আদি দোষ তাহে প্রকাশিল তিন ॥
কত কবিরাজে রাজা দিল বহু ধন।
যে যা চাহে তাই পায় প্রাণের কারণ ॥
আসন্ন হইলে কাল বল কে রাখিবে।
সকলে কালের বশ এ ভবে জানিবে ॥
মরিল রাজন হয় মহা হাহাকার।
কৃষ্ণচন্দ্র করে তাঁর বিহিত সৎকার ॥
চন্দন কাষ্ঠেতে চিতা জ্বালাইয়া তার।
পরে শ্রাদ্ধশান্তি করে যেরূপ ব্যবহার ॥
সোণার ষোরশ করে সহস্র প্রমাণ।
অপর ষোড়শ কত কে করে বাখান ॥
কাঙ্গালী বিদায় করে পিটাইয়া ঢোল।
নগরে নগরে হৈল মহাজনরোল ॥
ব্রাহ্মণের মোহর দান শূদ্রে মুদ্রা পান।
ছোট বড় সর্ব্বজনে করয়ে কল্যাণ ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় কাশি কাঞ্চি।
সর্ব্বত্রের অধ্যাপক পত্র পায়ে আসি ॥
মনোরথ তা সবার করিয়া বিদায়।
পরেতে কৌলিক করে কৃষ্ণচন্দ্র রায় ॥
ভুঞ্জযজ্ঞ সম রাজা করে আয়োজন।
মাসাবধি জ্ঞাতিজনে করান ভোজন ॥
পরেতে আপনি কৃষ্ণ উৎকৃষ্ট ভাবিয়া।
রাজা হয়ে বৈসে পিতৃ সিংহাসনে গিয়া ॥

পুত্রসম পালে প্রজা বিচারে পণ্ডিত।
আপনি পণ্ডিত পণ্ডিত সভাস্থিত॥
বর্ব্বর সহিত রাজা না কহে কথন।
শিষ্টের পালক ভূপ দুষ্টের দমন॥
গুণবোদ্ধা অদ্বিতীয় এই বসুন্ধরে।
যজ্ঞ দান পূজা রাজা অবিরত করে॥
শাসনে গো ব্যাঘ্র জল পিয়ে একঠাঁই।
গুণের সাগর রাজা হেন আর নাই॥
পাত্রমিত্র ভৃত্যগণে সবে বুদ্ধিমান।
নির্ব্বোধ হইলে তার দণ্ড হয় প্রাণ॥
কালিদাস বাণেশ্বর কবিচন্দ্র আর।
ভারত অসিতনাথ পঞ্চরত্ন যার॥
পূর্ব্বেতে বিক্রমাদিত্য নব রত্ন যেন।
কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চ রত্ন তাহার সমান॥
মহাসুখে মহারাজ সদা করে বাস।
পণ্ডিত থাকিলে পার্শ্বে সদাই উল্লাস॥
নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন হয় সর্ব্বক্ষণ।
শাস্ত্র উক্তি বিনাকথা না কহে রাজন॥
গ্রামবাসী লোকে যশ সর্ব্বকাল গায়।
বলয়ে এমন রাজা না দেখি কোথায়॥
কালীর চরণ রজ মাখি সর্ব্ব অঙ্গে।
কৌতুকবিলাস শ্যাম কহে মনোরঙ্গে॥

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কথা।

এইরূপে কতকাল গত হয় পরে।
আসিল পণ্ডিত এক নদীয়া নগরে॥
জিনিয়া অনেক দেশ শেষ রাজপাটে।
আসিয়া সম্বাদ কয়ে রাজার নিকটে॥
শুনি তারে আসিবারে দিলেন আদেশ।
কি হেতু আইলে তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন শেষ॥
পণ্ডিত কহিছে আমি দ্রাবিড় নিবাসী।
বিচারের আশাকরি তবস্থানে আসি॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র কাঞ্চি গারা।
মগধ মথুরা মুরা কাশী ব্রজ আদা॥
বদ্রিকা কেদার আর নানাগুণীস্থানে।
জয়ী হইয়া আসিয়াছি তোমার সদনে॥
শুনি রাজা সমাদর করেন বিস্তর।
নিরব হইল সব শুনি তাঁর স্বর॥
গভীর সাগর সম বচন প্রকাশ।
রাজার সভাস্থগণে মনে পায় ত্রাস॥
প্রকারে জিনিল সভা আর সভাজন।
অপরুদ্ধ হয়ে ভূপ ভাবে মনে মন॥
কহিলেন পণ্ডিতেরে বাসায় যাইতে।
বিচার হইবে কল্য তোমার সহিতে॥
এতেক কহিল যদি রাজ্যের ঈশ্বর।
তুষ্টহয়ে বাসায় চলিল দ্বিজবর॥
পারিষদ লয়ে রাজা ভাবে অনিবার।
কিরূপে হইব জয়ী করিয়া বিচার॥
জীবের সমান জীব দ্বিজের নন্দন।
কারসাধ্য জিনে আর না দেখি এমন॥
শ্রীশ্যামাচরণ বলে শুনহে ভূপতি।
গোপাল নহিলে ইথে নাহি অব্যাহতি॥

গোপাল ভাঁড়ের রাজসভায় গমন।

বাসায় আসিয়া দ্বিজ বলিল তখন।
এখানেতে নরপতি অতি মৌন মন॥
কেমনে রহিবে মান কে করিবে ত্রাণ।
বলে এতদিনে নষ্ট হইল গুমান॥
এইরূপে সে দিবস রজনী প্রভাতে।
পুনশ্চ আইল দ্বিজ রাজার সভাতে॥
দেখিয়া তাহারে সবে হয় মৌন মন।
খগপতি দেখিয়া যেমন নাগগণ॥
পণ্ডিত কহিছে হাসি ওহে মহীপাল।
বিচার করিতে এই উপযুক্ত কাল॥
রাজা বলে অদ্য ফিরে যাওহে বাসায়।
কল্য হইবে বিচার আমার সভায়॥
পণ্ডিত কহিছে ভাল কল্য জানা যাবে।
হারিলে হইব দাস হারালে কি হবে॥

রাজা বলে অর্দ্ধরাজ্য দিব আমি দান।
শুনি হরষিতে কবি বাসস্থানে যান ॥
এখানে বিষাদ ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
কি রূপেতে এই বার মান রক্ষা পায় ॥
হেনকালে গোপাল আসিল সে সভায়।
গললগ্নীকৃতবাসে সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
চরণে শরণ লয় অষ্টাঙ্গে প্রণতি।
ভাল মন্দ কোন কথা না কহে ভূপতি ॥
গোপাল কহিছে রাজা একেমন ধারা।
আজি কেন সদানন্দ নিরানন্দ পারা ॥
রায় বলে কি আর বলিব আমি বাণী।
এতদিনে নষ্ট হইল যা ছিল গুমাণি ॥
কহিল গোপাল কহ সে আর কেমন।
ভূপতি কহিল তারে সব বিবরণ ॥
হাসিয়া গোপাল বলে এই সে কারণ।
অতি অল্প দায়ে কেন বিষাদ রাজন ॥
আজ্ঞা দেহ এই ক্ষণে জিনিব তাহারে।
তোমার দাসের দাস আমারে কে পারে ॥
রাজা বলে পাগলের প্রায় কহ কথা।
কিসে তুমি জয়ী হবে খেয়ে মোর মাথা ॥
গোপাল কহিছে রাজা বুদ্ধি বলবান।
কি করে পণ্ডিত বুদ্ধি সারদা সমান ॥
শুনিয়া প্রশংসা রাজা করেন তাহার।
তোমার সমান বন্ধু কে আছে আমার ॥
সুখের সকলে ভোগী দুঃখে মাত্র তুমি।
বিনামূল্যে তবস্থানে বিক্রীত হই আমি ॥
গোপাল কহিছে ভূপ কিঙ্করে এমন।
কহিছ বচন তুমি কিসের কারণ ॥
এই আমি চলিলাম জিনিতে পণ্ডিত।
এখনি সংবাদ পাবে আসিব ত্বরিত ॥
এতবলি গোপাল চলিল নিজবাস।
দ্বিজ শ্যাম কহে পরে কৌতুক বিলাস ॥

গোপালের পণ্ডিতের বাসায় গমন।

ঘরে গিয়া চিন্তাকরি মনেতে রসাল।
ধরিল দ্বিজের বেশ সুবেশ গোপাল ॥
গলে উপবীত মোটা দীর্ঘফোঁটা ভালে।
পরিধান পট্টবাস করে কমুণ্ডলে ॥
আর এক দাস ভাড় সংহতি লইয়া।
চলিল তাহার মাথে তল্পি চাপাইয়া ॥
আপনি খাটের খুরা ভাঙ্গি নিজকরে।
শত বস্ত্র জড়াইল সেই খুরা ঘিরে ॥
খট্টাঙ্গ পুরাণ কক্ষে করিয়ে যতনে।
যাইল গোপাল ভাঁড় দ্বিজ বিদ্যমানে ॥
বসিয়া পণ্ডিত করেন তৈলমর্দ্দন।
হেনকালে গোপাল দিলেন দরশন ॥
কহিল ভূপাল দিল মোরে পাঠাইয়ে।
দ্রুতগতি যেতে হবে তোমারে জানিয়ে ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ শুনিছে আপনি।
কেমন বিচার কর যাব তাহা শুনি ॥
বিলম্ব নাহিক সয় আছে ছাত্রগণ।
চাতকের প্রায় করে পথ নিরীক্ষণ ॥
আমি গিয়া বেদ আদি দরশন ছয়।
পড়াইলে তবে তাহাদের তৃপ্তি হয় ॥
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রে নিত্যনিত্য পাঠ চাই।
বেদান্ত করিলি অন্ত এমনি পড়াই ॥
পণ্ডিত কহিছে তুমি কোন্ শাস্ত্র জান।
গোপাল কহিছে আমি সকলে প্রধান ॥
চারি বেদ ভেদ ষড়দরশন আর।
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ধর্ম্ম মুখাগ্রে আমার ॥
অষ্টাদশ পুরাণ উপপুরাণ কে ধরে।
চতুঃষষ্টিতন্ত্রমন্ত্র জিহ্বাযন্ত্র পরে ॥
বরাই না করি দ্বিজ না ভাবিহ ভেষ।
বিচার হইলে পরে জানিবে বিশেষ ॥
শুনিয়া ভাবিছে দ্বিজ এই সে কারণ।
বড়ই পণ্ডিত বলে পাঠালো রাজন ॥

গোপাল কহিছে দ্বিজ করহে বিচার।
দ্বিজ কহে ক্ষণেক বিলম্ব কর আর॥
মর্দ্দন করেছি তৈল নাহি করি স্নান।
কেমনে বিচারে বল পাইব কল্যাণ॥
গোপাল কহিছে তৈল তিলকো সম্ভবে।
ন তৈলং সর্ষপং তৈলং শ্রুতিতে প্রভবে॥
শুনি দ্বিজ বলে প্রশ্ন অগ্রে কর তুমি।
পূরিব অবশ্য যাহা জ্ঞানে পাই আমি॥
শ্রীশ্যাম কহিছে দ্বিজ এইবার দায়।
কহিলে তাহার প্রশ্ন উত্তর কে পায়॥

গোপালের প্রশ্ন কথনং।

কমল কুম্ভয়োদ্দন্দ্বঃ উভয়োশ্চ পরস্পরং।
শুচশুর্ন বস্তেৎ ভেদং নিশ্চিতং ব্রুহি মে সুধ।

গোপাল কহিছে শুন, হয়ে অতি বিচক্ষণ,
আমার প্রশ্নের বিবরণ।
বারিকুম্ভ পরস্পরে, উভয়েতে দ্বন্দ্ব করে,
শুন বলি তাহার কারণ॥
কলসী জলেরে কয়, তুই অতি দুরাশয়,
তোর তরে মোর অপমান।
আনি ভূমি কাটি মোরে, কুমারে মস্তকে করে,
আনে ঘরে হয়ে সাবধান॥
এটো হাঁড়ি মমির্জ্জারে, পণে মারে দণ্ড ৺রে,
শেষে এসে বাজারে সাজায়।
কি হিন্দু কি মুসলমান, যে জন কিনিতে যান,
আগে গিয়া আমারে বাজায়॥
মনস্থ না হৈলে পরে, রাখি যায় পুনঃ ফিরে,
দ্বিজ পরে আনে কড়ি দিয়া।
তখন হইলে পরশ, কেহ নাহি ধরে দোষ
অপমান তোমার লাগিয়া॥
তুই যেই সঙ্গী হলি, শূদ্রে ছুঁলে দেয় ফেলি,
বড় অপবিত্র তুই বারি।
জল কহে দূর দূর, তুই মাটি মৃতাসুর,
তোর তরে এ দুঃখ আমারি॥

আমি অপো নারায়ণ, জীবের হই জীবন,
আমা বিনা তৃপ্তি কোন জন।
দেখ এক সরোবরে, স্নান করে পরস্পরে,
নানা জাতি অভেদ যবন॥
আমাতে উচ্ছিষ্ট ফেলে, পুন দেখ সেই জলে,
দ্বিজগণ করিছে তর্পণ।
হেন শুদ্ধ সত্ব আমি, মহা অপবিত্র তুমি,
সঙ্গ দোষে শুমান ভঞ্জন॥
অপবিত্র যদি থাকে, জলে ধৌত করে তাকে,
আমা বিনা কে আছে এমন।
তুইত অধম মাটি, পোড়ালে না হস খাঁটি,
ধিক তোরে অতি অভাজন॥
এইরূপে দুই জনে বাড়ে দ্বন্দ্ব সর্ব্বক্ষণে,
কেবা শুদ্ধ কেবা অপবিত্র।
দ্রুতগতি কহ তুমি, শুনিয়া যাইব আমি,
পড়াইতে আপনার ছাত্র॥
শুনে হয় চমৎকার, হিতে বিপরীত তার,
কারে ভাল মন্দ কহে কারে।
যদি পাত্র মন্দ হয়, পূর্ব্ব কথা মিথ্যা নয়,
বারি বিষ্ণু জানে এ সংসারে॥
ইহা ভাবি চিন্তাকুলে, গোপালের প্রতি বলে,
এক্ষণে যাও নিকেতন।
এখন সময় নয়, স্নান পূজা নাহি হয়,
বৈকালেতে করিব পূরণ॥
গোপাল হাসিয়া মনে, রহিলেন সংগোপনে,
হেতা দ্বিজ ভাবে মনে মন।
কোন শাস্ত্রে নাহি পায়, এযুক্তি ঘটনা দায়,
কিসে আমি করিব পূরণ॥
ঘরেতে পাইব লাজ, এই স্থানে নাহি কাজ,
চল ভাই যাই নিজ দেশ।
এতবলি দ্বিজগণ, লইয়া চলে ব্রাহ্মণ,
গোপাল দেখিয়া তাহা হাসে॥
আসিয়া রাজারে কয়, জয় ত্যজ মহাশয়,
পরাজয় হইল সে জন।

ছাড়িয়া নদীয়াপুর, গেল সে অনেক দূর,
রাজা বলে কিসের কারণ ॥
গোপাল বিশেষ বলে, শুনে প্রশংসে সকলে,
রাজা দিল মুকুতার হার ।
দ্বিজ শ্যাম কহে ভূপে, যেন তেন কোন রূপে,
মান রক্ষা হইল এবার ॥

রাজার সহিত জহুরির মিলন ।

এক দিন মহারাজ বসিয়া সভায় ।
পাত্র মিত্র ভৃত্যগণ রয়েছে তথায় ॥
হেনকালে তথা এক জহুরি সুজন ।
আসিয়া রাজার স্থানে দিল দরশন ॥
কাঁথীর নিবাসী তার নাম মহোবান ।
বহুমূল্য লোষ্ট্র বিকিকিনি তার বাস ॥
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ভালে অর্দ্ধচন্দ্র ।
দেখিয়া হরিষ হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ॥
কহে রাজা বল দেখি কিবা সমাচার ।
কি কারণ আগমন সভাতে আমার ॥
জহুরি বলে আমি করি জহুরির ।
বিক্রি আনে এসে দাস হুজুরে হাজির ॥
রাজা বলে যত তব লোষ্ট্র থাকে ভাল ।
তবেতো লইব লাল হীরার প্রবাল ॥
শুনিয়া রাজার আজ্ঞা সে জন ত্বরিত ।
বাহির করয়ে হীরা অতি সুচারুত ॥
নৃপতি কহেন মূল্য যথার্থ ইহার ।
যাহয় নিশ্চয় কহ অগ্রেতে আমার ॥
জহুরী বলিল মূল্য পঞ্চাশ হাজার ।
শুনিয়া হইল ক্রোধ সুবোধ রাজার ॥
রাজা বলে ব্যাপারির মিথ্যা কথা ধর্ম্ম ।
যথার্থ কহিলে তাহে হয় কি অধর্ম্ম ॥
জহরি বলিছে কেন হেন আজ্ঞা প্রভু ।
রাজা বলে অসঙ্গত সহ্য নহে কভু ॥
তোমার পাথর হইতে সওয়া অনুভব ।
দশসহস্রে লইয়াছি আর কিবা কব ॥

তাহাতে এতেক তোমার এখানে চাতুরি ।
তোমা হেন কত ঠক দেখেছি জহরি ॥
রাজার বচন শুনি জহরি তখন ॥
গলে বস্ত্র দিয়া কহে বিনয় বচন ॥
শুন শুন ঠাকুর দাসের নিবেদন ।
কেমন তোমার হীরা করি দরশন ॥
হাসি রাজা আপনার হীরা বার করে ।
দেখ দেখি বলে দিল জহুরির করে ॥
জহুরি প্রস্তর দেখে করে নিরীক্ষণ ।
মনে মনে দোষ তার ভাবে অনুক্ষণ ॥
ক্ষণেক বিলম্বে কহে শুন মহারাজ ।
সহস্রমুদ্রায় এ হীরার নাহি কাজ ॥
হাসি রাজা বলে কেন ইহার কি দোষ ।
তোমার প্রস্তর নাকি এ হতে সরস ॥
জহরি বলেন রাজা ষড়া তাজা সম ।
কখন না হয় তুল্য সত্ত্ব আর কম ॥
রাজা বলে সে কেমন কহ বিবরণ ।
শুনি করযোড়ে ভূপে করে নিবেদন ॥
আমার জহর পাকা নির্দ্দোষ প্রস্তর ॥
তোমার হীরায় আছে কীটের গহ্বর ॥
ভিতরে ফোঁকর আছে উপরে উত্তম ।
এইতো প্রস্তর তব কেবল কৃত্রিম ॥
তবে হয় প্রত্যয় যদ্যপি ভাঙ্গা যায় ।
শুনি রাজা আজ্ঞা দিল ভাঙ্গিতে তাহায় ॥
লাইর উপরে রাখে উভয় জহর ।
লোহার মুদ্গর মারে তাহার উপর ॥
ফাঁপা ছিল রাজার প্রস্তর চূর্ণ হয় ।
হীরেট পাথর লাইর ভিতরেতে যায় ॥
আনন্দে জহরি তবে বলিছে বচন ।
নয়নে দেখিলে লোষ্ট্র চিনি তৎক্ষণ ॥
রাজা বলে তুষ্ট হই তব গুণপণে ।
চিরদিন থাক তুমি মম সন্নিধানে ॥
যখন যে প্রয়োজন হইবে যে ধনে ।
ইঙ্গিতে কহিবে তুমি আমারে গোপনে ॥

জহরির বহু বিদ্যা ছিল আগমেতে।
মজিল দোঁহার মন দোঁহার সহিতে॥
এক স্থানে স্নান পূজা আহার শয়ন।
গোপনে দুজনে হয় কথোপকথন॥
এইমত ছয়মাস হয় বহির্গত।
ছিল অদর্শনে মনে রাজা বিষাদিত॥
বাড়িল অধিক প্রেম মহারাজ সনে।
গুণবোদ্ধা সেই জন মানে গুনীজনে॥
শ্রীশ্যাম কহিছে প্রেম অধিক যেখানে।
দারুণ বিচ্ছেদ ভাই ঘটে সেই স্থানে॥

রাজা কর্ত্তৃক জহরির শাসন।

একদিন মহারাজ স্নান করি পরে।
ইষ্টদেবে পূজা করে বসিয়া মন্দিরে॥
উপহার লয়ে বৈসে দ্বারে জহরির।
অর্চ্চনা করিছে তেঁহ খণ্ড পরশুর॥
এক কুশাসনে বসি ধ্যান করে হরে।
আর এক কুশাসন রাখে তথাকারে॥
কি জানে কখন যদি আসে কোন জন।
বসিবার তরে তার রাখিল আসন॥
হেনকালে বাণেশ্বর তথা উপনীত।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ তেঁহ কহিছে ত্বরিত॥
ইদং কুশাসন বলে অঙ্গুলী হেলায়।
বৈস এই অনুভব তাহাতে জানায়॥
শুনিয়া পণ্ডিত তারে কহেন বচন।
ইদং কুশাসন বলে করিল গমন॥
রাজার সহিত নাহি করে সম্ভাষণ।
ক্রোধ মনে নিকেতনে গেলেন ব্রাহ্মণ॥
ইহার ভাবার্থ তিনি বুঝিতে নারেন।
গুণবোদ্ধা মহারাজ ইঙ্গিতে বুঝেন॥
ইদং কুশাসন মম মিথ্যা ইহা নয়।
কুশাসন থাকিলে এমন নাকি হয়॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু জানে জগজ্জন।
না কৈল প্রণাম বেটা কিসের পূজন॥
উঠিয়া না অভ্যর্থনা দ্বিজবরে করে।
তেকারণ কুশাসন গালি দিল মোরে॥
এত ভাবি ক্রোধে রাজা হৈল হুতাশন।
ইঙ্গিত করিয়া দূতে কহেন বচন॥
বুঝিয়া রাজার ভাব আসি জমাদার।
ঠেকা মেরে লয়ে যায় গলে ধরে তার॥
মুড়ায়ে মস্তক তারে গাধাতে চড়ায়।
ভ্রমণ করান দেশে পাদুকা গলায়॥
দেখে বাণেশ্বর হয় অতি হৃষ্ট মন।
রাজারে প্রশংসা করে আসিয়া তখন॥
লুটে নিল জহরির যা ছিল সকল।
শ্রীশ্যাম কহিছে কর্ম্ম অনুযায়ী ফল॥

হরি ঘোষের কথা।

গুণবোদ্ধা দোষবোদ্ধা রসময় রসে।
কহিতে পারিলে কথা ক্ষমা পায় দোষে॥
জহরি উত্তর কিছু না করিল আর।
তাহাতে বাড়িল ক্রোধ সুবোধ রাজার॥
যদি সমোত্তর করে কিম্বা গালি দেয়।
উত্তর পাইলে রাজা সন্তোষ তাহায়॥
যেই নর নিরুত্তর হয়তো হুজুরে।
বারেক বদন তার ভূপতি না হেরে॥
দানেতে অতুল রাজা দধিচি সমান।
স্বচ্ছন্দে কহিলে কথা সে পায় কল্যাণ॥
হয় হস্তী আভরণ শিরোপা তাহারে।
কথায় উত্তর যেবা ভাল দিতে পারে॥
তাহার প্রমাণ শুন বাস সেই গ্রাম।
জাতিতে গোয়ালা তার হরিঘোষ নাম॥
হইবে রাজার গাভী বলদ বিস্তর।
কোন জন কহিয়াছে রাজার গোচর॥
শুনি রাজা একদিন কহিলেন তারে।
ভাল দধি কল্য কিছু দিবিরে আমারে॥
শুনিয়া গোপের সুত হয়ে হরষিত।
দুগ্ধ অন্বেষণে লোক পাঠায় ত্বরিত॥

যে গাভীর পঞ্চমের অগ্রে দুগ্ধ ছিল।
খেড়ো হয়ে ক্রমে তার এক পোয়া হৈল॥
এহেন গাভীর দুগ্ধ করি অন্বেষণ।
সাঁজা মিশাইয়া দধি পাতিল সে জন॥
পরে সেই দধি লয়ে দেয় রাজ্যেশ্বরে।
ভোজন সময় দধি আহরণ করে।
কোন দোষ দধির ভূপতি নাহি পায়।
কহিতে অকথ্য কথা কথন বৃথায়॥
রাজা বলে ওরে বেটা গোয়ালার স্থত।
তোর দধি খেয়ে আমি হয়েছি বিস্মৃত॥
কিজানি কি মিশাইয়ে দধি দিলি মোরে।
চুল্‌কায় বদন সদা কি কহিব তোরে॥
ওল কচু কিবা দধি বিষের ভাবনী।
মারিতে আমারে বেটা দধি দিলি আনি॥
কি জানি কি দিলি ইথে কেমন হইল।
খাইয়া তোমার দধি বুঝি প্রাণ গেল॥
আরে দুষ্ট দুরাচার এমন করম।
ব্রহ্মবধ হেতু তোর নাহিক ধরম॥
শুন্‌রে কোটালগণ আমার কথায়।
ঘর বাটী এ বেটার লুঠে লয়ে আয়॥
শুনে করযোড়ে ঘোষ করে নিবেদন।
নিশ্চয় জানিল ছল করেন রাজন॥
কোন বেটা কান ভারি করেছে রাজার।
তাহার কারণ মোরে হেন ব্যবহার॥
হরি বলে শুন নৃপ করি নিবেদন।
মুখের দুর্গতি নহে দধির কারণ॥
নৃপ বলে দুষ্ট বেটা তথাপি না মানে।
দধিতে চুলকাবে মুখ আগে কেবা জানে॥
নৃপেরে কহিছে গোপ শুনহে কারণ।
আমার গৃহেতে আছে অনেক গোধন॥
কোন দিন মহারাজ দেখে শুনে ছিলে।
সেই সে কারণ প্রভু মুখ চুলকাইলে॥
অধিক দেখিয়া গাভী বলদের গণ।
তেকারণ ঠাকুরের চুলকাইছে বদন॥
শুনে সভাসদ্ করে মহাহাস্য রব।
হৃষ্ট হয়ে নৃপ তারে দিলেন বৈভব॥
নৃপতি কথার যেবা দেয় প্রত্যুত্তর।
মহা হৃষ্ট হয় নৃপ তাহার উপর॥
কটুভাষে গালি যদি উত্তর সে হয়।
তাহাতে অধিক তুষ্ট রাজা মহাশয়॥
এইরূপ একজনে নহে অনেকেরে।
কটুভাষে পরিতোষে সেই নৃপবরে॥
তাহার বিশেষ কিছু কহি বিবরণ।
দেবলে যেরূপে কৃপা করিল রাজন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ।
কৌতুকে কহিছে শ্যাম কৌতুকবিলাস॥

দেবল ব্রাহ্মণের সহিত রাজার কথোপকথন।

অশ্বপৃষ্ঠে নগরেতে ভ্রমেণ রাজন।
দেখেন প্রজার নীতি সুরীতি কেমন॥
বহুরূপে গুপ্তবেশে ভ্রমে মহীপাল।
ধরিতে ছেঁচর চোর ডাকাতি ছেনাল॥
নয়নে না দেখে লোকে নাহি দণ্ড করে।
একারণ দোষ গুণ সর্ব্বজনে হেরে॥
নিজ রাজধানী সীমা করি পর্য্যটন।
আপন বাটীতে পুনঃ করেন গমন॥
হেনকালে রাজার দেবল পুরোহিত।
শাল গ্রাম শিলা লয়ে যাইছে ত্বরিত॥
যাইতে দৈবের দোষ দিশা তার পায়।
ঠাকুর বান্ধিয়া পৃষ্ঠে বসিল তথায়॥
নামাবলী কোসা কুশী সহ নারায়ণ।
পৃষ্ঠে রাখি দ্বিজ করে স্বমূল বর্জ্জন॥
এহেন সময় তারে হেরে নৃপবরে।
তরুণ জিনিয়া আঁখি তারে দৃষ্টি করে॥
কোপ দৃষ্টে চাহি ভূপ করেন গমন।
দেখিয়া দ্বিজের পোর শুকায় জীবন॥
আকাশ পাতাল দ্বিজ ভাবিছে সাগর।
উঠিল গুহের মল মাথার উপর॥

হয় প্রাণ যাবে নহে সর্ব্বস্বহরণ।
বিধাতার বাজি আজি কে করে মোচন ॥
সাত পাঁচ দ্বিজকত ভাবে মনে মনে।
হেনকালে রাজদূত আইল সন্নিধানে ॥
হাত পা বান্ধিয়া তারে লয় চারি বীর।
মহাপ্রের পড়ো যেন হাজির হুজুর ॥
লইয়া রাজার স্থানে করে সমর্পণ।
শ্যাম কহিছে রঙ্গ শুন সর্ব্বজন ॥

দেবলকে ভূপতির ভর্ৎসনা।

রাজা বলে ওরে বেটা,হেন বুদ্ধি তোরে কেটা,
দিয়াছেরে দুষ্ট দুরাচার।
হইয়ে দ্বিজের সুত, কর্ম্ম চণ্ডালের মত,
আজি তার দিব প্রতিকার "
ধর্ম্ম শাস্ত্রে দিজ্ঞ জানি, করিলাম তোরে আনি
আপনার দেবতা পূজারি।
ছিছি ধিক তুই হেন, না দেখি নহে শ্রবণ,
হারে ওরে নষ্ট ভ্রষ্টাচারি ॥
বিনা স্নানে নারায়ণ, নাহি করে পরশন,
তুই একি করিলি কুকর্ম্ম।
দেখে তোর পাপ মুখ, ক্রোধেতে কাঁপিছে বুক,
শুনিয়া জল্লাদে বুঝে মর্ম্ম ॥
ধরে তারে দুই করে, তখনি বন্ধন করে,
লয়েঃযায় যে দিকে মশান।
শ্রীশ্যামাচরণ ভণে, কথা যে কহিতে জানে,
তার কে বধিতে পারে প্রাণ ॥

পূজারির রাজার প্রতি প্রত্যুত্তর।

যোড়করে দ্বিজবর করে নিবেদন।
দোহাই ঠাকুর কিছু করুন শ্রবণ ॥
রাজা বলে কুলাঙ্গার কি বলিবি আর।
তোরে দেখে ক্রোধ মম বাড়িছে অপার ॥
দ্বিজ কয় মহাশয় অশ্বের উপর।
আশোয়ার হয়ে যবে ভ্রমেণ সহর ॥
ঐকালে মল যদি ত্যজে তব হয়;
সে কালে কি পৃষ্ঠ হতে নাম মহাশয় ॥
রাজা বলে অশ্বের তুলনা কিবা ইথে।
দ্বিজ বলে মহারাজ বুঝ নিজ চিতে ॥
ব্রাহ্মণ দেবের ঘোড়া বিশেষ দেবল।
এ হয় বিহীনে হয় শিলাতো অচল ॥
স্থানান্তর যাইতে হইলে শিলা চাহে।
এই তুরঙ্গমে দেবে সর্ব্বদেশে বাহে ॥
অতএব দেবতার ঘোড়াতো ব্রাহ্মণ।
বিচার করিয়া দেখ পণ্ডিত রাজন ॥
ইথে যদি কোন মতে রহে মোর ত্রুটি।
তবেতো পাইব দণ্ড নহিলে না ঘাটি ॥
অশ্ব কভু আশোয়ার না নামায়ে নাদে।
দেব অশ্ব নেদে কেন পড়িল প্রমাদে ॥
হাসিয়া কহেন রাজা শুন সভাজন।
কি বোল বলিল এই বিটলে ব্রাহ্মণ ॥
শুনিয়া সভাস্থ জনে করে হাস্যধ্বনি।
নৃপ তারে দান করে তখনি অমনি ॥
খুসি হয়ে দ্বিজবর যায় নিজ বাস।
দ্বিজ শ্যাম বলে এই বিষাদে উল্লাস ॥

রাজা দ্বিজগণকে নবাবের নিকট প্রেরণ ও মনেতে বিষাদ।

একদিন নবাব কহিল নৃপবরে।
পাঠাবে পণ্ডিতগণ আমার হুজুরে ॥
বিদ্যাবান ধীর বুদ্ধি জ্যোতিষে পারক।
অবশ্য পাঠায়ে দিবে সেই সব লোক ॥
শুনে রাজা হৃষ্ট হয় না জানে কারণ।
দেখে দেখে দ্বিজগণ করে নিমন্ত্রণ ॥
পাঠান মুরশিদাবাদে পণ্ডিতের গণ।
নবাব সম্বাদ পায় পুলকিত মন ॥
আপনি আসিয়া লয়ে যায় দ্বিজগণে।
বাসায় বসায় সবে করিয়া যতনে ॥

দ্বিজগণ বলে কি হেতুক জাঁহাপনা।
এখানে আসিতে আজ্ঞা করিলে আপনা॥
নবাব কহিছে যবে পণ্ডিত তোমরা।
কহ হে জ্যোতিষে কেবা আছ তৎপরা॥
ভূমিকম্প কবে হবে করয়ে গণন।
নহিলে বক্রকদলে করিব বন্ধন॥
শুনিয়াছি গ্রহণাদি বৃষ্টি বন্যাগণ।
এ সকল জ্যোতিষে তোমরা সবে গণ।
আমার এই প্রশ্ন করিলে পূরণ॥
নিষ্করেতে দিব্য রাজ্য আর বহু ধন।
যদি নাহি পার কেহ ইহা গুণিবারে।
খাওয়াইব ধান্য সবে রাখি কারাগারে।
শুনিয়া পণ্ডিতগণের উড়িল পরাণ।
হরিষে বিষাদ হইল ধড়ে নড়ে প্রাণ।
কার সাধ্য ভূমিকম্প করিবে গণন॥
জ্যোতিষে সন্ধান নাহি পাবে কোন জন॥
নিশ্চয় জানিল সবে নিকট মরণ।
প্রাণের কারণ তারা করিছে রোদন॥
নবাব কহিছে দ্বিজ ভাবহ উপায়।
পার কিনা পার তাহা কহতো আমায়॥
দ্বিজগণ বলে স্বর্গমর্ত্ত মোরা গুণি।
পাতালের কথা মোরা কিছুই না জানি॥
শুনি ক্রোধে জাঁহাগির কাঁপয়ে শরীর।
ইঙ্গিতেতে জমাদার হুজুরে হাজীর॥
ধরে লয়ে দ্বিজগণে রাখে কারাগারে।
হাতে পায় বেড়ি দড়ি যেন বান্ধে চোরে॥
কয়েদ রাখিয়া ধান্য করান ভোজন।
দুইদিনে দ্বিজগণে অর্দ্ধেক নিধন॥
এখানে সম্বাদ পায় সুবোধ রাজন।
ভাবে ব্রহ্মবধ হইল আমার কারণ॥

গোপালকে পরিচয় দেওন।

আমি যদি না পাঠাই এতেক পণ্ডিত।
তবে ত না হইত হেন বিপরীত॥
নিশ্চয় আমার লাগি ব্রহ্মহত্যা হয়।
আমার জীবনে আর নাহি ফলোদয়॥
এতবলি অন্বেষণে রহে নৃপবর।
সদাই বিরস মন বদনে নিঃস্বর॥
কি করিব কি হইবে কে রাখে এদায়।
হেন কালে গোপাল সে সভায় যায়॥
দেখিয়া কৌতুকী রাজা হয় অধোমুখ।
গোপাল কহিছে রায় আজি কিবা দুঃখ॥
কতমত রঙ্গভঙ্গ করে নৃপ সঙ্গে।
তুষানল সে সকল দহে তার অঙ্গে॥
দেখে রাজা বলে মোর ভাল নাহি লাগে।
এরপর যেতে হবে শমনের আগে॥
হেন নিদারুণ কথা শুনিয়া গোপাল।
করযোড়ে কহে যথা যা হয় রসাল॥
কহে সদানন্দ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
বল কি ভাবনা তব হয়েছে উৎপত্তি॥
শুনি রাজা সবিশেষ বলেন তখন।
পয়ার প্রবন্ধে শ্যাম কহেন কারণ॥
দ্বিজের বিশেষ ভূপতি বলে।
অমনি ভাসিছে নয়ন জলে॥
বলে কি কহিব তোমারে আর।
ব্রহ্মঘাতীর নাহিক নিস্তার॥
নবাব দুরন্ত যবন জাতি।
সেই সে দিলেক এত দুর্গতি॥
দ্বিজের চাহিনু করিতে হিত।
দৈবেতে ঘটিল যে বিপরীত॥
গোপাল কহিছে রাজন ধীর।
কিহবে হইলে বল অস্থির॥
সততচাঞ্চল্য মেধাকে নাশে।
অস্থিরে কখন যুক্তি না আসে॥
মন্ত্রিকে লইয়ে বিচার কর।
মন্ত্রিগুণে দুঃখেতে হয় পার॥
এইতো সামান্য কিবা এ দায়।
যুক্তিতে বিগুণ সকল যায়॥

প্রতাপরুদ্র নামে নরপতি।
মন্ত্রির গুণেতে জিনিল ক্ষিতি॥
মন্ত্রির মন্ত্রণা সমান আর।
জগতে তুলনা নাহিক তার॥
হইলে যুকতি তরয়ে ভবে।
মন্ত্রণা করহে উদ্ধার হবে॥
রাজা বলে হে কহ আরবার।
কি রূপে মন্ত্রী করিল উদ্ধার॥
শুনিয়া গোপাল কহিছে বাণী।
এক মনে শুনিছে নৃপমণি॥

রাজা প্রতাপরুদ্রের কথা।

দক্ষিণ দেশেতে স্থিতি, প্রতাপরুদ্র আখ্যাতি,
নরপতি অতি দয়াবান।
পুত্রসম প্রজাপালে, রাজা রহে কুতূহলে,
পাত্র মিত্র সবে জ্ঞানবান॥
দুই পাটরাণী তার, একের এক কুমার,
অন্য জনে একটী সন্ততি।
নিরাপদ সে নগরে, কেহ নাহি আটে তারে,
মন্ত্রী তার বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
তাহার মন্ত্রণা তরে, সদা সুখ রাজ্যেশ্বরে,
রাজা মন্ত্রীগণ বশীভূত।
রাজা তার আজ্ঞা বিনে, কার কথা নাহি শুনে
মন্ত্রী তার তেমনি সুহৃৎ॥
একদিন দৈব দোষে, বর্গিগিয়া সেই দেশে,
মহামার করিল বিস্তার।
রাজার সামন্ত যত, সকল করিল হত,
সে সে পলাইল নৃপবর॥
মন্ত্রিলয়ে সমির্ভারে, যাইল সে স্থানান্তরে,
রাজ্য শোকে রাজার বিষাদ।
রাজা বলে মন্ত্রী বল, কেমনে হবে কুশল,
না কহিলে হৈল প্রমাদ॥
শুনি মন্ত্রী তারে কয়, মহারাষ্ট্রে মহাশয়,
চল যাই যথা রিপু রয়।
আগে গিয়া দৈন্যভাবে, কিছু ভূমি মাগি লবে,
শেষে দিবে প্রতিফল তায়॥
করিয়ে স্থির মন্ত্রণা, দ্রুতচলে দুই জনা,
উপনীত বর্গির প্রদেশে।
যাইয়া রাজার দ্বারে, এ রাজা খবর করে,
যাইবারে আজ্ঞা হয় শেষে॥
শুনি আনন্দিত হয়ে, নিজ মন্ত্রী সঙ্গে লয়ে,
মহারাজ হাজির সভায়।
দেখে সে রাজার সভা, বিশ্বজন মনোলোভা,
বুঝি হেন না আছে কোথায়॥
দেখিয়া প্রশংসা করে, বলে ধন্য সে রাজারে,
ভাল নীতি চরিত্র তাহার।
অমর ভুবন হেন, সুজনে আছে সাজন,
চারি মন্ত্রি বসিয়া রাজার॥
বুদ্ধেতে সাগর প্রায়, সভাস্থ যত সভায়,
দাড়াইয়ে নায়েব দেয়ান।
কত চেলা চোপদার, সংগ্রহ করিতে ভার,
হাজার হাজার ভৃত্যগণ॥
আজ্ঞাবহ সবে রহে, ইঙ্গিতে বচন কহে,
নাহি সহে রাজা উচ্চধ্বনি।
প্রতাপরুদ্রেরে হেরে, কহে পাত্র মৃদুস্বরে,
কি কেতুক আইলে আপনি॥
না কহিতে নৃপবরে, মন্ত্রী নিবেদন করে,
যে রূপেতে রাজত্বাবনাশ।
বলে প্রভু তব আজ্ঞা, হইল দ্বিগুণ ভাগ্যা,
শেষে মনে পাইয়া তরাস॥
তোমার কিঙ্কর জন, লুটিল রাজত্ব ধন,
তুমি নাহি দিলে কোথা পাই।
যে জন ভক্ষক, সে বিনা নাহি রক্ষক,
দয়ালেতে ভেদ নাই॥
অন্য স্থানে যথা যাব, সর্ব্বত্রেতে উপদ্রব,
এ কারণ তেজিয়া সকল।
শরণ লইনু আমি, দেহ কিছু মাল জমি,
অন্যের বসতে নাহি কল॥

চিরকাল এই দেশে, রহিব অতি হরিষে,
যদি দয়া হয় দীনজনে।
শুনিয়া নৃপতি কয়, দিলাম অভয় জয়,
চিরদিন রহ এই খানে ॥
শ্রীশ্যামা চরণ দ্বিজ, শ্যামার চরণ রজ,
হৃদয় সরোজে করি আশ।
ত্রিপদীর ছন্দমতে, রচিলেন ভাষাগীতে,
নাম দিয়ে কৌতুক বিলাস ॥

প্রতাপরুদ্রের মহারাষ্ট্রে রাজত্ব।

কহিছে রাজন, কহ বিবরণ,
কি কারণ আগমন।
শুনি নমস্কার, করি পদে তার,
মন্ত্রী কহিছে কারণ ॥
কি কহিব আর, সকলি তোমার,
আজ্ঞায় হয় হে প্রভু।
গিয়ে তব জন, করেছে দাহন,
আমার যতেক হবু ॥
আর ধন জন, কে করে গণন,
যতেক নাশিল তারা।
করে উপদ্রব, কেমনে রহিব,
তেকারণ করি ত্বরা ॥
আসিয়া শরণ, লইনু এখন,
যাহা কর এ নফরে।
তোমার হুকুম, করে তারা জুম,
ধুমধাম সে নগরে ॥
যে করে বিনাশ, হৈল তার দাস,
সে হয় দয়াল তারে।
রাখিলে রহিব, মারিলে মরিব,
কি হুকুম এ দাসেরে ॥
শুনি দয়া চিতে, হইল উদিতে.
আশা দিল সে রাজায়।
বলে দক্ষিণেতে, থাক আনন্দেতে,
জমাই দিব তোমায় ॥

অর্দ্ধকোটি কর, দিবে বরাবর,
হরিষে কর বাস।
এত বলি লিখে, দিল সেই দিকে,
রাজার বাড়ে উল্লাস ॥
জরিপ জবানী, আমীনেরে আনি,
পাঠাই মাপ তরে।
হৈল রাজ্যভার, অতি সুবিস্তার,
পূর্ব্বের অধিক পরে ॥
মন্ত্রী রাজা আর, আনি পরিবার,
মনোহর পুরী করে।
আর নানা মত, লইয়া জমাত,
প্রফুল্লিত রাজ্যেশ্বরে ॥
প্রজার বসতি, ঘনিষ্ঠতা অতি,
কর পায় বহুতর।
মন্ত্রী নানা রূপে, বাড়াইছে ভূপে,
মন্ত্রীরাজ গুণাকর ॥
লয়ে মুদ্রাগণ, মন্ত্রী বিচক্ষণ,
করেন সৃজন গড়।
কিবা পরিপাটী, মাটী ঢাকা বাটী,
খিলান প্রস্তরে দৃঢ় ॥
রাখে গড় ভরে, বারুদ প্রচুরে,
গোলা গুলী কামান।
লক্ষ লক্ষ ফৌজ, নিত্য নিত্য ভোজ,
কায়াজ করে নিশান ॥
যত টাকা পায়, সৈন্যেরে খাওয়ায়,
দেখিয়া কহে রাজন্।
শুন মন্ত্রীরাজ, একি তব কাজ,
এতেক সামন্ত কেন ॥
হাসিয়া মন্ত্রী কয়, তোমার কি ভয়,
সুখে তুমি রাজ্য ভুঞ্জ।
খাও আর পর, নানা সুখ কর,
দান দেও পুঞ্জ পুঞ্জ ॥
যাহা ইচ্ছা হবে, আমারে কহিবে,
সুখেতে রহ ভূপাল।

মম বাঞ্ছা যাহা, দেখ করি তাহা,
তোমারি হবে ভাল ॥
শুনে রাজা কয়, কর মহাশয়,
যাহা ইচ্ছা হয় তব।
যেন দুঃখ আর, না হয় আমার,
বুঝে কর অনুভব ॥
এরূপে দুজনে, রহে হৃষ্ট মনে,
পরে কর চাহে ভূপে।
শুনি রাজা বলে, মন্ত্রী কোথা গেলে;
দেও আসি কর নৃপে ॥
শুনিয়া তখন, আপনি গমন,
করে মন্ত্রী তথাকারে।
যাইয়া প্রণাম, কহে পরিণাম,
পড়েছি বিষম ফেরে ॥
প্রজা অজানিত, না হয় শাসিত,
লহ হে কিঞ্চিৎ কর।
এতেক কহিয়া, দিলেক ধরিয়া,
চৌথ অংশ বরাবর ॥
সিকি ভাগ জমা, দিয়ে বলে ক্ষমা,
এ সন রাজন কর।
আগামী বৎসরে, সকল তোমারে,
পরিশোধ দিব কর ॥
এতবলি তথা, চলিলেন যথা,
বসিয়া আছে নৃপতি।

* * *

রাজারে সকল, কহিল কুশল,
আনি মন্ত্রী কি অভাব।
এত বলি পুন, রাখে সৈন্যগণ,
আগমন অনুভাব ॥
করে তারা দম্ফ, ভূমি হয় কম্প,
গোলাগুলী ঝনঝনী।
সৈন্য মাল সাটে, মাটি উঠে ফেটে,
চমকে সকলে শুনি ॥
হয় হস্তী যত, না হয় বিদিত,
দেখে বিপরীত হয়।

বর্গির দেয়ান, ছিল চারি জন,
সকলেই গুণময় ॥
পায় তারা টের, বলে হবে ফের,
রাজারে দ্রুত জানায়।
শুনহে রাজন, কি কব এখন,
ঘটিল বিষম দায় ॥
কহি বিবরণ, নাহি হয় জ্ঞান,
কি কর্ম্ম করিলে তুমি।
বিদেশী রাজন, নহে ভাল জন,
অগ্রেতে কহেছি আমি ॥
রিপু যেই জন, সে পাইলে দিন,
অবশ্য স্বকার্য্য সাধে।
আগেকার ক্রোধ, আছে দিবে শোধ,
কি করিবে উপরোধে ॥
তার সৈন্যগণ, হয় অগণন,
মন্ত্রী তাহে মহাহৃষ্ট।
কর নাহি দিবে, পরেতে করিবে,
রাজ্য সমুদয় নষ্ট ॥
বুঝিয়া বিচার, যে ইচ্ছা তোমার,
করহ এখন দ্রুত।
আপনার দোষে, হইনু খালাসে,
শুনি রাজা চিন্তাযুত ॥
বিজ্ঞ শ্যাম কয়, পাইবে প্রত্যয়,
পাঠাও করের তরে।

*

হবে ঘোর রণ, না পাইবে ধন,
অপমান হবে পরে ॥

প্রতাপরুদ্রের সহিত যুদ্ধ।

শুনিয়া রাজন দূত করেন প্রেরণ।
যথায় প্রতাপরুদ্র করেছে আসন ॥
দূত গিয়া রাজলিপি দিল তার করে।
দেখা মাত্র কহে মন্ত্রী রাজার হজুরে ॥
ক্রোধে কটুভাষে দাসে করেন ভর্ৎসন।
এখানে আইলি বেটা কিসের কারণ ॥

যাহ গিয়া নৃপে কহ হুকুম আমার।
করের তাহায় আর নাহি অধিকার॥
বর্ব্বর ডাকাত বেটা কেবা রাজা বলে।
চোরের মতন ধন লয় বলে ছলে॥
যথাশক্তি সে বেটায় করুক আসিয়া।
আমরা সকলে আছি এখানে বসিয়া॥
এত বলি দূতেরে বিদায় করে রোষে।
রাজারে জানায় দূত গিয়া সবিশেষে॥
শুনি ক্রোধে রাজা বলে মার গিয়া তারে।
কিম্বা বন্দী করে আন আমার হুজুরে॥
আজ্ঞা মাত্র চলে সব রাজসেনাগণ।
প্রতাপরুদ্রের গড়ে দিল দরশন॥
বাজায় রণের বাদ্য কাড়া জয়ঢাক।
দগড়া দামামা ডঙ্কা রায়বাঁসে পাক॥
শুনিয়া সমর শব্দ স্তব্ধ হয় রায়।
হেন কালে মন্ত্রী আসি দাঁড়ায় তথায়॥
আজ্ঞা দিল, গোলন্দাজে দাগরে কামান।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ হেরে হরে জ্ঞান॥
অশ্বে অশ্বে গজে গজে পদাতি পদাতি।
আপনি করিছে যুদ্ধ মন্ত্রী মহারথী॥
ছয়দণ্ড যুদ্ধ হয় মরে অগণন।
পুচ্ছের রাগের রাগ সাধিছে এখন॥
হস্তপদ কাটা কার রহিত বদন।
কেহ ধড়ফড় করে ধূলায় শয়ন॥
কেহ তোপে উড়ে যায় দেখতে না পায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥
পরেতে পরাস্ত হয় বর্গিসেনাগণ।
ভগ্নদূত গিয়া বার্ত্তা জানায় তখন॥
অপমান শুনি রাজা মলিন বদন।
পাত্রগণ প্রতি তবে বলয়ে বচন॥
কি করিব কি হইবে কিসে রবে মান।
তোমরা আমারে কহ তাহার সন্ধান॥
পাত্রগণ বলে রাজা এখন এমন।
অগ্রেতে করিতে যদি যুক্তি বিচক্ষণ॥
তবে কি হইতে পারে হেন ঘোর দায়॥
স্থির হও মহারাজা করিব উপায়।
বড়ই কঠিন তারে কেবা করে জয়।
দেখহ সাক্ষাতে সৈন্য হৈল পরাজয়॥
স্থির জলে শিলা ভাসে স্থির কর মন।
অবশ্য করিব তারে প্রকারে বন্ধন॥
কিন্তু এক কথা বলি করহে ঘোষণা।
এই কথা তব যেন জানে সর্ব্বজনা॥
প্রচারিবে সর্ব্ব ঠাঁই শুনহে রাজন।
কহিবে আমার মন্ত্রী ছিল চারিজন॥
কোন কর্মে বিজ্ঞ নহে কেবল জঞ্জাল।
সুবোধ হইলে মন্ত্রী একজন ভাল॥
আমার এ চারি বেটা কি করিতে পারে।
এক মন্ত্রী নৃপের ফেলিল মোরে ফেরে॥
ঐ মন্ত্রী সম তন্ত্রী মন্ত্রী যদি মিলে।
তবেতো দেওয়ানি তারি রহিবে দখলে॥
অদ্যাবধি না হেরিব ওদের বদন।
আনিয়া আসিব [illegible] গোপন॥
করিয়া কর্ম্মের সিদ্ধ বদ্ধ করি তারে।
পুনশ্চ আসিব নৃপ তোমার হুজুরে॥
শুনিয়া আদেশ নৃপ করে [illegible]।
কতদিন রহে তারা লুকায়ে গোপনে॥
পরে ঐ কথা [illegible] সর্ব্ব ঠাঁই।
বলয়ে ভূপতি আর মন্ত্রী কেহ নাই॥
প্রতাপরুদ্রের কাছে ঐ কথা যায়।
শুনিয়া হরষে রাজা বলে একি দায়॥
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা সম্পূর্ণ প্রকাশ।
শ্রীগ্রাম কৌতুক কহে কৌতুকাবলাস॥

প্রতাপরুদ্রের সহিত চারিজন মিলন।

এখানেতে চারিজন, যুক্তি করে মনে মন,
উপনীত প্রতাপ হুজুরে।
যাইয়া রাজার দ্বারে, হুজুরে খবর করে,
আজ্ঞা শেষ হইল যাইবারে॥

এতেক হুকুম শুনে, চলিল আনন্দ মনে,
চারিজনে রাজার সভাতে।
গিয়া তারা দণ্ডবৎ, করে সবে প্রণিপাত,
করযোড়ে রাজার সাক্ষাতে॥
বলিছে শুন রাজন, যে কারণ আগমন,
কহি শুন তার বিবরণ।
এতবলি পূর্ব্ব উক্ত, করিল সকল ব্যক্ত,
শুনে ভূপ হাসে মনে মন॥
আর কহে কুলশীলে, তোমারে প্রধান মিলে
আসিয়াছি তাই আশা করি।
যদি রাখ দয়াকরে, তবেত দুর্গান্ত হরে,
নইলে হইব দণ্ডধারী॥
স্তব করি বহুতর, বলে দেও আশাবর,
আশ্রয় পাইলে তবে বসি।
শুনি রাজা সত্য করে, কহে রহ মম পুরে,
আনন্দে থাকহ অহর্নিশি॥
পরে সেই চারিজন, করযোড়ে নিবেদন,
করি ভাবে তোষে নৃপবরে।
বলে তুমি দয়াময়, নিরাশে দিলে আশয়,
মন্ত্রী পাছে বিপরীত করে॥
শুনি রাজা ক্রোধে কয়, এ নাহি সম্ভব হয়,
দাস হেতু প্রভু আজ্ঞা লোপ;
তোমরা সন্তোষ মনে, থাক মম নিকেতনে,
ত্যাগ কর মনোগত ক্ষোভ॥
কহিতে কহিতে কথা, যোগেন্দ্র যাইল তথা,
গিয়া দেখে আর চারিজন।
শেষে পরিচয় নিয়ে, মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে,
ভূপতিরে করেন ভর্ৎসন॥
যোগেন্দ্র ক্রোধেতে কয়, এ তব উচিত নয়,
শুন ওহে রাজার তনয়।
শত্রু সঙ্গে রঙ্গে বাস, কিছুকালে সর্ব্বনাশ,
দূর করি দেওতো সভায়॥
রাজা বলে অঙ্গীকার, মিথ্যা না হবে আমার,
বল ইথে যে বোল উচিত।
মন্ত্রী কথা নাহি কয়, মনেতে বিষাদে রয়,
ভাবে বিধি হৈল বিপরীত॥
দ্বিজ শ্যাম তারে বলে, এঘটনা গ্রহফলে,
রাজার জন্মস্থ বৃহস্পতি।
দৈবেতে করয়ে সর্ব্ব, যাবে গর্ব্ব হবে খর্ব্ব,
বন্ধনে রহিবে নরপতি॥

প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রীর সহিত মনোভঙ্গ।

এইরূপে চারিজনে রহিল তথায়।
নানা বাক্যরসে তোষে সতত রাজায়॥
ক্রমে ক্রমে ছয় মাস রহে সেই স্থানে।
বাড়িল অধিক প্রেম নৃপতির সনে॥
রাজার সহিত সদা রহে চারিজন।
একত্র আহার নিদ্রা বসন শয়ন॥
দিবানিশি মনোভঙ্গ করয়ে রাজার।
যাহাতে মন্ত্রীর মুখ নাহি দেখে আর॥
কেবল দোষের বাণী কহে অবিরত।
দশচক্রে ভগবান হয় ভূতগত॥
মনোভঙ্গ হয় পরে মন্ত্রীর সহিত।
সুহৃদ হইল রিপু রিপু যে সুহৃৎ॥
আপনারা করে কর্ম্ম মন্ত্রী দোষ দেয়।
ভিন্ন ভিন্ন ভাব তাহে হইল রাজার॥
দ্বারিকে অনুজ্ঞা দেয় পরে মহীপাল।
মন্ত্রীর আসিতে মানা শুনরে কোটাল॥
এখানে সংবাদ নাহি জানেন যোগেন্দ্র।
শিবিকারোহণে যেন আইল মহেন্দ্র॥
যাইতে দ্বারেতে মানা করে দ্বারিগণ।
শুনিয়া বিস্ময় হয় মন্ত্রী বিচক্ষণ॥
আমারে যাইতে মানা একি শুনি আর।
এত দিনে রাজ্য বুঝি গেল ছারখার॥
মনোভঙ্গ করিয়াছে কুসঙ্গী রাজার।
নহিল আমারে কেন হেন ব্যবহার॥
না ছিল রাজত্ব যবে নাহি ছিল ধন।
সেকালে আমার বশ আছিল রাজন॥

নিশ্চয় বুঝিল মন্ত্রী দৈবদোষ ধরে।
নহিলে এমন বুদ্ধি কেবা লোপ করে॥
এত বলি ক্রোধে মন্ত্রী কহে দ্বারপালে।
কহিবে আমার কথা অবোধ ভূপালে॥
বিপদে বিষম ঘোরে যে করিল পার।
তাহাকে আসিতে মানা করিলে এবার॥
পুনঃ রাজ্যভ্রষ্ট হবে রবে কারাগারে।
সে কালে অবশ্য রাজা স্মরিবে আমারে॥
আমা হইতে হৈলে রাজা পুন ত্যজ তুমি।
তব সম কত নৃপ করে লব আমি॥
এই কথা কহ গিয়া রাজার গোচরে।
এত বলি চলে মন্ত্রী আপনার পুরে॥
শ্রীশ্যাম কহিছে নৃপ অবোধের প্রায়।
ফেলিলে হরিণে ফান্দে আর কোথা যায়॥

প্রতাপরুদ্রের বন্ধন দশা।

নিজ গৃহে মন্ত্রী যায়, মনে মনে বলে হায়,
ঘোর দায় ঘটিল রাজায়।
একি বুদ্ধি বিপরীত, রিপু সনে হৈল মিত,
অনুচিত দৈবেতে ঘটায়॥
রাজার কি দিব দোষ, সকল গ্রহের বশ,
মৃত্যুকালে বুদ্ধিলোপ পায়।
ডাক ছিল মহা জ্ঞানী, জগতে যাহার বাণী,
বেদের সমান লোকে গায়॥
তাহার মরণ কালে, বিপরীত গ্রহজালে
ঘটে বুদ্ধি না রহিল তার।
সেইরূপ গ্রহতরে, বুদ্ধিলোপ নৃপবরে,
নহে কেন হেন ব্যবহার।
কর্ম্মগতি পাবে ফল, হানিবে রিপু সকল,
অবশ্য বন্ধন করি লবে।
শেষে হবে অপমান, দ্রুত করিব প্রস্থান,
নিজগণ লয়ে কাশীধামে॥
এত বলি কাশীদেশে, অমাত্য যোগেন্দ্র শেষে,
বাস করে হয়ে কুতূহলী।
এখানেতে চারি জন, রাজারে কহে বচন,
বলে শুন এক কথা বলি॥
বহু দিন আসি হেথা, না দেখি মৃগয়া প্রথা,
বৃথা দিন করিছে যাপন।
রাজা হয়ে রাজ্য করে, মৃগয়া না কৈলে পরে,
নৃপ মধ্যে নহে সে গণন॥
চল যাই মৃগয়ায়, শুনি ভূপ দিল সায়,
আনি হয় সহিস যোগায়।
রাজা বলে সেনাগণ, সঙ্গে যাবে কতজন,
তারা বলে কি কায তাহায়॥
একা রাজা অশ্বোপরে, তাহাদের সমিভ্যারে,
আপনার দেশ ছাড়াইল।
ক্রমে ক্রমে নানা দেশ, ছাড়াইয়া কৈল ক্লেশ,
অবশেষ তাহারা কহিল॥
তুরঙ্গম উপরে রায়, বহু দূর যাওয়া দায়,
শিবিকা বাহনে এবে চল।
শুনি রাজা বলে ভাল, তখনি শিবিকা এল,
পূর্ব্বের সঙ্কেত গড়া ছিল॥
যথায় বর্গিঈশ্বর, লয়ে যায় সে নগর,
ক্রমে সবে যাইল তথায়।
না দেখি আপন জন, কিবা হিন্দু মুসলমান,
পরে রাজা তাদের সুধায়॥
কোথা লয়ে যাঁও মোরে, কভু নাহি এ নগরে,
আসিয়াছি হেন অভিপ্রায়॥
শুনি সেই চারিজন, ব্যঙ্গেতে কহে বচন,
কোথা যাও নাহি জান মনে।
উদাসীন হয়ে এলে, রাজা হলে যার বোলে,
লয়ে যাই তার সন্নিধানে।
নাহি কর অনুযোগ, কার রাজ্য করে ভোগ,
নিষ্করেতে হারে দুরাচার॥
লইয়ে রাজার পাশে, শাস্তি দিব অবশেষে,
হেসে হেসে বলে বারে বার॥
শুনি রাজা ভয় পায়, চৌদিকে সভয়ে চায়,
নাহি দেখে আপনার লোক।

করে খেদ বহুতর, আঁখি ঝরে ঝর ঝর,
মনে মনে বাড়িতেছে শোক।
বলে বিশ্বাসঘাতকী, এরাত মহাপাতকী,
ভণ্ড করে দণ্ড দিল মোরে॥
করিল সুহৃদ ভেদ, মন্ত্রী সঙ্গেতে বিচ্ছেদ,
শেষে একি ফেলে ঘোর ফেরে!
কি দোষ কাহার দিব, দৈবেতে করয়ে সব,
নিশ্চয় বলিবে সে রাজন।
হায় মন্ত্রী কোথা কারে, গেলে ত্যজিয়া আমারে
এই দায় কে করে মোচন।
কহিতে কহিতে কথা, সে রাজা বসিয়া যথা
তথা লয়ে গেল এ রাজারে॥
দেখা মাত্র ক্রোধভরে, কহিল সে নৃপবরে.
বন্দী করে রাখ কারাগারে।
শেষেতে জানে রাজন, দোষী নহে এইজন,
মন্ত্রীর মন্ত্রণা কুচাতুরী।
সন্ধান করিয়ে তাবে, যেজন ধরিতে পারে,
সেই রাজ্য হইবে তাহারি॥
মগধ মথুরা ঢাকা, শান্তি নদী একচাকা,
অটক কটক অয্যাসন।
রাজ আজ্ঞা জানি মনে, নানাস্থানে অন্বেষণে,
ভ্রমণ করয়ে দূতগণ॥
শেষে তত্ত্ব না পাইয়া, রহিল মৌনি হইয়া,
এখানেতে মন্ত্রী অহরহ।
আনন্দে কাশীশ্বরে, মনোহর পুরী করে,
নিত্য নিত্য মহা মহোৎসাহ॥
পরেতে জানিল মন্ত্রী, নৃপ হৈল হীন তন্ত্রী,
বন্দী হয়ে আছে কারাগারে।
শোকে চিত্ত বিষাদিত, বলে হবে বিপরীত,
আগে আমি কহিলাম তারে॥
শুনে রাজা কুমন্ত্রণা, আমারে যাইতে মানা,
ভাল ফল ফলিল তাহারে।
আমি যদি মনে করি, এখনি আনিতে পারি,
বদ্ধ করি পুন সে রাজারে॥

শুনি তার নারী কয়, পায় যদি গুণময়,
তবেতো করহ প্রতীকার।
তোমা বিনা কেবা তারে, এমন বিপদে তারে,
তব সম বুদ্ধি সাধ্য কার॥
হেন যদি সাধ্য থাকে, অবশ্য আনহ তাকে,
দেখ যেন না হয় বিপদ।
পুনশ্চ যেন তোমারে, নাহি রাখে কারাগারে,
শুনি মন্ত্রী হাসয়ে ঈষৎ॥
আমাকে বন্ধন করে, হেন নাহি এ সংসারে,
অদ্যাবধি জন্ম নহে তার।
আমি যদি করি ফন্দি, দেবরাজ হয় বন্দী,
মানুষ তাহাতে কোন্ ছার॥
এক মাস পরে সবে, নৃপেরে দেখিতে পাবে,
বরিরে আনিব বদ্ধ করি।
এত বলি মন্ত্রীরাজ, করিছে গমন সাজ,
মনে মনে স্মরিয়া শ্রীহরি॥
দ্বিজরাজ রাজকুজ, তাহার অরি অনুজ,
তার অরি বৈরি কাল চীনে।
পক্ষ হেতু পূজি পক্ষ, নাশিল নিজ বিপক্ষ,
শ্যাম তার পদ ভাবে মনে॥

মন্ত্রীর মহারাষ্ট্রে গমন।

যাইবারে সে নগরে মন্ত্রী করে সাজ।
ভাবে কতকাল বদ্ধ রবে মহারাজ॥
বড়ই নির্ব্বোধ বেটা মনে হয় খেদ।
এত দুঃখ হৈল মম সঙ্গে করে ভেদ॥
যাহউক দিনের গ্রহ ফল পূর্ণরূপ।
অবশ্য উদ্ধার আমি করিব সে ভূপ॥
আমি পূর্ব্ব ক্রোধ মনে রাখি যদি তায়।
তবেতো কখন আর না হবে উপায়॥
আনিলে উদ্ধার করি অবোধ রাজারে।
ঘুষিবে আমার যশ সকল সংসারে॥
সঙ্গে চলে সাত [illegible] প্রবাল।
মণি চুনি মনোহর [illegible] লাল॥

এক এক ডিঙ্গা সহ দশ মহাজন।
সেপাই শতেক রহে যেমন শমন॥
এক এক তরিতে কামান দ্বাদশ।
জাহাজ ভরিয়া রাখে বারুদ বাক্সস॥
দামামা দগড়া কাড়া নাগরা নিশান।
সকল ডিঙ্গায় রহে প্রত্যেক সমান॥
সকলেরে এই কথা কহে মন্ত্রীবর।
আমার হুকুম সবে শুন নিরন্তর॥
যাইয়া বার্গির দেশে দামামা বাজাবে।
সদাগরী করি মোরা জিজ্ঞাসিলে কবে॥
এসেছি বাণিজ্য আশে দিবে পরিচয়।
আনিবে অনেক লোক খরিদ আশয়॥
যে যে বস্তু যেই দরে জান আছে কেনা।
কহিবে তাহার দর দরে অষ্টগুনা॥
কেহ যেন কোন কিছু লইতে না পারে।
আসিবে ব্যাপারি কত শত যাবে ফিরে॥
তোমরা সকলে এই বাক্য মাত্র কবে।
এ সকল বস্তুর মূল্য অন্য কে জানিবে॥
যদ্যপি থাকিত হে প্রতাপরুদ্র রায়।
তবেতো চিনিত দ্রব্য নহিলে বৃথায়॥
এই গজমতি কিম্বা এই লাল চুনি।
দৃষ্টিমাত্র দর এর কহিত এখনি॥
এইরূপ ঘোষণা করিবে সর্ব্বজন।
যদবধি পুন মন না হয় গমন।
কহিতে কহিতে কথা যাইল তথায়।
ডঙ্কা করি সমাচার সহরে জানায়॥
আইল ব্যাপারি কত খরিদের তরে।
বনিত না হয় দরে সবে যায় ফিরে।
সকলেরে কহে হেন না দেখ নয়নে।
বলিবে ইহার দর তোমরা কেমনে॥
যদি রাজা প্রতাপরুদ্র থাকিত হেথা।
নিশ্চয় কহিত মূল্য যথা আছে প্রথা॥
এই কথা সর্ব্বজনে শুনে ফিরে যায়।
কোন কোন জন গিয়া জানায় রাজায়॥

এখানে যোগেন্দ্র মন্ত্রী তরি ত্যাগ করি।
উপরেতে উঠিলেন স্মরি ত্রিপুরারী॥
কেমনে রাজারে মুক্তি করে যুক্তি তার।
কূলে বসি মনে মনে ভাবে আপনার॥
নাগ লতা ধপু স্মৃতা তার পতি যার।
ভুনগায় প্রমে চায় পদদ্বয় তাঁর॥

মন্ত্রীর ছদ্মবেশ ধারণ।

মনে মনে চিন্তা করি মন্ত্রী বুদ্ধিমান।
সম্বরিতে নিজরূপ চিত্তে চেষ্টা পান॥
ত্যজিয়া বসন পরে চটের কৌপীন।
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাটি যেন দনী হীন॥
কভু চলে কভু বলে বসু ধরাতলে।
শয়ন করিয়া কত মত কথা বলে।
পাগলের প্রায় গায় হাসে নাচে কত॥
কখন রোদন করে যেন উন্মাদিত॥
কেবল আছিল সঙ্গে স্বর্ণ মুদ্রা শত।
গচ্ছিত রাখিল তাহা দেখি লোক শত॥
বৃদ্ধ এক দোকানি দোকান রম্য তার।
আপনি করয়ে কার্য্য কেহ নাহি আর॥
তাহারে কহিল বাপা শত মুদ্রা লও।
কাহারে নাহিক কবে মোর মাথা খাও॥
নির্শীতে যখন আমি ডাকিব সঙ্কেতে।
খাদ্য দ্রব্য আয়োজন দিবে মোর হাতে॥
হাঁড়ি কাষ্ঠ চাউল ঘৃত আর যাহা হয়।
গোপনে আমারে দিবে শুন মহাশয়॥
ধনেতে সন্তোষ হয় সেই দোকানদার।
সদাকাল রহিল নিযুক্ত কর্ম্মে তার॥
পরেতে পাগল বেশে ভ্রমে মন্ত্রীবর।
তন্ন তন্ন করিয়া নগর ঘর ঘর॥
বদনে সদাই তার একথা প্রকাশ।
প্রতাপরুদ্র বাঁধা আছে শুনি রাজবাস॥
চারি জন রাজমন্ত্রী সমান রাজার।
দাস হয়ে চরণ সেবিয়ে যে তাহার॥

ছয় মাস দাস্য করি করিয়া চাতুরী।
তবেতো রাজায় তারা আনিয়াছে ধরি॥
এবার তাহার মন্ত্রী একেলা আসিয়া।
ধরে লয়ে যাইবে এ রাজারে বান্ধিয়া॥
আর এই কথা কহে যেবা হবে তার।
রাখিতে রাজার মান চিন্তুক এবার॥
ইহা শুনি লোকগণে করে কানাকানি।
পাগল নহিলে বলে অসম্ভব বাণী॥
নৃপতি শ্রবণ করে আপন শ্রবণে।
কহিল এমত কর্ম্ম কহ কি কারণে॥
মন্ত্রী কহে তোমার অমাত্য চারিজন।
ছয়মাস করে তাঁর চরণ সেবন॥
পরে মৈত্র ভেদ করি করিয়া চাতুরী।
আনিয়াছে মহারাজে ছল করি ধরি॥
সে সময় মন্ত্রীরাজ না ছিল সেখানে।
তাহার সমীপে ভূপে কেবা ধরে আনে॥
এখন তাহারা সবে আছে বর্ত্তমান।
সচেষ্ট রহুক তব করিতে কল্যাণ॥
যা হয় উচিত কর এই সমাচার।
পরিবর্ত্ত হবে বন্ধ বিরুদ্ধে তোমার॥
শুনি বাণী নৃপমণি হাসে হাসে খল খল।
নিতান্ত জানিল মনে এ বড় পাগল॥
রাজা বলে খানা পিনা লুই সাঁইজী।
শুনিয়া পাগল রাজা হাসে হি হি হি॥
ভূপতি আহার দেয় লয় ভুজ পরে।
ছড়াইয়ে ফেলে দিল কোপিত অন্তরে॥
নানাজাতি পক্ষী আসি করয়ে ভোজন।
দেখিয়া মন্ত্রীরা তবে করয়ে নর্ত্তন।
কখন কৌপীনধারী কখন উলঙ্গ।
তৈল বিনা খড়ি উঠে ফাটে সর্ব্ব অঙ্গ॥
কিন্তু মুখে এই কথা সর্ব্বক্ষণ বলে।
ধরে লয়ে যাবে ভূপে শুনহে সকলে॥
সকলে পাগল বলে উপহাস করে।
রাজপাত্র চারি ধীর মনেতে শিহরে॥
কি জানি এ কোন জন কেমন পাগল।
সন্ধান করিব সত্য কিবা করে ছল॥
সারাদিন নগরে নগরে ফিরে ঘোরে।
কারো দানা পানি কভু গ্রহণ না করে॥
এত বলি চারি জনে করিয়ে যুকতি।
সঙ্গেতে রহিল তারা সংগোপনে অতি॥
এখানে প্রহর নিশা হইল গগনে।
মন্ত্রীরাজ আইল মুদির সন্নিধানে॥
গৃহমাত্র আহারের পায় আয়োজন।
করেতে লইল ভক্ষ্য বিপক্ষ দলন॥
একজন দেখি ভাবে কেমন পাগল।
কোথা হৈতে আয়োজন লইল সকল॥
জানিতে বিশেষ তার কোন কর্ম্ম করে।
এত ভাবি একজন উঠে বৃক্ষোপরে॥
মন্ত্রী নাহি জানে পিছে আছে অরিজন॥
শ্মশানে দুর্গমস্থানে করিছে বন্ধন।
গাছ হৈতে সব তত্ত্ব দেখিছে সেজন।
বলে এ বেটার হয় সকলি ভণ্ডন॥
যোহোক ধরিব এরে আহারের পরে।
হেন কালে মন্ত্রী রাজ ঊর্দ্ধদৃষ্টি করে॥
দেখিল সন্ধানী জনে আছে বৃক্ষোপরে।
বিধাতা না দিল আজি আহার আমারে॥
এত বলি উঠি মন্ত্রী করিয়া গর্জ্জন।
উচ্চৈঃস্বরে বলে বেটা পাপিষ্ঠ রন্ধন॥
বক বক করে গালি দিতেছ আমারে।
আজি সে পাঠাব তোমায় যমের নগরে॥
অতঃপরে কাষ্ঠ ধরে মারিল হাঁরিতে।
সর্ব্ব ভূষ্ট নষ্ট হয় কাষ্ঠের আঘাতে॥
কহিতে যেমন গালি দিল তার ফল।
উপযুক্ত বলে পুন হাসে খল খল॥
সে স্থান তেজিয়া পুন যায় অন্য স্থানে।
নিশ্চয় পাগল এটা সেই বেটা জানে॥
কহিল আপনগণে শুন সমাচার।
বড়ই পাগল বেটা করেনা আহার॥

শুনিয়া সন্তোষ হয় তার সঙ্গিগণ।
এখানে বর্গির রাজা ভাবে মনে মন॥
আসিল ব্যাপারি দেশে সাত ডিঙ্গা লয়ে।
নাহি হয় বিক্রী তার কিসের লাগিয়ে॥
প্রতাপরুদ্র বিনা চিনিতে নারিবে।
তাঁহারে খালাস করে ত্বরায় আনিবে॥
শুনি জমাদ্দার আনে ধরিয়া ভূপতি।
শীর্ণজীর্ণ বিশীর্ণ মলিন দেহ অতি॥
রাজা বলে শুন শুন ওহে নৃপবর।
তুমি নাকি জান ভাল জহরের দর॥
আমার সহিত চল ত্বরায় তথায়।
এত বলি তারে লয়ে হরষিতে যায়॥
শ্রীশ্যাম কহিছে ক্ষিপ্ত হয়ে মন্ত্রী রাজ।
এত দিনে সাধিলেক আপনার কাজ॥

প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার ও বর্গিরাজার পতন।

সঙ্গেতে লয়ে ভূপতি; চলিলেন নরপতি;
ঘাটে দেয় বাব দুইজনা।
পাইয়ে রাজার সাড়া, চারি দিকে লোক খাড়া,
প্রণাম করিছে অগণনা॥
হেনকালে মন্ত্রী রাজ, সাজিয়ে পাগল সাজ,
সেই কথা কহে পুনরায়।
এই দেখ এবুঝায়, ধরে লয়ে মন্ত্রী যায়,
কার সাধ্য রাখিবে উহায়॥
শুনি পাগলের ভাষ, কেহ না করে বিশ্বাস,
ক্রমে ক্রম উত্তরিল ঘাটে।
ধরিয়া রাজার করে, উঠিল তরণী পরে,
মন্ত্রীবলে কেবা আর আঁটে॥
দেখাইছে জহরাৎ, হেনকালে অকস্মাৎ,
পাগল উঠিল তরি পরে॥
গতমাত্র নিজবেশ, ধরিল অতি সুবেশ,
দেখে হর্ষ হয় নৃপবরে;
মন্ত্রীরাজ আজ্ঞা দিল, দাঁড়ি মাঝি যারা ছিল;
প্রাণ পণে বাহিতে লাগিল।
দেখি বর্গি রাজা মনে, প্রমাদ আপন গণে,
সত্য কথা কোথা এ পাগল॥
পরেতে করে কাবাজ, গুলি উড়ে যেন বাজ,
কেহ নাহি নিকটে আইল।
পরে কত দিন গতে, উপনীত স্বদেশেতে;
মন্ত্রীরাজ স্বকাজ সাধিল॥

* * *
* * *

হেন মন্ত্রী আছে যার, কিসের বিপদ তার,
রাজা বলে হইলাম দাস।
যে আজ্ঞা করিবে তুমি, তব আজ্ঞাবহ আমি;
সত্য সত্য এইতো নির্ঘাস॥
যে ইচ্ছা হয় তোমার, কর তাই এইবার;
তুমি মম পিতাব্য সমান।
মন্ত্রীর রমণী আসি, মনে হয়ে মহাখুসি,
প্রিয় বাক্য প্রিয়ে করে দান॥
তুমি পতি বৃহস্পতি, তবে তুল্য নাহি মতি,
অতি বিচক্ষণ বিবেচনা।
সকল রাজার শ্রেষ্ঠ, মহারাজা মহারাষ্ট্র,
এবে কষ্ট আরহে দিওনা॥
দেখিয়া ইহার মুখ, বিদরে আমার বুক,
কিঞ্চিৎ যে করহে করুণা।
রাখিয়া রাজসম্মান, লিখে লহ রাজ্যদান;
নিকারেতে করের ঘোষণা॥
যদি নাহি পরে দিবে, সত্যভ্রষ্ট অধোযাবে,
তব যশঃ রহিল ঘোষণা।
শুনি সেই রূপ করে, ছাড়ি দিল নৃপবরে,
স্বদেশে সে করিল গমন॥
মন্ত্রী মন হরষিতে, রাজ্য করে আনন্দেতে;
পাত্র পাত্র হইল রাজন।
অনলে উৎপত্তি যার, যেমন অধীপ তার,
তাহার দুহিতা কান্ত যিনি।
দ্বিজ শ্যামাচরণ, আশা করে সর্ব্বক্ষণ,
তার রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

গোপালের মন্ত্রণা।

গোপাল কহিছে রাজা কেন বিষাদিত ॥
মন্ত্রিগণে কহ তত্ত্ব করিবে বিহিত ॥
রাজা বলে মন্ত্রী মম কে আছে এমন।
কার্য্যে ঊন বাক্যে দ্বুন ত্রিগুণ ভোজন।
তাহার মধ্যেতে গণি তোমারে প্রধান।
তুমি যদি এই ঘোরে দেহ প্রাণদান ॥
যাহা চাবে তাহা পাবে করি অঙ্গীকার।
যদ্যপি রাখহ মান আমার এবার ॥
হাঁসিয়া গোপাল বলে এই কোন ভার।
তিন দিন মধ্যে দ্বিজ করিব উদ্ধার ॥
কিন্তু এক কথা কহি শুনহে ঠাকুর।
নানা রঙ্গ বস্ত্র মোরে দেওতো প্রচুর ॥
পঞ্চাশ রকম বাস গজপরিমাণ।
ত্বরায় ভূপতি মোরে করহে প্রদান ॥
তখনি আরতি দিল কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
হরিষে বিষাদ মনে ভাঁড়গৃহে যায় ॥
মানসে করয়ে চিন্তা কিসে হবে জয়।
কোন গ্রন্থ লয়ে আমি যাইব তথায় ॥
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য আমি কাব্য করি।
কি রূপে জিনিব সভা কি করি চাতুরি ॥
শ্রীশ্যাম কহিছে তারে করি উপহাস।
খট্টাঙ্গ পুরাণে আছে ভূকম্প প্রকাশ ॥

গোপালের নবাব সাহেবের নিকট যাত্রা
ও দ্বিজের উদ্ধার।

গোপাল আসিয়া ঘরে, মনে মনে চিন্তা করে,
কি প্রকারে রক্ষা হবে মান।
কেমনে হইব পার, করিব দ্বিজ উদ্ধার,
এবার বিষম সমজ্ঞান ॥
অতি তীক্ষ্ণ মেধা ধরে, মনেতে যুকতি করে,
ভাজে পরে খট্টাঙ্গের খুরা।
গঙ্গাজলী দিয়া শাল, প্রথমে বান্ধিল ভাল,
তার পর সাটীন টুকুরা ॥
তারপরে মখমল, তাসবাস পোস্তে ভাল,
তদুপরে ওড়না বাণারসী।
পরে সুলতানি বনাৎ, লেপেটেতে মুড়ে পশ্চাৎ,
পরে ঘেরে ধূপে তারে কসী ॥
টাঁকাই রোমাল দিয়ে, বান্ধে যতন করিয়ে,
পরে নিমুদিয়া বান্ধে খুরা।
ইশুক সালের ফাড়া, মাগাদ পাটনাই গড়া,
মোড়াইল পঞ্চাশ টুকুরা ॥
আপনি পণ্ডিত বেশ, ধরিলেন অবশেষ,
তল্পীদার ঝাঁপি লয়ে যায়।
এটেল মাটির ফোটা, গলে উপবীত মোটা,
মুখে ঘটা স্তবের ছটায় ॥
হেন বেশে অবশেষে, যাইল যাঁহার বাসে,
দেখিয়া সন্তোষে সেইজন।
কহিতে নাহিক প্রশ্ন, উদরে করয়ে তীক্ষ্ণ,
আগমন শুন যে কারণ ॥
ভূমিকম্প গণিবারে, হুকুম আছয়ে হুজুরে,
তেকারণে আমার গমন।
শুনেছি পণ্ডিত গণে, নাজানে কেমনে গণে,
আসিয়াছি করিতে গণন ॥
শুনি বাণী হর্ষ হয়, কহে তুমি মহাশয়,
তব তুল্য নাহি অন্য গুণী।
এতবলি বাসা তারে, দিল অতি সমাদরে,
আহারের উত্তম যোগানি ॥
দধি দুগ্ধ মিষ্ট অন্ন, চতুরস ভিন্ন ভিন্ন,
পরিপূর্ণ বাসায় সাজায়।
উত্তম আহার পেয়ে, গোপাল আনন্দ হয়ে,
তিন দিন রহিল তথায় ॥
সকলে করে সম্মান, বলে হেন বিদ্যাবান,
নাহি আর গৌড়মণ্ডলে।
দ্বিজগণে দেখিবারে, চলে ভাঁড় কারাগারে,
দেখে তথা নির্জীব সকলে ॥
গোপালে দেখি উত্তর, কাহার না সরে স্বর,
আঁখি মাত্র লোরে ঝর ঝর।

গোপাল প্রবোধ কয়, তোমরা ত্যজহ ভয়,
আমি সব করিব উদ্ধার ॥
শুনি আশীর্ব্বাদ করে, গোপালেরে দ্বিজবরে,
তার পরে সেস্থান ত্যজিয়া।
বাসায় আরাম করে, যেন কত রাজ্যেশ্বরে,
দেখে তারে নবাব আসিয়া ॥
একদিন জাহাপানা, করিয়ে মনে মন্ত্রণা,
বলে বুধ আনহ ডাকিয়া।
বার্ত্তা মাত্র দূত ধায়, গোপালে লইয়ে যায়
বাসাতে আছেন যে বসিয়া ॥
নবাব কহিছে বাণী, গণনা কর আপনি,
কবে হবে ধরাকম্প আর।
যে আজ্ঞা গোপাল বলি, আপন পুরাণ খুলি,
করে গুণ নিগুণ প্রচার ॥
এক পর্দা রাখি তার, খুলিল বেবাক আর,
গণনায় উনপঞ্চাশত।
পুনঃ এক এক করে, বন্ধন করিল পরে,
রাখিল যেমন পূর্ব্বমত ॥
পুনশ্চ প্রকাশে সব, ক্ষণে করে তিরোভাব,
ক্ষণে খোলে এক পর্দা রাখি।
নবাব পতির নাম, হেরে হয় হতজ্ঞান,
আর না পালটে দুটি আঁখি ॥
এক বার সব খোলে, পুন বান্ধি তাহা ওলে,
পুন খোলে বলে অসম্ভব।
নবাব সুধায় যারা, গণ্ডমূর্খ হইল তারা,
পণ্ডিতের কিবা দোষ দিব ॥
হেন মতে দশবার, এইরূপে বারে বার,
নবাব কহিছে কিবা কই।
শুনেছি আপন কাণে, ভণ্ডনানা করো বেনে,
গোপাল কহিছে শুন সাহ ॥
আমি কি কহিতে পারি, খট্টাঙ্গ পুরাণ ভারি,
সর্ব্ব শাস্ত্রের সুসার রচন।
কহিল আমারে সত্য, বিষয়ে হইয়া মত্ত,
নবাব হয়েছে জ্ঞানহীন।
একি গণ্ড মূর্খপনা, নাহি কিছু বিবেচনা,
দেখে শুনে অবোধের প্রায়।
হিন্দুর পণ্ডিত যত, স্বর্গ বর্গ আছে জ্ঞাত,
যবন অধম অধো যায় ॥
তাহার কারণ শুন, কহিছে মম পুরাণ,
এত বলি খোলে পুনরায়।
কহিছে নবাবে পরে, হিন্দুর স্বজন মরে,
দাহ করে ধুম ঊর্দ্ধে ধায় ॥
যখন গণি আমরা, কাণে কাণে কহে তারা,
ঊর্দ্ধে থাকি স্বর্গের খবর।
যবন মরিলে পরে, তাহাকে সিন্ধুকে পুরে,
মাটিতে দেয়তো কবর ॥
নিচের খবর যত, যবনে আছে বিদিত,
পাতাল বর্গের কথা জানে।
যদিগণে মুসলমানে, তবে বলে কাণে কাণে,
এরূপ তাদের পিতৃগণে ॥
মাটির ভিতরে থাকে, মাটির খবর রাখে,
হিন্দুগণে শুনিবে কেমনে।
যদি হিন্দু দিত গোর, তবেতে পাইত টের,
ভূমিকম্প কহিত গণনে ॥
আমার পুরাণে গাঁথা, কহিল প্রমাণ কথা,
ইচ্ছা যথা কর জাহাপনা।
নাহি কহি,অনুমান, মম শাস্ত্র বর্ত্তমান,
কথা কয়ে তাকিয়া দেখনা ॥
শুনিয়া নবাব ভাবে, এইতো প্রমাণ হবে,
ভট্টাচার্য্যের শাস্ত্র যে সাক্ষাৎ।
পিতৃলোক শুণেগণে, ধূম গতিতো গগনে,
যবনের কবর বিখ্যাত ॥
পরে যত দ্বিজগণে, ছাড়িল বিচারি মনে,
নানা রত্ন ভাঁড়ে করে দান।
যত সব দ্বিজগণ, করি বেদ উচ্চারণ,
গোপালের করেন কল্যাণ ॥
শেষেতে যবনগণে, রাজার হুজুরে আনে,
বড় বড় কাজি মোল্লা ধরি।

ফকির দরবেশ সাঁই, যেখানে যাহারে পাই,
দূতগণ লয় বন্দী করি ॥
যত নেড়ে দেখা পায়, ধরিয়া লইয়ে যায়,
বলে বল ভূমিকম্প করে।
শুনিয়া যতেক মোল্লা, বলে তোবা আল্লা আল্লা,
বিচমোল্লা চেল্লা কিসে হবে ॥
কেহনাহি করে শব্দ, সকলে রহিল স্তব্ধ,
নবাব করিল জব্দ পরে।
রাখিয়া যে কারাগারে, অন্নপানি বিনা মারে,
সকলে কাঁদিছে উচ্চৈস্বরে ॥
কত নেড়ে গেল মরে, কেবা তার দণ্ড করে,
কেহ না গণিতে পারে কম্প।
শ্রীশ্যামাচরণ বলে, সেইতো পুণ্যের ফলে,
রসাতলে গেল হেন দম্ভ ॥

গোপালের রাজার নিকট গমন।

শুনিয়া নবাব করে পুরস্কার ভাঁড়ে।
নির্দ্দোষ জানিয়া দ্বিজগণে দিল ছেড়ে ॥
সঙ্গে লয়ে রঙ্গে বিপ্রসমূহ গোপাল।
উপনীত হইল আসি যথা মহীপাল ॥
ব্রাহ্মণের কোলাহল জয় জয় ধ্বনি।
শুনিয়া পুলকে পূর্ণ হৈল নৃপমণি ॥
দ্বিজগণে কহে রায় কহ সমাচার।
কেমনে সে ঘোরদায় পাইলে নিস্তার ॥
পণ্ডিত সকলে বলে নবাব পাপিষ্ঠ।
কয়েদ রাখিয়া দুষ্ট দিল বহু কষ্ট ॥
ভূমিকম্প যদবধি না হতো গগন।
তদবধি বদ্ধ করি রাখিত রাজন ॥
নিশ্চয় নির্ণয় তার কে কহিতে পারে।
কেবল গোপাল হৈতে উদ্ধার এবারে ॥
শুনি রাজা হরষিত বিশেষ বুঝিয়া।
শতবিঘা মহত্রাণ দিলেন লিখিয়া ॥
আর নানা আভরণ রতন প্রবাল।
শিরপা পাইল লাল জোড়া জোড়া সাল ॥
দিয়ে তারে নিজ ঘরে পাঠাইল রায়।
হেনকালে অকস্মাৎ হইতে কোথায় ॥
রাজার বেহাই সেই সভামধ্যে যায়।
পথশ্রান্ত ক্লান্ত শান্ত শ্রম জল কায় ॥
দেখিয়া তাহারে সম্ভাষণ করে রায়।
শ্রীশ্যাম কৌতুক করে বসিয়া সভায় ॥

রাজার বেহায়ের সহিত কৌতুক।

সভায় বেহাই যায়, প্রণমী রাজার পায়,
করে রায় তারে অভ্যর্থন।
আইস হে মহাশয়, বসিতে যে আজ্ঞা হয়,
কোথা হইতে হইল গমন ॥
বেহাই বলে ব্যন, ত্যজি নিজ নিকেতন,
দেখিবারে তোমারে এসেছি।
রাজা বলে ভাল ভাল, বাটীর কুশল বল,
দ্বিজ বলে মঙ্গল দেখেছি ॥
ভূপ কহে গুণধাম, এইতো তোমার নাম,
করিতে ছিলাম মনে মনে।
হেনকালে আগমন, তব আয়ু অগণন,
শ্যাম কহে বাবল আপনে ॥
নৃপতি বলেন ভাই, বহুদিন দেখা নাই.
তেকারণে আকুল ভাবিয়ে।
গত কল্য নিশি শেষ, দেখিয়াছি প্রত্যাদেশ,
সবিশেষ কহি বিস্তারিয়ে ॥
শুনহে বেহাই ভাই, তুমি আমি এক ঠাঁই,
চলে যাই যেন পদব্রজে।
নিশি জাগরণে যেন, অঙ্গ চলে দুইজন,
চরণ টলয়ে পথ ভ্রজে ॥
হেনকালে অপরূপ, দেখিনু যুগলরূপ,
একে একে ক্ষীর অঙ্গে ভরা।
আমি চলে ক্ষীর হ্রদে, পড়িলাম অপ্রমাদে,
তুমি পড় নরকে নিহারা ॥
ছি ছি কি কহিব আর, তব অঙ্গে বিষ্ঠা ধার,
দেখে লোকে করয়ে উদ্গার।

গন্ধে মার দুগ্ধ উঠে, কালি তুমি এসংকটে,
পড়ি আছ স্বপনে আমার॥
দেখিয়াছি যে স্বপন, কহিলাম বিবরণ,
ভাল মন্দ কর অবধান।
বেহাই কহিছে পরে, কেবা এ অন্যথা করে,
মম স্বপ্ন এইতো বিধান॥
মহারাজ যা কহিলে, মমস্বপ্নে সর্ব্ব মেলে,
দুই কুপে পড়েছ দুজন।
আমিত নরক কুণ্ডে, তুমি পড়ে ক্ষীর কুণ্ডে,
সত্যসত্য এ সত্য বচন॥
পড়ে যেন দুইজনে, উঠিলাম কতক্ষণে,
পদব্রজে পথে চলে যাই।
যেতে যেতে মহারাজ, আমি চাটী তব অঙ্গ,
সর্ব্বাঙ্গেতে রসনা বুলাই॥
তুমি যেন আরবার, চাটিলে অঙ্গ আমার,
বাড়া মাত্র এই চ টাচাটী।
তব অঙ্গ আস্বাদনে, আছি আমি হৃষ্টমনে,
ক্ষীর সে খাইতে পরিপাটী॥
তুমি মম অঙ্গে যাহা, চাটিলে কেমন তাহা,
লাগিয়াছে বলিতে না পারি।
শুনি সভাজন হাসে, রাজা ভাসে পরিতোষে,
বলে বেহায়ের বুদ্ধি ভারি॥
বেহানি কেমন হয়, নাহিক দেখিলে নয়,
মহারাজা ভাবে মনে মনে।
শ্রীশ্যামাচরণ বলে, উত্তমে উত্তম মিলে,
রতি মিলেছে যেন মদনে॥

রাজার বেহানির কৌতুক।

এত ভাবি অনুচর, পাঠাইল নৃপবর,
বেহাইর বাটীতে তখন।
মধু পাত্র দিয়ে করে, কহে তারে রজ্যেশ্বরে,
বেহানিরে বল এবচন॥
মকরন্দ হেতু রায়, পাঠায়ে দিল আমায়,
শীঘ্র তুমি মধু দেও দান।
সেই কথা শিরে ধরে, গেল দূত তার ঘরে,
দেখে তারে জিজ্ঞাসে কারণ॥
বেহানি কহিছে কথা, কি কারণ এলে হেতা,
দূতে কহে বিশেষ তখনি।
মধুর লাগিয়া মোরে, পাঠাইল রাজ্যেশ্বরে,
মধু দেও ওগো ঠাকুরাণী॥
ব্রাহ্মণী সুবোধ নারী, বুঝিল হবে চাতুরি,
কত মধু তার পড়ে আছে।
কেবল কৌতুক করে, জানিতে মোরে অন্তরে,
কাব্য করে দূতে পাঠায়েছে॥
কহে দূত গেল কোথা, ভূপে কহ এই কথা,
বৃথা হেথা পাঠাইল চর।
যত মধু মোর ছিল, তাঁর বেই ফুরাইল,
খাইলেক ষোড়শ বৎসর॥
নামে গোপ ভক্তি কাঁজি, বিধাতা দিয়াছে বাজি
মধু নাই পাত্র মাত্র আছে।
যদি চাহে অধিকারী, পাত্র ধোয়া দিতে পারি,
মধু বধু রাখিয়া না গেছে॥
শুনি দূত হাস্যমুখে, যায় রাজার সম্মুখে,
রায় বলে বলরে কারণ।
পরে চর সেই কথা, প্রকাশ করিল তথা,
বেহানির যেরূপ বচন॥
শুনিয়া হাস্যের রোল সভা মাঝে হয় গোল,
অপ্রস্তুত হয়েন রাজন।
একি বুদ্ধি সুপ্রখরা, হাড়ি যোগ্য বটে সরা,
আর শ্যাম না কহে বচন॥
একদিন মহারাজা করেন ভোজন।
আপনি করিছে রাণী পরিবেশন॥
পার্শ্বগৃহে রাজার কুমারী অন্ন খায়।
রাজ পুত্রবধূ তারে আহার যোগায়॥
শ্বশুর আহার করে ঘরে জানি মনে।
রহস্য করিছে রায় ননদীর সনে॥
ঠাকুরঝী ভাত আর চাহি কি তোমার।
অকুলান থাকে যদি লহ তবে আর॥

শুনিয়া তাহার ব্যঙ্গ রাজার নন্দিনী।
ঈষৎ হাসিয়া তারে কহিতেছে বাণী॥
রাখি নিজ জাত আর বাড়া যদি থাকে।
সঙ্কেত করিয়া যদি দেয়াও আমাকে॥
সুযোচিত বিহিত উত্তর ধনি পেয়ে।
লাজেতে মলিন মুখ রহে হেট চেয়ে॥
আপনার কাণে রাজা শুনি প্রত্যুত্তর।
সন্তুষ্ট হইল নৃপ কন্যার উপর॥
আভরণ মণিময় তালুক খেরাজ।
দানপত্র লিখি তারে দিল মহারাজ॥
কন্যার এমন কথা নাতিনী কেমন।
জানিবারে ভূপতির হইল মনন॥
শ্রীশ্যামাচরণ কহে কৌতুক বিলাসে।
এবার উত্তর ভূপ পাবে অনায়াসে॥

রাজার নাতিনীর সহিত কৌতুক।

নবীনা যৌবনী ধনী ষোড়শী রূপসী।
তার কাছে গিয়া রাজা কহে হাসি হাসি॥
কহ দেখি বিধুমুখী কোন রোগ ভাল।
শুনি ধনী বলে বাণী শুন মহীপাল॥
কহিতে অতীত কথা বৃথা যোগ্য নয়।
স্থান বুঝে টাকা যদি গড়ে মহাশয়॥
ইহা বিনা খলগণে কারে ভাল কব।
যখন যাহার ভোগ তার প্রাদুর্ভাব॥
এহেন বচন শুনি হাসে রাজ্যেশ্বর।
শ্যামা কহে সমুচিত বিহিত উত্তর॥

রাজা রাণীর সহিত কৌতুক।

তাহারে অনেক মুদ্রা দিয়া অলঙ্কার।
রাণীর সঙ্গেতে রঙ্গ করে আরবার॥
আমারে তোমার পিতা দিয়াছিল বিয়া।
এত সুখ ভুঞ্জ তুমি তাহার লাগিয়া॥
স্বর্ণময় অলঙ্কার জড়োয়া জড়িত।
সর্ব্বাঙ্গেতে গজমতি হয়েছে শোভিত॥
নানাবিধ বস্ত্র পর কেবা হেন পায়।
কত আর দান কর যাহা ইচ্ছা যায়॥
অন্য ঘরে হইলে পরে হইত কত দুঃখ।
শুনি বাণী কহে রাণী করিয়া কৌতুক॥
গণ্ডমূর্খ পিতা মোর নাহি ছিল জ্ঞান।
নবাবের ঘরে মোরে নাহি দিল দান॥
তোমার নিকটে স্বর্ণমল নাহি পায়।
সে হলে সে সাধ মোর পূরাইত রায়॥
ধনে মানে কুলে শীলে সমভাব দেখি।
কেবল সোনার মলে হইলাম ফাঁকি॥
বুঝিল আভাসে রাজা কটুভাষা বলে।
কেবল ধনের মান্য কুলে নাহি মিলে॥
কেশরকুণীয় গালি যবনান্ত তায়।
ব্যঙ্গ করি পাটরাণী কহিল আমায়॥
সত্য কথা মিথ্যা নহে কি বলিব তারে।
অধোমুখে মহারাজ চলিল বাহিরে॥
শ্রীশ্যাম কৌতুক করে নৃপতিরে কহে।
নারীর এমন কথা প্রাণে নাহি সহে॥
করিতে আমারে বন্দী সাজায় কুঞ্জরে।
তাহার উপরে বৈসে রাজ্যের ঈশ্বরে॥
চালায় কুঞ্জর বেগে আগে ডঙ্কা যায়।
হেনকালে অপরূপ দেখে তথা রায়।
সরোবরে ধীবর ধরিছে মৎস্যগণ।
সেইকালে তথায় এক আইল ব্রাহ্মণ॥
দর্শিত সুন্দর ছান্দ নাটুয়ার বেশ।
গলে উপবীত মোটা পেনসেট কেশ॥
কালা পাড়ি ধুতি পরা হাতে হেম ছড়ি।
পায়েতে সাঁচ্চা নাগরী টেকে শোভে খড়ি॥
রক্তচন্দনের ফোটা ভালে সুশোভন।
সরোবর তীরে আসি কহিছে সে জন॥
তিনদিন অনশন আছি উপবাসি।
কিছু মৎস্য দেও যদি তবে করি আসি॥
একথা শুনিয়া কুচ অইমন হয়ে।
চিল চিম দিল তারে সন্তোষ করিয়ে॥

ধর ধর দ্বিজবর এই দিতে পারি।
শুনি হস্ত পাতে বিপ্রবর তার ঘরাঘরি॥
করেতে লইয়া মৎস্য হয়ে হৃষ্ট মন।
অকাতরে হৃষ্টমনে করিছে চর্ব্বণ॥
সদ্যফল চুচড়া মিষ্টি আশা না রাখিব।
প্রাপ্ত মাত্রে যাহা হউক ভোজন করিব॥
আশার আশায় করে সেইতো অসার।
এত বলি সে সকলি করিল আহার॥
আপন নয়নে নৃপ দেখি হেন কাজ।
বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হয় ভাবে মহারাজ॥
এমন অদ্ভুত কর্ম্ম জন্মিয়া না হেরি।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু বুঝিতে না পারি॥
এতবলি আঁখি ঠারে কোতয়াল পরে।
লয়ে চল দ্বিজবরে আমার হুজুরে॥
আজ্ঞা মাত্র কোটাল ধরিয়া লয়ে যায়।
এখানে বেগেতে রাজা কুঞ্জর চালায়॥
আসিয়া বসিল রাজা দিয়ে রায়বার।
পাত্র মিত্র ভৃত্য আদি আইল সভায়॥
রাজা বলে সকলেরে শুনহ কারণ।
বড়ই অদ্ভুত আজি করেছি দর্শন॥
ধরিয়া চিঙ্গড়িমাছ এক দ্বিজবর।
অপাকে ভোজন করে পুলক অন্তর॥
দেখিয়া তাঁহার কার্য্য হতবুদ্ধি আমি।
পাগল না হলে বিপ্র বোধ হয় কামী॥
আসিতে আদেশ আছে আমার সভায়।
বিশেষ বৃত্তান্ত ইহা জিজ্ঞাসিবে তায়॥
কহিতে কহিতে কথা হাজির হুজুরে।
সভাসদে নৃপতি দেখান আঁখি ঠেরে॥
শ্রীশ্যামাচরণ ভণে শুন মহারাজ।
রসার হেতু দ্বিজবরের এই কায॥

রাজা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

ভূপতি সম্ভাষ করে, কহে সেই দ্বিজবরে,
হাস্যমুখে অপাঙ্গ নিহারে।
কি জাতি কাহার সুত, কোথায় কর বসত,
সত্য তত্ত্ব কহহে আমারে॥
কি কারণে মীনগণ, অপাকে কর ভক্ষণ,
ইহার কারণ হে কহিবা।
শুনে সেই দ্বিজবর, কহে মৃদু মৃদু স্বর,
উত্তর তাহার আর কিবা॥
রসপুরে মম ধাম, রসিক আমার নাম,
রসরাজ দ্বিজের নন্দন।
রসময় জাতি কুল, বিভূষণ রসফুল,
রসরঙ্গ অঙ্গ আভরণ॥
রসনাট রসপাট, মোর দেশে রস হাট,
রসনায় সরস বচন।
রস সরসীর বারি, স্নান পান রস করি,
চারিরস রসজ ভোজন॥
রস শয্যাতে শয়ন, রস আশ সর্ব্বক্ষণ,
রসের বালিস শিরতলে।
রসিকার প্রাণ ধন, অরসিকের বিষ হেন,
বিরসে পাঠাই রসাতলে॥
রসবাক্য রস পান, মুখে জপি রস নাম,
প্রেমরস আমার জীবন।
রস ছাড়া নাহি থাকি, রসিকা স্বপন দেখি,
রসাভাবে সদা মোর মন॥
সুজন রসিক হলে, তার সঙ্গে মন মিলে,
নীরসে নিরাস সর্ব্বক্ষণ।
তুমিতো রসিক জন, রসতন্ত্রেতে প্রবীণ,
শ্যাম রসে প্রধান রাজন॥
রাজা কহে ভাল ভাল বিস্তার করিয়া বল,
চর্ব্বরস রস কি প্রকার।
শ্রীশ্যাম কৌতুক ছলে, রাজারে বিশেষ বলে,
যে হেতুক এই দশা তার॥

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নারীর রূপ বর্ণনা।

ব্রাহ্মণ কহেন রাজা শুনহ আরতি।
যে কারণ আমার ঘটিল এদুর্গতি॥

লম্পট স্বভাব মোরা ভ্রমি নানা স্থানে।
বিল্বগ্রামে এক নারী দেখিনু নয়নে ॥
কক্ষেতে গাগরি করি বারির কারণ।
সরোবর কূলে আসি দিল দরশন ॥
কিরূপ হেরিল আঁখি সেইতো সময়।
অপাঙ্গ ঈষৎ ভঙ্গ অনঙ্গ দহয় ॥
প্রফুল্ল কমল মুখ দশন কেশর ॥
অলকা ভ্রমর তাহে বৈসে নিরন্তর ॥
মৃদুভাষী মুখে হাসি যেন জ্যোৎস্না জ্ঞান।
আনিবারে সুধাক্ষরে চকোরের প্রাণ ॥
ফুলধনুসম তনু ভুরুযুগ খানি।
সম্মোহন পঞ্চবাণ নয়ন বাখানি ॥
আকর্ণ টঙ্কার তাহে বিষম কটাক্ষে।
স্মরে জরে যারে হেরে তার নাহি রক্ষে ॥
খগ ওষ্ঠ নহে শ্রেষ্ঠ জিনি তিলফুল।
সিন্দুর বিন্দুর শোভা সে আভা অতুল ॥
শনিত দলিত ওষ্ঠ কোথা বিম্বফল।
তড়িৎ জরিত স্বর্ণ সে কর্ণের তুল ॥
কুমদ ঘুঁচলা মদ কর্ণ তার হেরে।
দিবসে অবশে থাকে মুদিয়া অন্তরে ॥
করিকর নহে কর উপমা মৃণালে।
দেখি কর পেয়ে ডর লুকাইল জলে ॥
পয়োধর কিবা তার তুলনা না হয়।
দাড়িম্ব কদম্ব ফাটে শিহরিয়ে রয় ॥
মেরু শৃঙ্গ হয় ভঙ্গ অনেক অতুল।
শ্রীফল অদ্যাপি বল সেও নহে তুল ॥
কামরূপ সুধা কূপ নাভির গহ্বর।
সুরাসুরে দ্বন্দ্ব করে যাহে নিরন্তর ॥
ত্রিবলি কি বলি রজু কামের আসন।
যাহে খর নিরন্তর আছেন মগন ॥
কিবা কটি পরিপাটী অতি ক্ষীণ তার।
পশুরাজ পায় লাজ হেরিয়ে মাঝার ॥
ডমুরু কহিল গুরু মধ্যে শব্দ হেরে।
লজ্জাভরে হরকরে পলায় সত্বরে ॥
পরশার সবিস্তার নিতম্ব তাহার।
কুর্ম্ম পৃষ্ঠ হৈতে শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট আকার ॥
রম্ভাতরু সঙ্গে ঊর্দ্ধ উপমা না হয়।
পদাঙ্গুলি যেন কলি চাঁপা ফুলময় ॥
পদতল ঝলমল তরুণ অরুণ।
তাহা দেখি দ্বিজরাজ ভাবে মনে মন ॥
নখপরে নিশাকরে দশ খণ্ড হয়ে।
অগ্রেতে কলঙ্ক রাখি রহে যে লুকায়ে ॥
চলন বারণ হেরি কাননে পলায়।
রাজহংস সহ বংশ দেখিয়া তাহায় ॥
লাজ পেয়ে দহে হিয়ে স্থান নাহি পায়।
সলিলে প্রবেশ করে গায়ের জ্বালায় ॥
দেখিলে অখিলে তার ধৈর্য্য দূরে যায়।
দ্বিজগ্রামে দহে কামে কে বাঁচিবে তায় ॥

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর পলায়ন।

সরোবরে সেই ধনী একাকিনী চলে।
মনোহরা মনহরে অপাঙ্গের ছলে ॥
দেখা মাত্র মন প্রাণ আমার হরিল।
কটাক্ষ আমার পক্ষে বিপক্ষ হইল ॥
অচেতন করে মোরে বোবা সম রই ॥
চলিতে না চলে পদ কথা নাহি কোই।
কতক্ষণে কহিলাম তুমি থাক কোথা।
উত্তর করিল মোরে কেন কহ বৃথা ॥
নিরুত্তর করি মোরে রামা গেল ঘর।
এখানেতে আমি হই অন্তরে অন্তর ॥
আহার আয়াস নিদ্রা ভাল নাহি লাগে।
কেবল তাহার রূপ মনে মনে জাগে।
এই মনে অভিলাষ কিসে পাব তারে।
সে রজনী গত হয় শুন তার পরে ॥
প্রাতঃকালে আমি গিয়া বসি সেই ঘাটে।
সে জানে কেবল জ্বালা যে পরে সঙ্কটে ॥
প্রহর প্রহরী হয়ে সেই ঘাটে থাকি।
শেষে সেই ধনী আসে দূর হৈতে দেখি ॥

যেমন চাতকগণ দেখি মেঘরাজ।
হৃষ্টমন হয় তার সিদ্ধ হেতু কায॥
কতমত কথা কহি করিয়া চাতুরী।
কোনমতে বর্গ নাহি মানে সেই নারী॥
ভয় মৈত্র শঠতায় করিয়ে প্রকাশ।
তার পরে কপটে কামিনী দিল আশ॥
কহিল নিতান্ত যদি না ছাড়িবে মোরে।
তবে আজি নিশি শেষে যাবে মম ঘরে॥
কহি কিছু সঙ্কেত করহ অবধান।
করতালি দিও গিয়ে যথা মমস্থান॥
আমার হইল মন তব ভাব জেনে।
দিবসেতে এইখানে ছেড়ে দেহ বেনে।
লোকেতে দেখিলে পাপ হইবে প্রকাশ।
ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট না পুরিবে আশ॥
ইহা বলি হাস্য করে নয়ন অপাঙ্গে।
হরিল আমার মন কুগতি কুসঙ্গে॥
বিশ্বাস করিয়া আশ ছাড়িলাম আমি।
কহিল অবশ্য অদ্য রাত্রে যাবে তুমি॥
এখানে আমার আর বিলম্ব না সয়।
তৃষ্টিত অগ্রেতে কোথা বল বারি ধায়॥
হইল সন্ধ্যার কাল অঙ্গ অদর্শন।
তাহার কানাছে আমি রহি যে গোপন॥
মশা ডাঁশে দংশে তাহা মারিতে না পারি।
পাছে শব্দ হয় ভাবি গ্রাহরূপে সারি॥
হাঁচি কাশী পাইলে যে-বিষম যন্ত্রণা।
বদনে বসন দিয়ে করি হে সান্ত্বনা॥
হেনকালে সেই নারী কহে পতিপাশে।
আধ মিষ্ট মৃদুস্বরে মন্দ মন্দ ভাসে॥
শুন শুন ঠাকুর আমার নিবেদন।
এক বেটা মনাকাটা করে জ্বালাতন॥
আমার আশয়ে ফিরে ধরে কত বার।
ফাঁকি দিয়ে আসিয়াছি গোচরে তোমার॥
বড়ই দুরন্ত সেই লম্পট ব্রাহ্মণ।
আজি অর্দ্ধরাত্রে তার হবে আগমন॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহে কেমন প্রকার।
নারী বলে তাহারে ছাড়াম অতি ভার॥
আমরা দুজন বিনে নাহি প্রতিবাসী।
দেখিবে যখন হবে অর্দ্ধনিশি আসি॥
সেইতো লম্পট শঠ ব্রাহ্মণ গোঙার॥
আমি পলাইতে পারি তোমার ব্যাপার।
শুনিয়া শিহরিয়া দ্বিজ বলে কিবা করি।
নারী বলে চল যাই ত্যজি এই পুরী॥
এই বেলা দ্রুতচল যেন সে না জানে।
ইহা বলি দুই জনে চলে অন্য স্থানে॥
নারীর করেতে বারিপাত্র মাত্র রয়।
ব্রাহ্মণের শিরে বোঝা মোট বিপর্য্যয়॥
দ্রুতগতি চলে তারা ত্যজি নিজদেশ।
পশ্চাৎ চলিনু আমি জানি সবিশেষ॥
মনে মনে ভাবি তার শঠতার গুণ।
হৃদে কালি মুখে কালি এমন বিগুণ॥
যাহ'ক কোথায় যায় করিব নিশ্চয়॥
পরেতে হইল যাহা শুন রসময়।
দুই তিন ক্রোশ পথ করিয়া গমন।
দ্বিজের শৌচের বেগ ঘটিল তখন।
বসিল শৌচেতে বিপ্র পগারের আড়ে।
ঐ ছলে সেই মোট আমি লই ঘাড়ে॥
পায় পায় বেগে আগে চলে যাই আমি।
নারী বলে ধীরে ধীরে চল ওহে তুমি॥
সুপথ ত্যজিয়া বনপথে আমি যাই।
যেই মনে তার সনে দেখা নাহি পাই॥
ক্রমে ক্রমে নিশি শেষ হইল যখন।
উভয়ে উভয় জন করি নিরীক্ষণ॥
হাসিয়া তাহারে আমি কহিনু বচন।
যার তরে ত্যজ দেশ এই সেই জন॥
দেখিয়া আমারে ধনি অন্তরে শিহরে।
মুখেতে রাখিয়া মান সমাদর করে॥
নারী কহে কেন আর কর পরহেন।
এখন তোমার আমি হৈনু চিরদিন॥

উতলায় কিবা সুখ হইবে সন্তাপ।
বাসা নিরূপণ কর তথা দোঁহে রব॥
পূরাইব অভিলাষ তথা দুইজনে।
তুমি মম স্বামী লোকে ইহা যেন জানে॥
এত বলি ভুলাইল মানস আমার।
কহিলাম কোন গ্রামে বল যাব আর॥
নারী কহে যে দেশে না আছে জ্ঞাতিজন
সেই দেশে অনায়াসে রব সর্ব্বক্ষণ॥
শুনি কহি নামা গ্রাম চল সেই থানে।
নারী বলে সর্ব্বত্রেতে আত্ম সম্বোধনে॥
পরে তার পিতৃধাম ছিল যেই দেশে।
আমার পোড়ার মুখে বাহিরায় শেষে॥
শুনি ধনী বলে বাণী কি নাম কহিলে।
জন্মিয়া না শুনি এসো তথা যাই চলে॥
এত বলি মোট মোর মস্তকে চাপায়।
মরাল জিনিয়া ধনী আগু আগু যায়॥
পঁহুছিয়া সেই দেশে কহি তারে আমি।
এই মনোরম স্থান কোথা রবে তুমি॥
ধনী কহে উত্তম আবাসে গিয়া রব।
আর কিছু দূরতর অগ্রসর হব॥
কহিতে কহিতে কথা পিতৃবাসে যায়।
আমার মস্তক হইতে বোঝাটা নামায়॥
বসায়ে বাহিরে মোরে গেল অন্তঃপুরে।
পিতা মাতা তাহারে যে সন্তোষ না করে॥
ধনী বলে পতি সঙ্গে করিয়া কোন্দল।
আসিয়াছি হেতাকারে সকল মঙ্গল॥
অনেকক্ষণের পর দাস একজন।
আসিয়া কহিল বেটা নিষ্ঠুর বচন॥
বলে উঠ উঠ মুটে যাও নিজ ঘরে।
বেতন ত্রিপণ কড়ি গণে লহ করে॥
সবে বলে মুটে মুটে শুনিতে বিষাদ।
সাধেতে ঘটিল রাজা এমন প্রমাদ॥
নিশ্চয় জানিনু মনে বিষম চাতুরী।
কখন না হেরি শুনি হেন দুষ্টা নারী॥

কতেক চাতুরী করি আমারে বঞ্চিল।
আশায় আশায় রাখা সে আশা বিফল॥
উদয় হইলে আশা করিবে পূরণ।
গহরি করিলে হরি করেন বঞ্চন॥
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্য এই কথা সার।
আশার আশা কভু না রাখিব আর॥
আশার আশয়ে মধুমক্ষিকারগণ।
কতশ্রমে সঞ্চে মধু করিয়ে যতন॥
নৈরাশ করয়ে অন্যে যে করে হরণ।
শৃগালের ধনুর্গুণ যেমন ভোজন॥
কেবল আশার আশে মারীচি গো জলে।
আকাশ ফুলের ন্যায় শাস্ত্রে ইহা বলে॥
তাহার কারণ এই শুন মহারাজ।
কাঁচা মাচ খাইতেছি নাহি ঘৃণা লাজ॥
কি জানি রাখিলে যদি অন্য কেহ খায়।
তবেতো না হবে ভোগ বিয়োগ আশায়॥
তেকারণে আশার অসার এই সার।
অসার আশয়ে রয় সেই দুরাচার॥
শ্রীশ্যাম কহেন আশা কর্ম্মের বন্ধন।
আশাত্যাগী অনুরাগী জীবন মোচন॥

দশ চক্রে ভগবান ভূত।

শুনিয়া তাহার বোল, সবে করে হাস্যরোল,
গণ্ডগোল কোলাহল হয়।
কেহ মৃদু হাস্য করে; কেহ কারে আঁখি ঠারে,
কেহ বলে ভাল মহাশয়॥
কেহ বলে এ সংসারে,নাহি দেখি অন্য কারে,
তোমা সম জ্ঞানের সাগরে।
অন্য কেহ ভাগ্য ভঙ্গে, দরশন তব সঙ্গে,
অপাঙ্গে সরঙ্গে রঙ্গ করে॥
শুনি সেই রসময়, রসান্বিত ভাবে কয়,
দশচক্রে ভগবান্ ভূত।
দশ মুখে যশোধর্ম্ম, একের নহে সে কর্ম্ম
দশে হিত করে বিপরীত॥

শুনি রাজা কহে বাণী, কহ দেখি সে কাহিনী,
ভগবান ভূত কি প্রকারে।
এতেক বচন শুনি, শ্রীশ্যাম কহিছে বাণী,
শুনে রাজা হরিষ অন্তরে॥
উদয়া নগরে ধাম, ভীষণ রাজন নাম,
মহারাজ অতি ভাগ্যধর।
উপমা নাহি উচিত, স্বর্গে রাজা পুরোহিত,
মর্ত্ত্যে সেও তাহার শ্বশুর॥
পাত্র মিত্র সভাজন ভৃত্য আদি অগণন,
দানে রাজা দধীচি যেমন।
ভগবান নামে তার, আছিল খেজমতগার,
শুন তার রহস্য বচন॥
রাজা অতি ভালবাসে, রোষে তোষে পরিতোষে
অনায়াসে বিপদে নিষ্কৃতি।
সভাস্থ জনের কথা, ভূপতি করে অন্যথা,
নহে কথা ভগার অসারবতী॥
সভাজনে যদি বলে, অশ্ব চারি পদে চলে,
ভগবান তিন যদি কয়।
রাজা বলে তিন হবে, ভগা নাহি মিথ্যা কবে,
সভাস্থের সত্যে অপ্রত্যয়॥
সভাজনে যদি কয়, দেখ চক্ষে মহাশয়,
হয় হয় চতুঃখুর ধারী।
রাজা বলে আর কেন, কর মোরে জ্বালাতন,
ভগবান না জানে চাতুরী॥
এইরূপ ভগবান, রাজার স্বরূপজ্ঞান,
যাহা করে রাজারে তা হয়।
পাত্র মিত্র দেখে রঙ্গ, ছাড়াইতে তার সঙ্গ,
মনে মনে করিল নিশ্চয়॥
বান্দুরে জনার কপি, যাহা বলে তাহা জপি,
রাজা ভগবানের তেমন।
যদি কৃপা করে কালী, ইহার বিহিত কালি,
চুন কালি করাব ভূষণ॥
কহিতে ভাবিতে ভগু, অস্ত হৈল যে মার্ত্তণ্ড,
ভগবান নিকেতন চলে।
পরে পাত্রমন্ত্রিগণ, দ্বারিকে করে বারণ,
রাজ আজ্ঞা শুনবে সকলে॥
ভগবান চুরীকরে, গিয়াছে আপন ঘরে,
রাজা তারে হয়ে ক্রোধমন।
দরিদ্র বলিয়া তারে, দোষ দণ্ড মাপ করে,
আসিবারে হুকুম বারণ।
যদি কেহ তারে ছাড়ে, দমনে ভাঙিবে হাড়,
শিরচ্ছেদ তখনি তাহার।
শুনি তাহা সত্য জ্ঞানে, সেই বাক্য শিরে মানে
ভগা নাহি জানে সমাচার॥
নিশিশেষে প্রাতঃকালে, ভগবান দ্রুত চলে,
দ্বারপালে দিল দরশন।
দ্বারিগণ তারে বলে, আজি পুন কেন এলে,
তোমারে কে ছাড়িতে বারণ॥
ব্যঙ্গ বোধ ভগবান, ফটক ভিতরে যান,
দ্বারপাল কহিছে তখন।
ছাড়ে আরে ছুরাচার, কথা না মান আমার,
যাইবারে না পাবে এখন॥
যদি যাও জোর করে, কেবা আর মানে তোরে,
যার মানে মানি তার মানা।
এক পদ বাড় হৈলে, তবে তো গুমান ফেলে,
কানে ঠেলে ফেলিবে ছজনা॥
শুনি ভয়ে ভগা কাঁপে, একথা না জানে ভূপে,
আমনার অহুল মন্ত্রণা।
যদি আমি কোনরূপে, দেখা দিতে পারি নৃপে,
না হইলে কেবল যন্ত্রণা॥
এত ভাবি ভগবান, বিষাদেতে গৃহে যান,
এখানেতে শুন বিবরণ।
দিবা হৈতে অবসান, না আইল ভগবান,
বারে বারে সুধান রাজন॥
পাত্রমিত্র কহে রায়, বুঝি ভগবান রায়,
হইয়াছে অসুস্থ বিষম।
কালি রাত্রি ভেদ তার, হয়েছিল বার বার,
বমন তাহার বার সম॥

বয়সে থাকিতে পতি হয়েছি বিধবা।
লৌহখাড়ু হাতে দে আয়ৎ রাখে কেবা॥
হেঁটে কাদি অভাগিনী পেটে অন্ন নাই।
ভাল মন্দ কোন দ্রব্য জন্মিয়া না খাই॥
কালা মুখ লোকে দেয় চুন কালি গালে।
এমন অভাগা পতি আমার কপালে॥
ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে দিবা অবসানে।
আসিবামাত্রেতে দ্বিজ আপন সদনে,
পাদ্য আদি দূরে থাক সেকথা কে ধরে।
অবিরত কটু ভাষে তিরস্কার করে॥
ঠিনমিশ অহর্নিশি বিমরিষ মন।
লাঞ্ছনা করয়ে রামা সদা সর্ব্বক্ষণ॥
পিপাসায় যদি চায় দ্বিজবর বারি।
কখন সম্মুখে নাহি দেয় তার নারী॥
আপনার দুঃখ বিপ্র যদি তারে কয়।
মারিতে তাহারে উঠে হেন জ্ঞান হয়॥
এইরূপে দ্বন্দ্ব সদা কপালের ফলে।
অভাগার সুখ নাহি কোন কালে বলে॥
সদা দ্বন্দ্ব দেখি বিপ্র করে অনুমান।
নিশ্চয় ভাবিনা মনে না রাখিব প্রাণ॥
একে মরি মনোদুঃখে ভিক্ষায় নির্ভর।
নারীর বচন খাঁড়া মড়ার উপর॥
গলে রজ্জু দিয়ে আমি হইব বিরতি।
নাহিলে এ দুঃখে মম নাহিক নিষ্কৃতি॥
এত ভাবি রজ্জু হস্তে যাইয়া কাননে।
তরুতে বান্ধিল ফাঁস আপনার মনে॥
হরিরে স্মরণ করি বিপ্র অবশেষে।
ফাঁস করে ধরে দেয় নিজ গলদেশে॥
হেনকালে মনে ভাবে বিপ্রের তনয়।
সবুরেতে মেওয়া ফলে সর্ব্ব লোকে কয়॥
মরণ অধিক মন্দ কি আছে সংসারে।
দেখিব কেমন মেওয়া ফলয়ে আমারে॥
ক্ষণেক বিলম্ব মনে সবুর তখন।
সে বন ছাড়ায়ে বিপ্র যায় অন্য বন॥

ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয় তিলেক না রয়।
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ যেই কাল হয়॥
সে বনে বিপ্রের সুত মারিবারে চায়।
মরিতে না পারে ভাবে সবুর কোথায়॥
এইতো অনেক কাল অতীত হইল।
এখন সবুর গাছে ফল না ফলিল॥
আর কিছু কাল আমি করিব সবুর।
এত ভাবি অন্য বনে চলে দ্বিজবর॥
ক্রমে ক্রমে নানা বন আক্রম করিয়া।
সবুরের আশে দ্বিজ রহিল বসিয়া॥
হেনকালে এক নারী অতি কদাকার।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে শোভিতেছে তার॥
হীরা পান্না চুনি মণি সে ধণীর অঙ্গে।
একাকিনী কামিনী সে কেহ নাহি সঙ্গে
তাহারে দেখিয়া দ্বিজ বনেতে লুকায়।
দেখিবে মানস তার কি করে হেথায়॥
সেই স্থানে কাম্যকূপ দ্বিজ নাহি জানে।
কেবল বিষাদ ভাবে আপনার মনে॥
কাম্যকূপতত্ত্ব নারী জানিয়া কারণ।
আসিয়াছে কাম আশে ত্যজিতে জীবন॥
কূপের নিকটে গিয়া খেদে রামা কয়।
শুন শুন কাম্যকূপ তোমার পরিচয়॥
আমিতো রাজার নারী কুমারী রাজার।
আমা সমা কদাকার নাহি হয় আর॥
একারণ সর্ব্ব সুখ থাকিতে বঞ্চনা।
অভাগীর প্রতি পতি সদা করে ঘৃণা॥
সঙ্গিনীগণের সঙ্গে রঙ্গে রাজা রয়।
আমারে দেখিলে কভু কথাটি না কয়॥
কোন দোষ নাহি মোর কেবল কুরূপা।
ধর্ম্মময় কাম্যকূপ মোরে কর কৃপা॥
কাম্যকূপ বিবরণ শুন সর্ব্বজন।
একটি মানস জীবের করেন পূরণ॥
দুই আশা বলে ভাষা যদি পড়ে তায়।
ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ অধঃপাতে যায়॥

একারণ এক বাক্য ঐক্য রাখি চিত্তে।
কহিতে লাগিল ধনী ধর্ম্মের সাক্ষাতে॥
ভুবন মোহিনী হব যুবতী সদাই।
আমার কটাক্ষে রক্ষা দেবযক্ষে নাই॥
এত বলি কাম্যকূপে পড়িল কামিনী।
উঠিল হীরার অসি অদ্ভুত কাহিনী॥
এক চোটে ধড় মুণ্ডে দুই খান তার।
দ্বিজবলে সবুরেতে মেওয়ার প্রচার॥
সবুর করিনু যেই তাহার কারণ।
সুসভ্য কাম্যের কূপ হইল দরশন॥
এত ভাবি দ্বিজবর কামনা অন্তর।
চলিল কাম্যের কূপে পড়িবার তরে॥
তথাপি ভাবিছে মনে ক্ষণেক সবুর।
কি ফল বিস্তার হয় ইহার উপর॥
কিঞ্চিত সবুর করি পরেতে মরিব।
ভরসা হয়েছে মনে সম্পত্তি পাইব॥
কহিতে কহিতে আর এক নারী।
উপনীত হইল আসি দ্বিজ বরাবরি॥
দেখিতে সুন্দরী অতি দুঃখিনীর বেশ।
কাম্যকূপ প্রদক্ষিণ করে অবশেষ॥
পরে কহে উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্ম সাক্ষী থাক।
কাম্যকূপে ত্যজি প্রাণ অন্তরীক্ষে দেখ॥
এমন রূপসী আমি ষোড়শী যৌবনী।
দরিদ্র আমার কান্ত আমি সে দুঃখিনী॥
অন্ন বিনা ছিন্ন প্রায় বস্ত্র নাহি দেহে।
এমন দারুণ দুঃখ পরাণে না সহে॥
অতএব বলি ধর্ম্ম সাক্ষী থাক তুমি॥
সপ্তদ্বীপ রাজা যেন হয় মোর স্বামী॥
এত বলি সেই ধনী ত্যজিল পরাণ।
দেখা দেখি দ্বিজবর মরিবারে যান॥
তথাপি সবুর গাছে আর মেওয়া চায়।
ক্ষণেক সবুর করি বনেতে লুকায়॥
পরে এক রসবতী আসি উপনীত।
বদন শরদ ইন্দু ভূষণে ভূষিত॥
আসি ধর্ম্ম সাক্ষী করে সেও ত্যজে প্রাণ।
বলে কাম্যকূপ মোরে কৃপা কর দান॥
চিররোগী ছিল পতি সেহ না রহিল।
অভাগীর প্রাণে আর নাহি কিছু ফল॥
এবার জন্মান্তে পতি হবে যেই জন।
অজর অমর হবে এই মোর মন॥
এত বলি সেই নারী ত্যজিল জীবন।
তথাপি সবুর দ্বিজ ভাবে মনে মন॥
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ নাহিক সংশয়।
ক্ষণেক সবুর দেখি কিবা মোর হয়॥
এত ভাবি হৃষ্ট মনে রহে দ্বিজবর।
আর এক নারী যায় বনের ভিতর॥
আসি ধনী কাম্যকূপে কাম আশে পড়ে।
বলে এ কামনা যেন মোর না বাহুড়ে॥
রসিকা বালিকা আমি কত বাক্য জানি।
গণ্ডমূর্খ পতি মোর তাপে দহে প্রাণী॥
এবার আমার পতি হবে যেই জন।
বিচারে জিনিবে সেই এ তিন ভুবন॥
এত বলি কাম্যকূপে ত্যজিল পরাণ।
দেখি বিপ্র আর বার মরিবারে যান॥
তথাপি সবুর ফল করিয়া অভয়।
বনে বসি সংগোপনে রহিল তথায়॥
হেনকালে আর এক নারী উপনীত।
কাম্যকূপ প্রদক্ষিণ করিয়ে ত্বরিত॥
বলে মনোদুঃখে মরি পতির কারণ।
দেখিতে কুৎসিত পতি অতি কুগঠন॥
সতীর না হলে পতি মনের মতন।
সদাই অসুখ তাহে জীবনে মরণ॥
অতএব কাম্যকূপে ত্যজিছে পরাণ।
এবার হইবে পতি মদন সমান॥
এত বলি সেই নারী ত্যজিল জীবন।
অতঃপর দ্বিজবর ভাবে মনে মন॥
দেখিল নয়নে দ্বিজ সবুরের ফল।
একে একে দেখি পক্ক হইল প্রবল॥

দ্বিজ বলে একটি মানসপূর্ণ করে।
ইহার অধিক আর মেওয়া কোথা ধরে॥
ধর্ম্ম সাক্ষী করি দ্বিজ বলিছে তখন।
পাইয়াছি বহু দুঃখ যাবত জীবন॥
এই সে সময় মোর শুন ধর্ম্মেশ্বর।
দীনহীন করি কৃপা আশা পূর্ণ কর॥
পড়িল যে সারি সারি এই পঞ্চ নারী।
জন্মান্তে ইহারা হবে রমণী আমারি॥
এই অভিলাষ এক অন্য নাহি সাধ।
কৃপা করি ধর্ম্মরাজ করহে প্রসাদ॥
এত বলি পতন হইল সেই বারে।
কিবা রূপ মেওয়া ফল সবুরে প্রচারে॥
সবুরে হইল মেওয়া মরণ সময়।
গলে রজ্জু দিলে পরে অধোগতি হয়॥
সবুর করিয়া বনে জিভিল সে জন।
তথাপি সবুর করি যায় অন্য বন॥
সে বনে না ত্যজি প্রাণ যায় বনান্তরে।
সবুর করিয়া বিপ্র কামাকূপ হেরে॥
এক দুই তিন চারি তথাপি সবুর।
পাইয়া পঞ্চম মেওয়া ফলিল প্রচুর॥
ইহার অধিক মেওয়া আর কাবে বলে।
মরণ সবুর মেওয়া বিপ্রের কপালে॥
রতি যিনি পত্নী আর সপ্ত দ্বীপে রাজা।
অজর অমর হবে বলে মহাতেজা॥
ত্রিভুবন জিনি বিদ্যা পণ্ডিত হইবে।
মদন অধিক রূপ জন্মান্তে পাইবে॥
সবুরেতে মেওয়া ফলে লোকে মাত্র বলে।
তাহার বৃত্তান্ত এই শুনহ সকলে॥
সবুরেতে মেওয়া ফলে সর্ব্বলোকে ভাষে।
প্রকাশ করিল শ্যাম কৌতুকবিলাসে॥

শুনিয়া তাহার বাণী, হরষিত নৃপমণি,
বিপ্রবরে করে ধন্যবাদ।
রাজা বলে তব কথা, শ্রবণে মনের ব্যথা,
দূরে যায় সকল বিষাদ॥
যাহা তব ইচ্ছা হয়, সত্য কহ রসময়,
দিব দান করি অঙ্গীকার।
বিপ্র বলে ধন জন, নাহি মম প্রয়োজন,
মরিলে সকল অন্ধকার।
কার নিধি অভিমান, কার নিধি কেবা পান,
আশা মাত্র মরীচিকা সার।
যখন পঞ্চত্ব হবে, এ সকল পড়ে রবে,
সব হবে ভবে কেবা কার॥
কোনজন বহু ধনে, কৃপণতা করি মনে,
একবট স্বার্থ নাহি ছাড়ে।
নাহি করে হীনজ্ঞান, মুদিলে পরে নয়ন,
স্বজন স্বধন থাকে পড়ে॥
লক্ষ মুদ্রা নিজ ঘরে, রাখি কেহ দুঃখে মরে,
প্রাণেতে না করে বিতরণ।
কোন জন পরধনে, প্রভুত্ব করি আনে,
অনায়াসে দান করে ধন॥
যার ধন তার নই, নেতো ধুবী মারে দই,
শুন কই তাহার বিশেষ।
রাজা বলে বল বল, শুনিতে অতি রসাল,
কহ দেখি তাহার উদ্দেশ॥
এ কথা কেমনে আর, কহ দেখি পূর্ব্বাপর,
নাহি জানি কি রূপ প্রচার।
রাজার বচন শুনে, দ্বিজ শ্যাম হৃষ্টমনে,
বিবরণ কহেন তাহার॥

যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দই।

আসন নগরে ছিল এক দ্বিজবর।
আপনি রমণী মাত্র ধন বহুতর॥
শত স্বর্ণ মুদ্রা সুদ পায় প্রতিদিনে।
এক পাই নাহি খায় সঞ্চয়ে যতনে॥
যদ্যপি রমণী তার কিছু সুদ লয়।
তাহাতে লাঞ্ছনা করে দ্বিজ মহাশয়॥

এমন কৃপণজন ভুবনে না থাকে।
অন্ন নাহি হয় প্রাপ্ত হেরে যে তাহাকে ॥
রন্ধন চাপায়ে যেবা তার নাম করে।
স্মরণমাত্রেতে তার তসলা বিদরে ॥
জেলে কাচা পরিধান খান বুকড়ী অন্ন।
এক কড়া মাতা পিতা সর্ব্বত্রেতে দৈন্য ॥
এইরূপ কত কাল গতায়াত করে।
বাতিক উর্দ্দান রোগ ঘটে তার পরে ॥
ধড় ফড় করে ধড় সদাই দাহন।
কবিরাজ নাহি দেখে জানিয়া কৃপণ ॥
পিপাসায় প্রাণ যায় ওষ্ঠাগত প্রায়।
তাহার রমণী কান্দে বলে হায় হায় ॥
পরেতে সুসিদ্ধ হেতু আনিয়া শর্করা।
গঙ্গাজলে ভিজাইল দুঃখিত অন্তরা ॥
পাত্রেতে লইয়া তাহা পতিরে যোগায়।
বদনে পরশ মাত্র আড় চক্ষে চায় ॥
আঁখি নাড়ি তাড়াতাড়ি বলে উহু উহু।
আমারে খাওয়ালি কেন এ মুচির গুহু ॥
আহা ম'র মরে যাই তোর দুঃখ তরে।
বিধবা হইলে কেবা অন্ন দিবে তোরে ॥
ব্রাহ্মণী বলেন পান করহ এখন।
সাত জন রাজা হয় রেখেছ যে ধন ॥
জন্মাবধি সঞ্চয় করেছ মহাশয়।
দেব দ্বিজ পিতৃজনে নাহি কভু ব্যয় ॥
উদর পুরিয়া অন্ন কভু না খাইলে।
ক্ষুধা হবে বলে দিশা নিরাশা করিলে ॥
অন্তে দন্তে নাহি দিলে বল কার তরে।
শত কোটি মুদ্রা রাখি যাও যম পুরে ॥
অতএব কপালেতে ভোগাভোগ হয়।
বুঝিলাম তব নহে তার যার ব্যয় ॥
এখন কি কর আর সঙ্গে কেবা যাবে।
পান কর গঙ্গোদক সুগতি পাইবে ॥
দ্বিজবর সেই কথা শুনিতে না পায়।
কেমনে পাইলে চিনি তাহারে সুধায় ॥
কাঙ্গালেতে কর দিয়ে কিঞ্চিত নেহারে।
দিয়ে গালি বলে শালি মজালি আমারে ॥
তবিল ভাঙ্গিয়া চিনি কিনি আনিয়াছ।
একি সর্ব্বনাশ হায় কি কর্ম্ম করেছ ॥
শত হস্ত মাটী তুমি করলো খনন।
এক কড়া না মিলিবে শুন কদাচন ॥
এক আনা চিনি কেনা ঘুচিল সকল।
গড়াইলে কোথা থাকে কলসের জল ॥
হাসিয়া রমণী বলে তবিলের নয়।
এইতো সুদের সুদ তার ব্যাজ হয় ॥
এমন কেমন করি করিল বিধাতা।
জমার খরচ শুনি দ্বিজ পায় ব্যথা ॥
এইতো সুদের সুদ এক আনা হলে।
আর পঞ্চদশদিনে এক তঙ্কা মিলে ॥
হায় কি করিলি বলি করিয়ে ঝঙ্কার।
ফেলিল চিনির জল বহু সুবিস্তার ॥
হাত পাঁচ সাত পরে ছিল কল্পতরু।
পাত্রের সহিত জল ফেলে বন গুরু ॥
তথায় শিবের লিঙ্গ আবির্ভাব ছিল।
গঙ্গাজল স্পর্শ মাত্রে বরদা হইল ॥
বর লহ বলি হর ডাকেন সত্বর।
তাহার ব্রাহ্মণী পরে করিল উত্তর ॥
সকলঈশ্বর তুমি ব্যাপ্ত চরাচর।
তোমার কৃপায় ধন আছয়ে বিস্তর ॥
অভাব কিছুই নাই পতির কপাল।
অষ্টরম্ভা ভোগ যোগে বিষম জঞ্জাল ॥
এত নিধি দিয়ে বিধি হইল বঞ্চন।
একটুকু চিনি মাত্র ভেদিল জীবন ॥
অতএব যক্ষ সম থাকিলে কি হবে।
চিনির বলদ প্রায় বৃথা আশা ভবে ॥
এই বর দেহ হর আমার বচনে।
ভোগ করে যেন পতি আপনার ধনে ॥
হর কন এই বর দিতে না পারিব।
বরঞ্চ লহ যে বর অন্য ধন দিব ॥

যার ধন সেই বিনা কেবা করে ব্যয়।
যক্ষ সম রক্ষা করে কত দুরাশয়॥
দেখ পূর্ব্বে কৃপণ আছিল যত জন।
নানা পন্থা করি ধন কৈল উপার্জ্জন॥
অসংখ্য রাখিয়া মুদ্রা না করিল ব্যয়।
মরণ কালেতে শুদ্ধ ভাবিল বিস্ময়॥
যক্ষের মধ্যেতে তারে করি যে গণনা।
সে ধন তাহার নয় ভাবে যায় জানা॥
সেই বংশে জন্মে তাহা যে করিল ব্যয়।
সে ধন তাহার হয় নাহিক সংশয়॥
রাখিলে কি হবে নিধি না হইলে তার।
ব্যয় করিবারে পারে সাধ্য আছে কার॥
অতএব এ ধনের যক্ষ মাত্র তুমি।
অন্য অধিকারী আছে সত্য কহি আমি॥
বিপ্র বলে সে কেমন শুনি ইতিহাস।
স্বোপার্জ্জিত ধন মোর সর্ব্বত্রে প্রকাশ॥
দেব বিপ্র নাহি সেবে করেছি সঞ্চয়।
কেমনে কহহ আজ্ঞা মোর ধন নয়॥
হর কহে নেতো নামে রজকরমণী।
এ ধন সকল তার আমি ভাল জানি॥
সে যদি করুণা করে তোরে কিছু দেয়।
হয় কি না হয় ভোগ তাহাতে সংশয়॥
শুনি বিপ্র পঞ্চাননে বলে ক্রোধ বাণী।
স্বস্থানে প্রস্থান এবে কর শূলপাণি॥
অন্তর্ধ্যান হইল শিব বিপ্র ক্রোধ মন।
আরোগ্য হইল মাত্র পেয়ে দরশন॥
ব্রাহ্মণ ভাবিছে হর ভাঙ্গেতে নিপুণ।
আমার আপন ধন ভোগী অন্য জন॥
আপন অর্জ্জিত ধনে জ্ঞাতি অংশ নাই।
ধোবানী কেমনে পাবে শুনিতে বালাই॥
কেমনে ধোবানী পায় দেখিব কারণ।
এত ভাবি দ্বিজবর ভাবে মনে মন॥
দ্বিজেরে শ্রীরাম বলে চিনির বাটিকা।
আশা মাত্র সার তার জলে মরীচিকা॥

সমুদ্রে দ্বিজের সকল ধন লুকান ও নেতোর প্রাপ্তি।

শিবের শুনিয়া বাণী, ক্রোধে সেই পণ্ড মুনি,
মনে মনে করিল বিচার।
যত আছে মুদ্রাগণ, বিক্রী করি ততক্ষণ,
হীরা মতি কিনিল অপার।
করি জহরাত ময়, মনে মনে ভয় হয়,
পাছে মাগী চুরী করি লয়।
তাহার কারণ দ্বিজ, আনিয়ে ভাস্কর রাজ,
তার কাছে কহে পরিচয়।
আমার বচন ধর, প্রস্তর খনন কর,
যেন বহু ধন তাতে থাকে॥
আড়ে দীর্ঘে চৌহসারি, কর দেখি কারিগরি,
শত মুদ্রা দিবহে তোমাকে।
শুনি সে সন্তোষ হয়ে, করেতে কদন্ধ লয়ে,
নির্ম্মাণ করিল পরিপাটী।
তার মধ্যে রাখে ধন, যথা সর্ব্বস্ব আপন,
সমান প্রস্তরে মুখ আঁটী॥
নির্জ্জন সিন্ধুর জলে, নিশি শেষে দিল ফেলে,
নাহি তাহা দেখে অন্যজন।
আপনি তীরেতে আসি, হইলেন তীর্থবাসী,
রহে করি কুটির বন্ধন॥
ধন শোকে দ্বিজবর, নাহি যায় স্থানান্তর,
অহর্নিশ বসি থাকে তথা।
আহার নিদ্রা যথাকালে, সকল নাহিক ফেলে
শিব বাক্য করিতে অন্যথা।
পরে শুন বিবরণ, সেই দেশের রাজন,
বাণিজ্য কারণ করে যাত্রা।
গ্রামবাসী নারীগণ, আইল স্বজন জন,
গমনের শুনিয়া সুবার্ত্তা॥
প্রত্যক্ষেতে জনে জনে, কিবা সাধ কার মনে,
সকলে সুধান মহীপাল।
যার যে কামনা ছিল, আনিতে ভূপে কহিল,
শেষে নেতো কহিল রসাল॥

রাজা বলে ধোপানী, তোমার বাসনা কি,
নেতো এত শুনি বাণী কহে।
যদি মোরে দয়া কর, নয়নে প্রস্তর হের,
পাট আড় দীর্ঘ সম রহে॥
দেখিবে যেখানে তুমি, আনিবে কহি যে আমি
সেই মোর মন অভিলাষ।
সেই কথা রাখি মনে, চলে ভূপতি পাটনে,
বানিজ্য করিয়া এসে বাস॥
আসিতে আসিতে জলে, তরি তার নাহি চলে
চাড়ায় লাগিল দৈব ফলে।
নামিয়া নাবিকগণ, ঠেলাঠেলি কতক্ষণ,
করে পরে সে তরণী চলে॥
দাঁরি মাঁঝি জনপদে, সেইত প্রস্তর বাঁধে,
দ্বিজ তাহা দেখে রুষ্ট মন।
কি আছে জলেতে বলে, জন দশবার মিলে,
তুলে শিলা অতি সুগঠন॥
ব্রাহ্মণ দেখি নয়নে, শিরে করাঘাত হানে,
রাজা কহে আনরে ত্বরিতে।
নেতো ধোপানীর তরে, বিধি এই দিল মোরে
দিব তারে বসন কাচিতে॥
এত বলি তরি লয়ে, চলে রায় হৃষ্ট হয়ে,
ধারে ধারে চলিল ব্রাহ্মণ।
যথা সেনেতো ধোপানী, ধারে জলে কাচেকানি
সেই ঘাটে যাইয়া রাজন॥
এই লহ বলি তারে, প্রস্তর জলের ধারে,
ফেলি রাজা যায় নিকেতন।
যাইয়া আপন ঘাটে, স্বজন সহিত উঠে,
জয় রব হইল তখন॥
ব্রাহ্মণ তথায় থাকে, ভাবে পড়িছু বিপাকে,
এই সেই ধোপানী গন্তানী।
কহিতে নাহিক পারে, রাজা দান দিল তারে,
মরে দ্বিজ মনেতে গুমানি॥
পাথরেতে নেতো রাঁড়ি, কাচে তাতে খুড়িসাড়ি
কতদিন পরে শুন-রঙ্গ।
খুলিল যোড়ন কল, আছাড় বারির বল,
আঁটা সাঁটা যোপাটার ভঙ্গ॥
ঝর ঝর ঝরে নিধি, নেতো বলে আজি বিধি,
হইয়াছে আমায় সদয়।
তাড়াতাড়ি ভরি ঝুরি, আর ধার বোল হাঁড়ি
লয়ে যায় আপন আলয়॥
দ্বিজ দেখে কোপ মনে, বারি বহে দুনয়নে,
বলে বিধি একি বিড়ম্বন।
ধোপানী ভাবিছে দ্বিজ, বহু দিন করে পূজ,
এই স্থানে করিয়ে আসন॥
প্রকার করিয়া তারে, অর্থগ্রাহী করিবারে,
নেতো রাঁড়ি ভাবে মনে মন।
বলে কিছু হীরামতি, দ্বিজেরে করি ভকতি,
আজি আমি দিব এইক্ষণ॥
শ্রীশ্যামাচরণ ভণে, বৃথা যাবে অকারণে,
নেতো রাঁড়ি না জান কারণ।
দ্বিজের বিভব সব, বঞ্চিত হইয়ে শব,
প্রায় আছে হতেছে দহন॥

নেতোর দধি ভোজন।

একশত গজমতি লইয়া ধোপানি।
বিপ্রের সম্মুখে রাখে করি জোড়পানি॥
প্রণাম করিয়া তাকে হাস্যমুখে কয়।
গরীবের প্রতি কৃপা কর মহাশয়॥
জালার উপরে জালা কাটা ঘায় নুণ।
ক্রোধে কটুভাষে বিপ্র জলন্ত আগুণ॥
বলে শালি দূর দূর পাপী দুরাচার।
পুনশ্চ কহিলে শাস্তি হইবে তোমার॥
আর নানা কটুভাষে করিল ভর্ৎসন।
বিশেষ না জানে নেতো ভাবে মনে মন॥
অপমান ভয়ে রামা, ফিরে ঘরে যায়।
কেমনে ব্রাহ্মণে দিবে ভাবিছে উপায়॥
ব্রাহ্মণের নামে আমি রাখিয়াছি ধন।
পুনশ্চ হরিব তাহা করিয়া কেমন॥

ভাবিতে ভাবিতে তথা গোপ একজন।
দধির পসরা মাথে দিল দরশন॥
নেতো কহে শুন ঘোষ বচন আমার।
যদি এই দ্বিজবরে দধি দিতে পার॥
একশত মতি দিব দধির ভিতর।
রাখিয়া আইস তুমি বিপ্রের গোচর॥
তোমার দধির মূল্য এক তঙ্কা লও।
আমার মাথার কিরে কাহারে না কহ॥
শুনিয়া গোয়ালা দধি লইয়ে পসরা।
বিপ্রের নিকট গিয়া উত্তরিল ত্বরা॥
বলে আমি অভাজন নাহি পুণ্যলেশ।
কি দিয়ে তরিব ভবে না জানি বিশেষ॥
ব্রাহ্মণ জগৎগুরু কল্পতরুময়।
কিঞ্চিৎ স্বরস দধি লহ মহাশয়॥
এত ভাবি দধি রাখি করিল গমন।
আহার করিবে বিপ্র করিয়াছে মন॥
হেনকালে বর্গিরাজ নস্কর আইল।
সম্মুখে দেখিয়া দধি তুলিয়া লইল॥
ভয়েতে ব্রাহ্মণ কিছু বলিতে না পারে।
মনে মনে আর্ত্তনাদ বিপ্রের কুমারে॥
কাপর কাচিছেনেতো হরষিত মনে।
হেনকালে সিপাই আইল সন্নিধানে॥
কহে বেণ্ডি মেরা কাপড় জলদী সাপ কিজ।
শুনি নেতো কহে মহারাজ আব দিজ॥
ত্বরায় বসন পরিস্কার করে নেতো।
দেখিয়া তস্কর হয় অতি হরষিত॥
বলে রেণ্ডী মেরা পাশ আওর কুচ নাই।
বলিয়া দধিঠো লিজো চলিল সিপাই॥
হইল অধিক বেলা গগণে উদায়।
দধি লয়ে আহার করিতে নেতো যায়॥
চাপিতে পাথরে দধি খট মট করে।
কি আছে ভিতরে বলি নয়নে নেহারে॥
পড়িল অনেক মতি শরের সহিতে।
দেখিয়া ধোপানি তবে লাগিল ভাবিতে॥
ক্রমে ক্রমে শত মতি পাইল যখন।
নিশ্চয় আপন দধি জানিল তখন॥
ঈশ্বরে প্রশংসা করি রজকিনী বলে।
কার সাধ্য কেবা পায় তুমি নাহি দিলে॥
আমি অগ্রে দিলাম যে করি যুকতি।
না লইয়া রুষ্ট বিপ্র হইল মোর প্রতি॥
প্রকার করিয়া পুনঃ দিলাম তাহারে।
পুনশ্চ আইল ফিরে আপনার ঘরে॥
তবেত এ ধন মোর নাহিক সংশয়।
এতবলি মতি তুলি দধি অন্ন খায়॥
হাপড়ে চোপড়ে খায় গায় হরি গুণ।
পুলকে পূরিল অঙ্গ পেয়ে বহুধন॥
তদবধি পূর্ব্বাপর ছোট বড় জন।
তথায় তুলনা দেয় না জানে কারণ॥
শ্যাম কহে এই কথার সার অর্থ এই।
যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দই॥

মথুরেশ ভট্টাচার্য্যের উপাখ্যান।

নবদ্বীপ গ্রামে বাস, নামে দ্বিজ কৃত্তিবাস
বিদ্যাবান সদা জ্ঞানানন্দ।
মুখাগ্রে সাহিত্য স্মৃতি, বেদান্তে পণ্ডিত অতি,
জ্যোতির্ময় শাস্ত্রে হীন দ্বন্দ্ব॥
পুরাণেতে সুপণ্ডিত, বুদ্ধে আঙ্গিরস যুক্ত
সর্ব্ববিদ্যা সাগর সমান।
একারণ নরপতি, দিলেন তার আখ্যাতি,
বিদ্যানিধি সাগর আখ্যান।
রাজার সভাপণ্ডিত, বিচারে ভুবন জিত,
বচনে তোষয়ে নৃপবরে।
রাজদত্ত ভুঞ্জে ভূমি, শতবিঘা শূন্য জমি,
শালি শত বিঘা ভোগ করে॥
এক পুত্র পণ্ডিতের, কেমন কপাল ফের,
অন্ধ প্রায় থাকিতে লোচন।
বয়স বৎসর ষোল, করে মাত্র গণ্ডগোল,
নাহি করে সুসঙ্গে ভ্রমণ॥

দ্বিজ ধর্ম্ম দেব সেবা ক'রতে কহয়ে যেবা,
গালি দিয়া তাহারে যে কয়।
ডাণ্ডা গুলি সদা খেলে, লইয়ে ইতর ছেলে,
লিখিতে না পারয়ে ভূ ক'য় ॥
দেখিয়া তাহার তাত, মনে হোয়ে শোকান্বিত,
বলে তারে শুনরে অধম।
কেশরীর সুত হয়ে শৃগালের প্রায় রয়ে,
গেলি বয়ে বিদ্যাতে বিবোধ ॥
এখন বলিরে আমি, বিদ্যাশিক্ষা কর তুমি,
না হইলে নাহি প্রয়োজন।
আমার তনয় মূর্খ, মরমে রহিল দুঃখ,
নাহি তোর দেখিব বদন ॥
এতবলি নিজ কর্ম্মে, গেল দ্বিজ গৃহধর্ম্মে,
ফিরে আসি না দেখি তনয়।
বলে কোথা মথুরেশ, রমণী কহিল শেষ,
কুসঙ্গেতে কপাটি খেলায়।
সেহেতে ব্রাহ্মণী বলে, আর কি হবে কহিলে,
খেলাইতে গিয়াছে আবার।
শুনি দ্বিজ ক্রোধভরে, কহিছে নারীর তরে,
শুন শুন বচন আমার ॥
আমার মাথাটি খাও, যদি ধর্ম্মপথ চাও,
গুরু দ্বিজ দেবের রুধিরে।
ভক্ষণ করিবে তুমি, শপথ দিলাম আমি,
অন্ন আজি দিলেরে তাহারে ॥
গোবধ ব্রাহ্মণ লক্ষ, পাপী হবে দিলে ভক্ষ,
সেই হেতু কহিরে তোমারে।
অন্ন যদি চাহে তবে, ভস্মরাশি তারে দিবে,
এমন সন্তানে কিবা করে ॥
সত্য করাইয়ে পুন, করয়ে দ্বিজ গমন,
যথাস্থানে আছে প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণী আসিয়া ঘরে, অন্তরে রোদন করে,
কুপুত্রেতে মাতা জ্বালাতন ॥
দিবা হইল অবশেষ, এখানেতে মথুরেশ,
অন্নআশে আইল বাসায়।

অন্ন দে মা ইহা বলে, ঘরের ভিতরে চলে,
ব্রাহ্মণী ভাবিল বিষম দায় ॥
মা হয়ে সন্তানে অন্ন, না দিলে কে দেবে অন্ন,
স্বামী আজ্ঞা তাহাতে লঙ্ঘন।
তাহাতে শপথ পতি, দিয়াছে আমারে অতি,
এত ভাবি হয়ে বিচক্ষণ ॥
উভয় বজায় রাখি, তাহার উপায় দেখি,
দিল অন্ন সুদৃশ্য সুরস।
নানা উপচার পরে, ভস্ম মুটা রাখে ধারে,
মনে হয়ে অত্যন্ত বিরস ॥
হেন নিদারুণ পতি, শুনি তাহার ভারতি,
ছাই দিনু সোনার বাছায়।
তনয় গণ্ডুষ করে, পঞ্চগ্রাস করে ধরে,
শেষে হেরে ভস্মরাশি তায় ॥
হেরে জননীরে বলে, ছাই কেন অন্নে দিলে,
শুনি রামা বলে বিবরণ।
পণ্ডিতের সুত হয়ে, নীচলোক সঙ্গী লয়ে,
সদা তুমি করহ ভ্রমণ ॥
একারণ তব তাত, শপথ দিল নির্ঘাত,
তাই ছাই দিলাম তোমারে।
জননীর বাণী শুনে, অন্তরে বিবেক মনে,
উঠি সুত নমস্কার করে ॥
কান্দিয়া তনয় কহে, এই অন্ন শিরে রহে,
অন্নে মোর শতেক প্রণাম।
না খাইব না ছুইব, এদেশে নাহিক রব,
মাতা পিতা কার হেন বাম ॥
কুপুত্র যদ্যাপি হয়, কুমাতা কখন নয়,
লোক শাস্ত্রে এই কথা কহে।
সে কথা হইল বৃথা এমন না দেখি কোথা,
কার মাতা পিতা হেন রহে।
কহিতে বিদরে বুক, কারে না দেখাব মুখ,
আসে গ্রাসে ছাই দিল মায়।
এত ভাবি জননীরে, তখনি প্রণাম করে,
বিবেকেতে বনে চলে যায় ॥

শ্রীশ্যাম কহে সত্য, বিবেক বিরহে তত্ত্ব,
বস্তু নাহি কোন জন পায়।
যথায় বিবেক বর্ত্তে, সেই নর ধন্য মর্ত্তে,
নমস্কার কোটি তার পায়॥

মথুরেশের প্রবাস গমন ও জয়দ মুনির সহিত মিলন।

মনে মনে বিবেক বাসনা করি স্মৃত।
নিজদেশ ছাড়াইয়া যাইল ত্বরিত॥
একবস্ত্র পরিধান দ্বিতীয় রহিত।
সরোবর নীরে তার আহার বিহিত॥
পত্র ফল ফুল আদি যখন যা মিলে।
জীবন ধারণ হেতু ভুঞ্জে অকৌশলে॥
চলিল নিবিড় বন নাহি তার ত্রাস।
নিশ্চয় ত্যজিবে প্রাণ জীবনে নিরাশ॥
অতীব কানন মধ্যে ক্রমে ক্রমে যায়।
কেবল অরণ্য তথা দেখি ভয় পায়॥
বনচর নিরন্তর করে উচ্চ রব।
শুনিয়া দ্বিজের পুত্র স্মরয়ে মাধব॥
অস্থি চর্ম্ম অবশেষ নাহি দেহে বল।
চলিতে চরণ পথে হইল অচল॥
ক্ষণ পড়ে ক্ষণে উঠে ক্ষণে ধরাতলে।
শয়ন করিয়া কান্দে ক্ষুধা দুঃখানলে॥
এই মতগত হয় এক সম্বৎসর।
প্রভাসে উত্তরে পরে শীর্ণ কলেবর॥
দেখে তথা এক খানি আছয়ে কুটির।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ স্থান মুনির মন্দির॥
অশথ পত্রের চাল আর খুটি ভেড়েণ্ডার।
লতা রজ্জু দিয়ে বান্ধা নহে সুবিস্তার॥
শূন্য ঘর দ্বিজবর দেখিয়া তখন।
অচল হইয়া তথা করিল শয়ন॥
হেনকালে অস্তগিরি গেল দিবাকর।
আসিল কুটিরে পরে সেই মুনিবর॥
নর দেখি মুনি কহে তুমি কোন জন।
সত্য বাক্য কহ মোরে না কর ভণ্ডন॥
মিথ্যা বাক্য যদি কহ করে প্রতারণ।
তবেত করিব ভস্ম দেখিবে তখন॥
শুনি মৃদু মৃদু বাণী কহে মথুরেশ।
আদ্য অন্ত সমুদয় করিয়া বিশেষ॥
জননীর হেন কর্ম্ম শুনি মুনিবর।
কৃপাদৃষ্টে চাহিলেন তাহার উপর॥
না কান্দ না কান্দ বিপ্র কহে বারেবার।
তোমার সকল দুঃখ করিব সংহার॥
যে বিদ্যা যে ধনে তব আছে অভিলাষ।
অবশ্য তোমার আমি পুরাইব আশ॥
শ্রীশ্যাম তাহারে বলে কি ভাবনা আর।
সৎগুরু পাইলে এবে ভবে হবে পার॥

মথুরেশের মন্ত্র সিদ্ধি ও নবদ্বীপ যাত্রা।

মুনি কহে এক কথা সুধাই এখন।
দীক্ষা শিক্ষা হইয়াছে কি আছ বঞ্চন॥
মথুরেশ বলে প্রভু কিছুই না জানি।
আমার সমান আর না আছে অজ্ঞানী॥
শুনি তুষ্ট মুনিরাজ বলে ভাল বটে।
স্নান করি আইস দ্রুত আমার নিকটে॥
আজি তবে সংস্কার করিব তোমার।
শুনি স্নান করি পুন আইল কুমার॥
এখানেতে কল্পতরু হয়ে স্থির রয়।
দিবে যে অমূল্য ধন যাহা ভাগ্যে হয়॥
বাহ্যকার্য্য শূন্য হয় ধ্যানেতে বিভোর।
হেনকালে মথুরেশ আসিল গোচর॥
ঋষি বলে নিজ মন্ত্র তারে করে দান।
পুন হায় হায় করে পেয়ে বাহ্যজ্ঞান॥
কুমার কহিছে কেন হইল বিষাদ।
ঋষিবলে আজি মম ঘটিল প্রমাদ॥
সকল দৈবের বশ কি দোষ কাহার।
নিশ্চয় হইবে মৃত্যু আজিরে আমার॥

মথুরেশ সবিশেষ না জানি কারণ।
যেই মহামন্ত্র দীক্ষা মুনির নন্দন ॥
সেইতে স্ব বীজ মন্ত্র দিল দ্বিজসুতে।
কত পরিশ্রম কৈল চেতন করিতে ॥
বনে বসি রাশি রাশি মন্ত্র জপ করি।
শত শত পুরশ্চর্য্যা তাহাতে প্রচারি ॥
আপনার মন্ত্র পরে করিলে প্রদান।
কখন নাহিক রয় সাধকের প্রাণ ॥
দিয়া বীজ মন্ত্র তেজোহীন হইল মুনি।
প্রকাশ হইতে তাহা নাহি রহে প্রাণী ॥
দুঃখানলে রজনীতে মুনি নিদ্রা যায়।
কালি কালসর্পরূপে দংশিল তাহায় ॥
বিষের বিষম জ্বালা ত্যজে মুনি প্রাণ।
বিপরীত দেখিনু হত হয় জ্ঞান ॥
বলে চিরদিন দুঃখে ভ্রমি বনে বন।
দৈবেতে সংগুরু যদি হইল মিলন ॥
অভাগার কর্ম্ম দোষে সেহ না রহিল।
আমার জীবনে আর নাহি কোন ফল ॥
দরিদ্র বৈকুণ্ঠে গেলে তথায় অসুখ।
আর কারে না দেখাব আমার এমুখ ॥
ভেবেছিনু বড় আশা হইল নির্ম্মূল।
হেলে নে যায় হাল বিধির হাতে তোল ॥
ভাঙ্গার কপাল ভাঙ্গে এমনি প্রাক্তনী।
খোঁড়ার চরণ খালে পড়ে ভাল জানি ॥
এইরূপ কতশত খেদ করে নানা।
বলে নিদারুণ বিধি মোরে দিল হানা ॥
আইলাম ভবহাটে ঘাটে বান্ধা তরি।
ব্যাপার করিব মনে বড় আশা করি ॥
আচম্বিতে সর্ব্বনাশ কুলে তরি ডুবে।
পবন পবন তক্ষ্য নিদারুণ ভবে ॥
সকল করমে করে কপালে বিফল।
অরণ্যে ক্রন্দন বৃথা নাহি কোন ফল ॥
যাহা হউক গতিকরি অস্ত্যাচরণ।
অগতি হইলে হয় অধতে পতন ॥

কিন্তু ভাবি রোগের ঔষধ বিনাগতি।
অকর্ত্তব্য হয় ইহা পিতার ভারতী ॥
অতএব সম্প্রতি করিব প্রতিকার।
এরোগের মহৌষধি কিবা মন্ত্র আর ॥
কেবল গুরুর মন্ত্র যাহা কৈল দান।
ইহা বিনা আর কিছু নাজানি সন্ধান ॥
এত ভাবি সেই মন্ত্র গুরুর চরণ।
মনে মনে তিনবার করিয়ে স্মরণ ॥
আপদমস্তকাবধি ফুক দিয়ে মৃত।
অতএব বিবস নেত্রে অশ্রুজল যুত ॥
আচম্বিতে উঠে বৈসে মুনি মহাশয়।
সাধু পুত্র ধ্বনি বলি ক্রোড়ে তারে লয় ॥
কহিল সন্তুষ্ট আমি হয়েছি তোমায়।
আর এক মন্ত্র শিক্ষা করয়ে তনয় ॥
বুঝিয়া কুমার বলে কি কহিলে গুরু।
কি ফল বিফল বল যথা কল্পতরু ॥
অবোধের প্রায় নাথ কেন খো ভুলাও।
নয়নে দেখায়ে পুনঃ শুনাইতে চাও ॥
যেমন দিয়াছ প্রভু করিয়ে করুণা।
শিবত্ব পাইলে তায় নাহিক বাসনা ॥
আভাষে বুঝিল মুনি পাইয়াছে তত্ত্ব।
সকরুণে তার প্রতি কহে আত্মবর্ত্ম ॥
যাও বাছা যথা ইচ্ছা হইল সুসিদ্ধ।
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ করিবে আরাধ্য ॥
গুরু শিষ্যে নাহি পাট আনন্দের হাটে।
হৃদয়ে ও পদ রাখি প্রণমিয়া উঠে ॥
মনে কৃপা রেখ গুরু তুমি পরাৎপর।
স্মরিবে আমারে যবে আসিব গোচর ॥
এতবলি মনের সন্তোষে দ্বিজ চলে।
বিমানে গমন অশ্বপবন প্রবলে ॥
ছয় দণ্ডে নবদ্বীপে আসি উপনীত।
দেখিতে জনম স্থান হইল বাঞ্ছিত ॥
শ্রীগুরু কহেন পরে নামিয়া তথায়।
সন্ন্যাসীর বেশে মথুরেশ চলে যায় ॥

রাজার কালিকা পূজন ও প্রতিমা প্রভঙ্গ।

আপনার জন্ম স্থান, করি তাতে দৃষ্টি দান,
চলে যায় সন্ন্যাসীর বেশ।
পথে চলে মথুরেশ, জটাজুট লম্বা কেশ,
অঙ্গে ছাই কুন্তি কাটি দেশে॥
গলায় রুদ্রাক্ষ মাল, করেতে ত্রিশূল ভাল,
খঞ্জন লোচন ঢুল ঢুল।
হুতাশন সমপ্রভা, রজনী বঞ্জক শোভা,
আসি রাজপাটে পবেশিল॥
সুখ রাত্রে শ্যামা পূজা, সেইদিন বাবে রাজা,
করিছেন লয়ে পুরোহিত।
প্রতিমা স্বরূপ করে, আবাহন করী পরে,
নানা উপচারেতে পূজিত॥
সেই কালেতে সন্ন্যাসী, গাত্রে তার ভস্মরাশি,
বসি তথা আসন করিল।
পাতিয়া ব্যাঘ্রের ছাল, সম্মুখে বসিল ভাল,
চতুর্দ্দিক প্রকাশ হইল॥
সন্ন্যাসীর রূপ হেরি, সবে বলে মরি মরি,
কি মাধুরি এ নহে যে নর।
ছলিতে রাজার মন, হেরি করি অনুমান,
বিধি বিষ্ণু কি আইল হর॥
রাজা মুগ্ধ রূপ দেখি, পালটে নাহিক আঁখি,
বলে একি তেজস্বী সন্ন্যাসী।
বয়স কিশোর অতি, শশী রাশি সম জ্যোতি,
বসিয়াছে তিমিরবিনাশি॥
মহাভক্তি করি রায়, সম্মুখে তারে বসায়,
কালীর পূজন দেখে যোগী।
নানাবিধ উপচারে, পূজা করে কালিকারে,
শেষেতে উদ্যোগী বলি লাগি॥
ধরিয়া মহিষ বলে, হাড়িকাটে দেয় ফেলে,
প্রাণ হেতু সে করে চীৎকার।
মথুরেশ ক্রোধানলে, তখনি উঠিয়া বলে,
রাজা যায় সংহতি তাহার॥

নৃপতি কহেন কেন, প্রভু করিছ গমন,
রোষে ঋষি বলিল তখন।
হইয়ে সুবোধ রায়, হইলে অবোধ প্রায়,
জীবহিংসা কর কি কারণ॥
কোন স্থানে কিছু নাই, কেবল দেখিতে পাই,
জীবগণ নাশ অগণন।
তোমাতে যে জন আছে, সেই নিধি পশু কাছে,
কর্ম্ম হেতু জনম ধারণ॥
সুকর্ম্ম যেজন করে, শুভজন্ম প্রাপ্তি তারে,
পশু জন্ম পাপের কারণ।
কিন্তু এক আত্মা হয়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়,
সর্ব্বভূতে আছে সে জীবন॥
মায়া বশে ভ্রমে জীব, ত্রিভুবনময় শিব,
অহংকার ত্যজহ রাজন।
রাজা বলে মহাশয়, তবে বেদ ব্যর্থ হয়,
এই শুন বেদের বচন॥
যজ্ঞার্থে পশুর সৃষ্টা, ইত্যাদি বেদের নিষ্ঠা,
শুনি যোগীবর কহে বাণী।
যদি যজ্ঞ পূর্ণ হয়, তবে তাহে পাপ নয়,
না হইলে নরক নিশানি॥
প্রতিমায় আসি তব, যদি থাকে আবির্ভাব,
সেইতো কালিকা সর্ব্বেশ্বরী।
তবেতো সকল পুণ্য, নাহলে কে করে মান্য,
মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তি ধরি॥
প্রত্যক্ষ দেখাও মোরে, রণস্থলে যে প্রকারে,
ভুলেছিলেন হেরিব সে রূপ।
কিম্বা স্থানান্তরে যাবে, কটাক্ষে অপাঙ্গে চাবে,
না হলে কেবল বিদ্রূপ॥
শুনি কুল পুরোহিত, সেই সে তাহার প্রীত,
ক্রোধিত হইয়া তারে কয়।
এই মন্ত্রে ভূতশুদ্ধি, করিয়াছি কিবা ঋদ্ধি,
এই মন্ত্রে আসন শোধয়॥
অঙ্গন্যাস করন্যাস, এই মন্ত্রে জীবন্যাস,
এই মন্ত্রে মুদ্রা বিরচন।

এই যে পটল কথা, পূজাকরি যথা প্রথা,
বেদে শেষ কর নিরুপণ ॥
অঙ্গভঙ্গ কোন স্থানে, কহ মম বিদ্যমানে,
যোগী বলে কর বর্ত্তমান।
দেখেছে নয়নে যেই, বচনে বিশ্বাস সেই,
কদাচনা করয়ে সজ্ঞান ॥
শুনি ক্রোধে বলে তাবে, তুমি পারো দেখিবারে,
যোগী বলে ইহা কেনে ভার।
এত বলি পূজা স্থান, গঙ্গাজলে প্রক্ষালন,
করে বারি দিয়া শত ভার ॥
ছিল যত উপহার, না লইয়ে কিছু তার,
সকলে সামগ্রী পুন লয়ে।
মনের মানস মতে, পূজাকরি এক চিতে,
পরে কহে উঠিয়ে দাণ্ডায়ে ॥
হের নরপতি বলে, যেরূপ রণের স্থলে,
দুলেছিলেন দেখহে স্বচক্ষে।
দেখাও জননী বলে, ততক্ষণে হেলে দুলে,
প্রতিমায় হইয়ে প্রত্যক্ষে ॥
পুরোহিত দ্বিজ মান, রাখিতে যতন পান,
বলে ইহা না হয় প্রত্যয়।
চালন মন্ত্রের গুণে, বুঝি দুলাইতে জানে,
শুনি ক্রোধে দিগম্বর কয় ॥
কয়ে যোগী হুতাশন, বলে তবে এতক্ষণ,
পণ্ডশ্রম হইল আমার ॥
এত বলি কোশা লয়ে, কালীর সম্মুখে গিয়ে,
কহে যোগী করি হুহুঙ্কার।
দেখদেখ চারেখারে, পাঠালি পৃথবীশ্বরে,
আর নাহি মঙ্গল হইবে।
ইহা বলি ক্রোধাবেশে, প্রতিমার বক্ষদেশে,
কোশার আঘাত করে তবে ॥
ঝর ঝর বহে ধারা, দেখিয়া কম্পিত তারা,
যোগী বলে ধর রক্ত সবে।
ভূতলে পড়ে যদি রাজ্য যাবে অদ্যাবধি,
বিধি বাম আজি সে জানিবে ॥
শুনে তাম্রকুণ্ড লয়ে, রুধির ধরিছে ভয়ে,
ছাপাইয়া ভূতলে পড়িল।
হাহাকার করি রায়, ধরিয়া তাহার পায়,
সকরুণে কান্দিতে লাগিল।
দ্বিজ শ্রীশ্যামাচরণ, দেখিয়া তার রোদন,
প্রবোধ বচনে ভূপে কয়।
না কর রাজা ক্রন্দন, বিধির যাহা লিখন,
দৈব-দোষে অবশ্য তা হয় ॥

রাজার খেদ ও সন্ন্যাসীকে স্তব করেন।

সন্ন্যাসীর পদ, ধরি বহু খেদ,
করিয়ে কান্দয়ে রাজা।
বলে প্রভু তুমি, সর্ব্বান্তরযামী,
তপন সদৃশ তেজা ॥
সকল বিজ্ঞান, আছে তব স্থান,
বলহে কি দোষ মম।
তোমাতে বিশ্বাস, আমার নির্য্যাস,
পুরোহিত সে অধম ॥
না করে বিশ্বাস, মোর সর্ব্বনাশ,
করিল পাপিষ্ঠ মূঢ়।
পরের দোষেতে, কি এই দৈবেতে
ঘটিল যন্ত্রণা দৃঢ় ॥
যেরূপ রাবণ, করিল হরণ,
শ্রীরামচন্দ্রের নারী।
দেশ তার দোষে, বদ্ধ হয় রোষে,
লবণ জলাধিকারী ॥
কহি যে স্বরূপ, আমারে যেরূপ,
ঘটিল এতেক দিনে।
না দেখি উপায়, ধরি ওই পায়,
কৃপা কর দীন হীনে ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যযুত, তুমি হে শাশ্বত,
সিদ্ধি সিদ্ধে ভেদ কিবে।
শরণ তোমার, লয়েছি এবার,
তুমি গুরু সার ভবে ॥

সাযুজ্য পদবী, তুমি জলভূমি,
অনল অনিলময়।
তুমি ব্যোম তম, সত্য পরাক্রম,
স্থাবর জঙ্গমচয়॥
তুমি ক্ষমাদন, অতুল বিক্রম,
মেধা ধৃতি কীর্ত্তি তুমি।
বাক্য বিদ্যা আদি, অনন্ত অনাদি,
তুমি সর্ব্ব অন্তর্য্যামী॥
তব পদদ্বয়, চিদানন্দময়,
মায়াহীন তব বপু।
নাহি তব ভ্রান্তি, তুমি শান্ত শান্তি,
ক্ষান্তি যে ইন্দ্রিয়-রিপু॥
তুমি সনাতন, ব্যাপ্ত ত্রিভুবন,
ইচ্ছাময় ইচ্ছা কায়া।
দেবতা গন্ধর্ব্ব, তব অংশ সর্ব্ব,
তুমি নাথ বিদ্যা মায়া॥
সদা বর্ত্তমান, করি অনুমান,
জগত তুয়ার ছায়া
পুরুষ প্রকৃতি, মতি গতি জ্যোতি,
ভূতগণ তব জায়া॥
তুমি স্থূল সূক্ষ্ম, চতুর্ব্বিধ মোক্ষ,
রক্ষ রক্ষ সন্তাজনে।
জীবনের জীব, বেদের প্রণব,
সমুদয় সর্ব্বজনে।
তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা, বিধির বিধাতা,
পরমাত্মারূপ বিভু।
তুমি যজ্ঞফল, মঙ্গলামঙ্গল,
দৈববল তুমি প্রভু॥
অনন্ত ভুবন, তোমার আসন,
তুমি মনপ্রাণ জীবে
গুণের আকর, তুমি গুণাকর,
নিরাকার রূপ ভবে॥
তুমি বিশ্বকর্ম্ম, সর্ব্বব্রহ্ম ধর্ম্ম,
মর্ম্ম তব কেবা পায়।

তুঁহি হিতাহিত, সকলি অতীত,
তোমাতে সর্ব্ব বর্ত্তায়॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, তুমি শুভকীর্ত্তি,
কালাকাল তুমি প্রভু।
নির্ম্মদাহঙ্কার, তুমি মূলাধার,
শক্তি মুক্তি উক্তি কভু।
তুমি নিত্যানন্দ, সদা হীন দ্বন্দ্ব,
চৈতন্য সকল দেহে।
আদিত্য আকার, অন্ত নাহি আর,
শ্রুতি স্মৃতি এই কহে॥
জ্ঞান তত্ত্বময়, তুমি হে বিস্ময়,
মোহ মায়া রূপে ভবে।
তুমি হে নিষ্কাম, আর নানা কাম,
আত্মারাম সর্ব্ব জীবে॥
ভাল আর মন্দ, তুমি হে নিবন্ধ,
কাল কর্ম্ম পরমায়ু।
হর্ষ নিত্যসুখ, রোগ ভোগ দুঃখ,
তুমি তো অখিল বায়ু॥
তুমি বীজ তরু, শাখা পত্র চারু,
তুমি গুরু তার ফল।
তুমি ফল-ভোক্তা, প্রয়োগের পক্তা,
তুমি মূলে এ সকল॥
তব মায়া জীবে, কেমনে জানিবে,
মরণ অতীত তুমি।
অন্তরে অন্তর, বেদে অগোচর,
ভয়ে কহে সর্ব্বগামী।
অতি সূক্ষ্ম মনে, দেখে বিজ্ঞ জনে,
অদূর অন্তর নয়।
অতিশয় দূরে, মূঢ় নরে হেরে,
তুমি তো স্বরূপময়॥
তোমার মহিমা, নাহি হয় সীমা,
সারদা না পান পার।
দেবতা কিন্নরে, নাহি জানে নরে,
আমি নরাধম ছার॥

বচনের পার, মহিমা তোমার,
কি সাধ্য আমার কহি।
দিয়ে পদছায়া, নিজ গুণে দয়া,
কর প্রভু এই চাহি॥
তুমি কাল কালী, স্তবে তব গালি,
ক্ষরাক্ষর আবির্ভূত।
ঘটে পটে মায়া, সে সকল জন্য,
গীতায় আছে প্রতীত॥
মনুষ্য সকেশ, কহে হৃষীকেশ,
সে মানুষ নাথ তুমি।
করে কৃপা-দান, কর পরিত্রাণ,
কি আর কহিব আমি॥
এতেক স্তবন, শুনিয়া তখন,
তুষ্ট হইল মথুরেশ।
বলে ভয় ত্যজ, ওহে মহারাজ,
দূর হবে তব ক্লেশ॥
শ্রীশ্যামচরণ, হয়ে হৃষ্ট মন,
পূর্ব্ব বিবরণ কহে।
শুনিয়া রাজন, পায় দিব্য জ্ঞান,
মোহহীন হয় দেহে॥

পত্রাবলির উপক্রম।

স্তব শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দিগম্বর।
সুজ্ঞান পাইবে তুমি দিলাম এ বর॥
সর্ব্বনাশ হইয়াছে প্রথমে তোমার।
যখন কহিল আবির্ভাব নহে মার॥
আর রক্ষা নাই রাজা রাজ্য হবে নষ্ট।
ধন যাবে যাবে প্রাণ পাবে বহু কষ্ট।
আমার অসাধ্য তাহা বিধির লিখন।
শ্রীঅঙ্গে রুধির-ধারা হয়েছে পতন।
ভয় পেয়ে নরপতি কহে দয়াময়।
কি গতি হইবে মম কহ মহাশয়॥
নিতান্ত নরকে যাব কিবা পাব ত্রাণ।
কহিয়া শীতল কর উত্তাপিত প্রাণ॥
মথুরেশ বলে যুক্তি ভাল মহীপাল।
উত্তম কহিলে দেখি তব পরকাল॥
তবে পত্রাবলি মোরে করিবারে হয়।
নয়নে না হেরে কোথা কে করে প্রত্যয়।
আদ্য অন্ত সবৃত্তান্ত সব জানা যাবে।
যার যে মানস ফল সাক্ষাতে পাইবে।
এ কথা শুনিয়া ভূপ মন্ত্রীপানে চায়।
বেদমত উপহার তখনি যোগায়॥
যেই রূপ পূর্ব্বের যে আছিল লিখন।
অঙ্গ ভঙ্গ নাহি করে সকলি মিলন॥
পরে যোগাসনে বসি দ্বিজ মথুরেশ।
ধ্যানে পত্র-পংক্তি করে জানিতে বিশেষ॥
দ্বিজ শ্যামা যোগীবরে করে নিবেদন।
শাপে ভ্রষ্ট অতঃপর হইল রাজন॥

পত্রাবলি ও রাজার আত্মতত্ত্বজ্ঞান।

রাজার আদেশ পায়, শত শত ভৃত্য যায়,
পত্রাবলি করে আয়োজন।
প্রথমেতে যোগীবর, পূজা করে লম্বোদর,
হয়ে অতি সচকিত মন॥
গ্রহনাশ আশা করে, পূজিলেন গ্রহেশ্বরে,
বসুগণে তোষে ভক্তিভাবে।
পরশু প্রভৃতি বাণ, সংশুধি পাইল জ্ঞান,
অঙ্গ ভঙ্গ সুসঙ্গ প্রভাবে॥
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণে, রাখি যথা যজ্ঞস্থানে,
শেষে চক্রগণে ভেদ করে।
পিণ্ড করি আবাহন, পদ সহ সংমিলন,
সুধা-ধারা সোক্ষ তার পরে॥
সদা নিষ্ঠা মন করে, গুরুর পদ অন্তরে,
বিষাদেতে ভাবিছে ভূপতি।
একে রাজা শ্রদ্ধাবান, তাহে মোহে কম্পমান,
ভয় যথা তথায় ভকতি॥
বিপদে বিষম আর, যে পড়ে অত্যন্ত তার,
দেবতার প্রতি ভক্তি হয়।

রাজা ধ্যায়ে একমনে, সেইকালে যোগাসনে,
যোগীবর বসি হাসি কয় ॥
কি জানিতে ইচ্ছা চিতে, বল রাজা প্রথমেতে
সত্য বাক্য মম প্রতি কহ।
রাজা বলে মহাশয়, ঘুচাও মম সংশয়,
দীন জনে করি অনুগ্রহ ॥
আজন্ম অবধি আমি, নহি কুসঙ্গ কুগামী,
চিরকাল পূজি কালী কালে।
দেখে মোর প্রতিবাসী, কিবা গৃহী কি উদাসী,
ঘরে ঘরে পূজে শ্যামা মারে ॥
যার নাহি ধনকড়ি, হইতে আমার বাড়ী,
উপহার তাহারে যোগায়।
অন্য দেব নাহি জানি, বিনে সে ভবভবানী,
তেকারণে জিজ্ঞাসা তোমায় ॥
এই লেখে পত্রাক্ষরে, জ্ঞাত কি অজ্ঞাত মোরে
জগত-জননী সর্ব্বেশ্বরী।
যোগী করয়ে প্রত্যক্ষ, তাহাতে হইল লক্ষ,
তুমি কীট গণনায় ধরি ॥
শুনি রাজা সেই বাণী, আনন্দে উঠি আপনি,
প্রেমাবেশে সদা নিত্য করে।
আমি কীট-মধ্যে হই, জানেন তা ব্রহ্মময়ী,
ভব আর সেহ ডরে মোরে।
কহ দেখি গুণমণি, আমার পূর্ব্ব কাহিনী,
আছিলাম আমি কোন জন।
কিবা পাপে কোথা স্থান, কবে হবে পরিত্রাণ,
কহ কৃপা করি বিলোকন ॥
কহিল সে সব বোল, পূর্ব্ব উক্ত যে সকল,
ব্রহ্মার শাপের বিবরণ।
নিজ পুরবাচ আখ্যা, ভূপতি পাইল দীক্ষা,
কিন্তু মোহে আছে বিস্মরণ ॥
দেখিয়া তাহার মুখ, নাহি সহি পর দুঃখ,
[illegible] অঙ্গ স্পর্শে তার।
[illegible] দিব্য জ্ঞান পায়,
[illegible] স্থান দেখিল প্রচার

বলে রাজা সত্য গুরু, বাঞ্ছা রূপ কল্পতরু
আসিয়াছে তারিতে আমারে।
একি ঘোর পরমাদ, রাজার ঘুচে বিবাদ,
সে সাধ বিষাদ রাজ্যভারে ॥

* * *

* * *

জ্ঞান দিয়ে নৃপবরে, যোগীবর স্থানান্তরে,
চলে রাজা দেখিয়ে তখন।
রাজা বলে কোথা কাবে, ত্যজিয়ে যাহ আমারে,
দয়া নাহি দেখে দীন জন।
যদবধি স্বর্গবাস, নাহি যায় তব দাস,
তদবধি গুরু তুমি রহ।
আপনি যাইলে পরে, বল যাব কি প্রকারে,
নিজ গুণে সঙ্গে করি লহ ॥
ছার রাজ্য মর্ত্ত্যলোক, কেবল বিকার শোক
ব্রহ্মলোক কি হৈল আমার।
পিতামাতা পরিজন, হইল অনেক দিন,
দেখি নাই আছে কি প্রকার ॥
যোগী বলে ইহা তব, কহা অতি অসম্ভব,
এই দেহে যাবে স্বর্গবাস।
লইয়া নরের বপু, কেমনে যাইবে বাপু,
কহ দেখি এ কেমন আশ ॥
দেখিলে তোমার জন, তোমাকে হবে বর্জ্জন,
স্থূল দেহ মোহ সদা তাহে।
ছিছি ঘৃণা নাহি হয়, কায় রক্ত শুক্রময়,
মলমূত্র পূর্ণ রহে যাহে ॥
দেবের অস্পৃশ্য যাহা, ব্রহ্মপুরে লয়ে তাহা,
যাইতে বাসনা কর চিত্তে।
একি ভ্রান্তি ব্রহ্মদূত, এখন আছে বিস্মৃত,
জান না ত্রিভূত দেব-ক্ষেত্রে।
রাজা বলে কহ তুমি, কি কর্ম্ম করিব আমি,
যোগী বলে ত্যজ কলেবর।
পুত্রে দিয়া রাজ্যদান, আপনি কর প্রস্থান,
ব্রহ্মলোকে চল নৃপবর ॥

এত বলি মথুরেশ, কৃপা দৃষ্টে চাহে শেষ,
রাজা ত্যজে দেহ অভিমান।
কৃপা করিয়ে সন্ন্যাসী, তার কর্ম্মফাঁশ নাশি,
তিনদিন রহে সেই স্থান ॥
ফুলের মুখটী খ্যাতি, স্বভাবে প্রধান অতি,
রাম নারায়ণ দ্বিজ নাম।
তাহার অঙ্গজাঙ্গজ রচিল শ্রীশ্যামদ্বিজ,
কৌতুকবিলাস পরিণাম ॥

কৃত্তিবাস বিদ্যাসাগরের নায়িকা-সাধন ও মথুরেশের পরিচয়।

রাজা জ্ঞানবান হয়, সন্ন্যাসীর সহ রয়,
পুরোহিতে আসিতে বারণ।
বলে অবিশ্বাসী জন, নাহি মম প্রয়োজন,
সর্ব্বনাশ করিল সে জন ॥
কোতয়াল তোবে বলি, তারে দিবে নর-বলি,
যদি বেটা আইসে এ স্থানে।
প্রাণভয়ে দ্বিজবর, হয়ে থাকে অগোচর,
বিষাদিত সদা অপমানে।
বলে প্রাণ রাখা আর, উচিত নহে আমার,
যোগ-বলে ত্যজিব জীবন।
এই বেটা কোন জন, জানিতে নারি কারণ,
অভাগার হইল শমন ॥
আমি তো নায়িকা সেবি, ভুবনবিজয়ী কবি,
এই ভূমি নখেতে দর্পণ।
দিয়াছে আমারে বর, জিনিবে সকল নর,
বাদী না হইবে কোন জন।
সে কথা অন্যথা হয়, এখন নহিল ক্ষয়,
ভণ্ড যোগী কিসের কারণ।
জানিতে যাহার তত্ত্ব, চিত্তে করি শুদ্ধ সত্ত্ব,
নায়িকার করিল সাধন ॥
বারে বারে জপে নাম, সিদ্ধ হেতু তার কাম,
নায়িকার হইল গমন।

দেখি তারে স্তুতি করে, কহে পরে মৃদু স্বরে,
দ্বিজবর করিয়া রোদন।
সকলি জান গো তুমি, কি আর কহিব আমি,
মিথ্যা হৈল তোমার বচন।
কৃপা করি বর দিলে, তব শত্রু ভূমণ্ডলে,
না রহিবে শুনরে নন্দন।
সে কথা দূরেতে গেল, কাল প্রায় শত্রু এলো,
যোগীবেশে আমার শমন।
কিবা বিদ্যা কি বিচারে, গুণ সে নিগুণ করে
অপমানে পরাণে বিষাদ।
শুনিয়া নায়িকা বলে, পাগলের প্রায় হলে,
কার সঙ্গে করিয়াছ বাদ ॥
আমরা কিঙ্করী যার, সেহ দাসী তো তাহার,
সে ধনী উঁহার পদ সেবে।
সদা আমাদের মন, আকাঙ্ক্ষা করি দর্শন,
তুমি ছার তার কি করিবে ॥
রাজার কতেক পুণ্য, সংখ্যায় না হয় গণ্য,
দরশন পায় সেই ফলে।
যে পদ হৃদয়ে ধরি, শবরূপ ত্রিপুরারি,
সে পদ পেয়েছে দৈববলে ॥
তুমি কিবা কীট তায়, ব্রহ্মা নহে গণনায়,
হেন জন সেই মহাশয়।
আমার প্রণাম তাঁরে, সব সে জানিতে পারে,
যার মন যেই মত হয় ॥
তুমি গুরু অন্তর্যামী, কিছুই না জানি আমি,
অপরাধ না লবে আমার।
শুনি দ্বিজ ত্রাস পায়, ধরি নায়িকার পায়,
কহিতে লাগিল আরবার ॥
কহ যোগী কার সুত, কোথায় পূর্ব্ব বসত,
সুসিদ্ধ হইল কি প্রকারে।
দ্বিজ শ্রীশ্যামাচরণ, কহে পূর্ব্ব বিবরণ,
শুনি বিপ্র ভাসে অশ্রুনীরে ॥

রাজার কল্পতরু হওন ও পুত্রকে রাজ্যদান।

হইলেন জীবমুক্ত রাজা মহাশয়।
তিলেক রহিতে ইচ্ছা ভূতলে না হয়॥
মনে মনে ভাবিলেন বহু পুত্র মম।
সবারে বিভাগ রাজ্য দিলে পর সম॥
তবেত না রবে হবে শীঘ্র সর্ব্বনাশ।
একত্রে রহিলে অল্প বাহুল্য প্রকাশ॥
পূর্ণ কুম্ভ বারি পঙ্ক ঝারি নৈলে তার।
শূন্য কুম্ভ রহে হবে তেমন ভাণ্ডার॥
এত বলি মন্ত্রণা করিল বিচক্ষণ।
এক পুত্রে রাজ্য দিব যে আছে সুজন॥
সকল হইতে শ্রেষ্ঠ স্নেহ জ্যেষ্ঠ প্রতি।
গোপনে তাঁহার স্থানে কহেন ভূপতি॥
কালি প্রাতে হব বাছা কল্পতরু আমি।
সেই কালে রাজ্যদান মাগি লবে তুমি॥
অন্য অন্য জনে দিব যে যাহা চাহিবে।
তোমারে কহিনু যাহা তুমি তাহা লবে॥
পরে আয়োজন শ্রমে রজনী-বঞ্চন।
প্রাতঃকালে কল্পতরু হইল রাজন॥
আসিতে বারণ পুরে কেহ না আসিবে।
প্রাণ যদি চাহে তুষ্টে তাহা দিতে হবে॥
বাটীর ভিতর ছিল যত পরিজন।
অন্য অন্য জনগণ আসিতে বারণ॥
জমাদ্দার ভৈরব সিং ভৈরব আকার।
কার সাধ্য হয় তার কাছে আগুসার॥
যোগী গুরু পাত্র মিত্র আর কয় জন।
লইয়ে সংকল্প করে বসেছে রাজন॥
কুশ করে কল্পতরু চারি ফল ধরে।
নারীগণ শুনি আইসে রাজার গোচরে॥
রাজার কুমার আর কুটম্বের গণ।
যার যে বাসনা ছিল দিলেন রাজন॥
যে জন কহিল চাহি আমি এই ধন।
অকপটে রাজা তারে করে বিতরণ॥
সবলের সব সাধ পূরাইলে পরে।
শিবচন্দ্র রায় যায় রাজার গোচরে॥
যাইয়া প্রণাম করে জনকের পায়।
বর চাহ বলে রাজা হাস্যমুখে চায়॥
কুমার কহিল পিতা কিবা দিবে আর।
মম অভিলাষ দেহ রাজ্য সুবিস্তার॥
ছত্র দণ্ড আশা করি কর মোরে দান।
অংশ ধ্বংস করি দেহ ভূপতি-প্রধান॥
তথাস্তু বলিল ভূপ যোগী মন্ত্র পাঠে।
অন্য পুত্রগণ শুনি চমকিয়া উঠে॥
দ্বিজ শ্যাম বলে দেখ তাহার কারণ।
সমুদয় রাজ্য পায় প্রধান নন্দন॥

রাজার স্বর্গবাস।

পুত্রে দিয়া রাজ্যভার, পরে চিন্তে আপনার,
পরকালে ভূপাল রাখিতে।
জলবিম্ব প্রায় ক্ষিতি, কেমন মায়ার রতি,
দেখে শুনে না পারে বুঝিতে॥
কার রাজ্যধন জন, কার মান অপমান,
অভিমান কিসের কারণ।
কার সঙ্গে সুসম্বন্ধ, কেবা ভাল কেবা মন্দ,
এই দ্বন্দ্ব বদ্ধ ত্রিভুবন॥
ক্ষণে আছ ক্ষণে নাই, এ দম্ভের মুখে ছাই,
বিষম বালাই আশা দাসে।
সত্য চিদানন্দ বিভু, জীবভূত সেই প্রভু,
ভ্রমাত্মক হয় মায়া-ফাঁসে॥
চিত্তাদি ইন্দ্রিয়গণ, কর্ম্মের করি সাধন,
অনায়াসে জীবেরে ভুলায়।
তিনি চয় নিরাময়, দেহেতে করি আশ্রয়,
দেহ গুণে মানে আপনায়॥
ওড় পুষ্প সন্নিধানে, যদি শ্বেত পুষ্প আনে,
দেখ তারে করিয়ে যতন।
তার শ্বেত আভা দূরে, রাখে রক্তবর্ণ করে,
সঙ্গদোষে তথা সনাতন॥

শুদ্ধসত্ত্ব বস্তু হয়ে, অবিদ্যা আশ্রয় লয়ে,
কর্ম্মভোগী একি বিড়ম্বন।
এতেক বলিয়া রায়, প্রত্যেকে বিদায় চায়,
জনে জনে যে ছিল নিকটে॥
সঙ্গে লয়ে যোগীবর, আর দ্বিজ বহুতর,
উত্তরিল জাহ্নবীর তটে।
গিয়া তথা নিয়মেতে, আরম্ভ করিল গীতে,
রামায়ণ তথা ভাগবত॥
পুরাণাদি তন্ত্রগণ, চণ্ডী পড়ে কত জন,
নানা বিধ যার সেই মত।
বেদান্ত আদি দর্শন, পাঠ হয় সর্ব্বক্ষণ,
সংকীর্ত্তন হয় হরিনাম॥
এক পক্ষ এই মত, গঙ্গাতীরে হয় গত,
পরে যোগী নৃপতিরে বলে।
আজি শুভ দিন রায়, যোগণে স্বর্গে যায়,
হেন দিন নাহি আর মিলে॥
শুনি তাহার বচন, যোগেতে বসে রাজন,
তৃতীয় প্রহর দিবাশেষে।
সেই কালে নৃপবর, ত্যজিলেন কলেবর,
হাহাকার করে সবে শেষে॥
যোগী হয় অন্তর্দ্ধানে, রাজা দিব্য মূর্ত্তি পান,
আনন্দে চলিল ব্রহ্মপুরে।
রাজপুত্রগণ আসি, হইয়ে মনে উদাসী,
বিধিমতে দাহ আদি করে॥
শ্রাদ্ধ শান্তি তার পরে, করে শাস্ত্র অনুসারে,
কোনরূপে ক্রটি তাহে নহে।
শিবচন্দ্র রাজ্য পেয়ে, আনন্দে বান্ধব লয়ে,
বিজ্ঞভাবে সিংহাসনে রহে॥
পিতায় যেমন রীতি, পুত্রে পায় সেই নীতি
এই কথা পূর্ব্বাপরে ভণে।
পুত্র সম শিষ্টে পালে, দুষ্টের কি করে কালে,
মহাকাল তাহার রাজনে॥
দান্ত শান্ত প্রিয়ভাষী, সকল গুণের রাশি,
রাজনীতে পরম পণ্ডিত।
পিতৃসম সর্ব্ব অংশে, এমন নাহিক বংশে,
অহিতে করেন যে বিহিত॥
দেশ দেশান্তর নব, সবে কহে নৃপবর,
হেন আর গৌড়ে নাহি হয়।
দরিদ্র দুঃখিত জনে, দান করে হৃষ্ট মনে,
দেব দ্বিজে অত্যন্ত প্রত্যয়॥
পিতৃতুল্য মান্য হয়ে, সুহৃদগণ লইয়ে,
করে রাজা প্রজার পালন।
গ্রন্থ শেষ অতঃপর, মহারাজ রাজ্যেশ্বর,
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপের কথন॥
ইত্যবধি গ্রন্থ শেষ, পরে কহি সবিশেষ,
আপনার নিজ বিবরণ।
পানি-আড়া গ্রামে ধাম, দ্বিজ বনমালী নাম,
সর্ব্বত্রেতে চাটুতী প্রকাশ॥
বুদ্ধের সাগর প্রায়, নানা বিদ্যা শোভে তায়,
ঈশ্বরেতে সদা তাঁর আশ।
হিংসাহীন তত্ত্বজ্ঞানী, নহে আত্ম অভিমানী,
পরহিতে সদা চেষ্টান্বিত॥
গুণগ্রাহী গুণদান, যে চাহে তাহারে দেন,
পর দুঃখে অতি দুঃখান্বিত।
নহে কার মর্ম্মভেদী, অশেষ গুণের নিধি,
সুধাসম বচন তাহার॥
আদেশ আমারে তেঁহ, দিলা করি মনে স্নেহ,
ভাষা-গ্রন্থ করিতে প্রচার।
শুনিয়া তাঁহার বাণী, যথার্থ যে যে কাহিনী,
সত্য রূপ করিয়ে রচন।
বাহুল্য অনেক আছে, মিথ্যা দোষ হয় পাছে,
রচিবারে নারি সেকারণ।
সাগর সমান গুণ, কৃষ্ণচন্দ্র উপাখ্যান,
তাতে কে হইতে পারে পার॥
যত বল তত হয়, কহিলাম যে নিশ্চয়,
যথার্থ কৌতুক যা তাঁহার।
রজক-রমণী সঙ্গ, সেইতো বিষম রঙ্গ,
নবাবের ছলনা প্রভৃতি॥

খাঁর ব্যবহার, নানা মত কাব্য আর,
নারিলাম লিখিতে সম্প্রতি।
পুনরুক্তি দোষ হয়, সে কথা সম্ভব নয়,
মিথ্যা বোধ যদি কেহ কবে॥
যদি জান কোন জন, বুঝিবেক মনে মন,
গ্রন্থ শেষ হল অতঃপরে।
দেবী ব্রহ্মার প্রেয়সী, যার কান্তি শশি-রাশি,
তার পদ করিয়া শরণ॥
কৌতুক-বিলাস নাম, গ্রন্থ হৈল পরিণাম,
দ্বিজ শ্রীশ্যামের বিরচন।

সম্পূর্ণ।

প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

শ্রীগুরুদেববন্দনা।

মূলতান রাগ।

ধুয়া। নমো নমো গুরুদেব কি দিব তোমারে,
নিবার আমার মন এ পাপ সংসারে।

গুরুদেব দয়া কর দীন হীন জনে।
মম মতি ভকতি প্রণতি ও চরণে।
গুরু! তুমি জগন্নাথ জগতের গুরু,
তব দয়া তুল্য নহে কোটি কল্পতরু;
সরোবর-শরীরে সরোজ শিশুজ্ঞান
ফুটে যদি, তোমার চরণ করে ধ্যান।
এ বড় আশ্চর্য্য! পাদপদ্মে পদ্ম ফুটে,
ভাবিলে ভাবুক জনা কত ভাব লুটে।
কত গুণ চরণেতে, কহন না যায়!
পাপ-পঙ্ক পাদোদক-পরশে শুকায়!
সেই বাক্‌সিদ্ধ বীর ধীর ধন্য শুচি,
উচ্ছিষ্ট খাইতে প্রভু থাকে যাঁর রুচি!
গুণের অতীত গুণ, বর্ণিতে কে পারে?
বুদ্ধিসাধ্য নহে সে বর্ণনে বর্ণ হারে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় করি নিবেদন,
হইয়াছে এ শরীরে অপূর্ব্ব গ্রহণ
জ্ঞানচন্দ্র অজ্ঞান রাহুতে গিলিয়াছে,
স্থিতি নয় নরদণ্ড সদাকাল আছে।
একা নহে, রাহু সঙ্গে সেনা ছয় জনা,
ছাড়ে পাছে, দণ্ডে দণ্ডে দেয় কুমন্ত্রণা।
মন যে আমার, সে মনের মত নয়,
রাহু-অনুগত, সে রাহুর মত কয়।
কুপথে কুকর্ম্মে মন করিছে বিহার,
আমি বলি ভাল ভাব, মন ভাবে আর।
যুক্তি করি মুক্তিপথ করিছে বারণ;
ভাবিতে না পারি প্রভু তোমার চরণ।
দয়া কর দয়াময় শ্রীনাথ আমারে,
মুক্ত কর এই দায় এ পাপ সংসারে,
দাসের দুর্গতি হর দূর কর খেদ,
ইঙ্গিত-অসিতে প্রভু কর রাহুচ্ছেদ।
রাহু গেলে জ্ঞানোদয় হইবে যখন,
অনায়াসে পলাইবে রিপু ছয় জন।
জন্ম জন্ম তোমার দাসের আমি দাস।
এই ভিক্ষা চাই, পূর্ণ কর অভিলাষ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ বলিছে পদতলে,
মন যেন রহে গুরু চরণ-কমলে।

গণেশবন্দনা।

রাগ ইমন্। তাল তেওট।

ধুয়া। প্রভু দয়াকর গণপতি অকিঞ্চন আমি অতি,
হের হে হেরম্ব আর তোমা বই নাই গতি।

নমো ব্রহ্ম গণেশায়, প্রণাম তোমার পায়,
বেদে বলে তুমি বিধি হরি।
ত্রিগুণা-তনয়-জ্যেষ্ঠ, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ,
নাম নিলে ভবসিন্ধু তরি॥
যাত্রাকালে নিলে নাম, সিদ্ধি কর সর্ব্বকাম,
সর্ব্ব অগ্রে পূজন তোমার।
সুখ মোক্ষ জ্ঞানোদয়, তোমারে ভজিলে হয়,
সার বুঝে যে জন সুজন॥
বিষয়মদেতে মত্ত, জানিব কি তব তত্ত্ব,
মন মত্ত কুঞ্জর আমার,

ক্ষেমাঙ্কুশ ক্ষেপ করি, ফিরাও মানস-করী,
দাসে দয়া কর এইবার।
বাসনা আমার মনে, নিবেদন ও চরণে,
গঙ্গাগুণ কীর্ত্তন করিব।
কবি নহি কি করিব, কি বলিতে কি বলিব,
ভাবি মনে কিরূপে রচিব॥
গদ্য-পদ্য-বাণী-গান, কৃপা করি কর দান,
তব দয়া নহিলে কি পারি!
দয়া কর গুণধাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
দীননাথ দীনহিতকারী॥
গুণাতীত গুণ তব, বিশেষ জানেন ভব,
আমি কি কহিতে গুণ পারি?
ব্রহ্মা যদি গুণ কয়, তথাপি না সংখ্যা হয়,
অচৈতন্য-চিত্ত-চেতকারী!"
ছাড়ি তব ও চরণ, মিথ্যা তীর্থ পর্য্যটন,
ও চরণ ছাড়া তীর্থ নয়।
ঘুচাও সংসার-মায়া, দেহ পাদপদ্ম ছায়া,
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ কয়॥

গঙ্গার বন্দনা।

রাগিণী মূলতান। তাল আড়া।

ধুয়া। তারো গঙ্গে এ ভব-তরঙ্গে কৃপা করি
এ পাপাঙ্গে।

মেনকানন্দিনি, মহেশমোহিনি,
মাতা সুরধুনি সতি,
মঙ্গলকারিণি, মুক্তিবিধায়িনি,
মা পদে তব প্রণতি।
কি বলিব রূপ, কোটি সুধাকূপ,
লাবণ্যসমান নহে।
কিরীট উজ্জ্বল, করে ঝলমল,
কিরণে তিমির দহে॥
কি শোভা ত্রিবেণী, কাল ভুজঙ্গিনী,
শাবক সঙ্গে কি দোলে?
কেশ-কাদম্বিনী, জিনি সৌদামিনী,
সিঁতি মতি তার কোলে॥
ললাট-দর্পণে, সিন্দূর-চন্দনে,
মেনকা দিয়াছে বিন্দু,
উজ্জ্বলের শেষ, দীপ্ত করে দেশ,
লজ্জিত তপন ইন্দু।
দিবাকর করে, দিবা আলো করে
নিশি আলো করে শশী;
বিদ্যুৎ তুল্য নয়, সদা দীপ্তিময়,
নাশে মনোগত মসি।
বিধি বিচক্ষণ, দেখিয়া তখন
বারিলা পরিধি-ছলে।
দুই মহাশয়, অদ্যাপি উদয়,
হয় আকাশমণ্ডলে!
ও ভুরু তুলিতে, বিধাতা লিখিতে
পারে মনে নাহি হয়।
নাসিকার তুল, নহে তিল-ফুল,
বচন পীযূষময়॥
নিন্দি ইন্দীবর, নয়ন সুন্দর,
আর করি অনুমান,
ও কি চকোরিণী, সুধাপিপাসিনী,
পান করে কি বয়ান?
গৃধিনীগঞ্জিত, শ্রুতিবিলম্বিত,
অধর প্রবাল জিনি।
হীরক উজ্জ্বল, জিনি দন্তফল,
হাসিলে ফুটে নলিনী।
ত্রিদেবজননী, তুমি সুরধুনী,
বিধাতা জানিয়া সার;
পূজিলা আপনি, দিয়া নানা মণি,
গলে দোলে চমৎকার।
হস্তে আভরণ, রতন কঙ্কণ,
কি বলিব তার সীমা,
বেদে চিরজীব, বলে সদাশিব,
তব তাড়ঙ্কমহিমা।

জিনি পদ্ম করে, পদ্ম শোভা করে,
সুধাকুম্ভ বাম করে,
যে ভজে তোমারে, রক্ষা কর তারে
দক্ষিণ অভয় বরে।
ফুল্ল নিরমল, শ্বেত শতদল,
যেন নিশিতে মুদ্রিত,
কেন লয় মন, তেমতি ও স্তন,
পয়োভরে কি শোভিত!
তুমি সেই জল, তেমতি নির্ম্মল-
বরণ; নাভি গভীর,
মন্দ মন্দ বায়, লহরী খেলায়,
ত্রিবলী ছলে কি নীর?
মধ্যদেশ হেরি, লজ্জায় কেশরী,
প্রবেশ করিল বনে;
নানা মণিজাল, বেষ্টিত কঙ্কাল,
বিচিত্র বাস পরণে॥
জিনি রম্ভাতরু, শোভে দুই উরু,
শিবমোহিনী রূপসী।
পিতামহ যিনি, তাহার জননী,
অথচ বালা ষোড়শী॥
ত্রিতাপহারিণী, শিবসোহাগিনী,
চিহ্নিত চরণ তার;
কভু পড়ি পায়, এবে সে জটায়,
ধরিলা জানিয়া সার।
নিলে নাম সার, সংসার-নিস্তার
পায়, বেদে এই বলে;
অপমৃত্যু জয়, নারায়ণ হয়,
অস্থি পড়ে যদি জলে।
শ্রাদ্ধ একবার, হয় তীরে যার
শত গয়া লাভ তার।
কাশী বৃন্দাবন, তীর্থ-দরশন,
সকলি নামে তোমার॥
হৃদে অধিষ্ঠান, শুন গুণগান,
কৃপা কর দীন দাসে।
দুর্গাপ্রসাদের, বাসনা মনের,
পূর্ণ কর অনায়াসে॥

দেশমালা বন্দনা।

বন্দিলাম প্রথমতঃ ভাস্কর-চরণে,
রোগশোকবিঘ্ন নাশ যাহার ভজনে।
বিধি বিষ্ণু মহেশের চরণে প্রণাম,
দয়াময় তিন জন সার মাত্র নাম।
সরস্বতী বন্দিলাম, মহিমা অপার,
বোবা কথা কহে, দয়া হইলে যাঁহার।
প্রণিপাত কমলার চরণ কমলে,
যাঁর কৃপা বিনা লোক কটু কথা বলে।
দশমহাবিদ্যা দশ রূপে অবতার,
সে পারে কহিতে গুণ, পঞ্চ মুখ যাঁর।
মৎস্য আদি তিনি রাম নৃসিংহ বামন,
ক্রমে ক্রমে বন্দিলাম প্রভু দশ জন।
বরুণ পবন বন্দ, বন্দ দেবরাজ।
বসু যক্ষ নাগ বন্দ কিন্নর-সমাজ।
গন্ধর্ব্ব কুবের বন্দ, বন্দ হুতাশন।
বন্দিলাম দিক্‌পাল যত ঋষিগণ।
নবগ্রহ-অনুগ্রহ বিনা দুঃখ পায়,
ভগবান্ শিলা জন্মে, শনি কাটে তায়।
গ্রহপীড়াজন্য দেখ রাম বনবাসী,
গণেশের মুণ্ড নাই, মহেশ সন্ন্যাসী;
বন্দিলাম সমাদরে এই নয় জন।
তার পর বন্দিলাম মনসা-চরণ॥
শীতলাচরণ বন্দি ষষ্ঠী পঞ্চানন।
বন্দিলাম যমরাজ মহিষ-বাহন॥
অন্নপূর্ণা আশুতোষ আনন্দকাননে,
দয়াময়ী দয়াময় প্রণাম চরণে।
বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী অষ্টভুজা যিনি,
প্রণাম তাঁহারে যিনি যশোদানন্দিনী।
বন্দিলাম প্রয়াগ-হিঙ্গুল হরিদ্বার,
এই তিন তীর্থ সার অতি চমৎকার।

গোবিন্দচরণ বন্দ, বন্দ বৃন্দাবন।
বন্দিলাম নেপালেতে শিবের চরণ ॥
বন্দিলাম মহাপীঠ কিরীটকোণায়।
চন্দ্রীগ্রামে চন্দ্রনাথ প্রণাম তাঁহায় ;
কিবা তীর্থ চন্দ্রাচল সাক্ষী দেখ কলে,
অদ্যাপি নিবৃত্ত নহে, জলে অগ্নি জ্বলে।
বন্দিলাম মহাকালী কালীঘাটে ধাম।
ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যার পদ বন্দিলাম।
বৈদ্যনাথ বন্দিলাম, তিনি দয়াময়,
কামলিঙ্গ কামনা করিলে সিদ্ধ হয়।
বিহরয়ে বিরজা আপনি নীলাচলে,
জগন্নাথ ভৈরব রক্ষক সেই স্থলে।
প্রসাদ হইলে অন্ন বাজারে বিকায়,
বর্ণভেদ নাহি অন্ন সর্ব্বলোকে খায় ॥
জগন্নাথ বিরজার চরণে প্রণাম।
পুরবাসী দেবতার পদ বন্দিলাম।
ভুবনে ভুবনেশ্বর দেব ত্রিলোচন,
বন্দিলাম রাসভূমি একাম্রকানন।
নবদ্বীপে বন্দিলাম শচীর কুমার,
সারদা বরদা সদা স্থান চমৎকার।
দ্বিতীয় কৈলাস সৃষ্টি করিল আপনি,
ভূকৈলাসে(১) বন্দিলাম পতিতপাবনী।
কুলীনসমাজ উলা বিপ্র বিচক্ষণ,
নিজ গ্রামে বন্দিলাম চণ্ডিকাচরণ।
সাড়ে তিন কোটি তীর্থ চরণে প্রণাম।
দেবতা তেত্রিশ কোটি ক্রমে বন্দিলাম ॥
আদি কবি বন্দিলাম বাল্মীকিচরণ,
রাম না জন্মিতে রচিলেন রামায়ণ।
বসুবংশজাত মীনগন্ধার তনয়
বন্দিলাম মহাকবি ব্যাস মহাশয়।
বেদে বলে ব্রাহ্মণ ভূদেব নারায়ণ,
বন্দিলাম শিরে ধরি দ্বিজের চরণ।
পিতা মাতা সম গুরু নাহি বেদে বলে,
অসংখ্য প্রণাম সেই চরণকমলে।
বন্দনা করিতে এড়াইল যে যে নাম,
একবারে সকলের চরণে প্রণাম।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

গঙ্গার স্বপ্ন-বিবরণ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

ধুয়া। সুরধুনী তব মায়া জানে কোন জন,
কোন্ ভাবে কারে তুমি কর মা তারণ।

নবদ্বীপনিবসতি, মহেন্দ্রভূপতি পতি,
গোষ্ঠীপতি পতি যাঁরে বলে।
তাঁর অধিকারে ধাম, দেবীপুত্র আত্মারাম,
মুখুটি বিখ্যাত মহীতলে।
খড়্দা কুলের সার, বশিষ্ঠ তুলনা যার,
জায়া তরঙ্গবতী ঠাকুরাণী,
কি দিব উপমা তার, শিব শিবা অবতার,
ব্যবহারে হেন অনুমানি।
তাঁহার তনয় দীন, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ,
দারা যাঁর হরিপ্রিয়া সতী,
প্রত্যাদেশ হয় তারে, ভাষাগান রচিবারে
স্বপনে কহিলা ভগবতী।
কোটি-চন্দ্র-শোভা যেন, জাহ্নবীর রূপ হেন,
ব্রাহ্মণবালিকা বেশ ধরি,
নানা আভরণ গায়, রতন নূপুর পায়,
বিচিত্র বসনখানি পরি।
কহেন করুণাময়ী, শুন হরিপ্রিয়া কই,
ভাষায় আমার গান নাই,
তোমার পতিরে কবে, প্রকাশ হইবে তবে,
যে বাঞ্ছা করিবে দিব তাই।

(১) নবদ্বীপ পৃথিবীর কৈলাস বলিয়া উহার নাম ভূকৈলাস ও তত্রস্থ গঙ্গা পতিতপাবনী। অথবা কলিকাতার পশ্চিমে ভূকৈলাস দেব পতিতপাবনী [illegible]

আমার সঙ্গিনী ছিলে, সেবাদোষে জন্ম নিলে,
আর জন্ম হবে না তোমার।
দেব দ্বিজ নিন্দ পতি, তাতে তোর নিষ্ঠামতি,
দেখি দয়া হয়েছে আমার।
তোমারে যে শ্রদ্ধা করে, সুখমোক্ষ দিই তারে,
নিন্দিলে আমার নিন্দা হয়;
এ কথা পণ্ডিত বিনে, বুঝিবে কি বুদ্ধিহীনে,
শক্তিনিন্দা করা মত নয়॥
সুস্বপ্ন দেখিয়া সতী, প্রভাতে উঠিয়া অতি
ভক্তিভাবে পতিরে কহিল।
নিবাস উলায় যার, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তার
কথা শুনে ভাবিতে লাগিল।

গঙ্গাপূজার বিবরণ।

রাগিণী ইমন্। তাল আড়া।

ধুয়া। কিরূপে অভয় পদ পাই,
কে জানে ইহার মর্ম্ম কাহারে সুধাই।
কবি নই, ভাবি মনে, স্বপ্ন কিছু নয়,
হেনকালে নরাঙ্কিতে(১), স্বপ্ন সত্য কয়।
লোমাঞ্চ শরীর, গ্রন্থ না পাই ভাবিয়া,
কৃপা করে বাণী যেন দিলেন বলিয়া।
নানা শাস্ত্র পুরাণ দেখিয়া তন্ত্রনার
সংগ্রহ করিয়া কিছু কহি সমাচার।
ব্যাস বাল্মীকির উক্ত, কব তাহা কত?
কিছু কহি শুন সার পুরাণসম্মত।
গঙ্গার চরিত্র কথা অমৃতসমান
শুনিলে আপদ খণ্ডে, পায় পরিত্রাণ।
প্রথমতঃ বলি শুন পূজার প্রচার,
যাহার যেমন শক্তি পূজা দিবে মার।
ঘটেতে গঙ্গার জল সম্পূর্ণ করিবে,
সিন্দুর চন্দন পুষ্পমালা ঘটে দিবে,
ধ্যান করি আবাহন করিবে গঙ্গার,
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন মন্ত্র স্থাপনার,
বিধানতঃ গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ আর
বস্ত্র অলঙ্কার দিবে নানা উপহার।
আট দিন এই গান সঙ্কল্প করিয়া,
ভক্তিভাবে শুনিবেক বন্ধুবর্গ নিয়া।
মনে যে মানসসিদ্ধি হইবে নিশ্চয়,
নানা রত্ন ধন ধান্য পুত্র লাভ হয়।
সুখদা ইঁহার নাম ইনি দয়াময়ী,
শুনে যদি প্রসঙ্গ, সমরে হয় জয়ী।
এক মনে পাঁচালী শুনিবে যেই নরে,
রোগে শোক বিঘ্ন পীড়া তার শীঘ্র হরে।
ভয়া হয় সুয়া, পতি প্রাণতুল্য দেখে,
মিছা নাহি এই কথা পুরাণেতে লিখে।
ইহলোকে হয় সুখ পরকালে মুক্তি।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা এই শিব-উক্তি।
গঙ্গার প্রসঙ্গ মিছা ভাবিলে নরক।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন সর্ব্বলোক॥

সৃষ্টি-প্রকরণ।

ব্যাসমুখে সূত শুনি, বশিষ্ঠকে কন মুনি,
ভগীরথে বশিষ্ঠ কহিলা,
সেই কথা অনুসারে, আমি বলি সবাকারে,
মহামুনি পুরাণে লিখিলা।
শুক্রবারে জন্ম যার, সেই বারে ইচ্ছা যার,
শুভক্ষণে আরম্ভিবা গান;
সাঙ্গ হইলে গান, পরে হুলু দিয়া বারি ঘরে
লবে এই শুনহ বিধান।
গায়কের রাখি মান, করিবা দক্ষিণা দান,
চামরের লবে সমীরণ,
নিরাপদ হবে তবে, জন্ম না হইবে ভবে,
করাইবে ব্রাহ্মণভোজন।
মধুসম আট রস, পূর্থর উল্লাস দশ,
বদরীকোমল উপাখ্যান,

---

(১) কোন বিষয়ে অজ্ঞ লোকের কথিত অপ্রাসঙ্গিক কথা দ্বারা অতর্কিত ভাবে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাকে নরাঙ্কিত কহে।

পদে যেন সুধাবৃষ্টি, কবিতা রতন সৃষ্টি,
বলি শুন সৃষ্টির কারণ।
নিরঞ্জন নিরাকার, এক ব্রহ্ম নাহি আর,
উপাসনা হেতু অবতার,
ভেদজ্ঞানে নাহি মুক্তি, মিছা নয় শিব উক্তি,
কে জানে কেমন মায়া যার ?
প্রকৃতি-পুরুষ-কায়, চণকদলের ন্যায়,
মূলশক্তি ইচ্ছায় সৃজন,
আপনার তিন গুণে, প্রসবিলা তিন জনে,
বিধি বিষ্ণু দেব ত্রিলোচন।
রজোগুণে সৃষ্ট বিধি, করিলা অনেক নিধি,
ক্ষিতি জল তেজ বায়ু্কাশ।
ভুবনাদি চতুর্দ্দশ, শৈল সিন্ধু নানা রস,
দেব দেবী করিলা প্রকাশ।
দিবা নিশা গ্রহগণ, পশু পক্ষী কীট বন,
মহৌষধি নানা উপহার,
তরু অহি জলচর, দ্বীপ দিক্‌পাল নর,
মাস পক্ষ তারা তিথি বার ;
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, নরক মুক্তির মর্ম্ম,
করিয়া ভাবেন ব্রহ্মা আর,
পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি, কার জন্যে কেন মরি ?
প্রজা বিনা ভোগ হবে কার ?
চিন্তিয়া করিলা অংশ, চন্দ্র সূর্য্য দুই বংশ,
মানসে জন্মিল পুত্র দশ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কয়, গঙ্গাগুণ সুধাময়,
সংক্ষেপে কহিব অন্ত রস।

গঙ্গার নির্ণয়।

রাগিণী বাগিশ্বরী-কানেড়া—তাল আড়া

ধুয়া। এ মা সুরধুনি মোক্ষদায়িনি।
শৈলসুতা হরশিরোবিহারিণি॥

স্কন্দ, বৃহৎকূর্ম্ম, বাল্মীকিরামায়ণে।
হিমালয়-কন্যা গঙ্গা লিখিল পুরাণে।
নানা তন্ত্র প্রমাণ দেখিয়া পুনর্ব্বার।
কবিতা লিখিয়া মনে হৈল কিছু আর।
দ্রবময়ী গঙ্গা বুঝি আর একজন ?
বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গা সে আর কেমন ?
তিনজন গঙ্গা ইহা মনে নাহি হয়,
কেমনে করিব দূর এ ঘোর সংশয় ?
অশেষ সন্ধানে পাইলাম উপদেশ,
শঙ্কর-আচার্য্য-স্তবে জানিয়া বিশেষ।
স্বামীর টীকায় মীমাংসায় দেহ মন,
শুনহ সকলে অতি সূক্ষ্ম বিবরণ।
দক্ষের দুহিতা দেবী, নাম ছিল সতী,
শিবনিন্দা করিয়াছিলেন প্রজাপতি ;
শিবনিন্দা শুনি সতী শরীর ত্যজিলা,
মেনকার গর্ভে দ্বিধা হৈয়া জন্ম নিলা
অগ্রেতে জন্মিলা গঙ্গা, উমা পরে তার,
গঙ্গা হৈলা সলিল শাপেতে মেনকার।
ব্রহ্মা জানি ব্রহ্মজল রাখে কমণ্ডলে,
মুক্তির কারণ সেই জল, বেদে বলে।
তার পর শুন, বিষ্ণু দ্রব যাতে হন
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম প্রভু সনাতন।
শুনিতে শিবের গান দেবগণ সঙ্গে,
গিয়াছিলা শম্ভুর নিকটে মনোরঙ্গে।
শক্তিগুণ-শিব-গান-পুলকেতে করি
থাকিতে সকল দেব দ্রব হন হরি।
হরের তুলনা হরি, তুল্য নাহি আর।
গুণবোদ্ধা গুণীর চরণে নমস্কার।
ব্রহ্মা জানি ব্রহ্মজল কমণ্ডলে নিলা,
জলের স্বভাব জল জলে মিশাইলা।
দুই ব্রহ্ম এক দেহে লইল মিলন,
এই হেতু স্মরে অঙ্গে গঙ্গানারায়ণ।
যদি বল পুরুষ প্রকৃতি কেন হন ?
শক্তি-গুণ গানে দ্রব শুমহ কারণ।
যাদৃশী ভাবনা সিদ্ধি, সাক্ষী এইখানে ;
হরি হৈল শক্তি, দেখ শক্তি-গুণগানে।

গঙ্গা নাম হইল মিলিয়া গঙ্গাজলে,
অভেদ পরমব্রহ্ম ভাবি দেখ ফলে।
ব্রহ্মা দিয়াছিলা পাদ্য বিষ্ণুপদে তায়
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা সেটা জন্ম নয়।
তিনে এক, একে তিন, ভেদ নাহি তায়,
জলে জল হয়ে বিশ্ব জগতে মিশায়।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ভগীরথের জন্ম এবং অষ্টাবক্র শাপে বরপ্রাপ্তি।

অতঃপর বলি শুন, সূর্য্যবংশ উপাখ্যান,
ভগীরথ যেরূপে জন্মিলা;
দিলীপের দুই রাণী, অরাজক হবে জানি,
পুত্রহেতু দেবী আরাধিলা।
দৈববাণী হৈল পরে, দুজনে সম্ভোগ করে,
ভগীরথ জন্মিলা ভূতলে।
মাংসপিণ্ড কদাকার, রাজারক্ষা হৈল ভার,
সুন্দরে কি কার্য্য লোকে বলে?
পাচ বৎসরের কালে, লেখে পড়ে পাঠশালে,
শান্ত দান্ত অতি বড় ধীর,
দৈবযোগে একদিন, অষ্টাবক্র ভাগ্যাধীন,
আগমন হইল মুনির।
ভগীরথ গিয়া তায়, প্রণাম করিল পায়,
ক্রোধে মুনি ভাবে বিপরীত;
কুৎসিত আমার কায় দেখি ব্যঙ্গ করে তায়,
রাজপুত্র হয়ে একি রীত?
ব্যঙ্গ যদি করে তবে আরও অঙ্গভঙ্গ হবে,
নতুবা সুন্দর হবে অতি,
শাপ দিয়া মুনি যায়, শাপে রাজা বর পায়,
প্রসন্না হইলা ভগবতী।
অনঙ্গের রূপ যেন, দিনি দিনে বাড়ে হেন,
ভগীরথ শিশুতে প্রবীণ;
দেব-দ্বিজ ভক্তি অতি, বিদ্যার নিতান্ত মতি,
অদৈন্য করেন দুঃখী দীন।
মায়ের চরণে মন, শুদ্ধশীল বিচক্ষণ,
জিজ্ঞাসা করিলা কিছু মারে,
বিশেষ কহিব তার, শুন সেই সমাচার,
যে কথা কহিয়াছিল তাঁরে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি;
কণ্ঠে কবি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

মাতৃস্থানে ভগীরথের বংশের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

রাগিণী ভীমপলাসী— তাল আড়া।

ধুয়া। মোক্ষদায়িনী গো মা তার ভবার্ণবে।
মরি পতিত অধমে তবে।

সগরবংশেতে জন্ম, ভগীরথ নাম,
ক্ষণজন্মা মহাযোগী মহাগুণধাম;
অষ্টম বর্ষের পরে জিজ্ঞাসিল মারে,
চিনিলাম সকলে মা না চিনি পিতারে।
কোথায় আছেন পিতা কি নাম তাঁহার?
কহ সত্য আমারে বিশেষ সমাচার।
সত্যবতী বলে, সে কথায় কাজ নাই,
কোলে বৈস মরি বাছা লইয়া বালাই।
সে বড় দারুণ কথা কি কব তোমারে,
শুধাইলে আর বাছা না পাবে আমারে।
এই কথা বলি ভগীরথে কোলে করে
স্নেহ-শোকে দুইটি চক্ষের জল ঝরে।
পুনঃ সত্যবতী ভগীরথে কিছু কহে,
"যে কথা জিজ্ঞাস বাছা এ বয়সে নহে।"
আর কারে সুধাইতে রাণী মানা করে—
তবে রাণী শুনে যদি না রহিবে ঘরে।

পুত্রহেতু পুণ্যকর্ম্ম করিলাম যত,
দেবতার বিড়ম্বন কব আমি কত ?
যে লোক সকল দেবে কোটি নমস্কার।
মহামুদ্রা(১) না থাকিলে কি হইত আর ?
আজ্ঞা দিলা স্বপ্নে "মা না যাবে সতীধর্ম্ম,
অবশ্য হইবে পুত্র কহি শুন মর্ম্ম—
ছুই রাণী রাশির তৃতীয় (২) হবে যবে,
হইবে উত্তম পুত্র নিতান্ত জানিবে।"
কৃপাময়ী কৃপাদৃষ্টে দুঃখ কর শেষ,
লজ্জা করে সুতে কৈতে কি কব বিশেষ ?
এইরূপে দুই রাণী যত কথা কন
শুনে ভগীরথ মনে মৌনী হয়ে রন।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে ভগীরথ কন
ভাল কথা নাহি কও কিসের কারণ ?
বড় ইচ্ছা শুনি মাগো পিতৃপরিচয়,
বিরূপ করিল রাজা কোন্ মহাশয় ?
রক্ষা করি রাজনীতি আমার কামনা,
পিতৃধর্ম্ম আগে রাখি নিতান্ত বাসনা।
ইহাতে যদ্যপি মাগো না কহ বিশেষ,
মা রব তোমার ঘরে ত্যজিব স্বদেশ।
এইরূপে মায়ে পোয়ে কথ কাটাকাটি ;
শেষে রাণী ভাবিত দেখিয়া আটাআঁটি।
রাণী ভাবে যদ্যাপি না কহি সমাচার ;
কি জানি কোথায় যাবে কি হবে আমার !
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী ভূপালী। তাল আড়া।

ধুয়া। ভাবিয়া দেখরে মন গঙ্গানাম সার,
যে নাম লইলে হয় ত্রিভুবন উদ্ধার।
নিরন্তর নিযুক্ত সেবায় আছে যার,
পাছে পাছে যাবে, কোথা রবে অহঙ্কার ?
গুরুদত্ত জ্ঞানচক্ষু মেল একবার,
শেষকালে গঙ্গা বিনা গতি নাহি আর।
মরিলে অশুচি হবে, ত্যজ্য হবে মার,
সম্বন্ধ জীবনাবধি, অনিত্য সংসার।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে মম নমস্কার,
মজ সুধা-হ্রদে পদে, মিনতি আমার।
দীন দেখি দয়াময়ী দিয়াছিলে দাস,
দুর্দ্দশা আমার ভাগ্যে একি সর্ব্বনাশ !
অস্থিহীন মাংসপিণ্ড কিঞ্চিৎ আকার,
চলিবার শক্তি নাই, নিজ অঙ্গ ভার।
অতি শিশু, শিশুবুদ্ধি মনে ছিল আগে,
প্রাচীন লোকের মত কথা দৃঢ় লাগে।
যা কর জগৎমাতা নিহিত তোমার,
ইনি গেলে এ কুলের না দেখি নিস্তার।
আশুতোষ-জায়া মাগো নাম ধর শিবা,
ইথে যদি প্রতারণা নামে খোঁটা দিবা।
সৃষ্টিহেতু ত্রিদেবে মা প্রসব করিলা।
অনন্তরূপিণী তুমি নাহি অন্ত লীলা !
কখন বা সাকার, কখন নিরাকার,
তব তত্ত্ব বর্ম্ম মা গো বুঝা অতি ভার !
কি স্তব করিব মাতা কিবা আমি জানি—
দর্শনের অগোচরা,যোগে ভুলে জ্ঞানী।
ভরসা কেবল নাম আর ও চরণ,
ইহাতে বিচ্ছেদ যেন নাহি হয় মন।
তব ভক্তি জ্ঞান-তত্ত্ব মম এ গরিমা,
অবশ্য ইহাতে কৃপা করিবে মা ভীমা।
তুষ্ট তারা একান্ত ভাবেতে ডাকে রাণী।
"ভয় নাহি" শ্রবণে শুনান দৈববাণী।
"ভগীরথ সামান্য নহে, বরপুত্র মোর॥
ইহাতে ভাবনা রাণী এত কেন তোর ?"
দৈববাণী শুনি রাণী পরম হর্ষিতা,
কি আর ভাবনা, তারে কালী কৃপান্বিতা।
এত ভাবি ভগীরথে রাণী পরে কয়,
পুরোহিত কুলের বশিষ্ঠ মহাশয়।

---

(১) সংযোগকার্য্য। (২) নিধুন।

ত্রিলোক আপনি বাছা কি মোরে সুধাও?
পাইবা সকল তত্ত্ব তাঁর কাছে যাও।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দীন, জ্ঞান কিছু নাই
দয়া কর দাসে মাগো এই ভিক্ষা চাই।

রাগিণী মুলতানে। তাল বড় চৌতাল।

ধুয়া। সুরধুনি! তোমার মহিমা কেবা জানে।
শিবের অগম্য অন্য জন কোন্‌খানে।

ভগীরথ জানি, জননীর বাণী,
আনন্দে হয়ে মগন,
বাহিরে আসিয়া, বৈসে দ্বার দিয়া,
পাত্রে কহে বিবরণ।
কোথা পুরোহিত? আনহ ত্বরিত,
পরামর্শ কিছু আছে।
আগে বলা নয়, কি জানি কি হয়,
কর্ণ নব শুন পাছে।
শুনিয়া এ কথা, যায় মুনি যথা
যতেক রাজার গণ;
উত্তরিল গিয়া, মুনিকে বন্দিয়া,
কহে যত বিবরণ।
বশিষ্ঠ মুনির, শুনিয়া শরীর,
পুলকিত প্রেমভরে;
বলে, বল বল রাজার কুশল,
প্রাণ যে কেমন করে?
যত রাজগণ,(১) করে নিবেদন,
তুমি দয়া কর যারে।
মরিয়া না মরে, যদি মনে করে,
শমন ডরায় তারে।
মঙ্গল রাজার; প্রভু একবার,
করিতে হবে গমন,
বাঞ্ছা আছে তাঁর, চরণে তোমার,
করিলেন নিবেদন।
মুনি কন চল, আর কেন বল,
যে কথা হইবে জানি।
এতেক বলিয়া সকলেরে নিয়া,
উত্তরিলা রাজধানী।
মুনিকে দেখিয়া, ভগীরথ গিয়া,
প্রণাম করিল পায়,
ছিন্ন তরু যেন, ভূমে পড়ে হেন,
তেমতি রাজা লোটায়।
মোহেতে মুনির, নেত্রে পড়ে নীর,
কোলে করিল রাজনে;
রাজা পুনর্ব্বার, করি নমস্কার,
বসাইলা সিংহাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, চরণ পূজিয়া,
কুশল জিজ্ঞাসে পরে,
তুষ্ট তপোধন, আনন্দে মগন,
আশীর্ব্বাদ বহু করে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা-পদতলে,
আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।

রাগিণী মালকোষ। তাল কাওয়ালী।

ধুয়া। প্রভু আমার পুরাও মনের বাসনা।

ভগীরথ বলে শুনহ মুনি,
বাসনা বংশের কীর্ত্তন শুনি।
জানিয়াছি গুরু তুমি বিধাতা,
আমারে এ কথা কহিলা মাতা।
তোমা বিনা আর কে আছে বল?
বলিতে ঝরিছে চক্ষুর জল।
কি রূপে তাঁহারা পাইল ক্ষিতি?
সুলনা বংশের কিরূপ রীতি?
মনের কামনা পূরণ কর,
দুদীন দাসের দুর্গতি হর।

---

(১) রাজভৃত্য।

শুনি মুনি ভগীরথের বাণী,
সন্তোষে কহেন শুন যা জানি।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সুদীন অতি,
দয়া কর দাসে মা ভগবতী।

রাগিণী ভীমপলাসী। তাল যৎ।
ধুয়া। তারিণী চরণে মজ মন,
দিন গেল কাল ঘনাল।

মুনি কন ভগীরথ শুন পরিচয়,
সূর্য্যবংশে জন্মেছিলা যে যে মহাশয়।
রোহিত নামেতে রাজা পুণ্যশীল অতি,
তার পুত্র হরিত, নিতান্ত ধর্ম্মে মতি,
তার পুত্র সুদেব,সে দেবের আকৃতি,
বিজয় তাহার সুত, দেবের প্রকৃতি,
তার পুত্র উরক, উরক পুত্র বৃক,
বৃক-পুত্র মহারাজা নামেতে বাহুক,
বাহুকের তনয় সগর ধরাপতি,
দুই ভার্য্যা সগরের কেশিনী, সুমতি।
সুমতি প্রসবে ষাটি হাজার কুমার,
ধনে পুত্রে সুখী রাজা—আনন্দ বাজার।
সুপ্রেয়সী কেশিনী রাজার অতিশয়,
অসমঞ্জা নামে পুত্র কেশিনীর হয়।
অসমঞ্জা-সুত অংশুমান্ মহাজ্ঞানী,
তার পুত্র দিলীপ, সে দানেতে বাখানি।
ভগীরথ তুমি বাছা পুত্র দিলীপের,
কে বলিতে পারে গুণ তোমার বংশের?
সগর রাজার গুণ বলে শক্তি কার?
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সমাচার।
এক ছত্রাধিপ রাজা পৃথিবীমণ্ডলে,
আজ্ঞাকারী ত্রিভুবনে আছিল সকলে।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত সুশীল শিষ্ট শান্ত,
গুণে ধনে নিরুপম দাতা আদ্যোপান্ত।
শুদ্ধাচার সদালাপ মুনি বিপ্র নিয়া,
দরিদ্র জনের বাঞ্ছা পূর্ণ ধন দিয়া।
পুত্রের সমান প্রজা করিত পালন,
বিচারে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আছিল শাসন।
বুদ্ধি কীর্ত্তি জলধি জিনিয়া অতিশয়,
কার সাধ্য কথার উপরে কথা কয়?
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ বীর,
জানে রাজা কালসম প্রতাপে গভীর।
সর্ব্বদা সভয় মন কখন কি হয়,
কি জানি কাহার পদ কোন্ ছলে লয়?
যে জন শরণাপন্ন, কথা শুন তার,
প্রাণ ধনে রক্ষা করা প্রতিজ্ঞা রাজার।
হংসে দেয় দুগ্ধ যেন জল মিশাইয়া,
ভোজন করয়ে দুগ্ধ জল তেয়াগিয়া,
সেইরূপ গুণের গ্রাহক রাজা গুণী,
গুণী জন সদা তুষ্ট মিষ্ট কথা শুনি।
রূপের উপমা দিব না দেখি তেমন,
পুনঃ বুঝি জন্মেছিলা আপনি মদন।
অনঙ্গ অঙ্গের রূপ কহিতে কে পারে?
তুলনা দিব কি তুল্য না দেখি সংসারে।
রূপ-সম গুণে রাজা জিতেন্দ্রিয় অতি,
সাচার ঋষির মত ছিল বেদে মতি।
কালে সন্ধ্যা পূজা হোম, কালাতীত নয়,
সাধ্য কি ব্যত্যয় হবে, মৃত্যু যদি হয়।
কত দিনান্তরে রাজা আরম্ভিল যাগ,
করিবেন অশ্বমেধ, মহা-অনুরাগ।
ভগীরথ বলে প্রভু প্রণাম তোমারে,
কিরূপে যাগ করিলা কহ না আমারে?
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।

আরম্ভ করিল যাগ, অশ্বমেধে অনুরাগ,
মহাপুণ্য পৃথিবীমণ্ডলে,
অনুজ্ঞা গুরুর নিয়া, পাত্র মিত্র ডাকাইয়া,
বলি রাজা শুনহ সকলে,

সবাকারে রাজা কন, কর দ্রব্য আয়োজন
ত্রুটি হৈলে পাছে অপমান,
আজ্ঞা শুনি নৃপতির ভয়ে প্রাণ নহে স্থির,
বলে কালী রক্ষা কর মান।
চিন্তিত হইয়া সবে, স্বকার্য্যেতে যায় তবে,
দ্রব্য আদি প্রস্তুত করিতে,
নাজরেরে প্রথমতঃ নৃপতির আজ্ঞামত,
সংবাদ করিল পৃথিবীতে।
তদন্তে সভার স্থান, করে অতি সুনির্ম্মাণ
কি কব তাহার পরিপাটি!
মলা থাকে যে সোনার, দূর করে স্বর্ণকার,
যেমন পোড়ায়ে করে খাঁটি,
সেই মত অবনীর, উচ্চ নীচ কাটি ধীর,
স্থল পাতি করয়ে সমান।
ছুঁইলে উঠে সিন্দূর, দর্পণের দর্প চূর,
স্থান যেন কৈলাস সমান।
বিংশতি যোজন স্থান, দীর্ঘ প্রস্থ পরিমাণ,
চন্দ্র-বেধ (১) সুন্দর বিস্তার,
প্রাচীর চৌদিগে দিল, যেন শৈল দাঁড়াইল,
লঙ্ঘিতে শকতি এত কার?
দীর্ঘিকা তড়াগ কূপ, সরসী খননে ভূপ-
আজ্ঞা আছে, কাটে স্থানে স্থানে।
জল অতি সুনির্ম্মল, কি কব জলের ফল,
পীযূষের তৃষ্ণা হরে পানে।
অমূল্য প্রস্তর দিয়া, পাড় ঘাট বান্ধাইলা,
দেয় মণি শোভে যে যেখানে।
শোভার ঘুচিল ভাণ, চন্দ্র সূর্য্য নিজ স্থান,
ত্যজি বুঝি আছে এইখানে!
জলে স্থলে শোভে ফুল, কি দিব তাহার তুল,
কিছু কহি শুন বাছা ধীর,
মোহিত করয়ে ঘ্রাণে, গৃহীজনে সুখ মানে,
উদাসীন লাগে যেন তীর।

ফুটে ফুল নানাজাতি, কুটজ টগর যাঁতি,
মল্লিকা মালতী জবা-ভাতি,
অশোক কিংশুক বক গন্ধরাজ ভূচম্পক,
দোপাটী প্রফুল্ল নানাজাতি,
বিল্বফুল শেফালিকা, দ্রোণাদি চন্দ্রমল্লিকা,
কৃষ্ণকেলি চম্পক শোভন;
রঙ্গণ বাকস ঝাঁটি, জাতী যূথী পরিপাটী,
সিউতীর ঘ্রাণে হরে মন।
স্থলে স্থলপদ্ম শোভা, সূর্য্যমণি সূর্য্য-আভা
কেতকী ধাতকী কুন্দ দোণা,
কামিনী বাসন্তী গন্ধ, বহে বায়ু মন্দ মন্দ
ভুলে যোগী কি করে মন্ত্রণা।
অপরাজিতা পিউলি, কহ্লার বক চামেলী
কর্ণিকার কুমুদ পুন্নাগ,
রঙ্গণ রক্তোৎপল, করবীর শতদল,
চন্দ্রমণি ধরে চন্দ্ররাগ।
সরল নাগকেশর, পদ্ম ফুটে নীরোপর,
নিশিগন্ধা গন্ধাতিমধুর,
মধুলোভে উড়ে অলি, গোলাপ কাঞ্চনকলি,
ফুটে, ছুটে গন্ধ বহুতর।
কামের কামান তূণ, লবঙ্গলতা বরণ,
মুচুকুন্দ তরুলতা কত,
লতাজাল কব কত, পিক পিকবধূ যত,
সুখে গান করে অবিরত।
কদম্ব কেলিকদম্ব, হরে মন কি বিলম্ব,
স্থির নহে শিরীষ পবনে।
অতসীর কিবা বর্ণ, লজ্জিত নির্ম্মল স্বর্ণ,
দৃষ্টিতে দুর্গারে পড়ে মনে।
পারিজাত সুদুর্লভ, এখানে অতি সুলভ,
আর পুষ্প কে করে গণন?
স্বর্গ ছাড়ি দেবগণ, সদা করি আগমন,
পুষ্প-বনে করেন ভ্রমণ।
ফল যত কব কত, নাম তার কত মত,
নানা তরু শোভে সারি সারি,

(১) উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত স্থান।

মধুর সমুদায়, কত শোধ রসনায়,
সকল কহিতে নাহি পারি।
রসাল রসাল বেল, চাঁপা রম্ভা নারিকেল,
গুবাক গোলাপজাম জাম;
আঙ্গুর আতা পনস, অপূর্ব্ব মধুর রস,
আমরুচ দাড়িম্ব বাদাম।
মুনক্কা(১) দেশী বাদাম, দাড়িম্ব বেদানা নাম,
সুধার সমান আনারস,
সফরিয়া আম(২) কত, পাকা হরীতকী যত,
মুনি বিনা কে জানে সে রস।
নাগরঙ্গ কদম্বক, কমলা কমলা-ভোগ,
করুণা সে করুণাতে তুল্য,
বাতাবি শারদ পাতি, কাগচী মধুর জাতি,
নিরূপিব নাহি কিছু মূল্য।
রামরাঙ্গা কুন্দরকী, পাকা নোনা আমলকী,
নোয়ালী কপিথ বেল গাব,
করমচা বইচী আল, যে তালে তুষ্ট গোপাল,
অনন্ত ব্রততে অনুভাব,
অম্বল বেতস গোঁড়া তেঁতুল ডহু আমড়া,
এ সকল কেবল অম্বল,
পানিআমলা পাকা হল, জম্বীর রসের তুল,
সন্নিপাতে কেবল মঙ্গল।
অনন্ত অপূর্ব্ব ফল, বিগলিত যে কমল,
তার বীজ অতি সুমধুর,
নারীফল হয় জলে, লোকে যারে ঢেপো বলে,
পানিফল কি কব প্রচুর।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরতরঙ্গিণী,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

প্রমাণ প্রয়োগ মত বেদী করে যত্ন,
নানা বস্তু বিচিত্র, সে শোভা কব কত।
হোম ঘর স্থানে স্থানে বিবিধ প্রকার,
মুক্তা মণি চূর্ণ দিয়া স্তম্ভ গাঁথা তার।
গৃহের উপরিভাগে চন্দ্রাতপ দিল,
চন্দ্রাতপ-তেজে অন্ধকার পলাইল।
কিবা নীল বস্ত্র তাহে শোভে স্বর্ণলতা,
জ্ঞান হয় চপলার নাহি চপলতা।
পঞ্চ নব দ্বাদশ ষোড়শবিধ কুণ্ড,
ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ অশ্বগজতুণ্ড।
মুকুতা প্রবাল মণি পল্লব রসাল,
মণ্ডপ ঢাকিল ইথে গাঁথি মালাজাল।
যজ্ঞকাষ্ঠ সমস্ত সে যেমত বিধান,
যে যে কুণ্ডে যে যে হোম, তেমতি প্রমাণ।
মণ্ডপের চারি দিকে চারি সরোবর,
পূর্ব্ব সরোবরে রক্তপদ্ম মনোহর।
পশ্চিমের সরোবরে শ্বেত শতদল,
উত্তরের সরোবরে শোভে নীলোৎপল।
দক্ষিণের সরোবরে কুমুদ প্রফুল্ল,
গন্ধে করে আমোদিত, কিসে দিব তুল্য।
উড়িছে পতাকা শ্বেত রক্ত নীল পীত,
কোন খানে বাদ্য ভাণ্ড গান সুললিত।
এইরূপে যজ্ঞস্থান করিল রাজন,
উপযুক্ত দিল লোক যে কাজে যেমন।
দেশে দেশে নিমন্ত্রণ পত্রিকা চলিল,
বাকি নাহি পৃথিবীতে যত দেশ ছিল।
কাশী কাঞ্চী কাবেরী ও কেকয় কর্ণাট,
কাম্বোজ খ্যা কামাখ্যা কাশ্মীরে গেল ভাট।
নেপাল উৎকল মল্ল পল্লাদি পঞ্চাল,
দ্রাবিড় দ্রাবিড় রাঢ় পোউড় ভূপাল।
সারঙ্গ সুরঙ্গ বঙ্গ তৈলঙ্গ ভুলিঙ্গ,
মগধ মথুরা মৎস্য হস্তিনা কলিঙ্গ।
সুরাষ্ট্র ভল্লার চেদি অবন্তীনগর,
নানা দেশে নিমন্ত্রণ করিল সগর।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

---

(১) কিস্‌মিস্‌। (২) পেয়ারা।

রাগিণী পরজ। তাল জৎ।

ধুয়া। আরে মন যায় দিন বিফলে বহিয়া।
পাইয়া মানব দেহ হরিপদ না ভজিয়া।

রাজা ঋষি মুনিগণ যেখানে যে ছিল,
শুনিয়া রাজার যাগ সকলে আইল।
আগত স্বাগত পাদ্য খাদ্যদ্রব্য বাসা,
যাহার যেমন মান, তেমন সম্ভাষ।
পরেতে সঙ্কল্প করি যজ্ঞ আরম্ভিল,
লক্ষ লক্ষ বিপ্র মুনি বরণ করিল।
আচার্য্য সদস্য হোতা ব্রহ্মকর্ম্ম আদি,
আদি যাতে মধ্যবর্ত্তী কেহ নহে বাদী।
মুনিগণ বিধিমত করে মহাযাগ,
দেব দেবে যেমন দেবের আছে ভাগ।
কত শুণ্ডাকৃতি কুণ্ডে ঘৃতের আহুতি,
অগ্নির বিশ্রাম নাহি, নাহি অব্যাহতি।
ব্রাহ্মণ দরিদ্র দুঃখী ক্ষুধিত যে জন,
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় করায় ভোজন।
ভোজনান্তে নানা রত্ন রাজা করে দান,
যাহার যেমন বাঞ্ছা তেমন বিধান।
অশ্ব গজ গ্রাম ভূমি হিরণ্যাদি ধন,
প্রবাল মুকুতা হীরা চুণি অগণন।
নানাজাতি বস্ত্র, অন্ন, বিচিত্র বিমান,
অপূর্ব্ব বাজন, দণ্ড সুবর্ণে নির্ম্মাণ।
হেমছত্র হেমকুম্ভ হেমময় ঘর,
হেমদণ্ড চামর সে অতি মনোহর।
নূতনপ্রসূতা গাভী দুগ্ধবতী অতি,
কামধেনু সুরভী সাক্ষাৎ ভগবতী।
এইমত নানা রত্ন করি আয়োজন,
রাজা করে দক্ষিণান্ত, যজ্ঞ সমাপন।
অশ্বমেধ সম পুণ্য নাহি পৃথিবীতে;
শত অশ্বমেধ সাঙ্গ যে পারে করিতে,
অনায়াসে ইন্দ্র হয় জানিবা রাজন্।
করে শত অশ্বমেধ শুন সে যেমন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

ধুয়া। ওরে মন কেন মায়াবশে ভুলে রয়েছ রে।
যে জন ভবের কাণ্ডারী তাঁরে ভজনা রে॥

একে একে শতবার রাজা যজ্ঞ করে,
সাঙ্গ হৈল নিরানই বিঘ্ন হৈল পরে।
সে কথা শুনিয়া বাছা আর কাজ নাই,
চক্ষুতে আইসে জল সে বড় বালাই।
নিজে তুমি বালক রাজার বংশধর,
সূর্য্যবংশে আর নাই, শুন গুণাকর।
আশীর্ব্বাদ করি বাছা চিরজীবী হও,
রাজ্যের পালন কর, স্থির ভাবে রও।
শুনিলে সে প্রসঙ্গ হে, বিপদ্ ঘটিবে,
কাজ নাই সে কথায়, শুনে কি করিবে?
গুরুমুখে গূঢ় কথা ভগীরথ শুনি
ভাবে মনে, এত গূঢ় কেন কন মুনি!
শুনিব কেমন কথা না শুনিলে নয়,
এত ভাবি গুরু পদ ধরি কিছু কয়;—
শুন শুন শ্রীনাথ আমার নিবেদন,
না কহিলে তব দাস ত্যজিবে জীবন,
দয়া করে এত কথা কহিলে যেমন,
পরে কহ মহারাজ করিল কেমন।
বশিষ্ঠ ভাবেন, ভগীরথ না ছাড়িল,
আর কেন সবিশেষ কহিতে হইল॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

শুনি মুনি কন, যাগ-বিবরণ
যেমন হইল পরে,
একক্রম শত, যাগ বিধিমত,
সমাপন রাজা করে।
রাজাধিরাজন, মহাহৃষ্ট-মন,
শেষে বাকি এক যাগ,

করে অলঙ্ঘন, তুরগ অচ্ছন-
রাগে মহা অনুরাগ।
অশ্ব মনোহর, পরম সুন্দর,
শ্যামল বরণ কায়,
কিবা সে বরণ, যেন নব ঘন,
রূপে ছায়া দেখা যায়।
চপলা চঞ্চল, মেঘে কি অচল,
হেন করি অনুমান,
বুঝি তীক্ষ্ণ অসি, কিবা খণ্ডশশী,
শোভা করে দুই কাণ।
কাঞ্চন বরণ, চারি খুর যেন,
রসানেতে মাজিয়াছে।
স্ফটিকের আভা, জঙ্ঘা চারি শোভা,
তেজে আলো করিয়াছে।
চামরলম্বিত, ধরণীচুম্বিত,
শোভা কি তেমন আছে।
মহানদী যেন, বেগেতে গমন,
নীলাচলে করিয়াছে।
উচ্চৈঃশ্রবাসুত, সর্ব্ব গুণযুত,
দোষহীন সুলক্ষণ।
বেগে যদি ধায়, কে ধরিবে তায়,
পারে কি নারে পবন,
গতি তুল্য দিতে, নাহি হয় চিতে,
মন পারে কি না পারে।
হেন মনে লয়, না পারে নিশ্চয়,
পাছে পড়ে, মন হারে!
নানা আভরণ, সাজায় রাজন,
যেখানে যেমন সাজে,
খরতর ধার, লাগাম হীরার,
না মানে সে অশ্বরাজে।
কিবা মুখছন্দ, মণিচুণিবদ্ধ,
মরকত শোভে ভালো,
কিঙ্কর বিশেষ, রূপ অবশেষ,
দশ দিক্ করে আলো!

মণি চূড়া পরে, শিরে শোভা করে,
কলগী তাহার নাম,
নীলগিরি কেটে, মণি কোড়া উঠে,
সে বুঝি করে বিরাম!
সোণায় জড়িত, মণি বিরাজিত,
গাঁথিয়া তাহাতে হার,
অশ্বের গলায়, কিবা শোভা পায়,
তুল্য কিসে দিব তার?
মুকুতা প্রবাল, গাঁথি মালাজাল,
অশ্ব অঙ্গ ঢাকি আছে,
শ্যামল বরণে, যেন তারাগণে,
মেঘকোলে খেলিতেছে।
মুক্তা ছড়া ছড়া, তাহে কেশ জড়া
বিনা পবনেতে হেলে,
যেন সৌদামিনী, যুক্ত কাদম্বিনী,
থাকিয়া থাকিয়া খেলে।
পায়েতে নূপুর, বাজে সুমধুর,
জয়ঘণ্টা সে গলায়,
চন্দন সিন্দুর, কপালে সুন্দর,
জয়পত্র দিল তায়।
পুত্র ষড়যুত, লক্ষ লক্ষ দূত,
দিয়া বিদায় করিল,
চলিল উল্লাসে, পৃথিবী তরাসে,
দেখি কাঁপিয়া উঠিল।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা-পদতলে,
আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

ধুয়া। চলে রাজগণ, সঙ্গে সেনাগণ,
জয়পত্র লইয়া তুরঙ্গম।

প্রথমতঃ পূর্ব্ব দিকে অশ্বের গমন,
যত দেশ ছিল, তথা করিল ভ্রমণ।

সে দেশ করিয়া জয় উত্তরে চলিল,
হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছিল।
তার পর পশ্চিম দিকেতে উপনীত,
চলিল দক্ষিণে শেষে করিতে শাসিত।
চারিদিগে সগর রাজার গণ যত,
পাইল সন্তোষ যত, তাহা কব কত।
যে সকল রাজা ছিল রাজার বিগণ,
দেখিয়া চিন্তিত অতি সকলের মন।
পরস্পর রাজাগণ কেহ কারে কয়,
কেন মিছে ভাব আর কে করিবে জয়?
জানত রাজারে সবে প্রতাপে যেমন,
ইহাতে হইলে বাদী হারাবে জীবন।
রাজগণ সকলেতে জয়পত্র দিলা,
সগর নন্দন যত দক্ষিণে চলিলা।
হরষে চলিল সবে সমুদ্রের ধারে,
ভাবে সেনা হইল জয়, ভয় আর কারে?
দিক্‌দেশপর্য্যটনে শ্রম অতিশয়,
রাজার নন্দনগণ সেনাগণে কয়,—
শ্রমজন্য পথে দুখ পাইলে সবাই,
আজি চল সকলেতে সুখে নিদ্রা যাই।
এই কথা কহি সবে করিল শয়ন,
নিদ্রা গেল সকলের শুন বিবরণ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিত পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
ইন্দ্র ভাবে আর কেন রাজ্য বুঝি যায়,
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হলে না হবে উপায়।
যজ্ঞবিঘ্ন না করিলে রাজা ইন্দ্র হয়,
মন্ত্রণা করিয়া মনে, চুরি করি কয়।
স্বপদ রাখিতে ইন্দ্র করিলা চাতুরী,
আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি।
চুরি করি নিয়া ঘোড়া রাখে পাতালেতে,
যেখানে কপিল মুনি আছিল যোগেতে।
সেইখানে বান্ধি অশ্ব ইন্দ্র পলাইল,
প্রভাতেতে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল।
স্বস্থানে নাহিক ঘোড়া দেখিয়া নয়নে,
স্বপন দেখিয়া যেন ভাবে মনে মনে।
দেখ ঘোড়া কোথা গেল—কে করিল চুরি,
পলাইল নতুবা কে করিল চাতুরী!
ঘোড়া গেল যজ্ঞ নষ্ট হইবে রাজার,
রাজার কোপেতে কারো প্রাণ বাঁচা ভার।
খেদ করে সকলেতে ঘোড়া না দেখিয়া,
নানা স্থানে ভ্রমে সবে অশ্ব তপাসিয়া।
মহাবলবান্ রাজপুত্র ষাটি হাজার,
যুদ্ধে অতি সুনিপুণ তুল্য নাহি আর।
ভাল হৈল, অশ্ব গেল, বসিয়া সকলে,
কোপে বলে, স্বর্গ মর্ত্ত যাবে রসাতলে।
অশ্ব-অন্বেষণ জন্য চারিদিকে চলে,
জল স্থল পর্ব্বত দেখিল ভূমণ্ডলে।
দিগ্বিদিক্ পৃথিবীর যত দেশ ছিল,
একে একে সেনাগণ সকলি দেখিল।
ঘোড়া না পাইয়া সবে হইল তাপিত,
ভাবে মনে, কি করিব, একি বিপরীত!
পুনর্ব্বার সকলেতে আইল সেস্থানে,
ঘোড়া চুরি গিয়াছিল পূর্ব্বেতে যে থানে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
বিস্ময় ভাবিয়া সবে দেখিছে তরঙ্গ,
হেনকালে তথা এক দেখিল সুড়ঙ্গ।
খুর-চিহ্ন দেখে সবে করিল বিচার,
পাইলাম সন্ধান কোথায় যাবে আর?
মহা তুষ্ট রাজগণ কহে তার পরে,
একজন যাও দেখি সুড়ঙ্গ ভিতরে।
আজ্ঞামাত্র জনেক সুড়ঙ্গ পথে যায়,
মহা অন্ধকার কিছু দেখিতে না পায়।
হাত পাঁচ সাত পথ গর্ত্তে গিয়াছিল,
দিক্‌হারা ক্ষিপ্ত যেন হাপিয়া উঠিল।
সকলে জিজ্ঞাসা করে, কহ সমাচার?
মূর্চ্ছাপন্ন জড় যেন বাক্য নাহি তার।

কিঞ্চিৎ বিলম্বে দূত কহে উর্দ্ধস্বরে,
আমার বংশেতে যেন চাকরী না করে!
মরিয়াছিলাম ভাই গিয়া অন্ধকারে,
যমালয় সমান যাইতে কেবা পারে?
শুনি ষাটি হাজার কুমার রাজা বীর,
বলে কোথা যাবে আর থাকিতে শরীর?
গিয়াছে এ পথে ঘোড়া সাক্ষী আছে তার,
না কাটিলে এই পথ ঘোড়া মেলা ভার।
এত বলি বিশ্বকর্ম্মে করিল স্মরণ,
শুনি বিশ্বকর্ম্মা তথা আইল তখন।
বলে ষাটি হাজার কোদালি শীঘ্র দেও,
আড়ে দীর্ঘ এক ক্রোশ মাপ এই লও।
শুনি বিশ্বকর্ম্মা বলে, করি নিবেদন,
কোন্ তুচ্ছ দ্রব্য জন্য করিলে স্মরণ?
এত বলি কোদালি আনিয়া শীঘ্র দিল,
লইয়া কোদালি পৃথ্বী কাটিতে লাগিল।
প্রিয়ব্রত-যশ সপ্ত রথচক্র-চিহ্ন ১)
সেই চিহ্ন কাটিয়া করিল ভিন্ন ভিন্ন।
লবণেক্ষু-সুরা হবিঃ-দধি-দুগ্ধ জয়।
জলাত্মক সমুদ্রের সপ্ত নাম হয়।
সপ্ত দ্বীপ সপ্ত উপদ্বীপ পৃথিবীর,
কর্ম্মভূমি এই দ্বীপ, শুনহ সুধীর।
কাটিয়া সাগর শেষে পাতালে পশিল,
যেখানে কপিল মুনি ধ্যানেতে আছিল।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী পরজ। তাল জৎ।

ধুয়া। গঙ্গানাম রসনা সর্ব্বদা কর পান,
মিছা কাজে দিন যায় আয়ু অবসান।

দেখে সবে, ঘোড়া বান্ধা মুনির নিকটে,
শিহরিয়া বলে, ভাই চোর সাধু বটে।
চোরের চরিত্র চিন্তা বুঝন সংশয়,
ঘোড়াচোর বেটা ত সামান্য লোক নয়!
বলে দেখ বসিয়া কি ভাব পরিপাটী?
চিনিবে বলিয়া গায় মাখিয়াছে মাটী।
কেহ বলে চোরের সাহস দেখ ভাই,
এত ধুমধামে কিছু ভ্রুক্ষেপ নাই।
দেখ না রুদ্রাক্ষমালা এই এক ছলা,
নখে বুঝা যায় কাটে, সাধী রাখে মালা।
জটাগুলা মোটা দেখ, মরি কি নয়ন,
দৃষ্টি নাই মন্ত্রসিদ্ধ, যেন চোর নন!
কেহ বলে ঘোড়া চোর ভবানীভাবক,
পুরুষানুক্রমে মহাবিদ্যা-উপাসক।
কিবা সে বিদ্যার মর্ম্ম বুঝ না হে ভাই,
উয়েতে খাইছে অঙ্গ, তবু উঠে নাই।
সাত পাঁচ ভাবি মিলে ডাকে তার পরে,
প্রকৃতত চোর নহে, উত্তর দিবে কারে?
মহাবিদ্যা-উপাসনা করিছে কপিল,
বান্ধি পাদপদ্ম মনে, আঁখিয়াছে খিল।
যোগে ভাবে মারে, কিছু নাহি বাহ্যজ্ঞান,
অন্তরে করিছে পদাম্বুজ মধু পান।
মায়ের চরণ ভাবে যোগেতে বসিয়া,
লক্ষ লক্ষ যুগ গেল আনন্দে বহিয়া।
তক্ষণ কেবল বায়ু পূর্ব্বেতে আছিল,
ভাবিতে ভাবিতে পদ সেহ না রহিল।
কাটে যে সংসার মায়া সকল জঞ্জাল,
কালীনাম-অসিতে কহিলা মহাকাল।
সেই কালীর নাম-বলে বল যে মুনির,
যম যারে পূজে, কি করিবে শূর বীর?
রাজপুত্র সকলেতে ডাকে মুনিবরে,
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে পদাঘাত করে।
পদাঘাতে মর্ম্মপীড়া পায় মুনিবর,
চক্ষু মেলে, কোপভরে কাঁপে কলেবর।
কপিলের কোপানলে বাঁচে সাধ্য কার?
দৃষ্টিমাত্র ভস্ম ষাটি হাজার কুমার।

১। শাস্ত্রে বলে, মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রের সংঘাতে সপ্ত সমুদ্রের জন্ম।

যেই বিপুল মুনিবর তাহাতে ব্রাহ্মণ,
ব্রাহ্মণের শাপ কভু না হয় খণ্ডন।
গায়ত্রী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম যে শরীরে আছে,
নারায়ণ সর্ব্বদা সভয় তার কাছে।
ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখিতে নারায়ণ,
ভৃগু-পদ-চিহ্ন বক্ষে করিলা ধারণ।
ব্রাহ্মণের অপমান করে হে পামরে,
নিজে মজে পাপে সর্ব্বকুল নষ্ট করে।
কপিলের শাপে তব পূর্ব্ব কুল ধ্বংস,
জন্মেছিল সগরের কেবল কুবংশ।
অপর বৃত্তান্ত বাছা শুন অতঃপর,
বংশের তিলক ভগীরথ গুণাকর।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিণী॥

সগর রাজার সুত, ব্রহ্মশাপে জড়যুত,
ভষ্ম হয়ে পাতালে রহিল;
দূত আসি ত্বরান্বিত, অযোধ্যায় উপস্থিত,
সবিশেষ রাজারে কহিল।
শুনি রাজা ব্রহ্মশাপ, পায় মহামনস্তাপ,
পুত্রশোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে,
ছিন্ন-তরু সম কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
শোকানলে দহে কলেবরে।
খেদ করি রাজা গলে, ভাসিল নয়ন-জলে,
কপালেতে করে করাঘাত,
বলে বিধি হায় হায়, একেবারে একি দায়,
ব্রহ্মশাপ একি অকস্মাৎ!
এইমত খেদ করে, ডুবিয়া শোক সাগরে,
শোকে জ্ঞান নাহিক রাজার,
এক পুত্র যায় যার, সে শোক পাসরা ভার,
মরে ষাটী হাজার কুমার!
গেল পুত্র গেল যাগ, কোথা সেই অনুরাগ,
শোক অস্ত্র কাঁদিয়া অস্থির,
শোক সম নাহি পাপ, মরি তাহে ব্রহ্মশাপ,
মূর্চ্ছাগত কম্পিত শরীর।

শোকেতে পাগল হয়, ধন জন ধর্ম্ম ক্ষয়,
শোকে লোক অনায়াসে মরে,
ধ্যান জ্ঞান বুদ্ধি মান, শোকেতে সকলি যায়,
শোক যেন না পায় পামরে।
তার পর সগরেরে, সকলে সান্ত্বনা করে,
শুনে শান্ত হইল রাজন,
পরামর্শ করে তবে, যাগ সাঙ্গ কিসে হবে,
বল শুনি রবির কেমন?
যুক্ত সব দিল সার, অংশুমানে দেহ ভার,
ইনি যাউন মুনির নিকটে,
রাজা বলে না হে আর, পূর্ব্বমত পুনর্ব্বার,
হয়—পাছে বিপরীত ঘটে।
শুনিয়া কথা রাজার, শঙ্কা হয় সবাকার,
কে করে উত্তর রাজারে?
শেষে আমি যোগধর্ম্ম, তপে কহিলাম মর্ম্ম,
ভাব দেখি কেবা বাপে কারে?
অনিত্য মিছা সংসার, মিছামিছি করে সার,
তবে ভাল ভবানীর মায়া,
সম্বন্ধ জীবনাবধি, ভাব দেখি মরে যদি,
কোথা জাব কোথা থাকে কায়া?
সংক্ষেপেতে যোগধর্ম্ম, শুনিয়া বুঝিল মর্ম্ম,
ভাবে রাজা মিছা করি শোক;
ডাকিয়া অংশুমানেরে, বিদায় করিল তারে,
দহে মোহে না হয় পলক।
পথে সাবধানে যাবে, মুনিকে বিনয়ে কবে,
কহিবে আমায় নিবেদন,
সগর দাস তোমার, পুত্রশোকে বাঁচা ভার,
বনে গিয়া ত্যজিবে জীবন।
বুঝাইয়া মুনিবরে, অশ্ব লয়ে শীঘ্র ঘরে
আসিবা, বিলম্ব করা নয়,
ত্বরা না আইলে তুমি, অরাজক হবে ভূমি,
এই কথা মনে যেন রয়।
অংশুমান তার পরে, সবারে প্রণাম করে,
বিদায় হইয়া রাজা যায়,

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভণে, মনোদুঃখ মনে মনে,
নিবেদন করি রাঙ্গা পায়।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়া।

ধুয়া। করুণা কর হে ভূদেব নারায়ণ।

ক্ষম দোষ ধরি পায়, বল প্রভু কি উপায়,
রক্ষা কর শুন তপোধন।
অংশুমান্ দুর্গা বলে করিল গমন,
মুনির নিকটে গিয়া করে দরশন।
মুনিবর ধ্যানে আছে মুদিয়া নয়ন,
ভাবে রাজা কি করিব একি বিড়ম্বন!
প্রণাম করিয়া স্তব করে মুনিবরে,
বলে রাজা মহামুনি কে চিনে তোমারে?
আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ধ্যান কর কারে?
বাষ্পবারি দুনয়নে অবিরত ঝরে।
সন্ন্যাসীর শিরোমণি শুন দয়াময়,
ব্রাহ্মণ শরীরে ক্রোধ কতক্ষণ রয়?
ক্ষমা কর দোষ রোষ, পদছায়া দেও;
কৃপা করি কাতর কিঙ্করে কিনে লও।
অংশুমান্ বলে, অবিদিত কিবা আছে?
আমি কোন্ ক্ষুদ্র, কি বলিব তব কাছে?
সূর্য্যবংশে জন্ম রাজা নামেতে সগর,
তাঁহার পৌত্র বাস অযোধ্যানগর।
কহিতে উথলে দুঃখ সমুদ্র-সমান,
করিয়াছ চিহ্নিত দাসের অপমান।
তব শাপে ভস্ম কুল, আর গতি নাই,
নির্ম্মল কুলেতে কালি, ইচ্ছা বিষ খাই।
কি রূপে হইবে যজ্ঞ, শাপ বিমোচন,
কৃপা করি দীননাথ বলহ কারণ।
শুনি মুনি ধ্যান করে কাতর দেখিয়া,
কহিলেন পূর্ব্ব কথা সংক্ষেপ করিয়া।
অশ্ব দিয়া কহিলা বিশেষ সমাচার,
হইলাম তুষ্ট, কিন্তু ইচ্ছা দেবতার।
খেদ না করিও রাজা কহি শুন সার,
শক্তি-উপাসনা বিনা মুক্তি হয় কার?
বশিষ্ঠ মুনিকে তুমি কহিবে যখন,
ইহার উপায় পথ হইবে তখন।
শুনিয়া মুনির কথা বিদায় হইল,
অশ্ব নিয়া অযোধ্যায় ত্বরায় আইল।
রাজার নিকটে অশ্ব দিলেন রাজন,
মুনি-আজ্ঞা রাজারে করিল নিবেদন॥
শুনি মহা তুষ্ট রাজা, যজ্ঞ সাঙ্গ করে,
গঙ্গা আরাধনা হেতু আমি কহি পরে।
ভগীরথ বলে গুরু প্রণাম তোমারে,
গঙ্গা তিনি কোন্ দেবী, বলহ আমারে।
বশিষ্ঠ বলেন বাছা শুনহ কারণ,
কহি তবে গঙ্গার জনম-বিবরণ॥
শুক্রবারে প্রথম উল্লাস গান সায়,
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গার গুণ গায়।

প্রথম উল্লাস সমাপ্ত।

মুনি কন ভগীরথ করহ শ্রবণ,
গঙ্গার জন্মের কথা শুন দিয়া মন।
দক্ষ-প্রজাপতি-কন্যা, এক জন্ম যার,
দ্বিতীয় জন্মেতে গিরি কন্যা সারাৎসার।
একবার প্রসূতিরে করিলেন ধন্যা,
তার পর মেনকার হৈল দুই কন্যা।
পরোপকারের জন্য শরীর ধারণ,
আদ্যা মহাবিদ্যা মায়া, জানে কোন্ জন?
গঙ্গার জন্মের কথা শুন হয়ে স্থির,
শুনি ভগীরথ-নেত্রে ঝরে ভক্তি-নীর॥
দক্ষ প্রজাপতি ঘরে আদ্যা জন্ম নিলা,
শিবনিন্দা শুনি সতী শরীর ত্যজিলা।
সতীশোকে সদাশিব করিয়া রোদন,
সতী জন্য নানা স্থানে করিলা ভ্রমণ।
কোন থানে না পাইয়া সতীর উদ্দেশ,
কামরূপ ধ্যান ক'র বসিলা মহেশ।

বিশ্বের ঈশ্বর বিভু শম্ভু ভাবে যাঁরে,
তাঁহার ভাবনা ভাব কে কহিতে পারে ?
ন্যাস মুদ্রা ভূতশুদ্ধি সাধন ধারণ,
উপাসনা মুক্তি-পথ ব্রহ্মনিরূপণ,
কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান-উপদেশ,
মহেশের সৃষ্টি, ব্রহ্মা জানেন বিশেষ।
হৃদিমধ্যে আকাশে মানস সরোবর,
আছে সেই সরোবরে পদ্ম মনোহর।
ভব হৃদিকাশে ভক্তি-ভানুর উদয়,
দেখি ভক্তি-ভানু পদ্ম প্রকাশিত হয়।
পরমা-পরম-পাদ-পদ্মে ভাবে ভব,
ভাবে হৃদে পাদপদ্ম কিরূপে পাইব !
কাদম্বিনী কাতর দেখিয়া কৃত্তিবাসে,
উদয় হইল ভব হৃদয়-আকাশে।
জলধর জিনিয়া বরণ মুক্তকেশ,
রূপ রঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গ লাবণ্যের শেষ।
কৃপা করি পাদপদ্ম হৃদিপদ্মে দিলা,
শবাকার ছিল শিব, সজীব হইলা।
মহামায়া মহাদেব মনেতে বিশ্রাম,
শিবের সর্ব্বস্ব ধন জপে দুর্গানাম।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী সোহিনী। তাল আড়া।

ধুয়া। দুর্গানাম সম ফল নাহি বেদে বলে।
দুর্গানাম এক বার, নিঃসরে বদনে যার,
চতুর্ব্বর্গ ফল তার, লাভ হয় করতলে।

মঞ্চে মধুসূদনেরে গোবিন্দ দোলায়,
রথে দৃষ্টি বামন করিতে যদি পায় ;
অনায়াসে মুক্ত হয়, কথা মিথ্যা নয় ;
দুর্গা নাম ততোধিক চারি বেদে কয়।
কাশীনাথ কাশীতে পূজয়ে যেই নরে,
গয়াতে পিতার শ্রাদ্ধ শত বার করে,
ত্রিবেণীতে মাঘে স্নান ফল যত হয়,
দুর্গানাম ফলতুল্য কিছুই কিছু নয়।
দুর্গাসুর ভয়ে দুর্গে(১) পড়ি দেবগণ,
বাঁচিলা সে ভয়ে, ভাবি অভয়াচরণ।
দুর্গাসুর বধ করি দুর্গানাম সার,
অতি দুর্গে দুর্গা বিনা গতি নাই আর॥
কলিতে কেবল কালী তারা দুর্গা নাম,
এ নামে বঞ্চিত যেই, বিধি তারে বাম।
দুর্গানাম দিনান্তে নিঃসরে মুখে যার,
চতুর্ব্বর্গ ফল অনায়াসে লাভ তার।
গুরুমুখে ভগীরথ শুনি দুর্গানাম,
নয়নে আনন্দ-ধার ঝরে অবিরাম।
ভগীরথ বলে, গুরু প্রণাম তোমারে,
দুর্গানাম-ফল কিছু বলহ আমারে।
বশিষ্ঠ বলেন, বাছা, শুন ইতিহাস,
অম্বিকাখণ্ডেতে কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

জয় নামে রাজা, তার রাণী পুণ্যশীলা,
কাশী নামে এক পুত্র ক্ষণে জন্মেছিলা।
সুশীলা নামেতে কন্যা অতি রূপবতী,
রূপের কি দিব তুল্য যেন ভগবতী !
পুত্রের বিবাহ দিল পরম হরষে,
কন্যাদান করে রাজা অষ্টম বরষে।
এক কন্যা এক পুত্র প্রিয়তম অতি,
পুত্রের অধিক স্নেহ সুশীলার প্রতি।
সুশীলা সুশীলা শিশু সুন্দরীর শেষ,
বিভু নামে জামাতার রূপে দীপ্ত দেশ।
জামাতা সুতেরে রাজা বলে ডাক দিয়া,
বিদ্যা-উপাসনা নাই কি কর বসিয়া ?
ভরদ্বাজ মহামুনি গোদাবরী-তীরে,
যোগেতে আছেন গুরু বসিয়া কুটীরে।

(১) বিপদে।

তার কাছে গিয়া বাছা পড়িবে দুজনে,
অচলা করিবে ভক্তি গুরুর চরণে।
শুনি কাশী বিভু, ভূপে বন্দিলা তখন,
শুভ দিন ক্ষণে যাত্রা করে দুই জন।
ঘরে গিয়া রাণীস্থানে বিদায় হইলা,
বিদায় করিয়া রাণী কান্দিতে লাগিলা।
ঠেকিল বিষম দায় রাণী মমতায়,
যাও কিম্বা রও কথা বলা হইল দায়॥
রাণী বলে এ সময় বলা কিছু নয়,
আর নাই মা বলিতে মনে যেন রয়।
সুশীলা বালিকা, বিভু কি কব তোমাকে,
আমার বাছারে বাছা, মনে যেন থাকে।
আশীর্ব্বাদ করি, রক্ষা করিবেন শিবা।
কৃতকার্য্য হয়ে, শীঘ্র ঘরেতে আসিবা।
কাশী বিভু রাজরাণী প্রণাম করিয়া,
চলিল গুরুর কাছে বিদায় হইয়া।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
ঘোড়া ছাড়ি দুইজন, হরিষে করে গমন,
নানা দেশ গেল ছাড়াইয়া,
গোদাবরী তীর্থ-তীরে, মুনিরে দেখি কুটীরে,
সেই থানে উতরিল গিয়া॥
দেখে মুনি যোগাসনে, ব্রহ্মরূপ ভাবে মনে,
সেই ভাবে মনে মনে হাসি,
ভক্তিভাবে গদ গদ, বন্দিয়া গুরুর পদ,
পরিচয় দিল বিভু কাশী।
শুনি মুনি পরিচয়, প্রেমেতে পুলক হয়,
নিজ শিষ্য সন্তান জানিয়া,
স্নেহে আশীর্ব্বাদ করি, বসাইল করে ধরি,
ভোজনাদি ফল মূল দিয়া।
পরেতে করেন দীক্ষা, সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল শিক্ষা,
কাশী বিভু হইল পণ্ডিত,
বুঝিল গুরুর মর্ম্ম, গুরুসেবা বিনা ধর্ম্ম-
কর্ম্ম করে, সে জন বঞ্চিত।
গুরুপদে দৃঢ়মন, সেবা করে দুই জন,
কত দিন এইরূপ ছিলা,
শেষে-গুরু আজ্ঞা নিয়া, গুরুপদে প্রণমিয়া,
নিজ দেশে গমন করিল।
দু তরিতে দুই জন, ভাসিল সুখেতে মন,
বলে বাহ ত্বরায় কাণ্ডারী,
শুনি সবে বাহে ঘন, চলিল পবন যেন,
গমনের তুলা দিতে নারি।
কিবা নৌকা কিবা দাঁড়ি,গান করে কেহ সারি
মধ্যপথে শুন সমাচার,
বিভু বলে কাণ্ডারিরে, বারেক লাগাও তীরে,
পীড়া কিছু হয়েছে আমার।
কাণ্ডারী বিনয়ে কয়, বলে শুন মহাশয়,
তীরে কেবা যায় এ সময়?
সুবিধা ভাগ্যেতে পায়, সুবিধা কি ছাড়া যায়,
বিবেচনা নাহি মহাশয়?
বিভু ভাবে একি দায়, পীড়া জন্যে প্রাণ যায়,
ধর্ম্মপথে কোটি নমস্কার,
এত বলি তার পরে, জলেতে প্রস্রাব করে,
শুন সে আশ্চর্য্য সমাচার।
জলে যে প্রস্রাব করে, ব্রহ্মহত্যা তারে ধরে,
তাহে মহাতীর্থ গোদাবরী,
পাইয়া বিভুর ছল, ক্রোধে জল টলমল,
তুফানে পড়িল বিভু তরী।
কাশী সে নিষ্পাপ ছিল, পুণ্য জন্যে এড়াইল,
বিভু পড়ে বিষম তুফানে,
বিভু কান্দে বলে হায়, আপাততঃ একি দায়,
বিপাকে পড়িয়া যাই প্রাণে।
না পড়ি প্রলয় ঝড়ে, বৃক্ষের না পাতা নড়ে,
বায়ু নাই নদী কেন নড়ে?
নাহি অন্য উৎপাত, একি দায় অকস্মাৎ,
বজ্রাঘাত শিরে যেন পড়ে।
পড়িয়া ব্যাধের ফান্দে, পশু প্রাণ-ভয়ে কান্দে
সেই মত বিভুর হইল।

সুপথ নাহিক পায়, কুপথে তরণী যায়,
ভয়ে বিভু কান্দিতে লাগিল।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরতরঙ্গিণি,
কণ্ঠে করে অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

ধুয়া। তরণী চরণে মজ মন দিন যে গেল।
কি কর বসিয়ে মন মুখে কালী তারা বল।

বিভু হৈল অনুদ্দেশ পড়িয়া তুফানে,
কাশী বলে, কোথা গেল যাব কোন্ খানে?
কান্দে কাশী বিভু জন্যে করিয়া বিলাপ।
ফণি যেন মণিহারা, পায় মনস্তাপ।
বালক কালের বন্ধু, সতীর্থ আমার,
আমার মনের কথা কে বুঝিবে আর?
লোকে জানে কাশী বিভু ভিন্ন মাত্র কায়,
এখন আছয়ে প্রাণ দেহে, হায় হায়!
দোসর নাহিক আর বল কি করিব?
ঘরে গিয়া মাতারে পিতারে কি বলিব?
বিভু কোথা? মা যখন বলিবে আমারে,
বুঝাইব কি বলিয়া, কি বলিব তাঁরে?
পুত্র প্রতি মা বাপের স্নেহ অতিশয়,
ততোধিক জামাতা কন্যাতে লোক কয়।
সহোদরা সুশীলা সুন্দরী ধর্ম্মশীলা,
জিনি রূপ রুক্মিণী, কি শাপে জন্মেছিলা।
সে যখন দাদা বলি সুধাবে আমারে,
ভাবিতে যে প্রাণ যায়, কি কহিব তারে?
এমন সময়ে কোথা শিবসীমন্তিনী,
রক্ষা কর এই দুর্গে মহিষমর্দ্দিনী!
কাতর হইয়া কালী ডাকি মা তোমারে,
পড়িয়াছে তব দাস বিপদ পাথারে।
কোথা গেল বিভু, মাগো দেখিতে না পাই,
আছে কি না আছে বিভু এই সাক্ষী চাই।
সাক্ষী না পাইলে তবে ঝাঁপ দিব জলে,
হেনকালে প্রাণে আছে নরাকৃতি বলে।
নরাকৃতি শুনি, কাশী পাইল আশ্বাস,
দেশেতে যাইতে কিন্তু না হয় বিশ্বাস।
কূলে লাগাইয়া তরী সাত দিন ছিল,
সন্ধানের পথ যত সন্ধান করিল।
না পেয়ে উদ্দেশ, শেষ হইল ভাবিত,
সঙ্গের সকল লোক বুঝাইল নীত।
দেশে চল মহাশয়, শুন সমাচার,
পশ্চাৎ আসিবে বিভু, কেন ভাব আর?
চিন্তিত হইয়া পরে দেশেতে চলিল,
বাটীর ঘাটেতে আসি তরা লাগাইল।
সংবাদ লইয়া দূত কহিল রাজারে,
শুনি রাজা সুসংবাদ দেন সবাকারে।
মঙ্গল আচার করে, আছে যে বিধান,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বহু ধন করে দান।
নৌকা হইতে উঠিয়া ঘরেতে গেল কাশী,
রাজার চরণে আগে প্রণমিল আসি।
কাশীর সঙ্গেতে রাজা, বিভু না দেখিয়া,
কি কথা কহিবে কিছু না পায় ভাবিয়া।
সুতেরে দেখিয়া আগে হয়েছিল সুখ,
জামাতা না দেখি সঙ্গে হইল বিমুখ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে ভাবি মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী।

শ্রীরাগ। তাল ধামাল।

ধুয়া। কি করিব কোথা যাব কেমনে জীবন ধরি,
আহা মরি কি শুনালি, মীন যেন ছাড়া বারি।

নয়নের জল, করে ছল ছল,
কাশী করে নিবেদন,
পথে বিভু নিয়া, ঝড়েতে পড়িয়া,
হইয়াছিল যেমন।
শুনিয়া রাজন, শোকে অচেতন,
হইল যেমন জড়,

কাটা রুই যেন, মনে লয় হেন,
বাজা করে ধড় ফড়।
রাজা বলে কাশী, এখনি সন্ন্যাসী
হই তবে ভাল হয়,
মিছার সংসার, বিভু বিনা আর,
সকলি আঁধারময়।
তোমার জননী, মরিবে এখনি,
শুনিলে এ সমাচার,
যাও তুমি তবে, সাবধানে কবে,
কি বলিব আমি আর।
রাজার বচন, শুনিয়া তখন,
রাণীর কাছেতে যায়,
বন্দিল রাণীরে, রাণী বলে 'কিরে,
আমার বিভু কোথায়?'
পুরবাসী দাসী, মাসী পিসী আসি,
বলে কাশী বিভু কই,
কাশী বলে পাছে, শুন বিভু আছে
পাবে কিছু দিন বই।
রাণী বলে একি, সত্য বল সেকি,
ধরিল কাশীর হাতে,
বল অরে ধন, বল বিবরণ,
দিয়া হাত মার মাথে।
কাশী পরে ভাবে, পরকাল যাবে,
মিছা বলা অনুচিত,
কহিল তখন, বিভু-বিবরণ,
শুনি রাণী চমকিত।
যেন শর-ঘায়, গড়াগড়ি যায়,
রাণী বলে বিষ খাই,
ওমা ভগবতী, একি মা দুর্গতি,
দাসীরে দয়া কি নাই?
আহা মরি মরি, আমার নাগরী,
সুশীলা শরদশশী.
জাগাইলে থায়, হায় একি দায়,
তার ভাগ্যে একাদশী!

ধিক্ বিধাতায়, সোণা সোহাগায়,
মরি কি মিলিয়াছিল!
সুশীলা সুন্দরী, রতনের তরী,
শোকসাগরে ডুবিল।
সুশীলা শুনিয়া, আইল ধাইয়া,
বলে মা বল কারণ,
রাণী বলে আর, কপালে তোমার
কহিব কি অলক্ষণ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে
বলে গঙ্গা-পদতলে,
আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।

সকলের শোকের সাগরে মগ্ন মন,
কেবা কার কথা শুনে? করিছে রোদন।
সুশীলা সান্ত্বনা করে বলে স্থির হও,
কেন কান্দ কি কারণে? সমাচার কও।
সুশীলারে দেখিয়া সকল করে খেদ,
বলে কিবা কথা মরি, করে মর্ম্মভেদ,
পরস্পর সকলেতে করে কাণাকাণী;
খেদে কিছু সুশীলারে কহে রাজরাণী।
রাণী বলে সোহাগিনী জ্ঞান হয় নাই,
তোমার কপাল মন্দ বঞ্চিত গোসাই।
এ যে রূপ অঙ্গভঙ্গী মণিময় হার,
এক জন বিনে বাছা সব অন্ধকার।
বলিতে না পারি আর, প্রাণ বলে যাই,
পৃথিবী বিদরে যদি তাহাতে মিশাই।
তখন মাসীর কাছে, জিজ্ঞাসে সুশীলা,
শুনি সুশীলার মাসী কান্দিতে লাগিলা।
কপালেতে করাঘাত করে সীমন্তিনী,
বলে বাছা কি কহিব অনেক কাহিনী।
কাশী বিভু দুইজনে পথেতে আসিতে,
বিভু গেল কোথা, কেহ না পারে কহিতে।
আছে কি না আছে বিভু, এই সমাচার,
কি জানি কপালে বাছা কি আছে তোমার।

শুনিয়া সুশীলা বলে, এই জন্য খেদ,
মিছা খেদ কর, মিছা না হইবে বেদ।
সুশীলার মাসী বলে, সে আর কেমন ?
মার মার মত পাকা কথা যে তেমন।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ ভাবি মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
সুশীলা বলে গো মাসী কেন ভাব আর,
যাত্রাকালে কথা আমি শুনিয়াছি তাঁর।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে করিলা গমন,
সে নামে আপদ হবে বেদ কি এমন ?
শুনিয়াছি পুরাণে পুরয়ে মনস্কাম,
রণে বনে গমনে লইলে দুর্গানাম।
একবার দুর্গানাম বলে যেই নরে,
অপার সংসারসিন্ধু অনায়াসে তরে।
আমি জানি তিন বার দুর্গানাম নিয়া,
গিয়াছেন কেবল সে নামে ভর দিয়া,
তাঁহার আপদ কোথা কি করিবে ঝড়ে ?
তবে মানি সূর্য্য যদি ভূমে খসি পড়ে।
দুর্গানামে আপদ হইবে যেই দিন,
সে দিন জানিবে মাসী না হইবে দিন।
দুর্গানামে আপদ কখন হয় কার ?
আপদের আপদ সে দুর্গানাম সার।
শুনি সুশীলার মাসী অবাক্ হইল,
বাম্য করাঙ্গুলি তুলি নাসিকায় দিল।
চমৎকার মানি, কোলে করে সুশীলায়,
বিশেষ করিয়া কথা রাণীরে বুঝায়।
এমন সময় দূতে সংবাদ আনিল,
ঘরেতে আইল বিভু, বলিতে লাগিল।
মৃতবৎ ছিল রাজা, নাহি ছিল জ্ঞান,
শুনিয়া বিভুর কথা, পায় যেন প্রাণ।
জয় জয় হুলাহুলি মহাকলরব,
ঘরেতে আইল বিভু, মহামহোৎসব।
সুশীলার দৃঢ়ভক্তি দুর্গানামে ছিল,
সেই পুণ্যবলে বিভু ঘরেতে আইল।

কহিলাম ভগীরথ এক ইতিহাস,
নানা শাস্ত্রে নানা মতে অপূর্ব্ব প্রকাশ।
দুর্গানামজপ ফলে, ব্রহ্মার সৃজন,
দুর্গানাম জপি বিষ্ণু করেন পালন,
দুর্গানামে মহাদেব করেন সংহার,
গায়ত্রীকবচে আছে প্রমাণ তাহার।
সেই দুর্গানাম শিব করিল ভজন,
তুষ্ট হয়ে ভগবতী দিলা দরশন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
পার্ব্বতী পরমাগতি, পশুপতি প্রীতি সতী,
দয়াময়ী করুণা করিলা,
মায়াতে মোহিত করি, ভুলাইয়া কাম-অরি,
পরে শৈলনন্দিনী হইলা।
ভূধরের কুটুম্বিনী, মেনকা ধর্ম্মশালিনী,
তপস্যা করিছে ঘোরতর,
আছে পুত্র, কন্যা জন্য করে নানাবিধ পুণ্য,
শক্তি-উপাসনা নিরন্তর।
সোণার গড়ায়ে যন্ত্র, পূজা করে জানি তন্ত্র,
লক্ষ মন্ত্র নিত্য জপ করে,
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন, নানা পুষ্প সচন্দন,
বসন ভূষণ দেয় পরে।
নৈবিদ্যাদি বলি হোম, ভোগ রাগ সুনিয়ম,
নিত্য লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন,
ক্ষুধিত যে জন থাকে, ভোজন করায় তাকে,
রাজপুরে নাহি অনশন।
নগরে রমণী যত, প্রেমানন্দে উনমত,
কেহ নৃত্য করে সুললিত,
তুলিয়া রাগের তান, ত্রিগুণার গুণগান,
তালমানে সকলে মোহিত।
অনুকম্পা নাহি পায়, রাণী বলে একি দায় ?
বুঝি তারা করিল বঞ্চিত,
যে কুলে জন্ম আমার, কেন দয়া হবে তাঁর,
এত পুণ্য কি আছে সঞ্চিত ?

ধনের মুখেতে ছাই, কায়মনোবাক্য নাই,
শ্রম বিনা দয়া হয় কাবে ?
আমারে ঘটিল তাই, কায়িক শ্রম ত নাই,
ইথে দয়া কি হবে আমারে ?
এত ভাবি তার পরে, রাণী শক্তি-ব্রত করে,
শুন সে আশ্চর্য্য সমাচার,
অচলা করিয়া ভক্তি, আরাধয়ে মহাশক্তি,
শক্ত বিনা পাবে শক্তি কার ?
কালী পদে বান্ধি মন, তিন দিন অনশন,
চতুর্থ দিবসে জলাহার,
এইরূপ চারি মাস, ছাড়িয়া জীবন-আশ,
উপবাসে অস্থিচর্ম্মসার।
পরেতে ছাড়িল জল, ছয় মাসে নিষ্ফল,
ভোজন করয়ে এক দিন,
ইতে বাঁচে সাধ্য কিবা, ভরসা কেবল শিবা,
মেনকার তপস্যা কঠিন।
দৈব বিনা নাহি জোর, মেনকার যে কঠোর,
তুষ্ট তারা দেখিয়া তখন,
নিশাযোগে এক দিন, মেনকার ভাগ্যাধীন,
কাণে তাঁরে কহিলা স্বপন।
শুন গো মেনকা ধন্যা, হবে তব গর্ভে কন্যা,
আর তুমি না করিও খেদ,
যে ভাবে ভাব আমায়, এমনি ভাবিবে তায়,
শেষে যেন না হয় বিচ্ছেদ।
স্বপন সৌভাগ্য মানি, প্রভাতে উঠিয়া রাণী,
প্রেমানন্দে ভাসে অশ্রুজলে,
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভণে, গঙ্গাপদ ভাবি মনে,
তপস্যা সফল হইল বলে।

রাগিণী রামকেলী। তাল ঠেকা।

ধুয়া।—ডাকিয়া রাণী রামাগণে বলে।
কি হলো কি হলো কেন অঙ্গ জ্বলে॥

মেনকারে মহামায়া সদয় হইলা,
পরে শুন, যে রূপেতে গঙ্গা জন্ম নিলা।
দুঃখ দূর করিতে, হরিতে ভব ক্লেশ,
জগৎজননী গর্ভে করিলা প্রবেশ।
মেনকার গর্ভের হইল অনুমান,
পাটের পোষাতি তবু সদা সাবধান।
তিন মাসে অরুচি, শয়ন ভূমিতলে,
রুচি মাত্র পোড়ামাটী অধিক অম্বলে।
চারি মাসে সর্ব্বদা গা ভাঙ্গে, তোলে হাই,
উদর উপর চর্ব্বি বলাধান নাই।
পাঁচ মাসে শয়ন হইল বিপর্য্যয়,
এই মাসে পৃথক্ হইল চিমাহয়।
ছয় মাসে অঙ্গ জ্বলে, ফল মূল খায়,
রাণীর হাজার দাসী নিযুক্ত সেবায়।
সাত মাসে সদা ঘর্ম্ম স্তনে ভরে ক্ষীর;
বরণ পাণ্ডুর, নীল বর্ণ যত শির।
আট মাসে চলনে বলনে শক্তি নাই,
সখী বলে প্রসব হইলে প্রাণ পাই
পর্ব্বতের নারীগণ সেখানে যে ছিল,
নয় মাসে সাধ দিতে সকলে আইল।
কেহ বলে, একি রূপ দেখি মেনকার !
কেহ বলে সাটি সাটি বাছা রে আমার !
সঙ্গিনী রঙ্গিণী যত বয়েস সমান,
বলে, কাঁচা কাঞ্চনে কে দিল গো রসান ?
কেহ বলে, মেনকার কপাল ফিরিল,
ফলিবে এ কোঁক আর কার মনে ছিল ?
বৃদ্ধ যারা রাণীকে করিয়া আশীর্ব্বাদ,
মনের মানসে দেয়, কাঁচা পাকা সাধ।
রাণী পরে নূতন বসন অলঙ্কার;
উপরোধে খায় সাধ, দিনে দশবার।
কাঁচাসর সরভাজা, সদ্য ননী ছানা,
জলপানে ছানা চিনি মিছরির পানা।
আটভাজা কটু তৈল মাখিয়া লবণ,
নারিকেল খণ্ড দিয়া করায় ভোজন।
কেহ বলে, যদি বাছা ফলাহারে ভক্ত,
সখী বলে জানি ভাল, সে দকায় শক্ত।

অদ্যাপি নিখুঁতি থাজা গজা মতিচুর,
পানিতয়া ছেনাবড়া কব কি প্রচুর।
খায় যত মেনকা না ঘুচে খাই খাই,
ভাণ্ডার লোকের ভক্ষ্য পাতে দিলে নাই।
আড়ে বসি সখী বলে কি হইল রাণী,
পরস্পর ঠারেঠোরে করে কাণাকাণী।
সাধ্য কার মেনকার ক্ষুধা শান্ত করে ?
সা ক্ষুধা-রূপিণী, যার উদর ভিতরে।
কৌতুক করিতে মার এই এক মায়া,
পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত হয় গিরিজায়া।
দশমাস দশদিন হইল পূর্ণিত,
রাজা রাণী দুই জনে মহা আনন্দিত।
পৃথিবীতে দেবগণ করিল গমন,
গঙ্গার জনম হবে জানিয়া কারণ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

বসন্ত রাগ। তাল মধ্যমান।

ধুয়া। বসন্ত চলিল পরমানন্দে মগন,
কুসুম গন্ধেতে ভরি বহিছে মন্দ পবন।

হইবে গঙ্গার জন্ম বসন্ত জানিয়া,
মূর্ত্তিমন্ত হয়ে বৈসে সময় বুঝিয়া।
ভাবে আমি এ সময় আর কি পাইব ?
পেয়েছি জনম ধন্য সফল করিব।
এত ভাবি শেষে বৈসে নিজমূর্ত্তি ধরি.
ছত্রিশ রাগিণী, ছয় রাগ সঙ্গে করি।
মলয় পর্ব্বত হৈতে আইলা পবন,
শীতল সুগন্ধ সহ বহে সমীরণ।
মধুকর মধুকরী মদনে মাতিয়া,
মধু খায় ফুলে ফুলে বেড়ায় নাচিয়া।
ময়ূর ময়ূরী নাচে দেখি কাদম্বিনী,
গান করে কুহুরবে পিকসীমন্তিনী।
ডাহুক ডাহুকী সঙ্গে জলেতে খেলায়,
খঞ্জন খঞ্জনী পথে না চৈয়া বেড়ায়।
মরাল মরালবধূ খেলে সরোবরে,
কোক কোকজায়া(১)জলে কৌতুকে বিহরে।
পৃথিবী পর্ব্বতে যত পুষ্পবন ছিল,
বসন্তের আগমনে প্রফুল্ল হইল।
পুষ্পগন্ধ নিয়া বায়ু করয়ে ভ্রমণ,
বিরহী জনার মন করে উচাটন।
সুখী যারা, সুখে তারা, কিসের ভাবনা ?
বিরহী জনার যেন যমের যাতনা।
নীরস আছিল তরু সরস হইল,
ভগবতী-আগমনে সুফল ফলিল।
সকল রসেতে পূর্ণ, জল সুমধুর,
দয়া করি দুগ্ধ গাভী দিতেছে প্রচুর।
গঙ্গার জনম মনে ধন্য করি গণি,
নানারত্নেপরিপূর্ণ হইল অবনী।
ধন বিনা প্রজাগণ দুঃখিত আছিল,
গঙ্গা-আগমনে ধন প্রচুর পাইল।
দুঃখ নাই সকলে ভাবয়ে মনে মনে,
অকস্মাৎ এত সুখ কিসের কারণে ?
কেহ বলে শুন ভাই করি নিবেদন,
মায়ের করুণা বিনা হয় কি এমন ?
কেহ বলে মনেতে ভাবিয়া দেখ ভাই,
আচানক মনেতে পরম সুখ পাই।
এইরূপে অপার আনন্দে সব সুখী ;
পরে শুন যেরূপে জন্মিলা চন্দ্রমুখী।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

গঙ্গার জন্ম কথন।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়া।

ধুয়া। কেও আনন্দময়ী মন্দিরে,
রূপে আলো করে।

অযোনি-সম্ভবা যিনি জন্ম হবে তাঁর,
গ্রহগণ শুভক্ষণ করিয়া বিচার।

---

(১) চক্রবাকী।

মেষে রবি দশ অংশে করিছে সম্ভোগ,
সুধাংশুতনয় (১) সঙ্গে বুধাদিত্যযোগ,
নিশাকর বৃষেতে, কর্কটে বৃহস্পতি,
ভার্গব বসিল মীনে দীপ্ত ভাবে অতি,
কন্যায় বসিয়া শনি অতি মনোরঙ্গে,
ধনুতে মঙ্গল আছে, রাহু তার সঙ্গে,
মিথুনে বসিল কেতু তৈতিলকরণ,
অক্ষয় সৌভাগ্যযোগ অতি শুভক্ষণ।
রোহিণী নক্ষত্র ফল কহিব কি তার ?
সিতপক্ষ বৈশাখী তৃতীয়া শুক্রবার।
দিনার্দ্ধ যখন সূর্য্য উদিত গগনে,
ভূমিষ্ঠ হইলা গঙ্গা সেই শুভক্ষণে।
কর্কট লগ্নেতে জন্ম, শুন তার ফল,—
জগত জননী কিন্তু হইবেন জল।
জন্মমাত্র রূপে দশদিক্ আলো হয়,
যেন কোটি কোটি ভানু ভূমিতে উদয়।
তেজ দেখি ভানুর ঘুচিল অভিমান,
চরণ-কমলে রবি করিল পয়ান।
শৈল-সীমন্তিনী যত হুলাহুলি করে,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া নাচে প্রেমভরে।
কিন্নর কিন্নরী যত নানাযন্ত্র নিয়া,
তাল মানে করে গান মগন হইয়া।
অপ্সরা করিছে নৃত্য নাহি তালভঙ্গ,
অঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গ সে কত কব রঙ্গ,
নাড়ীচ্ছেদ জাতকর্ম্ম যেমন বিহিত,
করে কুলাচার সবে আছে যেই রীত।
পরম আনন্দে সবে ডাকিছে রাজারে,
শুনিয়া আইল রাজা, কন্যা দেখিবারে ॥
সূতিকাগৃহের দ্বারে ধীরে ধীরে যায়,
বহু পুণ্যফলে কন্যা দেখিবারে পায়।
দেখিয়া অচল রাজা অচল হইল,
চিত্রের পুতলী মত চাহিয়া রহিল।

১। বুধ।

নগেন্দ্রের নয়নে নিমেষ মাত্র নাই,
বলে মাগো দয়া কর এই ভিক্ষা চাই ॥
রাজা বলে প্রসন্ন কপাল মেনকার,
তাহার জনম ধন্য, ধন্য সে আমার!
তার পর সকলেতে শুনহ বিধান,
হিমালয় কন্যার কল্যাণে করে দান।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী সিন্ধু, তাল ঠেকা।

ধুয়া। কে ও আনন্দময়ী মন্দিরে। রূপে দিক্ আলো করে, চিত্ত-চকোর নাচে চরণ হেরিয়া রে।
নয়নে নিমেষ তেজিয়াছে রে।

সভা করি গিরিরাজ, লইয়া নিজ সমাজ,
সুসংবাদ দিল সবাকারে ;
শুনি মহা মহোৎসব, আইল পর্ব্বত সব,
নানা ভেট দিলেন রাজারে।
আইল পর্ব্বত চূড়া, রাজার শ্বশুর বুড়া,
সুমেরু স্বর্ণের অধিপতি ;
সুরভি সামন্ত যার, আইল সুহৃদ্ তার,
যাম্যদেশ যাহার বসতি।
সিন্ধু বিন্ধ্য গোবর্দ্ধন, তরুণী গন্ধমাদন,
যার রূপে আলো করে দেশ ;
কার চক্ষু ঘোর লাল, কার দীর্ঘ জটাজাল,
চামর সমান কার কেশ।
নীলাচল উর্দ্ধবাহু, বরণ জিনিয়া রাহু,
ঋষ্যমূক পর্ব্বত আইল,
পারিজাত তাম্রপতি, চন্দ্রনাথ শীঘ্রগতি,
হিমালয়ে আসি দেখা দিল।
ত্রিপুর ত্রিকূট রঙ্গে, চিত্রকূট করি সঙ্গে,
মাল্যবান্ মৈনাক আইল ;
হিঙ্গুলাধিপতি সুখে, দুর্গা দুর্গা বলি মুখে,
প্রেমানন্দে আসিয়া বসিল।

স্বর্ণগিরি হরষিত, উদয়াস্ত উপনীত,
জয়ন্তু মন্দার মণিধাম;
করিলেন অধিষ্ঠান, যার গর্ভে ভগবান্,
শিলারূপে হন শিলাগ্রাম।
ত্রিবর্ত্ত গিরির গুরু, নানা নামে কল্পতরু,
তিনি কিন্তু এক অবতার;
তার দেশে চীনাচার, দেশাচারে নিন্দাকার,
ঈশ্বরীর কাছে কি আচার?
পরম কৈবল্য-ধাম, কৈলাস যাহার নাম,
অধিষ্ঠান হইল তাঁহার,
রত্নগিরি পাছে ছিল, অবশেষে উত্তরিল,
যার জিম্মা রতন-ভাণ্ডার।
পর্ব্বত আইল যত, যার যে মর্য্যাদা মত,
হিমালয় করিল সম্মান,
পরস্পর নিবেদন, করিছে অচলগণ,
বলে তবে কর ধন দান।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনী,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী পুরবী, তাল আড়া।

ধুয়া। কালী ফিরে চাও অধমের পানে,
মা গো আপনার নিজ গুণে।

হিমালয় কন্যার উৎসবে করে দান,
দীন হীন দুঃখী দ্বিজ করিল পয়ান।
চলিল ব্রাহ্মণ যত সংখ্যা নাহি তার,
সূর্য্যসম তেজ কারো, কারো জটাভার।
কার গলে অক্ষমালা ত্রিপুণ্ড্রক ভালে,
কারো বা তুলসীকণ্ঠী, তিলক কপালে।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা আছে পূর্ব্বাপর,
পথে পথে প্রসঙ্গ হইল পরস্পর।
কাব্যশাস্ত্র যেমন কুলের কুলবধূ,
যাহার প্রসঙ্গ পদে পদে ক্ষরে মধু।
সেই কাব্য বিচার করিয়া কবি যায়,
পথ-পর্য্যটন-দুঃখ কিছু না জানায়।
আগম নিগম সার নাহি পারাবার,
যার উক্তি তিনি বিনা বুঝে শক্তি কার?
কতকগুলি সাধক কিঞ্চিৎ বিজ্ঞ তার,
চলিল শাস্তবীতন্ত্র করিয়া বিচার।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি মীমাংসা পুরাণ,
বেদের শাসন কথা পীযুষ সমান।
এই কথাপ্রসঙ্গে চলিল যত ধীর,
সাধুসঙ্গ-প্রসঙ্গে নয়নে বহে নীর।
কি কব গৌতম-সূত্রে কত ছিল গুণ,
অপূর্ব্ব সে ন্যায়-শাস্ত্র সাক্ষাৎ আগুণ।
পূর্ব্বপক্ষ করিয়া করেন কেহ ফাঁকি,
সিদ্ধান্ত কোথায়? বাক্‌যুদ্ধ ডাকাডাকি।
রাজপথে ঘাটে মাঠে মণ্ডলী-আকার,
স্থানে স্থানে বসিলেক করিতে বিচার।
যত্র ধূম, তত্র বহ্নি, আছে কেহ বলে,
কেহ বলে ব্যভিচার আকাশমণ্ডলে।
ছিন্নমূল যে ধূম, সে ধূম কিছু নয়,
এই কথা নিয়া কোটি—হইল প্রলয়।
মুখে ধূলা উঠিল কারো খলিস কাপড়,
রাগে ভূত ভাগে কারো উরুতে চাপড়।
আমি বলি ওহে শুন, হাস একি দায়,
মিষ্টি হাসি, হুহু দিয়া ঘর ভরা যায়।
হইল না বলিয়া কেহ দেয় করতালী,
কেবা কার কথা শুনে, শেষে গালাগালী।
কলির নিশান শাস্ত্র কত কব আর,
কলিকালে পূজা বাছা হইবে ইহার।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে বেলা অবসান,
অতঃপর গিরিপুরে করিল প্রয়াণ।
কাণা যে চলিয়া যায়, অন্ধের হইল দায়,
খেদে অন্ধ কান্দিতে লাগিল,
খোঁড়া হামাগুড়ি দিয়া, অন্ধের নিকটে গিয়া,
যুক্তি তারে কহিতে বসিল।

বলে খোঁড়া শুন ভাই, আমার চরণ নাই,
তুমি নেত্রে দেখিতে না পাও,
আমি চক্ষু হব তোর, তুমি পদ হবে মোর,
কান্ধে করি যদি নিয়া যাও।
আনিব অনেক ধন, হবে দুঃখ বিমোচন,
কৌতুক দেখিব পাব খাব,
দুঃখ না থাকিবে আর, জয় রাণী মেনকার,
ঘরে বসি এ কাল কাটাব।
যুক্তি অন্ধ দিয়া পরে, খোঁড়ারে স্কন্ধেতে করে,
খোঁড়া যায় পথ দেখাইয়া,
অন্ধ খেদে কেঁদে বলে, ভাসি নয়নের জলে,
ডাকে কোথা কোথা মা বলিয়া।
বাঁচিয়া কি সুখ তার, চক্ষু নাহি থাকে যার,
এই দুঃখ আর কব কারে?
কেহ না করিলে মানা, সুধা বলি বিষপানা,
ভোজন করিতে অন্ধ পারে।
হীরা মতি মণি চুণি, চিনে সে জহরী গুণী,
আমি তাহা না জানি কেমন;
ধরিতে না পারি সাপ, কত কব মনস্তাপ,
বিড়ম্বনা তোমার এমন।
অন্ধের কান্ধেতে খোঁড়া, চলে শত শত জোড়া,
ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া ডাকিছে,
জগতজননী মার, দুর্গতি দেখিয়া তার,
কৃপাসিন্ধু উথলি উঠিছে।
ভাবেন ভবানী মনে, আমি যে গিরিভবনে,
দুঃখী দীন এ হেতু আসিছে,
ইথে যদি হই বাম, কে লবে আমার নাম?
মরি অন্ধ কি পীড়া পাইছে!
এত ভাবি মা অভয়া, অন্ধেরে করিতে দয়া,
শূন্য পথে করিল গমন,
পাঁচ বৎসরের কন্যা, রূপে গুণে এক ধন্যা,
মায়া করি দিলা দরশন।
বসিলেন তরুতলে, যেন খেলিবার ছলে,
অকিঞ্চন অতি অমঙ্গল,
পিতামাতাহারা যেন, তারিণীর ভাব হেন,
কখন বা করেন ভ্রমণ।
দয়ার আধার মায়া, কে জানিবে মায়া দয়া,
কোন্ রূপ করেন ধারণ,
দীনের বালিকা হয়ে, দীন ভাবে দাণ্ডাইয়ে,
দীন জনে করেন তারণ।
বসিয়া আছিল সতী, হেনকালে শীঘ্রগতি,
অন্ধ খোঁড়া উপনীত তথা,
বিশ্বের জননী যিনি, দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি,
কহিল করুণা করি কথা।
অন্ধ বলে খোঁড়া ভাই, কি কথা শুনিতে পাই,
যুড়াইল জীবন আমার,
অমিয় সমান বাণী, বলে কোন্ ঠাকুরাণী,
বল শুনি একি সমাচার।
খোঁড়া কি বলিবে বেশ, মোহিনী মায়ার শেষ,
মহেশ বিশেষ বিজ্ঞ তার,
তথাপি কিঞ্চিৎ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দ্বিজ কহে শুন সমাচার।

রাগিণী ইমন, তাল তিওট।

ধুয়া।—জান গঙ্গা কত মায়া, অন্ধেরে করিতে দয়া,
হয়েছ মা দীনের তনয়া।
বয়সে নবীনা ইনি, নীলকান্ত মণি জিনি,
ঢল ঢল চরণ প্রকাশে,
কিবা সে তেজের ছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম কটা,
অন্ধকার নাশে অনায়াসে।
রূপ অতি চমৎকার, এক মুখে বলা ভার,
সেই পায়ে যাঁর পঞ্চমুখ,
মায়া করি কথা কয়, মুখ দেখি দয়া হয়,
এত দুঃখে তবু জন্মে সুখ।
দেখি নাই জন্মে হেন, চরণ দুখানি যেন,
ডগমগ জবাফুল জিনি,
চলিতেও দুঃখ পান, কোন্ পাষাণীর প্রাণ,
ফেলিয়া গিয়াছে একাকিনী।

অন্ধের গলদ ঘর্ম্ম, শ্রমে ঘর্ম্ম চর্ম্ম মর্ম্ম,
ভেদ করে মৃতবৎ ছিল,
কথা শুনি সুমধুর, শ্রম-দুঃখ যায় দূর,
এইরূপ ভাবিতে লাগিল।
বলে খোঁড়া তুমি ধন্য, আছিল সঞ্চিত পুণ্য,
সেই ফলে এরূপ দেখিয়া,
জন্ম-অন্ধ আমি ভাই, দুঃখের অবধি নাই,
এত বলি কান্দিতে লাগিল।
অন্ধ পরে কহে মায়ে, কে তুমি কহ আমারে,
কোথা যাবে কহ বিবরণ ?
রঙ্গিণী কহেন রঙ্গে, পিতা মাতা নাহি সঙ্গে,
ভাবি মনে করিব কেমন।
তোমরা যাইবে যথা, মোর পিতা মাতা তথা,
গিয়াছেন আমারে ফেলিয়া,
চলিয়া যাইতে নারি, তবে ত যাইতে পারি,
যদি লহ কোলেতে করিয়া।
বলে মা বলিলা সোজা,বোঝার উপরে বোঝা,
এত শক্তি নাহি, নিয়া হুঁটি।
বালিকা বলেন সয়, বোঝারু যে জন হয়,
বোঝার উপরে শাক-আঁটি॥
ওহে অন্ধ বলি মূল, সূক্ষ্ম আমি নহি স্থূল,
ভাব যদি মনে আমি ভারী।
কোলে নিয়া কাজ নাই,তবে আমি চলে যাই,
ভব দুঃখ দেখিতে না পারি॥
পরমা পরম-তত্ত্ব অন্ধ কি জানিবে বর্ত্ত,
মায়া মোহে মোহিত হইল।
হইলেন অন্তর্দ্ধান, অন্ধ পায় চক্ষু দান,
প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিল॥
খোঁড়া হলে দেখ আর, চরণ হল আমার,
দয়া বুঝি অভয়া করিলা।
জয় জয় জয় রব, করিয়া ভিক্ষুক সব,
হরি হরি বলিয়া চলিলা॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুর-শৈবলিনী,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী গৌরী। তাল জৎ।

ধুয়া। গিরিপুরে আনন্দ অপার,কি তুলনা দিব তার।
মিলন অবলা লয়ে, যেন সুখের বাজার।
উপনীত রাজপুরে যে যেখানে ছিল।
হিমালয় বিতরণে প্রবৃত্ত হইল।
প্রথমতঃ ক্ষুধার্ত্তকে করান ভোজন।
কিসের অভাব বাঞ্ছা যে চাহে যেমন॥
দান করে দশ লক্ষ ধেনু দুগ্ধবতী।
করিবর অশ্ব কার গণিতে শকতি॥
রতন পর্ব্বতে ডাকি বলে হিমালয়।
কি কাজ রতন রাখি এমন সময়॥
ব্রাহ্মণ দরিদ্র দুঃখী বাঞ্ছা করে যত।
যে চাহিবে এক রত্ন দিবে তারে শত॥
এককালে সুমেরুতে সোনার বরাত।
শুনিয়া সকলে নাচে ঊর্দ্ধ করি হাত॥
কেহ বলে, কহ ভাই বরাত কেমন।
কত সোণা পাব কিছু জান নিরূপণ॥
অনেক কহিছে তারে শুন নিরূপণ।
বহিয়া লইয়া যেতে পারে যে যেমন॥
দরিদ্রের দীর্ঘ আশা নিরূপণ দায়।
শুনিয়া ভাবিছে মনে কি করি উপায়॥
আসিয়াছে ঘরে ঘরে দশ বিশ জন।
জনে জনে পাবে, তবে পাবে বহু ধন॥
আসিয়াছি একা আমি ছেলেটি ফেলিয়া।
সঙ্গেতে আইলে ভাগ লইত বুঝিয়া॥
এত বলি ক্রোধ করি পড়সিরে বলে।
বারণ করিল সঙ্গে আনিতে সকলে॥
কখন কি ক্ষতি আমি করিলাম কার।
সর্ব্বনাশ সকলেতে করিল আমার॥
কেহ বলে তোমারে কে করিল নিষেধ।
মিছা কথা কহিয়া করিস্ ভেদাভেদ॥

এই মত কটু কষায়ন অকৌশল।
পরস্পর দফা দফা চলিল কোন্দল॥
হুড়াহুড়ি ঘুসাঘুসী করে জড়াজড়ি।
মহারোল গণ্ডগোল শেষে মারামারি॥
কেহ বলে বিপ্রের হিংসক এই বেটা।
কেহ বলে ও বেটারে জানি বড় ঠেঁটা॥
কেহ বলে জানিবে জানিরে তোর কুল।
সে বলে, উহার আমি জানি আদ্য মূল॥
মাথামাথি হাকাহাকি মহাকলরব।
শিষ্ট যারা বলে ভাই একি অসম্ভব॥
আসিয়াছি ভিক্ষা হেতু সে হইবে হবে।
শুনিলে এ কথা ভাই রাজা কি বলিবে॥
এই রূপে ধীর যারা করেন বারণ।
বিষয় বিরোধে মত্ত কে শুনে বচন॥
অবশেষ সকলেতে বিবাদ করিয়া।
দোহাই রাজার দিয়া উত্তরিল গিয়া॥
হিমালয় চমকিয়া করে নিবেদন।
কেন কেন কি কারণ কহ বিবরণ॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

রাগিণী সোহিনী—তাল ঝাঁপতাল।

ধুয়া। মন তারিণী চরণে মজ ছাড় মিছে মায়া।
আর কি পাইবে দুর্লভ মানব কায়া॥

দ্বিজগণ পূর্ব্ব কথা সকলি কহিলা।
শুনি রাজা সভাসদ হাসিতে লাগিলা॥
রাজা বলে বিপ্রগণে, শুন মহাশয়।
আপনা আপনি দ্বন্দ্ব উপযুক্ত নয়॥
বিবেচনা বিচারে প্রভুরা বিজ্ঞতম।
ব্রাহ্মণ-বিষয়ে সূক্ষ্ম করা অনিয়ম॥
কি জানি করিলে সূক্ষ্ম ঘাটি হবে কার।
মাপ কর, যত ঘাটি সকলই আমার॥
কল্পতরু সমান এ দিনে হিমালয়।
পরম আনন্দে রাজা দ্বিজগণে কয়॥
বহিয়া লইতে ধন পার যত বার।
লয়ে যাও বারণ কে করিবে তাহার॥
এককালে সকলেতে বলে জয় জয়।
হিমালয় সমান দাতাতে দৃষ্ট নয়॥
উর্দ্ধ হস্তে আশীর্ব্বাদ করিছে রাজারে।
বলে দুর্গা রক্ষা কর রাজার কন্যারে॥
ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখিবে ভগবতী।
দীর্ঘজীবী কুমারীরে করিবে মা সতী॥
বলে আত্মা মহামায়া কি কব তোমারে।
আপদ সম্পদে রক্ষা করিবে রাজারে॥
মায়ের অপার মায়া কে বুঝিতে পারে।
বিভু বিষ্ণু বেদগর্ভ চিনে না যাহারে॥
দ্বিজগণ আনন্দেতে করে আশীর্ব্বাদ।
মহামায়া-মনে জন্মে পরম আহ্লাদ॥
ধন লয়ে সকলেতে করিল গমন।
নিত্য মহোৎসব সুখে করেন রাজন॥
ছয় দিনে উৎসব করিল হিমালয়।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কিছু সংক্ষেপেতে কয়॥

ষষ্ঠীপূজা ষষ্ঠ দিনে, কে বুঝিবে বিজ্ঞ বিনে,
যাঁর পূজা তার আগমন।
দেখিব চরণ যার, কিবা শুভ দিন আমার,
ধ্যানে বিধি ভাবেন তখন॥
হেমথালে পরিপাটী, রাখিল মুষিক মাটি,
চণ্ডী খড়্গ রজত কাঞ্চন।
ধান্য দুর্ব্বা রাখে পারে, বান্ধিল ছাগল ঘরে,
রাখে পশু হেতু জাগরণ॥
ব্রাহ্মণের পদধূলি, আনি যত্নে কতগুলি,
রাখিলেক বিবিধ বিধানে।
যোগের অগম্যা যিনি, মণিদ্বীপ-নিবাসিনী,
রাখে ধূলি তাহার কল্যাণে।
ব্রাহ্মণের যে মর্য্যাদা, জানেন মাতা সারদা,
ব্রহ্মরূপা সাক্ষাৎ আপনি।
মূল ভক্তি শিব-উক্তি, প্রত্যয় তাহার যুক্তি,
ব্যবহারে জানিয়া এমনি॥

আগমন বিধাতার, হইবে জানিয়া সার,
রাখে শেষে তুয়াতি কলম।
ভাবে বিধি গদ গদ, দেখিব বলে কি পদ,
হবে মম সফল জনম॥
পরে শূলপাণি-তন্ত্র, জানিয়া পড়েন মন্ত্র,
পুরোহিত পূজা আরম্ভিলা।
বৃহস্পতি পুরোহিত, করে পূজা যে বিহিত,
নিয়মিত সকলি করিলা॥
গণেশাদি পঞ্চজন, পূজে নবগ্রহগণ,
ইন্দ্র আদি দশ দিক্‌পাল।
ষোড়শ মাতৃকা পূজে, পূজে ষষ্ঠী পদাম্বুজে,
মেনকার প্রসন্ন কপাল॥
বসিয়া সূতিকা-ঘরে, দ্বারে মুনি পূজা করে,
মেনকার কোলে মাতা বসি।
স্নেহে মিশাইয়া হাসি, যেন ক্ষরে সুধারাশি,
রূপ যেন নিষ্কলঙ্ক শশী॥
পূজা করে সুরাচার্য্য, ভাবে মনে কি আশ্চর্য্য,
পর্ব্বতের ঘরে হেন কন্যা।
রূপে দেশে দীপ্ত করে, পূর্ণব্রহ্ম তেজ করে,
মেনকারে করিলা কি ধন্যা॥
করে মুনি আচমন, ধ্যানে দেখে ত্রিভুবন,
শূন্য দেখে কৈলাস-ভুবন।
মনে মনে স্তব করে, দেখি মেনকার ঘরে,
ভক্তি-ভাবে পায় দরশন॥
বলে কিবা দয়া মার, এত পুণ্য মেনকার,
বিশ্বমাতা গর্ভে জন্ম নিলা।
ঝরে নেত্রে ভক্তিনীর, বলে ধন্য এ শরীর,
তপস্যার ফল প্রকাশিলা॥
দুষ্কৃতি আছিল যত, সকলি হইল হত,
তিন কুল উদ্ধার হইল।
পূজা করে মুনিবর, গেল পরে স্থানান্তর,
সূতিকাঘরেতে যারা ছিল॥
রাণী কহে সকলেরে, জাগিয়া রহিবে ঘরে,
নিদ্রারূপা হাসিলা তখন।
প্রবেশিল সর্ব্বকায়, আর কে জাগিবে তায়,
নিদ্রা-ঘোরে সবে অচেতন॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনী।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল একতালা।

ধুয়া। নমামি হিমগিরি কন্যা তব পদাম্বুজে।
বিধি বিষ্ণু আদি দেব যাঁর পদ পূজে॥

বিধি ভাবে ধন্য জন্ম পুণ্যের উদয়,
দেখিব চরণ মার যদি দয়া হয়।
এত বলি হিমালয়ে করিলা গমন,
দুর্গা বলি বাড়াইলা দক্ষিণ চরণ।
হিমালয় আলয়েতে হইল উপনীত,
রাণী পুর দেখে বিধি সকলে নিদ্রিত।
সূতিকাঘরের দ্বারে চাহে উঁকি দিয়া,
দেখে রাণী ঘুমাইছে কন্যা কোলে নিয়া।
বলে বিধি বরদ মা কে চিনে তোমারে?
তব পায় প্রণাম, প্রণাম মেনকারে।
দণ্ড করি আকার পড়িল ভূমিতলে,
বন্দনা করিয়া বিধি বলে পদতলে।
বিশ্বমাতা প্রসব' ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরি,
তোমারে প্রসবে মাতা মেনকা সুন্দরী।
কিবা পুণ্যবতী রাণী কিবা ভাগ্যবতী,
কন্যা হয়ে জন্মিলা আপনি ভগবতী।
আদ্য অন্ত তোমার মা জানে কোন্ জন?
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মা করেছ সৃজন।
তোমার চরণ-গুণ কহিতে কি পারি?
তব নামে যেন মাগো হই অধিকারী।
প্রসবিনী আপনি মা জান সে যেমন,
জঠর-যন্ত্রণা মাতা জানিলে এখন।
যাতায়াত বারে বারে সবে কত আর?
জানিলা জননী দাসে কর গো নিস্তার।

বিধি বটি বিজ্ঞ নই, বালক তোমার,
লিখিয়া পড়িয়া মরি, আছে এই ভার।
অবকাশ নাহি কিছু, মাহিনাতে শূন্য,
কে জন্মিল কোথায়, কি লিখি পাপ পুণ্য।
পরের ললাটে আমি লিখি ভোগাভোগ,
নাহি জানি আপন ললাটে কর্ম্ম যোগ।
কপালিনী কপালরূপিণী তুমি সার,
আমি কি লিখিব মাগো কপালে তোমার?
ব্রহ্মাণ্ড-সমান যদি মস্যাধার হয়,
কারণ-সলিল যদি হয় কালিময়,
আকাশের তুল্য পত্রে, যিনি চিরজীব,
আশারূপ লেখনীতে লেখে সদাশিব;
তথাপি মহিমা তব লেখা নাহি যায়,
আমি কি লিখিব মাগো না দেখি উপায়।
কোন্ বর্ণ লিখিব মা ললাটে তোমার?
বর্ণময়ী তুমি গো আপনি বর্ণাকার।
কোটি কোটি প্রণাম মা চরণে তোমার,
আসিয়াছ জীবের মা করিতে নিস্তার।
এত বলি প্রণাম হইয়া বিধি যায়,
পুরাণে প্রচার কথা বুঝা কিছু দায়।
এইরূপে সূতিকা-পূজার সমাপন,
অতঃপর আর দ্বিজ বলে বিবরণ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠেকা।

ধুয়া। মা তারিণী তাপিত তনয়ে কর পার।
এ ভবতরঙ্গে তরী চরণ তোমার।

মাস মুগ মসুরী মটর ছোলা গম,
চালু তিল আটভাজা আছে যে নিয়ম।
পর্ব্বত উপরে ভাজা পর্ব্বত আকার,
আট দিনে আনন্দের সাগরে সাঁতার।
ডাকিয়া বালকগণে বলে হিমালয়,
যাও যাও সকলেতে মেনকা আলয়।
আজ্ঞা শুনি বালকেরা চলিল ত্বরিত,
উপনীত রাণীপুরে মহা আনন্দিত।
নিয়া আটভাজা সবে করিল ভক্ষণ,
পাহাড়ে ছেলের মুখে ঠেকে কতক্ষণ?
ভাজা মুখে দিয়া তারা তিলেক চিবায়,
ঝড়ে উড়ে যায় যেন ফাকায় ফাকায়।
খায় গায় হাসে ভাসে আনন্দে সকলে,
মেনকার কন্যার কল্যাণ হউক বলে।
বালক বালিকা তারা আশীর্ব্বাদ করে,
হাসেন আনন্দময়ী সেই প্রেমভরে।
আট দিনে উৎসব করিয়া হিমালয়,
নয় দিনে ক্ষৌর, রাণী হরষিত হয়।
একমাসে ষষ্ঠীপূজা আছে কি বিধান,
খই দই ক্ষীরের পুত্তলী বলিদান।
অখণ্ড কলার কান্দি দেয় শত শত,
পুষ্প গন্ধ ধূপ মাল্য দেয় বিধানতঃ।
অপূর্ব্ব নৈবেদ্য বস্ত্র ভূষণ আসন,
দক্ষিণান্তে কর্ম্ম সাঙ্গ করিলা রাজন।
বরদারে কোলে করি বর রাণী চায়,
বলে ষষ্ঠী রক্ষা কর আমার বাছায়।
কিবা এ অপূর্ব্ব ভাব ভাবহ সকলে,
যার স্থানে বর চাও, তিনি রাণী কোলে
আইওগণে আহ্লাদেতে দেয় হুলুরব,
গগন ভেদিল যেন অতি অসম্ভব।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিত পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

আনন্দময়ীরে লয়ে ঘরে গিয়া রাণী
বিনয় করিয়া সকলেরে কহে বাণী।
সুরাসুর পর্ব্বতের নারীগণ যত,
সকলের রূপ নাম আমি কব কত।
ভগবতী ভবানী ভৈরবী ভদ্রা ভীমা,
মহেশানী মোহিনী রূপের নাহি সীমা,
সুলোচনা সুশীলা সুন্দরী শশীমুখী,
শকুন্তলা সরোজনয়নী সদা সুখী,
কালী কাত্যায়নী কালরূপিণী কামিনী,
ক্ষেমা ক্ষেমঙ্করী ক্ষীণা খগেন্দ্রবাহিনী,

গৌতমী গোমতী গৌরী গান্ধারী গোপিনী,
ঘনরূপা ঘোরতরা ঘোরনিনাদিনী।
চণ্ডিকা চক্রিণী চাঁপা চামুণ্ডা চঞ্চলা,
জয়া জয়ঙ্করী, হাস্য যেমন চপলা,
কিশোরী কুমারী রতি সতী পদ্মাবতী,
রুক্মিণী রমণী রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী,
মল্লিকা মালতী যূথী কৌষিকী কমলা,
বিজয়া বিমলা বাণী কালিকা বগলা,
দুর্গা দুর্গহারিণী তারিণী কাদম্বিনী,
হরবধূ হরিপ্রিয়া সতী তপস্বিনী।
হাবভাব কটাক্ষ কহিব কত ঠাট,
গিরিপুরে মিলিল চাঁদের যত হাট।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

প্রেমালসে অবশেষে রামাগণ যত,
রাণীপুরে বসি বেশ করে মনোমত।
চাঁচর চিকুর-জাল চিরুণে আচড়ি,
বিনাইয়া বান্ধে খোপা দিয়া কেশদড়ি।
খোপায় সোণার ঝাপা বেণী কারো দোলে,
কেহ বা পরিলা সিঁতি মতি তার কোলে।
কিবা শোভা সিন্দূর চন্দনে অতিশয়,
মণিময় টীকা, যেন ভানুর উদয়।
কারো কারো ভুরু যেন কামধনু জিনি,
কামের সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে কামিনী।
চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্জনিয়া পাখী
দ্বন্দ্ব করে নাসা তিলফুল মধ্যে রাখি।
কামিনীর আঁখির নিমেষ যদি নড়ে,
পাকসাট পাখীর পলক যেন পড়ে।
ঢেঁড়ি চাপা মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল,
কেহ পরে হীরার কমল, নাহি তুল।
নাসিকাতে নত কারো মুক্ত চুনি ভাল,
লবঙ্গ বেসরে কারো মুখ করে আলো।
কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে,
দোলে সে অপূর্ব্বভাব হাসির হিল্লোলে।

কারো ওষ্ঠাধর যেন জিনি বিম্বফল,
কারো বা অধর যেন কোকনদদল।
কুন্দ কলিকার মত কারো দন্তপাঁতি,
দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্তভাতি।
মার্জ্জিত মঞ্জনে দন্ত, মধ্যে কালো রেখা
মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা।
মুখে সুধাকরে কারো মন্দ মন্দ হাসি,
সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি।
কে বলে শিবের শাপে কাম অঙ্গ নাই?
আছে বুঝি, তার সাক্ষী কাজে কাজে পাই।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

পরিল গলায় কেহ তেনরী সোণার,
মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার।
কারো গলে মণিময় হার চমৎকার,
তেজে যার তরাসে পলায় অন্ধকার।
ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে,
সোণার কঙ্কণ কারো শাঁখার সমুখে।
করিকর জিনি কারো ভুজ সুললিত,
ভুজবন্ধ ভূষণেতে অপূর্ব্ব ভূষিত।
পরিল সোহাগ চিহ্ন আইয়ত্ব যাহাতে,
পরশে বাঁধানি লোহা সবাকার হাতে।
পাতামল পাশুলি আনটবিছা পায়,
গুঞ্জরি পঞ্চম কারো শোভা কিবা তায়!
আনন্দে বসিলা যত রসিকা কামিনী,
সুখের বাজারে যেন করে বিকিকিনি।
সে ভাব ভাবিলে হয় ভাবের উদয়,
বিভাব ভাবিলে হয় ভাবের ব্যত্যয়।
আতর গোলাপ চুয়া কস্তূরী কুঙ্কুম,
তৈল অতি সুবাসিত গোলাপ কুসুম।
গন্ধমাল্য নারীগণে রাণী করে দান,
রামাগণ সুরস স্বরেতে করে গান।
সীমন্তিনী-সীমন্তে সিন্দুর রাণী দেয়,
বৃদ্ধা বৃদ্ধা আইওর চরণধূলি লয়।

দিয়া ধুলি মাথে, বলে দিয়া বস্ত্র গলে,
কন্যাটিকে আশীর্ব্বাদ কর গো সকলে।
রামাগণ শিহরিয়া বলে মেনকারে,
আশীর্ব্বাদ করিতে গো বল তুমি কারে ?
তোমার কন্যাকে দেখি মনে হেন লয়,
জগদম্বা নিলা জন্ম বুঝি গো নিশ্চয়।
এইরূপে আইওগণ কহে পরস্পর,
মেনকার উথলিছে সন্তোষ-সাগর।
হরিদ্রা গুবাক পান ভূষণ বসন,
বিদায় করিলা দিয়া যত নারীগণ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ ভাবি মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

মনের উল্লাসে, গিরি সাত'মাসে,
করে ভোজনায়োজন,
কুটম্ব স্বজন, করে নিমন্ত্রণ,
সুরাসুর ঋষিগণ।
যেথানে যে ছিল, সকলে আইল,
সমাদর রাজা করে,
কল্যাণে গঙ্গার, রতন-ভাণ্ডার,
বিলাইছে প্রেমভরে।
দুদে দধি ক্ষীর, সুশীতল নীর,
সন্দেশ নানা প্রকার,
থাইবে কে কত, যার ইচ্ছা যত,
অক্ষয় রাজভাণ্ডার।
ধন্য মেনকারে, কি বলিব তারে,
ধন্য সে তার বড়াই,
পাকে কি তেমন, হবে দুই জন,
আমি আর দেখি নাই।
প্রথমতঃ পাক, ভাজে চৌদ্দ শাক,
ঘণ্ট করে তার নটা,
পাকেতে ফোড়ন, হবে শত মণ,
বুঝ পাকে কত ঘটা।
রান্ধে নিমঝোল, ভাজে তাল ওল,
উচ্ছা আলু কাচাকলা,
বেগুণেতে পুর, ভাজিল প্রচুর,
কড়াইবড়ি করলা।
ঝুনা নারিকেল, আঁঠি কাঁটালের,
পটল পাহাড়ে মূলা,
নবীন কর্কটি, সীম বরবটী,
ভাজে বড়া কতগুলা।
দুগ্ধে দিয়া থোড়, ঝোলেতে ইচড়,
আর রান্ধে দাল পাঁচ,
বার্ত্তাকুতে বড়ী, মীণ চড়চড়ী,
ঈষৎ ঝালের আঁচ।
নানাজাতি মীন, নবীন প্রবীণ,
করে শত ঝোল ঝাল।
ভাজে কটু তেলে, ছেঁকে তুলে ফেলে,
যেন জলে ফেলে জাল।
মাংস বিধানতঃ, পাক নানা মত,
করিল প্রকার দশ,
যশোদা কালিকা, মেনকা পাচিকা,
পাকেতে নাহি অলস।
তেতুল অম্বল, আমড়াদি ফল,
করমচা পাকা কুল,
রান্ধে মূলা দিয়া, গুড় মিশাইয়া,
রসের নাহিক তুল।
চালিতে পাকাতে, গুড় দিলা তাতে,
জলপাই তাতে দিলা,
রসালের ঝোলে, সরায় সন্তোলে,
করি থোরায় ঢালিলা।
পরমান্ন পিঠা, কলা-বড়া মিঠা,
আস্কা চুষি দুদপুলি,
ঘৃতে কতগুলি ভাজে মুগ-পুলি,
করিলা সরুচাকলী।
ক্ষীরখণ্ড দিয়া, গুড় মিশাইয়া,
আঁদরসা ভাজি তুলিলা,
নারিকেল তালে, ময়দা মিশালে,
গুড়েতে বড়া করিলা।

অন্নদা-স্মরণ, করে যেই জন,
তার পাকে নানা রস,
সাক্ষাৎ আপনি, অন্নদা জননী,
পাকে কি হয় অপযশ ?
রান্ধে একাকিনী, যোগায় যোগানী
বলে রাণী পুরবাসী,
শ্রম না জানায়, অন্নার কৃপায়,
মেয়ে যে মায়ার ফাঁসি।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা-পদতলে,
আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।
শাল্যন্ন সঘৃত উপকরণ সহিত,
পাথর-চুয়ান জল কর্পূর-বাসিত॥
স্বর্ণথালা শত লক্ষ, শত কোটি বাটি,
পরশিলা পর্ব্বত-কুমারী পরিপাটী।
সরস গুবাক পান খদির কর্পূর,
জৈয়িত্রী লবঙ্গফুল এলাচ মধুর।
জায়ফল খণ্ড খণ্ড চুন পাথরিয়া,
রাখে রত্নবাটা পুরি খিলি সাজাইয়া।
ধূপ ধুনা অগুরু গুগ্গুল ঘৃত দিয়া,
লক্ষ দীপ কাঞ্চনের দিলেক জ্বালিয়া।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়-সমীর,
বিশপথে পদ্মগন্ধ যত পদ্মিনীর।
সোনার পিঁড়িতে শৈলরাজ-সীমন্তিনী,
রহিল কোলেতে লয়ে জগৎ-জননী।
রাণী যেন স্বর্গ-গাছ, শাখা সখীগণ,
ফুল্লপদ্ম হয় যত সখীর বদন।
যদি বল একি কথা গাছে পদ্ম হয়!
পদ্ম নয় তবে কেন পদ্মগন্ধ কয় ?
এ গাছের মূল হিমালয়-পুণ্যবল,
ফলেছে সে ফলে গাছে যেন চন্দ্র ফল।
সখীর নয়ন যত যেন চকোরিণী,
ফল দেখে নাচে পদ্মে ক্ষুধা-পিপাসিনী।

সবে বলে ঘুচিল ক্ষুধার ছিল ক্ষুধা।
পান করে গঙ্গার লাবণ্য রূপ সুধা॥
হিমালয় আসিয়া বসিল মনোরঙ্গে,
হিতকারী পুরোহিত বৃহস্পতি সঙ্গে।
গঙ্গার চিবুক ধরি বলে হিমালয়,
জন্মের দক্ষিণান্ত তুমি থাকিলে হয়।
দেব-গুরু বলে রাজা তুমি হও ধীর,
কারে আগে দিব অন্ন করি আমি স্থির
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

যোগে দেখি মুনি, শূন্য কৈলাস-ভবন,
ভাবে কি অপেক্ষা আর, হৈল নিবেদন।
অমরের অম্বা মা আপনি অন্নদাতা,
যাহার প্রসাদে ধন্য বিধি বিষ্ণু ধাতা।
দেবের দুর্লভ বটে প্রসাদ গঙ্গার,
একে নিবেদিলে আজি হবে সবাকার।
মহামন্ত্রে মহাভোগ করে নিবেদন,
তাঁহার তুষ্টিতে তুষ্ট বলে দেবগণ।
মুনির আজ্ঞাতে চাঁদমুখে অন্ন দিলা,
থুৎকারে ফেলিয়া গঙ্গা প্রসাদ করিলা।
নানাযন্ত্র শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বাঁশী,
অন্নদারে চামর ঢুলায় কত দাসী।
রাজা বলে বল গুরু নাম কি রাখিবা,
মুনি বলে সুখদা মোক্ষদা নাম শিবা।
পাপ-হরা পতিতপাবনী পরাৎপরা,
মহা মহা পাতক নাশিনী জন্মহরা,
শৈলসুতা সুরধুনী সুর-সেবঙ্গিনী,
পরমাত্মা-স্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী।
বর্ণ হারে নাম, কে বলিতে পারে আর,
সে পারে কহিতে কিছু পাঁচ মুখ যাঁর।
গঙ্গা নাম রাখে রাজা পণ্ডিত সুশীল,
যমের দুয়ারে একেবারে পড়ে খিল।

কৌতুকে যৌতুক সবে দেয় হীরা মণি,
গ্রাম রাজ্য মুকুতা প্রবাল সোণা চুণি।
বেলা হৈল ভোজনের বসিলা সকলে,
শুন পরিপাটী তার দ্বিজ কবি বলে।
দেবাসুর ঋষি যত, রাজা রাজপুত্র কত,
পর্ব্বত-সমাজে বৈসে ভারী,
উৎসবের নিলা ভার, সত্ত্বগুণে জন্ম যাঁর,
সৃষ্টিকর্ত্তা হৈলা অধিকারী।
হরি কয় হিমালয়, তোমারে জানিতে হয়,
কুলীন কে বড় এ সভায়,
বিধাতা প্রকৃত কও, তুমি কারো ভিন্ন নও,
এই অন্ন আগে কেটা পায়?
বিধি বলে লক্ষ্মী মূল, কিবা জাতি কিবা কুল,
সেই লক্ষ্মী ভজেন যাহারে,
আমার বিচার এই, প্রধান কুলীন সেই,
অগ্রে অন্ন দিতে হয় তাঁরে।
দেবকুলে নিরূপণ, অগ্রে পান গজানন,
দিক্‌পালে দিলে সুরপতি,
গ্রহমধ্যে অগ্রে তার, দিননাথ নাম যাঁর,
ঋষি মধ্যে পান বৃহস্পতি।
কি কব শিবের কুল, যে কুলের নাহি মূল,
বাদী নাই মহেশ সেখানে,
অসুর মায়ায় পায় আমি পাই মর্য্যাদায়,
প্রকৃতির গুণে লোকে মানে।
ব্রাহ্মণ কুলীনে পায়, গোষ্ঠিপতি তারে দেয়,
বৈশ্যের সমাজে পায় ধীর,
শূদ্রের সভায় লয়, পরিচয়ে বড় হয়,
ক্ষত্রি পায় বলবান্ বীর।
অসুর কুপিল ছলে, ব্যঙ্গেতে বিধিরে বলে,
শুন কিছু সুধাই তোমায়,
অতত্ত্ব অবশ যার, মর্য্যাদা কেমন তার,
মন যে মজায় তত্ত্বজায়।
প্রধান করিল যারে, বিয়া যার বলাৎকারে,
কুলজ্ঞ কুলীন তুমি খুড়া।
নীচ যদি বলে উচ্চ, সুবুদ্ধি করয়ে তুচ্ছ,
জান না গুমান হয় গুঁড়া।
বড় মনে আছে সাধ, ঘুচাব সুধার বাদ,
উত্তর করিলে তবে হয়,
বুদ্ধি হত বিধাতার, একে উপস্থিত আর,
অবাক হইল হিমালয়।
লাজে নত চারিমুখ, ভয় হেতু কাঁপে বুক,
বিনয়ে করেন নিবেদন,
সকলেতে মত রয়, একাদিক্রমেতে হয়,
বিবাদে নাহিক প্রয়োজন।
পরস্পর বলে ভাই, এ কথায় ক্ষতি নাই,
অসুর আসিয়া দিল সায়॥
দেবাসুরে ছিল দ্বন্দ্ব, দূরে গেল নিরানন্দ,
গঙ্গার প্রসাদে প্রীতি পায়।
একে রূপসীর শেষ, করিয়া বিচিত্র বেশ,
অন্ন দেয় মেনকা সভায়,
সবে বলে গেল ক্ষুধা, মোহিনী কি বাঁটে সুধা,
চেয়ে রৈল চকোরের প্রায়।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
সভা মধ্যে কারো কারো আঁচাআঁচি মনে,
কান্দাব রান্ধনী আজি আমরা ভোজনে।
কেহ বলে যার বাড়ী একবার যাই,
উদ্দেশে প্রণাম করে আর বলে নাই।
কেহ বলে একা রাণী যোগাবে কেমনে?
আমি যদি মনে করি হারে শত জনে।
কেহ বলে নাম হে ভোজনচূড়ামণি,
আমারে যে বলে তার রন্ধ্রগত শনি।
গুপ্ত নাম ব্যক্ত হবে বলে বিশ্বভুক্,
বিরিঞ্চি বলেন ভাল দেখাব কৌতুক।
হেনকালে অন্ন লয়ে রাণী উপনীত,
দেখিয়া রূপের ছটা সকলে মোহিত।

খাবে কি দেখিবে রূপ এই হইল ফের,
বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হৈল সকলের।
নিরূপম রূপ হেরি সকলে বিহ্বল,
শাক দিতে পাতে কেহ চাহিছে অম্বল।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা উপহার,
ইচ্ছার অধিক রাণী দেয় শতবার।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

বিশ্বভুক্ কৌতুক করেন মেনকারে,
উদাসীন নহি এত লজ্জা কি আমারে ?
তবে আমি সোজা নহি দুষ্ট লোকে কয়;
কাজে কাজে আলাপে হইলে পরিচয়।
ডাকিয়া বলেন বিবি হেতা আইস আই,
কথা কহ আহারে ব্যবহারে লজ্জা নাই।
তুষ্ট কর, জামাতা ঘটাব স্বয়ংবর,
সাবধান হবে কিছু ভোলানাথ বর।
ঘটকালি আগে চাই হেসে ফিরে চাও,
সঙ্কেতে বুঝিলা তবে অন্ন দিয়া যাও।
রাজকন্যা রাজরাণী হাসে বাক্‌ছলে,
মনে মনে বলে কি পাষাণ পচে জলে।
তড়িৎ যেমত হেন গতি মেনকার,
পরাশয়ে ছয় রস নানা উপহার।
দিয়াছে যাহার পাতে রাণী শতবার;
ফিরে গিয়া দেখে পাতে কিছু নাহি আর।
দিতে নিতে যাতায়াতে ঝরে শ্রমজল,
গলিত অঞ্জনরেখা কবরী অঞ্চল।
দেবতার কপটে পড়িয়া সীমন্তিনী,
পুনঃ পুনঃ ডাকে কোথা লজ্জানিবারিণি !
ভয় পাই মনেতে কুটুম্ব পাছে হাসে,
পতি বিনি অভিমানী মরি যে তরাসে।
মায়াজালে বন্দি মা গো কেন দেহ দুঃখ,
জানিলাম এখন অবোধ লুটে সুখ।

অন্নদার চিহ্নিতা আমারে লোকে কয়,
নামের অখ্যাতি রবে এই বড় ভয়।
কন্যা যিনি তারে রাণী ডাকে বারেবার,
কাতর দেখিয়া দয়া হৈল অন্নদার।
হেনকালে ক্ষুধায় অস্থির কান্দে মেয়ে,
স্তনদুগ্ধ দিতে রাণী দ্রুত গেল ধেয়ে।
স্তন দিয়া গঙ্গারে সান্ত্বনা রাণী করে,
তৃপ্ত হও জগৎমাতা বলিলা অন্তরে।
তুষ্টিরূপা পুষ্টি, তাঁর কব কত রস,
পরিপূর্ণ প্রসাদে ভুবন চতুর্দ্দশ।
সভার মধ্যেতে রাণী যায় পুনর্ব্বার,
বলে সবে সম্পূর্ণ হয়েছে, কেন আর ?
শক্তি নাহি আর কারো মাথা করে হেট,
ভয় করে ফুটি হেন পাছে ফাটে পেট।
ভোজন হইল সাঙ্গ উঠিল সকলে,
বাল্যলীলা শুন সবে দ্বিজ কবি বলে।

রাগিণী বিভাস তাল খয়রা।

ধুয়া। সুখদায়িনী নাচো গো একবার।
নাচিবা পলিয়া, দেখ না দাড়াইয়া,
সব সঙ্গিনী তোমার।

প্রত্যবধি প্রভাতে উঠিয়া রাজরাণী,
মঙ্গল আরতি করে শুভ দিন জানি।
ক্ষীর সর ছানা ননী সুধাময় ফল,
বাল্যভোগ দিয়া করে জনম সফল।
বসন ভূষণ দিয়া গঙ্গারে সাজায়,
ভূষণের ভূষা যিনি কি কাজ ভূষায়।
রাণী বলে সুখদা মা নাচ একবার,
নাচিয়া জনম ধন্য কর মা আমার।
শুনি সুর-বন্দিনী তারিণী তরঙ্গিণী,
হরষে নাচেন হর-শির-চূড়ামণি।
সঙ্গের সঙ্গিনী সঙ্গে, কেহ নাচে গায়,
নানা যন্ত্র লয়ে তাল মানেতে বাজায়।

বেণু বীণা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল,
সপ্ত পঞ্চস্বরা জলতরঙ্গ রসাল।
খরতুরী নরফি ঝাঝরী জগঝম্প,
সুধার আধার বাঁশী কার হাতে ডম্ফ।
রামশিঙ্গা রবাব বাজিছে জয়ঢাক,
বাজে রাগ-জাহাজ সুমধুর পিনাক।
তম্বুরা তবল কাঁসী বাজে তিন তন্ত্রী,
বেহালাদি নানা যন্ত্রে গান করে যন্ত্রী।
সপ্তস্বর তিনগ্রাম একুশ মূর্চ্ছন,
ব্রহ্মতাল আর পঞ্চশতকোটি তান।
জিল খাদ নাদ সুর ভেদে করে গান,
বেতাল নাহিক, তালে তালে রাখে মান।
শুদ্ধমুদ্রা সকলের গদ্য-পদ্য-বাণী,
দেখি নৃত্য, শুনি গান, পুলকিত রাণী।
আনন্দে আনন্দময়ী নাচিয়া নাচিয়া,
কহেন মায়ের কাছে হাসিয়া হাসিয়া।
কেমন নেচেছি মাগো বল দেখি তুমি,
রাণী বলে ধন্য মা করিলে এই ভূমি।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাঃ ভৈরবী—তাঃ তেওট।

ধুয়া। রাণী ধন্য, কত পুণ্য, কি না করেছিলা।
জগৎজননী জিনি রাণী তারে প্রসবিলা।
তুমি ত জীবন্মুক্ত, পাপী উদ্ধারিলা,
মোক্ষদারে না চিনিলা।

মনে মনে পৃথিবী বলেন রাণী বটে,
এত পুণ্য কার যে ললাটে হেন ঘটে।
তোমার পুণ্যের কথা কহিতে কে পারে?
আমি বুঝি, তুমি ধন্যা করিলে আমারে!
ভাবিয়াছিলাম পাপে যাব রসাতল,
সর্ব্বদা আমার মন আছিল চঞ্চল।
জন্মিল তোমার গর্ভে গঙ্গা যদবধি,
পাদপদ্ম আশ্বাস আছিল তদবধি।
কন্যাছলে রাণী তুমি নাচাইছ যারে,
ত্রিলোক জননী ইনি, কে চিনে ইহারে?
মনে পড়ে নেচেছিলা শোণিত-সাগরে,
পরে এই দয়া কয়ি নৃত্য তব ঘরে।
সেরূপ ভাবিতে ভয় বড় হয় মনে
এ রূপ দেখিয়া জল না ধরে নয়নে॥
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, গঙ্গার চরণ,
স্মরণ মননে হয় পাপ বিমোচন।
সেই পদ-পরশেতে আমি আজি ধন্যা,
কি কব তোমার পুণ্য, তিনি তব কন্যা!
মনে মনে যত কথা বলেন অবনী,
রাণী কি জানিবে তাহা, জানেন জননী।
ইঙ্গিতেতে অবনীর পাপ বিমোচন,
মেনকারে গঙ্গা কিছু কহেন তখন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাঃ বেলোয়াল; তাঃ মধ্যমান

ধুয়া। সুরধুনী।
ক্ষুধা হইল বলে মারে বলে সুমধুর বাণী।

শুন গো জননি আমি নাচিব কি আর,
ক্ষুধানলে দহে তনু, পদ হৈল ভার।
নৃত্য দেখি রাণীর নয়নে ঝরে নীর,
কদম্ব-কুসুমাকার লোমাঞ্চ শরীর।
স্নেহেতে আনন্দ-ধারা ঝরিয়া ঝরিয়া,
নীরস তরুর মত আছে দাণ্ডাইয়া।
বধির হয়েছে রাণী, মন রাঙ্গা পায়,
পুলকিত অঙ্গ কিছু দেখিতে না পায়।
হেনকালে আরবার ডাকেন তারিণী,
শিহরিয়া গঙ্গারে কোলেতে নিলা রাণী।
স্তন দেয় নানা দ্রব্য করায় ভোজন,
চামর ঢুলায় অঙ্গে সহচরীগণ,
নিত্য নিত্য এইরূপ পরম কৌতুক,
গিরি গিরিজায়ার ভবনে মহাসুখ।

কিবা পুণ্যবতী রাণী কপাল কেমন,
কন্যা সেই যার পদ ধরে ত্রিলোচন।
দেখিয়াছে যেই জন, সেই ইহা জানে,
পরাশর-সুত ইহা লিখিল পুরাণে।
গঙ্গার পিরীতে সবে বল হরি হরি,
ভবসিন্ধু পার হইতে গঙ্গানাম তরী।
নিয়া নাম পার হও, কেন কর হেলা,
ভেবে দেখ, দিন গেল, অবসান বেলা।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাঃ ললিত —তাঃ ধামার।

ধুয়া। কত খেলা জান তারিণী।
কিবা পুণ্যবতী রাণী প্রসবেছ প্রসবকারিণী।

পাঁচ বৎসরের কালে, কত খেলা খেলাশালে,
খেলিছেন ত্রিলোক-জননী,
যে খেলা যখন হয়, কে করিবে পরাজয়,
খেলামাত্রে হারিলা সঙ্গিনী।
সঙ্গের সঙ্গিনী ভাবে, গঙ্গা-সঙ্গে কে খেলিবে,
যে খেলা খেলাই তাতে হারি,
এক খেলা আছে মনে খেলিব গঙ্গার সনে,
দেখিব হারাতে যদি পারি।
এত বলি সখীগণ, গঙ্গারে কহে তখন,
খেলা এক নূতন হইবে,
উলুকুটু নাম তার, বাঁকি আছে এইবার,
জানা যাবে, কে জিনে যাইবে।
জয়া নামে সখী আসি, গুলিবাঁটে হাসি হাসি,
সমান করিল দুই ভাগ,
মৃত্তিকার ঘুটি নিয়া, এক জন বুড়ী হৈয়া,
বসিল করিয়া অনুরাগ।
কেহ গিয়া বুড়ী কাছে, কথা কেহ শুনে পাছে,
চুপে চুপে কহে তার কাণে,
বুড়ী ঘুটী লুকাইল, গঙ্গারে জয়া কহিল,
ঘুটী আছে আর কোন্ খানে?
বিজ্ঞতার বিজ্ঞ যিনি, চলিলেন তরঙ্গিণী,
বুড়ী কি লুকাবে ঘুটি আর?
গতমাত্রে ঘুটি নিয়া, জয়ার হাতেতে দিয়া,
আঁখি হৈলা কন বারেবার।
জয়া বলে হয় নাই, বাকি আছে শুন ভাই,
দাঁড়াও চরণ যোড় করি,
ঘুটী যদি হয় পার, পদার্দ্ধ দিয়া তোমার,
তবে হারি মানিবা সুন্দরি।
গঙ্গার সঙ্গিনী সবে, বলে ভাল তাই হবে,
এত বলি কহিছে গঙ্গারে
পদযুগ যোড় করি, দাঁড়াও অমরাপরি,
ঘুটি পার না হইতে পারে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

তাবৎ পর্য্যন্ত মায়া, যাবৎ চরণ ছায়া,
যে না লয় তার প্রতি থাকে,
জয়া ধরে দুই পায়, এবার ছাড়ান দায়,
কাজে কাজে হারালে গঙ্গাকে।
ঈশ্বরী ভাবেন মনে, জয়া যে ধরে চরণে,
আর আমি মিছা করি ছল,
ভাবে পদ আলুইল, সরসী পাত্রের জল,
সেইমত করে টলমল।
জয়া শেষে ঘুটি নিয়া চরণতলেতে দিয়া,
অনায়াসে পার করি হাসে,
পরম আনন্দ মনে, জিনিলে গঙ্গার সনে,
করতালি দিয়া রসে ভাসে।
গঙ্গারে সঙ্গিনী যত, ভর্ৎসিয়া কহিছে কত,
আজি কেন হারিলে খেলায়?
দিলে তুমি যত লাজ, কে করে এমন কাজ,
প্রণাম তোমার দুটি পায়।

থাক তুমি মনোরঙ্গে, কে আর খেলাব সঙ্গে,
কে আর সহিবে অপমান।
যদি আর খেলা হয়, তোমার সঙ্গেতে নয়,
তবে হবে যে রাখিবে মান।
কহেন গঙ্গা তখন, শুন শুন সখীগণ,
আর কোন খেলাতে না হারি।
ভুবন করিতে জয়, পারি যদি মনে হয়,
পাবে ধরা খেলিতে না পারি।
শুন সখী কহি সার, যে ধরে পদ আমার,
আমি তাতে বড় পাই শঙ্কা,
অনায়াসে জিনে যায়, শমন ডরায় তায়,
ত্রিভুবনে তার জোর ডঙ্কা।
অপূর্ব্ব খেলা গঙ্গার, ত্রিদেবের বুঝা ভার,
সখী কি বুঝিবে মার মায়া ?
যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন, নামে পাপ-বিমোচন,
কালান্তক কালী কালজায়া।
এই মার বাল্যলীলা, পুরাণে ব্যাস লিখিলা,
কত কব অনেক বিস্তার।
শুন সবে কাল গেল, গঙ্গানাম মুখে বল,
তিনকুল করহ নিস্তার।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

সতীশোকে সদাশিব কামরূপে বসি
জপেন সর্ব্বদা শিব তারা তত্ত্বমসি।
শিব যে সংহারকর্ত্তা, তাঁর এই ভার ;
তপেতে আছেন তিনি, কে করে সংহার ?
বিধাতা ভাবেন মনে, সৃষ্টি বুঝি যায় ;
যোগেতে বসিয়া তিনি কি করি উপায় ?
বিবাহ না দিলে শিবে না দেখি নিস্তার।
সৃষ্টি যায় ত্রিলোকে কে করিবে উদ্ধার ?
কে যাবে শিবের কাছে ? কে ভাঙ্গিবে ধ্যান ?
ভিতে পাছে বিপরীত হয়, যায় প্রাণ।
এইরূপে বিবেচনা করিয়া তখন,
নারদে করিল আজ্ঞা করহ গমন।
শুনিয়া চলিল মুনি বীণা বাজাইয়া।
উপনীত কামরূপে নাচিয়া গাইয়া।
শিবের বন্দনা করে গিয়া সন্নিধানে,
দেখে, শিব আছেন পরমরূপধ্যানে।
কিবা শক্তি ! শক্তির বিচ্ছেদে মহাকাল,
শবাকার ধুলায় লোটায় জটাজাল।
কোটিচন্দ্রকিরণ প্রকাশে যে শরীরে,
মলিন হয়েছে, মরি ভাসে প্রেমনীরে।
পার্ব্বতি পরমাগতি, শিব যাঁর প্রাণ,
নিদয়ার কপটেতে গড়াগড়ি যান।
যে দেখি শিবের ভাব আকার প্রকার,
হবে কি সংহার, হন আপনি সংহার।
কিরূপে ভাঙ্গিব ধ্যান না দেখি উপায়,
কোপে যদি চান তবে প্রাণ পাছে যায় !
চিন্তা করি বীণাযন্ত্রে গান আরম্ভিল,
শিবশক্তি নামগুণ গাইতে লাগিল।
সতীর জনম কথা কন মধুস্বরে,
যেরূপে জন্মিল দেবী হেমন্তের ঘরে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী

জয় যোগপতে জগদেক-গতি,
জগদীশ মহেশ পদে প্রণতি,
শশিধারক শম্ভু পিণাক করে,
করুণা কর যে হর দীনবরে।
বল বীণ নবীন সুতান স্বরে,
শিব নাম গুণে হেন মন হরে।
জ্বলদুজ্জ্বলনির্ম্মল-কান্তি-ছটা,
অবলোকয় লোচন-তেজ-ঘটা।
কর কি কর হে, করতাল ধর,
চরণামৃত জীবন পান কর।
শ্রুতি হে কর কি, ছাড় অন্য কথা,
চল মা পদ হে শিবতীর্থ যথা।

যদি মানস মুক্ত হবে এ ভবে,
রসনায় সদা জপ নাম তবে।
মন তুল্য ভজ হরি রাম-হবে,
হয় পাতক যে জন ভেদ করে।
প্রভু দীন দয়াময় হের দীনে,
ভুবনেশ কৃপা কর স্বীয় গুণে।
তুমি যার হেতু ভব ভাব ভাবে,
কর যোগ সমাপন লাভ হবে।
পরমেশ বিশেষ বিবাহ শুনি,
মৃত-হাস্য যুত বদন অম্লান।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ নত ও পদ,
বিরত কর শম্ভু বিষয় মদে।
বিবাহবৃত্তান্ত মুনি বলেন তখন,
কহিলেন গঙ্গার জনম-বিবরণ।
শুনি বিবাহের কথা শিব আনন্দিত,
বলে, শুভ কর্ম্মে গৌণ না হয় উচিত।
কোন দিন কখন্ হইবে, শঘ্র চল,
বিনা মূলে কিনিলে, কি দিব বাছা বল?
ব্যস্ত দেখি নারদের আনন্দিত মন,
বলে প্রভু চল আগে ব্রহ্মার ভবন।
এত বলি শিবেরে সঙ্গেতে মুনি করি,
পথে কাব্য কহিয়া চলিল সুরপুরী।
বিবাহ-বিষয়ে প্রভু ব্যস্ত ভাল নয়,
লক্ষ কথা বিনা কি বিবাহ কার হয়?
আমি যা বলিব আগে করিবে তা বল,
টকাণী কি দিবে? প্রকৃত বলে চল।
ভবানীর ভাবে ভোলানাথ আলুইলা,
অদেয় তোমাকে নাই, মুনিকে কহিলা।
শিব কর্ম [illegible] যে কথা মিথ্যা নয়,
ভানু যদি [illegible] পশ্চিমে উদয়।
চতুর্ব্বর্গ চাহ [illegible] মুনি পারি,
অদ্যাবধি হইলা [illegible] আজ্ঞাকারী।
মুনি বলে বিশ্বনাথ [illegible]
জানিলাম এই জন্য [illegible]ম।

অন্য উপাসনা করে, থাকে যার ধন,
নির্ধনের ধন প্রভু তোমার চরণ।
কে আর এমন আছে তুষ্ট বিল্বদলে?
গালবাদ্য পাদ্য আদি পঞ্চ জলে জলে।
অতি ঘোর ব্যাধিতে, ঔষধ তব নাম,
মুক্ত হয় জীব, স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম?
বলিতে বলিতে উপনীত সুরপুরী,
যেখানে বসিয়াছিলা ব্রহ্মা আর হরি।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

হরেরে দেখিয়া হরি বন্দনা করিলা,
আলিঙ্গন দিয়া এক আসনে বসিলা।
কিবা শোভা কহিব, কি রূপ মনোহর!
নীলাচলে মিলিল কি রজতশিখর!
হর হরি দুই জনে হরিবে বসিলা,
স্তব করে দেবগণ সকলে আসিয়া।
প্রণাম করিয়া ইন্দ্র কহেন ব্রহ্মারে,
কি করিতে হবে আজ্ঞা করহ আমারে।
ব্রহ্মা বলে বিবাহের কর আয়োজন,
আমি যাই সম্বন্ধ করিতে নিরূপণ।
গিরি-কন্যা গঙ্গার বিবাহ শিব-সনে,
স্বগে হয় আমার বাসনা এই মনে।
সাবধানে আয়োজন আপনি করিবে,
ঘাটি গেলে কিন্তু অপমানিত হইবে।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গমন করিলা,
হিমালয় আলয়েতে দরশন দিলা।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

আইল দ ব্রহ্মার ভূধর রাজার
নিকটেতে উত্তরিলা,
দেখিয়া রাজন, আসনাচমন,
দিয়া ব্রহ্মারে পুজিলা।

কুশলাদি পরে, জিজ্ঞাসে ব্রহ্মারে,
কেন প্রভু আগমন ?
জন্ম আজি ধন্য, ছিল কত পুণ্য,
ধন্য ধন্য এ ভবন।
বিধি কন শুন, করি নিবেদন,
তোমার পুণ্য উদয়,
কন্যা বল যাঁরে, কে চিনে তাঁহারে ?
তোমারে তারা সদয়।
আন দেখি তাঁরে, বিবাহ বা কারে
দিবা মনে ভাবিয়াছ ?
বয়স কি হৈল ? আগে তাহা বল,
কিবা নাম রাখিয়াছ ?
এ কথা শুনিয়া, গঙ্গারে আনিয়া,
কহেন গিরি হাসি
গঙ্গা নাম যার, কন্যাটি আমার,
প্রাণ হৈতে ভাল বাসি।
প্রাণ মেনকার, মা বলিতে আর
নাই, কব কি তোমারে ?
বিবাহ ইহার, অনুমতি তার,
বিনা কে কহিতে পারে ?
রূপ চমৎকার, দেখিয়া গঙ্গার,
ব্রহ্মা উঠে শিহরিয়া,
ব্রহ্মার জননি, কুলকুণ্ডলিনি,
চেতনা কর হেরিয়া।
প্রণাম আমার, চরণে তোমার,
সকলের সার তুমি,
মেনকারে দয়া, করিলা অভয়া,
ধন্য ধন্য গিরিভূমি।
ব্রহ্মা গিরিবরে, কহিছেন পরে,
শুন শুন গিরিরাজ,
তোমার কন্যার, বিবাহের ভার,
আমারে দেহ এ কাজ।
কন্যাযোগ্য বর, পরম সুন্দর,
ঘটাইব ভাল ঘরে ;
দেখিবে তখন, হইবে যেমন,
যে গঙ্গাকে শিরে ধরে।
শুন গিরিবর, শিব যে সুন্দর,
শুনে থাক্‌বে কি কব,
কর অনুমতি, করিয়ে সঙ্গতি,
স্বর্গে লয়ে বিভা দিব ॥
ভূধর শুনিয়া, বলে শিহরিয়া,
কি কহিলে দয়াময়,
ঈশের ঈশানী, হবেন ভবানী,
এত কি পুণ্য উদয় ?
কিন্তু কহি সার, এই যে গঙ্গার,
যেক্ষণে জন্ম হয়েছে,
হবে যে এমন, জানি নিবেদন,
এইক্ষণে গৌণ আছে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে,
কহে গঙ্গা পদতলে।
আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।
ব্রহ্মারে কহেন গিরি, শুন দয়াময়,
গঙ্গার বিবাহ স্বর্গে কি রূপেতে হয় ?
মেনকা নাহিক ঘরে, স্নানেতে গিয়াছে,
না বলে বিদায় দিলে কি হইবে পাছে ?
প্রাণের অধিক গঙ্গা, রাণী ভালবাসে,
না দেখিলে গঙ্গারে মরিবে অনায়াসে।
সে মরিলে, আমি তবে মরিব নিশ্চয়,
স্বর্গেতে বিবাহ হয়, পরামর্শ নয়।
তবে হয়, রাণী যদি অনুমতি করে,
সে বিনা কে পারে, খাড়ে ছুটা [illegible] ধরে ?
বিধি কন শুন গিরি তুমি [illegible] এত,
পাইয়া পরশমণি কেন [illegible] কান্ত ?
পিতৃদত্তা কন্যায় কি [illegible] অধিকার ?
মেনকারে এত [illegible] কি জন্য তোমার ?
আমি যাতে [illegible] তী, বর সদাশিব,
ইহাতে [illegible] করে অল্পবুদ্ধি জীব।

অগ্রে যদি জানি তুমি করিবে এমন,
তবে কে এমন কথা কহিত তখন ?
এত বলি ব্রহ্মার উদ্মাতে ওষ্ঠাধর
কাঁপে যেন মাঘের শীতেতে থরথর।
দেখে শুনে গিরিবর হৈল মহাভয়,
ক্ষমা কর ক্ষমা কর বলে মহাশয়।
নিয়া যাও স্বর্গে গঙ্গা করি নিবেদন,
জানিলাম কোনরূপে আমার মরণ।
তোমার হয়েছে ক্রোধ, গঙ্গার বিচ্ছেদ,
মেনকার খেদে আর হবে মর্ম্মভেদ।
তিন দিক্ রক্ষা হয়, না দেখি উপায়
এমন শঙ্কট কার ? কার হেন দায় ?
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

এত বলি গঙ্গার ধরিয়া দুটি হাতে,
সেই হাত গিরি দেয় আপনার মাথে।
স্নেহেতে চক্ষের জল ঝরঝর ঝরে,
ভাসে কলেবর গদ গদ ভাব ভরে।
কি বলিবে গঙ্গারে না ভেবে কিছু পায়,
গঙ্গার বিচ্ছেদ ভেবে, ভাবে মোহ যায়।
পরে গিরি বলে মা গো কি কব তোমাকে,
একেবারে নিদয়া মা হয়েছে আমাকে।
আর কি বলিব মা গো মনে যেন থাকে,
আর নাই আমারে মা, পিতা বলে ডাকে।
সহস্র তনয় যদি ইন্দ্রতুল্য হয়,
তোমার স্নেহের আগে কিছুই কিছু নয়।
স্নেহের সাগরে মা গো ডুবাইয়াছিলে,
একেবারে দুঃখের সাগরে ফেলে দিলে।
জনক জননী জরা, দিনে দিনে ক্ষীণ,
চলাচলে সামর্থ্য নাহিক শক্তিহীন।
শেষকালে সন্তানের সকলি জঞ্জাল,
রক্ষা মা করিবে ইহকাল পরকাল।
বিবাহের জন্যে ব্রহ্মা এসেছেন নৈতে,
স্বর্গেতে তোমারে মা গো হইল যাইতে।
কি জানি কি ঘাটি মা গো পাইলে আমার,
কন্যাপুত্রে ঘাটি কি মা লয় বাপ মার ?
গঙ্গার হইল দয়া গিরিরাজ প্রতি,
সান্ত্বনা করিয়া কিছু কন ভগবতী।
কেন কেন পিতা তুমি কর এত খেদ,
জানিবা পশ্চাতে স্নেহ না হবে বিচ্ছেদ।
ত্রিলোক ভুলান যিনি আপন মায়ায়,
মা বাপের স্নেহে গঙ্গা ঠেকিলেন দায়।
আপনি কান্দিয়া শেষে হইলা অস্থির,
তিতিল নয়নজলে সকল শরীর।
গিরি গঙ্গা দুইজনে করেন রোদন,
সে ভাব দেখিয়া বিধি কান্দেন তখন।
কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা বলেন রাজারে,
বিদায় করহ শীঘ্র গঙ্গারে আমারে।
শুনি গিরি হাতে হাতে গঙ্গারে সঁপিলা,
নিয়া যাও প্রভু, কিন্তু প্রাণেতে বধিলা।
এত বলি ভূধর পড়িল ভূমিতলে,
বিবাহের বিবরণ শুনহ সকলে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

গঙ্গারে করিয়ে সঙ্গে, স্বর্গে গিয়া ব্রহ্মা রঙ্গে,
উপনীত ইন্দ্রের সভায়,
দেখি যত দেবগণ, গলায় দিয়া বসন,
প্রণাম করিল রাজা পায়।
ইন্দ্র আদি দেবগণ, গঙ্গারে দেখে তখন,
বলে একি রূপ চমৎকার !
ত্রিলোক-জননী যিনি, সাক্ষাৎ আপনি তিনি,
কে বুঝিবে মায়া সাধ্য কার ?
আসি দেবকন্যাগণ, গঙ্গারে হেরি তখন
ঘরে নিয় বরণ করিয়া,
ভাসে সবে প্রেম-ভরে, মঙ্গল আচার করে,
হুলু দেয় রসনা বাজা'য়া।

শচী আসি কোলে করি, রত্ন সিংহাসনোপরি
বসিলেন গঙ্গারে লইয়া,
ব্রহ্মাণী সে রূপ হেরি, বলে আহা মরি মরি,
কার ভাগ্যে ছিল হেন মেয়া ?
জন্মেছ গর্ভেতে যার, প্রণাম তাঁরে আমার,
কিবা পুণ্য প্রকাশ তাঁহার !
এই মুখে মা বলেছ, ধন্য মা তাঁরে করেছ,
কে বুঝিবে দয়া মা তোমার ?
অসুরী সুরী কিন্নরী, অপ্সা স্বর্গবিদ্যাধরী,
অপ্সরী পন্নগনারীগণ,
গঙ্গার রূপলাবণ্য, দেখে বলে ধন্য ধন্য,
করে কুলাচার হৃষ্টমন ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ।

সভার কি কব শোভা, দেবতার স্থান,
ইন্দ্রের ভবনে ব্রহ্মা বিষ্ণু অধিষ্ঠান ।
বিচিত্র আসন, স্থান দর্পণসমান,
যেমত মর্য্যাদা যার, তেমনি বিধান ।
মণি কত প্রবাল মুকুতা হীরা চুনি,
পরিপাটি স্তম্ভবেদী সোণাতে গাঁথনী ।
কটিতটে দেবরাজ কসিত-বসন,
স্থির নয় সভামধ্যে করিছে ভ্রমণ ।
দেবঋষি মুনির হইল আগমন,
উত্তর দিকেতে ইন্দ্র বসান তখন ।
আইল অসুর যত সংখ্যা নাহি তার,
তমোগুণ বিকট আকার সবাকার ।
পশ্চিম দিকেতে আসি বসিলা সকলে,
আসুন বসুন ইন্দ্র সবাকারে বলে ।
দক্ষিণ দিকেতে পিতৃলোক-অধিষ্ঠান,
প্রণাম করিয়া ইন্দ্র আদরে বসান ।
তুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদ করিল সকলে,
চন্দন হস্তে কার, কেহ কারে বলে ।
পূর্ব্বদিকে অপ্সর অপ্সরী নাচে গায়,
কিন্নর কিন্নরী যন্ত্র আনন্দে বাজায় ।
সভামধ্যে সদাশিব রজত-আসনে,
বসিয়া আছেন প্রভু হরষিত মনে ।
চারি দিকে মুনিগণ স্তুতিপাঠ করে,
বিধাতা পড়েন বেদ আনন্দ অন্তরে ।
সমুদ্র-কল্লোল যেন বাদ্যঘটাঘোর,
অগুরু চন্দন গন্ধে সভা করে ভোর ।
মণি-তেজে আলো করে, কি কাজ দীপেতে
দেবতার বাজী সংখ্যা কে পারে কহিতে ?
বৃহস্পতি পুরোহিত পদ্ধতি করিয়া,
ত্বরা কর বলে, পাছে লগ্ন যায় বৈয়া ।
ইন্দ্রকে বলিল তুমি যাও নিজালয়,
স্ত্রী-আচারে দেখ যেন গৌণ না হয় ।
পুরোহিত বচন শুনিয়া আশুতোষ,
ত্বরান্বিত দেখে মনে পরম সন্তোষ ।
হাসিতে হাসিতে ইন্দ্র গিয়া নিজালয়,
বলে, শুন স্ত্রী-আচারে ত্বরা হেন হয় ।
এক্যাদিক্রমেতে বিধি গন্ধ মাল্য দিয়া,
কন্যাদান করিতে বসিলা তুষ্ট হৈয়া ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ।

দেব-মুনি-কন্যা যত, যার যে মনের মত,
অলঙ্কারে গঙ্গারে সাজায়,
একে রূপসীর শেষ, বিচিত্র দেখিয়া বেশ,
কোটি চন্দ্র-তেজ লজ্জা পায় ।
কেহ বলে মনে নাই, ঔষধ যে আগে চাই,
তার কি করেছ, তাহা বল ।
কেহ বলে পাগ্লা যাবে, ভোলানাথ ভুলাইবে,
মোহিনীর ঔষধে কি ফল ?
কেহ বলে একি মত, পতি কেন হবে বশ ?
জান সবে আপনার বেলা,

কেহ বলে মরে যাই, মা বাপ কাছেতে নাই,
এই জন্য করে সবে হেলা।
কোন রামা হাসি কয়, সত্য বটে মিথ্যা নয়,
কুৎসিত হইলে করে তাই;
ব্রহ্মাণী বলেন সেকি ? শাস্ত্রে আছে মিছা একি
ব্যবহার আগে করা চাই।
শচী বলে শুন তবে, পতিস্থয়া যে হইবে,
ঔষধ বাটিতে হবে তারে,
এ সভায় থাক যিনি, পরিচয় দেহ তিনি,
পতি বড় ভালবাসে যারে।
পরস্পর কাণাকাণি, কেহ অতি অভিমানী
কেহ হেসে বলিছে শচীরে,
কারে তুমি দেহ ভার ? তোমার সমান আর,
আছে কে গো বল আর কারে ?
পুনঃ শচী হেসে বলে, কাজ নাই বাক্‌ছলে,
উপহাস করা মত নয়,
কহিতে লাগিল সবে, যে যেমন স্থয়া তবে,
শুন সবে সেই পরিচয়।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

প্রথমতঃ চন্দ্রের রোহিণী বলে, শুন,
আমার পতির তুমি জান যত গুণ।
কি কহিব আমি মনে যত পীড়া পাই,
অসিতপক্ষেতে তার সঙ্গে দেখা নাই।
মধ্যে মধ্যে দেখা পাই করি তাড়াতাড়ি,
বুঝ ইথে যত ভাব হয় বাড়াবাড়ি।
সূর্য্যের পত্নিনা হয় সংজ্ঞা আর ছায়া,
হাসিয়া হাসিয়া বলে, শুন ইন্দ্রজায়া।
ছায়া বলে, তুষ্ট তিনি আমারে যেমন,
বুঝি কার ভাগ্যে আর না হবে এমন।
তুষ্ট হয়ে দিয়াছেন তিনটি সন্তান,
সন্তানের গুণে সদা খাই অপমান।
দুটি পুত্র নাম তার মনু আর শনি,
ভদ্রা নামে কন্যা কর্ম্মনাশিনী আপনি।
ভদ্রায় করিলে কর্ম্ম, অভদ্রায় পায়,
শনির হইলে দৃষ্টি, মাথা উড়ে যায়।
অভাগীর কন্যাপুত্রে লোকে গালি দেয়,
সন্তানের ভয়ে পাপ যমে নাহি লয়।
তাপে তনু শুকাইল সর্ব্বদা তরাস,
যত তুষ্ট আমারে, তা সন্তানে প্রকাশ।
সংজ্ঞা বলে আমার সন্তান তিন বটে,
প্রতাপে পর্ব্বত কাটে, কে যায় নিকটে ?
যমুনা, স্বায়ম্ভু মনু অতি বড় শান্ত,
নাহি বিবেচনা যম কেবল অশান্ত !
কালাকাল বিবেচনা কিছুমাত্র নাই,
বালক যুবক বৃদ্ধ সম তার ঠাঁই।
কালী তারা দুর্গা বলে যে করে প্রয়াণ,
তার কাছে বাছা গেলে খান অপমান।
শিব শাক্ত দূতে গালি দেয় কত মত,
কেবল যমেরে নয়, মোরে শত শত।
সতীনের জন্যে কহিলাম পরিচয়,
প্রভুর প্রেমের কথা আর বলা নয়।
পরে শচী অগ্নির জায়াকে কিছু কয়,
স্বাহা তুমি বল শুনি নিজ পরিচয়।
স্বাহা বলে, শুন শচি, করি নিবেদন,
অগ্নির ঘরণী আমি জান সে যেমন
তাপে তনু দহে আর কি কব বিশেষ,
ঘৃত দিয়া খাইয়া নাম করিলেন শেষ।
এই রূপে সকলে করিয়া পরিচয়,
ব্যঙ্গেতে শচীরে কিছু অবশেষ কয়।
স্থয়া নই, আর তুমি শুনিতে কি চাও,
পতি স্থয়া তুমি বটে, সেটা কি জানাও।
ঔষধের গুণে পতি করিয়াছ বশ,
নিত্য যুবা বয়সে জান গো কত রস।

শচী বলে সকলে সে কথা কব পাছে,
যে বাটিবে ঔষধ, সে এই স্থানে আছে
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

কমলা কহেন কেন এত আকিঞ্চন ?
মিলে যাবে সোণাতে গো সোহাগা যেমন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

এত বলি লক্ষ্মীরে ডাকিয়া শচী বলে,
যার গুণে বাঁধা বিষ্ণু পরম কৌশলে—
ঈষৎ হাসিয়া শচী লক্ষ্মী পানে চায়,
ঔষধ বাটিতে তাঁরে কহে ইসারায়।
কমলা কহেন কিছু হাসিয়া হাসিয়া,
আমারে বলিলে শচি কি ভাব দেখিয়া ?
হাজার ষোড়শ মধ্যে আমি এক জন,
রাক্ষসীর মধ্যে থাকি, জান সে যেমন।
কালটার কেবল বাহিরে নয় কাল,
কি বুঝি বলিলে ভাল ভালবাসে ভাল ?
তবে যে কিঞ্চিৎ কথা তাঁর সঙ্গে হয়,
সেবাগুণে কম কথা না কহিলে নয়।
শচী বলে কেন তুমি ভুলাও আমারে ?
যে না জানে সে কথা গো, ভুলাইও তারে।
ত্রিভুবনে কাল কাল কালে লয় হয়,
ভাসিয়া বেড়ান, তবু তোমা ছাড়া নয়।
ঔষধ বাটিতে চল, ঠাটে কাজ নাই;
কমলা কহেন, তবে তুমি আইস যাই।
এত বলি দুই জনে মুখে দিয়া মধু,
ঔষধ বাটেন শিলে, শচী বিষ্ণুবধূ।
একমনে বাটেন দুজনে মন ছাড়া,
প্রস্তুত করিল বেটে নাম ঝলিঝাড়া।
একুইশ পানে সে ঔষধ বসাইয়া,
স্ত্রী-আচার বরণডালা রাখে সাজাইয়া।
সোনামুখী দুটি কল হরষে আনিল,
হরিতে হরের মন যতনে রাখিল।
কেহ বলে চিতছাড়া না করিবে হর,
চিতার কাটিতে দীপ জ্বাল তদন্তর।

সভামধ্যে বৃহস্পতি, ধরিয়া শেষে পদ্ধতি
স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিলা,
শিবের করি বরণ, দিল বস্ত্র আভরণ,
তন্ত্রমন্ত্র বিশেষ পড়িলা।
পরে সভাসদ যত, যার যে মর্য্যাদা মত,
পরিতুষ্ট সকলে করিয়া,
শেষে ইন্দ্র শিব সঙ্গে, স্ত্রী আচারে মনোরঙ্গে
আপন আলয়ে গেল নিয়া।
বর আইল বলে তখন, প্রেমানন্দে রামাগণ,
হুলু দেয় করে কুলাচার,
সদাশিব রূপ হেরি, বলে আহা মরি মরি,
ভাল ভাল কপাল গঙ্গার !
স্ফটিক-নিন্দিত আভা, মরি কি তনুর শোভা
কিবা নাসা খগচঞ্চু জিনি,
ওষ্ঠ জিনি বিম্বফল, মুখ শ্বেত-শতদল,
আঁখি যেন খঞ্জন-কামিনী।
কর পদ তলে যেন, কমল প্রফুল্ল হেন,
শিরে শশী নাশে অন্ধকার,
ধন্য পুণ্য বিধাতার, কিবা বস্ত্র অলঙ্কার,
দিয়াছে গো ধন্য জন্ম তার !
লোকের অসাধ্য নাই, কেহ বলে মাখে ছাই,
ভাঙ্গ খায় পাগলের মত,
কত কথা কয়েছিল, সে সকল মিছা হৈল,
বুঝিলাম তারা জ্ঞান-হত।
যাহার যেমন ভাব, হবে সেই মত লাভ,
আনন্দে কহিছে কেহ হাসি,
সুন্দরী বলিয়া মান, যাহার আছিল ভাণ,
ইহার অগ্রেতে সব দাসী।

গঙ্গার রূপ যেমন, দিয়াছে বিধি তেমন,
যাড়ী-উপযুক্ত বটে সরা,
এইরূপে নারীগণ, কহে মহাহৃষ্টমন,
করে পরে স্ত্রী-আচার ত্বরা।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
কন্যাকর্ত্রী ব্রহ্মাণীর আনন্দিত মন,
শিবের সম্মুখে আসি করিছে বরণ।
সাতবার হাতে হাতে বরণ করিয়া,
তিনবার নিলে মাথে ডালা ছোঁয়াইয়া।
মহৌষধ পূর্ব্বেতে রাখিয়াছিল পানে,
হাসি হাসি হর-অঙ্গে দেয় নানা স্থানে।
ধুস্তুর দীপেতে পরে আর ত করিলা,
ধান্যদূর্ব্বা স্বস্তিকাদি মস্তকেতে দিলা।
জগন্মোহন রূপ ধরেছেন শিব,
যে ভাবে যে দেখে, মোহ যায় সর্ব্বজীব।
যিনি যিনি স্ত্রী আচারে ভেবেছিল আর,
ফিরা হৈল, ফের হৈল, ফিরে যাওয়া ভার।
চৌদিগে কামিনী যত, যেন পদ্মমালা,
দুর্গা যেন শিব মধ্যে করেন উজ্জ্বলা।
কেহ বলে, কার মুখে কথা কেন নাই?
কেহ বলে, কইতে চাই, শেষে ভুলে যাই।
শিব রূপ সুধার সাগরে চিত্ত যার
একেবারে ডুবিয়াছে, না জানে সাঁতার।
কেহ কেহ অনিমিষ আছে রূপ চেয়ে,
বলে কুল কে বাঁচাবে কেগো হেন মেয়ে?
হররূপ যে অঙ্গে পশিল চক্ষু যার,
পালটিয়া আনা ফিরে অতি বড় ভার।
বলে, দেখে দুটি আঁখি দেখিব গো কত?
মিটিত কিঞ্চিৎ খেদ যদি হৈত শত।
আহা বিধি, উহু মরি, বিবেচনা নাই,
বিধিরে পাইলে কিছু বিরলে বুঝাই।

এইরূপে রামাগণ খেদ করে মনে,
মনে মনে নিন্দে পতি আপনা আপনে।
সতীর সতীত্ব যিনি দাঁড়াইয়া তিনি,
ধৈর্য্য কি হইবে ইথে অবলা কামিনী?
শাস্ত্রের সম্মত বটে, কথা মিথ্যা নয়,
সুপুরুষ দেখিলে কামিনী ব্যস্ত হয়।
এখানে এরূপ ইহা কহিলেন ব্যাস,
মহাভাগবতে কথা অপূর্ব্ব বিন্যাস।
স্ত্রী-আচার সংক্ষেপেতে কহিলাম আমি,
এ কথা শুনিলে হয় শিবপথগামী
সভার মধ্যেতে সদাশিব উপনীত,
পরে শুন, ভগীরথ, বিবাহ বিহিত।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
বসাইয়া পদ্মাসনে, ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে,
সভায় আনিল গঙ্গা মারে,
শোভা কি কহিব তেমন, তারাগণ মধ্যে যেন,
চন্দ্রের উদয় অন্ধকারে।
কিম্বা যত দেবগণ, যেন চন্দনের বন,
কৃপাময়ী কল্পতরু মাঝে,
কিম্বা সভা সরোবর, রক্তপদ্ম বহুতর,
মধ্যে শ্বেত শতদল সাজে।
কত কব রূপ মার, সভাশুদ্ধ চমৎকার,
প্রণাম করিল পদতলে,
জগতমোহিনী যিনি, ত্রিভুবন-প্রসবিনী,
দেখি স্তুতি করিছে সকলে।
ইন্দ্র বিষ্ণু দুই জন, গঙ্গারে নিয়া তখন,
শিবেরে করেন প্রদক্ষিণ,
দক্ষিণা আখ্যান যার, প্রদক্ষিণ হয় তার,
মার মায়া বুঝিতে কঠিন।
শুভলগ্ন শুভদিন, সমসূত্রে প্রদক্ষিণ,
সাতবার হইল গঙ্গার,
পরম আনন্দ মনে, শুভদৃষ্টি দুইজনে,
শুভক্ষণে কি শোভা তাহার?

দেবরাজ নারায়ণ, ভাবভরে তুষ্ট মন,
শিবের সম্মুখে রাখি মা'রে.
মনেতে জন্মিল ভাব, বলে একি রত্নলাভ!
ভক্তিভাবে বন্দিল ব্রহ্মারে।
বলে ব্রহ্মা ধন্য ভাই, তোমাসম বন্ধু নাই,
তোমা হৈতে জনম সফল॥
কার আর ছিল মনে, দেখা হবে যার সনে?
কে দেখিত ও পদকমল?
পরে প্রজাপতি সুখে, আচমন চারি মুখে,
ত্বরা করি, লগ্ন বয়ে যায়॥
আসনে উপবেশন, বিষ্টর দান তখন,
পাদ্য অর্ঘ্য দিল শিবপায়॥
কোন গোত্র রাশি নাম? কার পুত্র কোথা ধাম?
হাসি জিজ্ঞাসিল বৃহস্পতি॥
শিব ঠেকিলেন দায়, নারায়ণে ইসারায়
বলিতে বলিলা পশুপতি॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বসে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥
হাসি হাসি নারায়ণ বলিলা ব্রহ্মারে।
কি বলিব. হর আজ্ঞা করিলা আমারে॥
আমি যাহা জানি, তাহা তুমি কি না জান?
এই কর্ম্মে উপহাস করা অবিধান।
প্রভুর বংশের আদি ভাবিয়া না পাই।
কহিতে চাই, তমোগুণ ভাবিয়া ডরাই॥
আদ্য অন্ত মধ্য আছে. যদি কেহ কয়।
দিব্য করি কহিলে কে করিবে প্রত্যয়?
বিধি তুমি বিজ্ঞ বট, জানহ বিধান।
আদিনাথ নামে অদ্য গঙ্গা কর দান॥
শুনি বিধি হর-হস্ত পদ্মহাতে ধরে।
সেই হস্ত ব্রহ্মা রাখে ঘটের উপরে॥
গঙ্গার কমল কর হর-করে দিলা।
পদ্মমালা দিয়া হস্ত ঢাকিয়া বাঁধিলা॥

কিবা এ অপূর্ব্ব মায়া, বুঝা অতি ভার।
যার গুণে সৃষ্টি বাঁধা হাত বাঁধা তাঁর॥
মন্ত্র পড়ি বিধি শিবে, স্বস্তি বল বলে।
জন্মিল পরম ভাব ভাসে চক্ষু জলে॥
স্বস্তি না বলিয়া শিব বলেন ব্রহ্মারে।
দক্ষিণা কি দিবে আগে বলহ আমারে?
ব্রহ্মা বলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
যে ধন তোমারে দিব, তুমি সেই ধন॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥
পুনঃ বলে, কোটিরত্ন অনুমতি হয়।
মহেশ ভাবেন মনে কথা কিছু নয়॥
মৌন দেখি মহেশেরে ব্রহ্মা লজ্জা পায়।
সসাগরা পৃথিবী দক্ষিণা দিতে চায়॥
নেওয়া নয় ঈশান যে ঈষৎ হাসিলা।
ব্রহ্মার হইল ভয় ভাবিতে লাগিলা॥
পরে বিধি বলে প্রভু স্বর্গ দিতে চাই।
প্রভু বলে বিধি বট বিবেচনা নাই॥
উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রহ্মা মহাদেবে কন।
শেষকালে প্রভু এই লহ ত্রিভুবন॥
শঙ্কর বলেন বল কি কাজ ইহাতে?
কিঞ্চিৎ এমন দেও উপকার যাতে॥
বিধাতা বলেন একি হৈল অপ্রতুল।
নারায়ণ কন কেন এত স্থূলে ভুল?
সভাশুদ্ধ সকলেতে ভাবিয়া না পায়।
বলে আহা ব্রহ্মা একি ঠেকিলেন দায়!
কানে কানে ব্রহ্মারে কহেন নারায়ণ।
কেন পিতামহ তুমি ভাব অকারণ?
দক্ষিণার বিবাহ দক্ষিণা কিসে হয়।
মনে মনে ভাবিয়া দেখ না মহাশয়?
ভেবে দেখ পুণ্য কর্ম্ম যত যত হয়।
দক্ষিণাতে দক্ষিণান্ত করে মহাশয়॥
কেন তুমি মিছা ভাব শুন গুণধাম।
বিল্বপত্রে লিখি দেহ মার গ্রন্থনাম॥

গঙ্গানাম তুল্য কি দক্ষিণা আর আছে ?
কোল দিয়া বিষ্ণুরে বসান বিধি কাছে ॥
পরে বিল্বপত্রে লিখি দিল গঙ্গানাম।
দক্ষিণায় তুষ্ট শেষে শিব গুণধাম ॥
স্বস্তি বলি মহাদেব বলেন ব্রহ্মারে।
বিধি তুমি দয়াময় কি কব তোমারে ॥
ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন নাম মাত্র সার।
জন্মের দক্ষিণা অস্ত হইল আমার ॥
গঙ্গানাম দক্ষিণাতে তুষ্ট গুণধাম।
জপেন সর্ব্বদা শিব সার গঙ্গানাম ॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

বশিষ্ঠ তখন, ভগীরথে কন,
শুন সূর্য্যবংশধর।
গঙ্গা গঙ্গাধর, হৈল একত্তর,
রূপ অতি মনোহর ॥
আসি নারীগণ, নানা আভরণ,
যৌতুক আহ্লাদে দিলা।
কত কত আর, লীলা সে গঙ্গার,
ব্যাস পুরাণে লিখিলা ॥
প্রেমে পুলকিত, দুজনার চিত,
সঙ্কেতে পূর্ব্বসংবাদ।
বাক্যরূপ সুধা, পানে গেল ক্ষুধা,
উভয় মনে আহ্লাদ ॥
বিশ্রাম গঙ্গার, পরে শুন আর,
মেনকার বিবরণ।
ভূধর রাজার, শোকে বাঁচা ভার,
শোকে রাণী অন্যমন ॥
স্নানে গিয়াছিল, ফিরিয়া আইল,
ঘরে না দেখি গঙ্গারে।
শুকাইল মুখ, বলে ফাটে বুক,
জিজ্ঞাসা করে রাজারে ॥

কহিছে অচল, কোথা গঙ্গা বল,
না দেখি কোন কারণ।
কহিল তখন, পূর্ব্ব বিবরণ,
শুনি চমকিত মন ॥
গঙ্গার বিচ্ছেদে, রাণী কান্দে খেদে,
ডুবিয়া মরিতে যায়।
রাজা ধরে তারে, রাখিতে না পারে,
বলে বিধি একি দায় ॥
রাণীরে বসায়, ক্ষণে মোহ যায়,
ক্ষণেক চেতন পেয়ে।
তর্জ্জন গর্জ্জনে, ভর্ৎসন বচনে,
বলে আনি দেহ মেয়ে ॥
প্রবেশিব জলে, অথবা অনলে,
কিম্বা বিষ আজি খাব।
গঙ্গা গঙ্গা করি, যদি প্রাণে মরি,
মরে কি গঙ্গা না পাব ॥
করে শিরে ঘাত, গিরি ধরে হাত,
মেনকা কান্দি অস্থির।
কম্প সবাকার, অধিক রাজার,
রাখা না যায় রুধির ॥
পরে গিরিবর, ধরি রাণী-কর,
সান্ত্বনা অনেক মতে।
কত কব আর, বিস্তর তাহার,
আছে মহাভাগবতে ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা পদতলে।
মনেতে আনন্দ, ও পদারবিন্দ,
পাই যেন অন্তকালে ॥

রাণী বলে আরে বিধি কি কব তোমারে ?
জান না সে আর নাই মা বলে আমারে।
চক্ষুর পুতলি গঙ্গা প্রাণের সমান,
ধুলা দিয়া চক্ষে, কেড়ে লয়ে গেলে প্রাণ।

বিধিরে কি দিব দোষ, কি দোষ রাজার ?
বুঝিলাম যত দোষ সকলি আমার।
ফুকরে ফুকরে কান্দে, ডাকে গঙ্গা মারে,
বলে কোন্ দোষে মা গো ছাড়িলে আমারে !
কে আর খাইবে বল এ ক্ষীর নবনী ?
গলা ধরি কে ডাকিবে বলিয়া জননী ?
এই যে কিঞ্চিৎকাল সঙ্গে থা নাই,
ফাটে বুক, দুগ্ধ-ভরে ফাটে দুটি মাই !
আর কি বাঁচিব মা গো প্রাণ রবে ধড়ে,
থাকে থাকে পূর্ব্বকথা কত মনে পড়ে !
খেদ করে কান্দে রাণী পড়িয়া ভূতলে,
কর্দ্দম হইল ধুলা নয়নের জলে।
রাণী বলে কত আর সব মনস্তাপ ;
যেমন গঙ্গার কর্ম্ম করি অভিশাপ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
এত বলি ক্রোধ করি হাতে জল লয়,
বলে যদি সতীর সতীত্ব সত্য হয়।
তবে তারা এই কর নিবেদন পায়,
গঙ্গার শরীর যেন জল হয়ে যায়।
জল ফেলে দিয়া ভূমে হৈল অচেতন,
জানিলেন গঙ্গা মনে ভাবেন তখন ॥
ঘাটি বটে, না কহিয়া আসিয়াছি মারে,
দৈব আমি দৈব দোষে ফেলিলা আমারে !
তুষ্ট আমি, মায়ের চরণে ভক্তি যার,
তাহারে অদেয় কিছু না দেখি আমার।
মাতা গুরু, পিতা গুরু, আমি ভাল জানি,
মাতৃভক্ত জীবন্মুক্ত মহেশের বাণী।
মায়ের চরণে নতি মতি থাকে যার,
বারাণসী ঘরে বসি দর্শন তাহার।
প্রসব-বেদনা ভাল জানি বারে বারে,
সন্তানের মায়া মায় ভুলিতে কি পারে ?
মায়ের মায়াতে গঙ্গা কান্দিয়া অস্থির,
ভিজিল নয়নজলে সকল শরীর।
যদ্যপি মায়ের শাপ আমি নাহি মানি,
বেদ মিথ্যা হয়, রুষ্ট হন শূলপাণি।
মাতৃ-অভিশাপ গঙ্গা করিতে সফল,
গেল কায়া মহামায়া হইলেন জল।
হাহাকার দেবগণ করে এক বলে,
ব্রহ্মা আসি ব্রহ্মজল রাখে কমুণ্ডলে।
এই গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য বলা ভার,
মুক্তির কারণ ইনি সকলের সার।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

পতিতপাবনী, মাতা সুরধুনী,
শুন বাছা ভগীরথ,
নাম নিলে যার, সংসারে নিস্তার,
পায়, পূরে মনোরথ।
উদ্ধারিতে শাপ, মনের সন্তাপ,
তব পিতৃপিতামহ,
গঙ্গা আরাধিলা শরীর ত্যজিলা,
ব্যামো কি কব সমূহ।
বশিষ্ঠ-বচন, শুনিয়া তখন,
ভগীরথ কাঁদি বলে,
কাজ নাই আর, এ পাপ সংসার,
নিবেদন পদতলে।
কিন্তু শুন গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু,
কর কৃপা অবশেষ ;
নাহি জানি মন্ত্র, উপাসনা-তন্ত্র,
কহ না সে উপদেশ।
শুন গুরু সার, প্রতিজ্ঞা আমার,
নিবেদি পদকমলে,
মন্ত্রের সাধন, শরীর পতন,
মারে আনিব ভূতলে।
বশিষ্ঠ শুনিয়া, উঠে শিহরিয়া,
বলে শুন গুণাকর ;

সে কড় কঠিন, সাধন ভজন
তাহে তুমি শিশু তর ॥
মুনি মানা করে, না শুনিয়া পরে,
ভগীরথ কান্দি কয়।
দেহ গুরু দীক্ষা, চাহি এই ভিক্ষা,
আমারে হও সদয় ॥
শুনি মুনিবর, দীক্ষা তদন্তর,
দিয়া কৈল অনুমতি।
বলে গুণাকর, শুন পূর্ব্বাপর,
কুলদেব পশুপতি ॥
সব সূর্য্যবংশ, আশুতোষ অংশ,
এ কুলে মহেশ স্বামী।
যে ভক্তি তোমার, হবে যে উদ্ধার,
বুঝিলাম সার আমি ॥
শুনি শিশুমতি, গুরুকে প্রণতি
করিয়া, বিনয়ে কয়।
বলে মুক্ত কর, আমি যে কাতর,
ক্ষণ বিলম্ব না সয় ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা পদতলে।
আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে ॥

রাগিণী বিভাস——তাল তেওট।

ধুয়া। যদি প্রাণ হইবে ভবে তবে শুন মন মজ
শ্রীগুরু চরণে।
মরিলে কে সঙ্গে, যাবে সকলি পড়িয়া রবে,
সঙ্গের সম্বল ভুল না রে মন প্রভু যা দিয়াছেন কাণে।

মুনি কন ভগীরথ শুনহ বিধান।
শুচি হয়ে থাক আজি করি দুগ্ধপান ॥
শুনে ভগীরথ পরে করে নিয়মিত।
থাকিলা সে দিন শুচি আছে যেই রীত ॥
পরদিন পরম আনন্দে তপোধন।
পূজা হোম জপ করে একাগ্রও মন ॥
ভগীরথ ভক্তিভাবে বসিলা নিকটে।
মহেশের মহামন্ত্র দিল কর্ণপুটে ॥
প্রফুল্ল কদম্ব যেন তনু শিহরিল।
মন্ত্রের উদয়ে হৃদ-পদ্ম বিকশিল ॥
ভগীরথ ভাবে মনে একি চমৎকার!
সকলি যে মিছা, দেখি অনিত্য সংসার ॥
কহিবার কথা একি, কব আমি কারে?
যে না জানে এ তত্ত্ব সে আছে অন্ধকারে ॥
গুরু যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম পদকল্পতরু।
দেবতা কোথায় আর দেব দেব গুরু ॥
কি দিলে দক্ষিণা হয়, না দেখি উপায়।
বিনা মূলে বিকালাম শ্রীনাথের পায় ॥
ভক্তিভাবে ভগীরথ করে প্রণিপাত।
বশিষ্ঠ তুলিলা শেষে ধরি দুটি হাত ॥
তার পর মায়ের নিকটে রাজা যায়।
গঙ্গা আরাধিতে যায় হইয়া বিদায় ॥
কান্দিয়া অস্থির পুরবাসী আর রাণী।
না মানে নিষেধ ভগীরথ কার বাণী ॥
ভগীরথ বলে মা গো শুন তবে সার।
পিতৃকর্ম্ম যে না করে বৃথা জন্ম তার ॥
পিতা ধর্ম্ম-পিতা স্বর্গ, যোগ যাগ যত।
লাভ হয় পিতৃ তুষ্টে বেদের সম্মত ॥
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা আনিব গঙ্গা মারে।
কেঁদনা বিদায় শীঘ্র করগো আমারে ॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিণী ॥

ধুয়া। মরি কিবা স্নেহ সন্তানের প্রতি মার।
যাও কিবা রও কথা রাণীর বলা ভার।
রাণী বলে ভগীরথে, সাবধানে যাবে পথে,
বাঁচি যদি দেখা হবে মা বল একবার।
প্রাতঃকালে করো স্নান, ফল মূল জলপান,
খাবে বনে কি পাইবে আর।

নিতান্ত জানিল রাণী, পুত্র যাবে তপস্যায়।
রক্ষা বান্ধি সঁপে রাণী সর্ব্ব দেবতার পায় ॥

শীতল কিরণ রবি কর প্রভু নিজগুণে।
বনের দেবতা রক্ষা করিবে নিবিড় বনে॥
সুধাকর সুধা ঢেলে দয়া কর ভগীরথে।
দুর্গতি-হারিণী মাগো নিয়া যাবে ভাল পথে॥
তরুগণ ছায়া দিও পশু পক্ষী বন্ধু হবে।
ধরা তুমি ধৈর্য্যরূপা অপরাধ নাহি লবে॥
কালরাত্রি কালী মা গো নিবেদিব পায় কত।
অভয় করিবে দান পালিবে সন্তান মত॥
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা ঝটিতি প্রসন্ন হবে।
দীনে দয়া করিলে মা জগতে ঘোষণা রবে॥
এত বলি ভগীরথে বিদায় করিয়া বলে।
সাবধান হবে বলে, ভাসিল নয়নজলে॥
ছিন্নতরু হেন ভূমে রাণী গড়াগড়ি যায়।
মাতৃ-আজ্ঞা নিয়া ভগীরথ সুখে বনে যায়॥
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে রাণী স্নেহ জন্যে মোহ পায়।
বৎসহারা গাভী যেন ধায় পথ-পানে চায়॥
মরি কি মমতা মার, মার তুল্য নাহি আর।
সন্তানের জন্য কত দুঃখ ভেবে দেখ মার॥
ভগীরথ মার পদ সর্ব্বদা ভাবেন মনে।
গঙ্গা-আরাধনা হেতু প্রবেশ করিলা বনে॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে কত গুণ কব মার।
মাতৃভক্ত যেই জন তার পায় নমস্কার॥

ধুয়া। ভগীরথ প্রবেশে কাননে প্রথমতঃ।

বালক ভগীরথ, না চিনে কোন পথ,
করিলা কাননে প্রবেশ।
তমাল শাল তাল, রসালে শরজাল
দেখিয়া স্মরয়ে মহেশ।
ডাকিছে বনে ঘন, সঘনে পশুগণ,
মহিষ শার্দ্দূল চমরী;
পড়িয়া অজগর, গর্জ্জায় ঘোরতর,
কালিনী কুম্ভীলা পামরী।
সভয় অতি মনে, সিংহের নাদ শুনে,
গহনে গরজে গম্ভীর,
গুর্ব্বিনী ছাড়ে গাব, ভয়েতে গেল ভাব,
রাজার কাঁপিছে শরীর।
গবয় থেকে থেকে, বেড়ায় ডেকে ডেকে,
গণ্ডার মাতঙ্গ উল্লূক,
বনেতে পশু যত, স্বভাবে উনমত,
খেলিছে ভল্লূকী ভল্লূক।
পশুতে ঘেরে পরে, দেখিয়া নরবরে,
ভয়েতে শুকাইল মুখ,
মহেশ ভাবি মনে, মুদিল দুনয়নে
কাঁপিছে থর থর বুক।
ঠেকিল ঘোর দায়, পশুতে খেতে চায়,
ভয়েতে কাম্পি মোহ যায়,
ডাকিছে কোথা হর, বিপদে গঙ্গাধর,
শুনেছি ও পদ উপায়।
যদ্যপি প্রাণে যাই, তাহাতে খেদ নাই,
মনেতে রবে এই খেদ,
মৃত্যুর মৃত্যু-ভয়, ও নাম নিলে যায়,
মিছা যে হবে প্রভু বেদ!
শুনহ পশুপতি, আমি যে শিশুমতি,
ভকতি জ্ঞান কিছু নাই,
পশুতে প্রাণে মারে, ডাকিব আর কারে,
ভরসা ও নাম দোহাই।
নিষ্পাপ সে শরীর, রাজন অতি ধীর,
কাতরে ডাকে সদাশিবে,
যে নামে যম কাঁপে, সর্ব্বদা সে আলাপে,
পশুতে তারে কি করিবে?
ভকত ভগীরথ, পেয়েছে জ্ঞান-পথ,
সকলি গুরুর কৃপায়,
নামেতে কি না হয়, কি করে পশু-ভয়,
সভয়ে সুদূরে পলায়।
ভাবেতে গদ গদ, ভাবিছে শিব-পদ,
হৃদয়-কমলে রাজন,
কানন নির্জ্জন, সে পদে বাঁধে মন,
করিছে স্বকার্য্য সাধন।

যাহারে বিধি বাম, না জানে শিব নাম,
সে আছে বিষম প্রমাদে ;
নামেতে চারি ফল, নয়নে ঝরে জল,
বলিছে শ্রীদুর্গাপ্রসাদে।

রাগিণী ইমন্ ;—তাল মধ্যমান।
ধুয়া। শিব কিঞ্চিৎ করুণা কর হইয়ে সদয়।
প্রভু ওহে করুণাময়।

তিন কালে পার্থিব লিঙ্গেতে পূজে হর,
নামেতে নিমগ্ন চিত্ত ডাকে নিরন্তর।
নবীন শ্রীফলদল জল বনফল,
শম্ভুর চরণে দেয় অপূর্ব্ব কমল।
করে করে করতালি কক্ষ বাজাইয়া,
গাল বাদ্য গান করে নাচিয়া নাচিয়া।
অবসানে অষ্ট অঙ্গে সহস্র প্রণাম,
অবিরাম রসনায় জপে শিব নাম।
সহস্র বৎসর ধ্যান করেন রাজন্,
পড়েছে বিষম ফের শুনহ কারণ।
হর বৈসে হিমালয়ে গঙ্গার বিচ্ছেদে,
পুনর্ব্বার যোগেতে আছেন প্রভু খেদে।
কামদেব ভস্ম হবে,জন্ম হবে মার,
মেনকার গর্ভে জন্ম হবে পুনর্ব্বার।
গৌরীর বিবাহ হবে, গঙ্গাধর সনে,
ভাব ভরে ভব-বসে ভাবিছেন মনে।
হেন কালে মহেশের মন উচাটন,
ভক্ত ভগীরথ তথা করিছে স্মরণ।
ঈশান ভাবেন ভাল দায় উপস্থিত,
একে মরি মনোদুঃখে, একি বিপরীত।
আমি যাঁর পাদপদ্ম ভাবিয়া না পাই,
ভগীরথ বালক ভাবেন্ মনে তাই।
পক্ষ-হীন পাখী যেন উড়িতে সে চায়,
সাঁতারে সমুদ্র পার হেন অভিপ্রায়।
কি করিব, সূর্য্যবংশ ভক্ত অতিশয়,
ভগীরথে না রাখিলে নাম লোপ হয়।
ব্যস্ত আমি সর্ব্বদা যোগেতে যায় দিন,
ভূতলে গঙ্গারে আনা বড়ই কঠিন।
দয়া করি দৈববাণী কহেন মহেশ,
গঙ্গা আরাধনা কর, কহিলা বিশেষ।
ভগীরথ দৈববাণী শুনি ভাবে মনে,
শুন গঙ্গা আরাধনা, দ্বিজ কবি ভনে।

চলে রাজা হিমাচলে, কোথা গঙ্গা গঙ্গা বলে,
দয়াময়ী ভক্তের জীবন ;
আমি দীন অকিঞ্চন, বিপত্তে তব চরণ,
শুনিয়াছি তারণ-কারণ।
হিমালয়ে উপনীত, গঙ্গার গুণানুগীত
গায়, রসনায় জপে নাম ;
বসিয়া পর্ব্বতোপরে, কঠোর তপস্যা করে,
শুদ্ধশীল শিশু গুণধাম।
প্রথমতঃ যোগে মন, শরীর করে শোধন,
নেতি ধৌতি বস্তির স্তম্ভন(১),
গুরুর কৃপায় দীক্ষা, হইল সকল শিক্ষা,
সিদ্ধ করে চৌরাশী আসন।
শরীর করিল শুদ্ধি, নির্ম্মল হইল বুদ্ধি,
সমাধিতে বসিল রাজন,
গুরু উপদেশ গোড়া,সিদ্ধি করে মন্ত্র যোড়া(২),
করে কুলকুণ্ডলী (৩) চালন।
ভক্তি বিনা করে যোগ, মিছামিছি কর্ম্মভোগ,
ভগীরথ ভক্ত যোগী জ্ঞানী ;
হ ল ক্ষ মণ্ডলাকারে, যোগ করে সহস্রারে,
ইথে মুক্ত জীব শিব-বাণী।
প্রথমে ভক্ষণ ফল, দ্বিতীয়ে গলিত দল,
এইরূপে কত দিন যায় ;
ত্যজে শেষ ফুলদল, ভক্ষণ করিল জল
জীবনের জীবন উপায়।

(১) আর্দ্র বস্ত্র উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া তদ্দ্বারা মল শোধনকে নেতিধৌতি বলে ; আর প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু রুদ্ধ করিয়া তলপেট স্থির করা প্রক্রিয়াকে বস্তির স্তম্ভন বলে। (২) মন্ত্র। (৩) নাড়ী।

অবশেষে অনশন, গঙ্গাপদে সদা মন,
কঠোর করেন মাসে মাসে,
বিশেষ কহিব তার, পুরাণে কহিল সার,
শুন পুণ্যলাভ অনায়াসে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ধুয়া। ফিরে চাও গো তারিণী তাপিতে এইবার।
কৃপাবলোকনে ক্ষতি কি তোমার
কৃপাসিন্ধু কণিকা দানে শুকাবে না মার।

বৈশাখে প্রখরতর সূর্য্যের কিরণ,
জীবন বিহনে যাতে শুকায় জীবন।
ফুটি যেন মাটী ফাটে তপন তরাসে,
মধ্যাহ্ন কালেতে চাষা নাহি যায় চাষে।
মাটিতে পড়িলে ধান্ত খই হয়ে যায়,
ভগীরথ এ মাসে থাকেন উর্দ্ধ পায়।
মল্লিকা মালতী মালা গোলাপ চন্দন,
মনে মনে গঙ্গাপদে করে নিবেদন।
সাড়া নাই, শরীরে সর্ব্বদা ভাবে মায়;
ভয়ানক পশু পক্ষী খাইতে সে চায়।
ভক্ত ভগীরথে নষ্ট করে সাধ্য কার?
দয়াময়ী বিনা অন্য চিন্তা নাহি যার।
জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে লোক ধড়ফড় করে,
হাঁপ ধরে রইতে নারে বাহিরে কি ঘরে।
চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উর্দ্ধেতে তপন,
মধ্যে বসি ভগীরথ করেন ভজন।
পঞ্চতাপে পঞ্চভূত শরীর শুকায়,
সুশীতল জল ফল সুখী লোক খায়।
ভগীরথ গঙ্গাপাদ পদ্মে রাখি মন,
মানসে শীতল যত করে নিবেদন।
আষাঢ় শ্রাবণে লোক নাহি ছাড়ে ঘর,
বৃষ্টি বজ্রাঘাত মেঘ ডাকে ঘোরতর।
ভগীরথ ভিজিয়া কাটান দুঃখে কাল,
রক্ষা হেতু গঙ্গার চরণ মনে চাল।
ভাদ্রমাসে ভাসে জলে দুরন্ত কর্দ্দম,
আশ্বিনে শরৎ রৌদ্র যেন যম সম!
পক্ষী খায় অঙ্গ ঘর্ম্ম ঝরে অবিরাম,
শিরাজালে ব্যাপ্ত তনু তবু জপে নাম।
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল শীতের আরম্ভ,
ভগীরথ আরম্ভ করেন জলস্তম্ভ।
মার্গশীর্ষ পৌষে শীত যুবক দুরন্ত,
তরুণী, তপন, তুলা সেবে ভাগ্যবন্ত।
ভগীরথ জল মধ্যে বসে ডাকে মাকে,
কণ্ঠাবধি নিমগ্ন করিয়া থাকে পাঁকে।
মকরে প্রখর রবি হিম ঘোরতর,
বালক যুবক বৃদ্ধ কাঁপে থর থর।
রাজার এ মাসে তপ এইরূপে যায়।
শীতের বসন নিবেদন গঙ্গাপায়।
বসন্তের আগমন হইল ফাল্গুনে,
বিরহী জনার মন দহে কামাগুণে।
মলয় পবন বহে ফুটিল গোলাপ,
কোকিল কোকিলা সুখে করয়ে আলাপ।
পুষ্পগন্ধ ওই গান ওই সমীরণ,
কৌপিন কসয়ে যাতে যোগী মুনিগণ!
অন্যের কি দিব দোষ অল্পবুদ্ধি জীব,
কামদেব ভস্ম যাতে ব্যস্ত সদাশিব।
ভগীরথ রাজা বটে কি ইন্দ্রিয় বশ!
সার রসে আছে মন ভুলে অন্য রস।
মধুমাসে মায়ের চরণে রাখি মন,
মনে মনে করে রাজা চামরব্যজন।
এইরূপে অযুত বৎসর তপ করে,
গঙ্গার হইল দয়া জানিলা অন্তরে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী বেহাগ, তাল ত্রিওট।

ধুয়া। ভক্তে ভয় দেখাইতে, চলিলা আকাশ পথে,
শিবানী সে জয় দিয়া।
নিশি অন্ধকার ঘোর, আনন্দে সবে ভোর,
কাঁপে ত্রিভুবন শঙ্কা পাইয়া।

হইল দয়া মার, বুঝিতে ভক্ত সার,
জানিতে পাঠান স্বগণে।
ভৈরব চলে রঙ্গে, ভৈরবী নাচে সঙ্গে,
প্রমথ প্রেমানন্দ মনে।
বেতাল ধরে তাল, সঘনে বলে ভাল,
ভাল রে ভকত রাজন।
যে পদ ভাবে ভব, হবে কি লাভ তব,
বুঝিব সাধক কেমন ?
যেখানে ভগীরথ, পুরাতে মনোরথ,
যোগেতে আছেন বসিয়া।
শিবানী সেনা যত, স্বভাবে উনমত,
রাজারে ঘেরিল আসিয়া॥
প্রথমে ক্রোধ কয়, দেও হে পরিচয়,
কে তুমি বসিয়া কাননে ?
যদ্যপি ভাল চাও, এখনি উঠে যাও,
নতুবা মরিবে জীবনে॥
ভৈরবী ঝাঁকে ঝাঁকে কাণের কাছে ডাকে,
রাজা কি তাহাতে ডরায়।
ভাবিছে মার পদ, যে পদ সুধাহ্রদ,
মন যে ডুবায়েছে তায়॥
কেহ বা হাসে হিহি, কারবা লোল জিহি,
হুঙ্কারে ডাকিছে রাজারে।
শুনে কে সে বচন, যে রসে আছে মন,
রাজার ভয় আর কারে॥
কাহার শূল করে, ভীষণ অসি ধরে,
ঘুরায়ে বলে সাবধান।
না মানে ভয় চয়, রাজন মহাশয়,
করেছে প্রাণ পদে দান॥
সুশীল সুনিপুণ, বংশেতে যেন ঘুন,
সে পদে প্রবেশ তেমন।
ভৈরব বলে ভাল, কাটিলে মায়াজাল,
সাধক বটেরে রাজন॥
ভৈরব ফিরে যায়, সংবাদ দিল মায়,
শুনিয়া চলিলা তারিণী।
প্রসাদ দাস মার, তার মা এইবার,
ত্রিগুণা ত্রিতাপহারিণী॥

রাগিণী খাম্বাজ, তাল ধামাল।

ধুয়া। কিবা দয়া অভয়ার সেবকেরে,
নিস্তার করিতে আইলা ঈশের ঈশানী।
সুরধুনী নাবিলা ছিলা রথে,
বলিছেন ভগীরথে, ঘুচাতে তোমার খেদ
এসেছি আপনি॥

সুরধুনী আকাশ পথেতে উপনীত,
সেবকের দুঃখ দেখি হইয়া দুঃখিত।
সেবকবৎসলা দেবী উপজিল দয়া,
ভয় নাই ভগীরথে কহেন অভয়া।
ঘুচাইতে দুঃখ বাছা এসেছি তোমার,
হবে তব বাঞ্ছাপূর্ণ চাহ একবার।
য়ারে তুমি মানসে ভাবিছ বাছা দুঃখে
সেই আমি চেয়ে দেখ দাণ্ডায়ে সম্মুখে।
ভগীরথ ভয় হেতু না কহে বচন,
মনে ভাবে মার পদ মুদিয়া নয়ন।
দুর্গতিহারিণী দয়াময়ী আর বার,
উত্তর করহে বলে ডাকে বারেবার।
ভগীরথ ভাবে যদি উত্তর না করি,
ক্রুদ্ধ পাছে হন তবে, ত্রিপুরাসুন্দরী।
চিন্তিত হইয়া পরে কন গুণধাম,
যে হও সে হও, মা গো চরণে প্রণাম।
তোমার কথাতে মা গো না হয় প্রত্যয়,
তবে হয় প্রত্যয় প্রত্যক্ষ কিছু হয়।

শুনি সুরবন্দিনী হাসেন খল খল,
ভয় পেয়ে ভগীরথ হয়েছে চঞ্চল।
এত বলি মহামায়া হইল সদয়,
চৈতন্যরূপিণী হৃদে হইল উদয়।
চৈতন্য জন্মিল মনে দেখে গঙ্গা মারে,
বলে তবে রক্ষা মা গো করহ আমারে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ধুয়া। যদি মা দয়া করি এসেছ,
অধমে ত্রাণ কর এ ভবে।

কাতর দেখিয়া গঙ্গা বলেন রাজারে,
যে বর চাহিবে বাছা দিব তা তোমারে।
ভগীরথ বলে, অন্য বরে কাজ নাই,
ব্রহ্মশাপে উদ্ধারো মা এই বর চাই।
ষড়যুত সুত নষ্ট সগর রাজার,
সেই বংশে জন্ম মা গো আমি কুলাঙ্গার।
তারিণী বলেন বাছা আর বর চাও,
ভগীরথ বলে কি মা বালক ভুলাও।
তুমি যদি পৃথিবীতে না কর গমন,
নিতান্ত তোমার দাস ত্যজিবে জীবন।
ঈশ্বরী বলেন সে যে বিধাতার হাত,
হবে না যদ্যপি হয় ইন্দ্র চন্দ্র পাত।
বিধি যে জানেন ব্রহ্ম সৃষ্টি যদি যায়,
কমণ্ডলু হৈতে নাহি কণিকা প্যশায়।
ভগীরথ বলে মা প্রতার তুমি কারে ?
তোমার চরণ বলে জানি বিধাতারে।
আজ্ঞাকারী বিধি মা গো এই বৈত নয়,
কটাক্ষেতে কত বিধি সৃষ্ট হয় লয়।
তারিণী বলেন তবে শুন বাছাধন,
তোমার অধিক ভক্ত বিধি এক জন।
বিধি না বিদায় দিলে গতি করা ভার,
অতএব তপস্যা করহ তুমি তাঁর।

এত বলি সুরধনী হৈল অদর্শন,
দ্বিজ বলে শুন সবে ব্রহ্মার ভজন।

ঈশ্বরীর উপদেশে ব্রহ্মার তপস্যা শেষে
করে ভগীরথ পুণ্যশীল,
জপে মন্ত্র ডাকে নাম, রসনায় গুণধাম
বিরাম নাহিক এক তিল।
দৈববলে নাহি ভয়, দেবীদাস দয়াময়,
ভগীরথ ভকত সাধক,
দ্বিতীয় ভৈরব যেন, জ্ঞান হয় মনে হেন,
তেজঃপুঞ্জ যেমন পাবক।
উইতে খাইছে গায়, আছে রাজা ঊর্দ্ধপায়,
করে যোগ কঠিন ভজন,
এমন যোগ্যতা কার, অনাহারে বাঁচা ভার,
প্রাণ আছে খাইয়া পবন।
ব্রহ্মার না দেখা পায়, ভাবে রাজা অনুপায়,
করে যোগ বসিয়া আসনে,
বলে ব্রহ্মা দয়া কর, কিঙ্করের দুঃখ হর,
হের প্রভু কিঞ্চিৎ নয়নে।
বলিয়াছে বেদ সার, সার কথা বিধাতার,
মহামন্ত্র দেবের জীবন,
ইহাতে যে ভয় হয়, সে কথা যে মিথ্যা নয়
বিপাকে মরে যে আকিঞ্চন।
তোমার করুণা যায়, পরশ পড়িয়া পায়,
পরম আদর করে তারে,
দয়াময় বেদে কয়, কেন কৃপা নাহি হয়,
কেন এত নিষ্ঠুর আমারে।
করুণা তোমার যারে,কোনরূপে বাঁচাও তারে
হয় সুখ কত হয় ভোগ,
বিধির বিপাক যার, বাঁচন সংশয় তার,
লোক করে মিথ্যা অনুযোগ।
একান্ত করিয়া মন, ও চরণে সমর্পণ,
ডাকে রাজা চক্ষে পড়ে নীর,

তপবল তপস্বীর, রাজন অতি সুধীর,
দীনে দয়া হইল বিধির।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ধুয়া। ভকত বৎসল বিধি করিল গমন,
কৃপা করি ভগীরথে, উপনীত শূন্য পথে
দয়া করি দিলেন দরশন।

বিধির বিস্ময় মনে করিলা গমন,
ভগীরথে দয়া করি দিলা দরশন।
বিরিঞ্চি বলেন, কেন করিছ কঠোর?
বয়সে প্রবীন নহ, নবীন কিশোর।
তোমার তপের বলে আমি যে অস্থির,
তোমারে অদেয় কিছু নাহি বাছা ধীর।
শীঘ্র চাহ বর বাছা সুশীল সুজন,
চাহ যদি দিব বর এ তিন ভুবন।
বিধাতার দয়া দেখি দেবতা ভাবিত,
দেবরাজ বলে বুঝি ঘটে বিপরীত।
গ্রহদণ্ড দিক্‌পাল বলে একি দায়?
ভগীরথে ব্রহ্মা বর শীঘ্র দিলে হয়।
যম বলে আমার যমত্ব বুঝি যায়?
যমের ভাবনা যেটা, সেটা মিথ্যা নয়।
দেবতা ভাবিত, পরে বিধাতা রাজারে,
বর চাহ বর চাহ- বলে বারে বারে।
প্রণাম করিয়া রাজা করে নিবেদন,
আমার দুঃখের কত কব বিবরণ?
কহিতে যে হয় ভয়, কহিবে কি দাস,
হইয়াছে সগর রাজার সর্ব্বনাশ।
ষড়যুত সুত ভস্ম হয় ব্রহ্মশাপে।
তোমার শরণাগত সেই মনস্তাপে।
গঙ্গার গমন বিনা আর গতি নাই,
গতিনাথ! গতি কর তবে গতি পাই।

ভগীরথ বলে নিবেদন পদতলে,
শুনিয়াছি, সুরধুনী তব কমণ্ডলে।
সেই গঙ্গা দিলে প্রভু তবে আমি যাই,
ইহা বিনা অন্য আর বরে কাজ নাই।
শিহরিয়া বিধি বলে, সে আন কেমন,
সাধু বটে, কথা কহ বালক যেমন।
গুরুদত্ত তত্ত্বমসি, কেবা দেয় কারে?
যে পারে সে কাজ বাছা কহিবে তাহারে।
অমরাবতীর রাজ্য চাহ দিতে পারি,
যম আদি সর্ব্বদা হবেন আজ্ঞাকারী।
ভগীরথ বলে প্রভু কাজ কি তাহাতে?
অভিলাষ কর পূর্ণ উপকার যাতে।
রাজ্য ধন জন সুখ আমি নাহি চাই,
গঙ্গা যদি না দেও, জীবনে কাজ নাই।
কান্দিয়া আকুল রাজা হইল অস্থির,
একান্ত ভাবেতে দয়া হইল বিধির।
কিঞ্চিৎ চিন্তিয়া বিধি বলেন রাজারে,
অভিলাষ হবে পূর্ণ দিব গঙ্গা মারে।
কিন্তু কে ধরিবে বেগ? সে যে বড় ভার,
আশুতোষ বিনা বেগ ধরে, সাধ্য কার?
ভগীরথ বলে, ভাল, তাহে নাহি ভয়,
প্রভুর চিহ্নিত আমি, তিনি দয়াময়।
বিধাতা বিদায় পরে, স্বস্থানে গমন,
তারপর শুন কিছু গঙ্গার বচন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী।

রাগিণী বেহাগ, তাল ধামার।

ধুয়া। মা গো অনন্তরূপিণী তোমার মায়া কে জানে?

বিধাতা তখন, করে নিবেদন,
সবিশেষ গঙ্গা মারে,
বলে মা তারিণি, নাহি সরে বাণী,
কহিব কি মা তোমারে।

শিবের শিরেতে ধারা পড়ে বারে বার ॥
পরশে পরমানন্দ নাচে গঙ্গাধর ॥
মহাকলরব বেগে কাঁপে ত্রিভুবন।
চিন্তিত দেখিয়া বেগ যত দেবগণ ॥
কেহ বলে একি দায়, শিব বুঝি যান।
আছে কি না আছে মাথা গেল বুঝি প্রাণ ।
বিধাতা বলেন আজি জনম সফল।
শিবের হইল পূজা দিয়া গঙ্গাজল ॥
ভক্ত বটে ভগীরথ বলি দেবগণ।
শিবের উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
ভগীরথ শিবের সম্মুখে নৃত্য করে।
গালে করে গালবাদ্য হাতে তাল ধরে ॥
আহ্লাদ হইল মনে গঙ্গাকে আনিয়া।
মধ্যে মধ্যে ভয় হয় তরঙ্গ দেখিয়া ॥
শিব না সহিতে বেগ পারিবেন মার।
মনে মনে ছিল মার কিছু অহঙ্কার ॥
শিব সে শিবার ভাব বুঝিয়া অন্তরে।
রাখিলা গঙ্গারে শিব জটার ভিতরে ॥
জটার মধ্যেতে গঙ্গা করেন ভ্রমণ।
নাহি পান হাজার বৎসরে নিরূপণ ॥
ত্রিলোক ভুলান যিনি আপন মায়ায়।
মহেশের মায়ায় ঠেকিলা গঙ্গা দায় ॥
জটামধ্যে সুরধুনী করেন বিহার।
ভগীরথ বলে, একি দায় আরবার ?
পুনঃ স্তব আরম্ভ করিলা গুণাকর।
কেবা কারে স্তব করে, না শুনেন হর ॥
অনেক কালের পরে করুণা করিলা।
জটাভেদ করিয়া রাজারে গঙ্গা দিলা ॥
হিমালয় পর্ব্বতে পড়িল সেই ধারা।
নাহি পথ ঘুরিয়া বেড়ান ভবদারা ॥
ভগীরথ বলে মা গো কি হবে আমার।
বুঝি না হইল পিতৃলোকের উদ্ধার ॥
তারিণী বলেন বাছা শুন বংশধর।
ঐরাবত আরাধনা কর ইক্ষ্বাকুবংশের ।
দন্তেতে বিদারি গিরি করিবেক পথ,
আরাধনা কর,পূর্ণ হবে মনোরথ।
শুনি রাজা ঐরাবতে আরাধনা করে।
দ্বিজ বলে শুন সবে যে করিলা পরে।

ঐরাবত করি ধ্যান, পূজে রাজা যে বিধান,
কাতর হইয়া স্তব করে।
দেবত্ব আছে সে গজে, নতুবা কি গজে ভজে,
ইন্দ্রের সমান বল ধরে ॥
অসুর সভায় উরে, যদি করী মনে করে,
পারে মেরু করিতে ভঞ্জন।
সমুদ্র শুষিতে পারে, যম ভয় করে যারে,
স্তব যারে করে দেবগণ ॥
চঞ্চলা গজেন্দ্ররাজ, যেথানেতে মহারাজ,
বসিয়াছে সমাধি করিয়া।
দয়া করি দরশন, দিলেন সদয় মন,
বর চাও বলেন ডাকিয়া ॥
ভগীরথ গজবরে, বন্দনা করিয়া পরে,
বলে তবে নিবেদন করি।
নষ্ট কুল ব্রহ্মশাপে, আছি সেই মনস্তাপে,
তোমার করুণা হৈলে তরি ॥
কহেন করীন্দ্র রাজ, সে কেমন মহারাজ,
পশু আমি কি করিতে পারি ?
কহিছেন ভগীরথ, গঙ্গার গমন পথ,
করি দেও দশনে বিদারি ॥
হস্তী বলে ভাল চল, গঙ্গার কিরূপ বল,
আমারে ভজিবে যদি কয়।
পর্ব্বত দাঁতে বিদারি, পথ করে দিতে পারি,
কোন তুচ্ছ বড় কথা নয় ॥
কর্ণে রাজা হাত দিয়া, উঠে রাজা শিহরিয়া,
বলে শিব শিব একি দায় ?
স্বভাব যেমন যার, ঘুচেনা কখন তার,
রাং কি রূপার পদ পায় ?

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে।
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

কেঁদে পশু দুষ্টভাষী, বলে কি? আইসে হাসি
বুঝিলাম কপাল আমার
সে পদ কি পাবে জীব বিধি বিষ্ণু সদাশিব
ভাবিয়া না পায় অন্ত যাঁর॥
শুনিয়া গজের বাণী, রাজা অতি অভিমানী,
মার কাছে কাঁদিয়া চলিলা।
নয়নে পড়িছে জল, অবাক্ নাহিক বল,
গিয়া কাছে দাণ্ডাইয়া রহিলা॥
দেখে ভগীরথ মুখ, গঙ্গার হইল দুঃখ,
কেন কেন বলেন তারিণী।
কে করিল অপমান কেন এত অভিমান,
কহ বাছা শুনি সে কাহিনী॥
তোমারে যে কটু কয়, সে কটু তোমার নয়,
আমার সে করে অপমান।
তুমি রুষ্ট হবে যারে, তারে কে রাখিতে পারে,
তুমি মম সন্তান সমান॥
কেন খেদ কর আর, কহ বাছা সমাচার,
কি কথা কহিলা করিবর।
রাজন কহিছে মায়, সে কথা মা বলা দায়,
মদমত্ত পশু সে কুঞ্জর॥
শুনিয়া হাসিয়া সতী, বলিছেন শীঘ্রগতি,
যাও ঐরাবতের নিকটে।
বুঝিলাম মূঢ়মতি, যে কহিলা গজপতি,
স্বীকার করিবা অকপটে॥
এই কথা কবে তারে, বেগে দাঁড়াইতে পারে,
তবে হবে কুঞ্জর-ভজন।
দেখিবে দুর্গতি তার, শিববিনা সাধ্য কার,
বধ হবে ত্রিশুণ্ড যেমন॥
শুনিয়া কথা গঙ্গার, ভগীরথ চমৎকার,
আজ্ঞা বিদায় মাগ্ পায়।
মাতঙ্গ নিকটে গিয়া, ওই কথা বিশেষিয়া,
কহিলা আইলা গজরায়॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

ধুয়া। মত্ত করীন্দ্র চলিলা যার সংখ্যা নাহি বল।
নিশ্বাসে মেদিনী কাটে কাঁপে কুলাচল।

শ্বেতবর্ণ মাতঙ্গের প্রকাণ্ড শরীর।
চলিতে চরণভরে কম্প পৃথিবীর॥
বিংশতি যোজন কায়, আড়ে আধা তার।
দন্ত দুটি সুমেরুর শৃঙ্গের আকার॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সজ্জা, বাজে ঘণ্টা ঘোর।
উপনীত হিমালয়ে আনন্দে বিভোর॥
ভগীরথে জিজ্ঞাসা করিল করিবর।
বল বাছা কোন্ খানে করিব গহ্বর?
যেখানে হইবে পথ, দেখান রাজন।
পর্ব্বতে গজেন্দ্র দন্ত করিয়া ঘাতন॥
বসাইয়া দন্তগজ ক্রোধ করি ঝাঁকে।
ধবজি যেন নাবিক বসায় পচা পাঁকে॥
টাড় দিতে শব্দ যেন বজ্রাঘাত হয়।
শব্দে স্তব্ধ তিন লোক, কাঁপে হিমালয়॥
গিরি খণ্ড করি, দন্তে টানিয়া ফেলিলা।
মহাবেগে মহামায়া গমন করিলা॥
সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল।
আছাড় বিছাড়ে হস্তী অবশেষ ছিল॥
স্তব করে গজরায় ত্রাহি ত্রাহি ডাকে।
বলে আমি পশু মা গো কে চিনে তোমাকে?
দয়া করি দয়াময়ী রাখিলা জীবন।
প্রাণ লয়ে ঐরাবত পলায় তখন॥
শৈলরাজ সশঙ্কিত, শরীর কম্পিত।
হরের মোহিনী, হরিদ্বারে উপস্থিত॥

হরির আনন্দধাম যেই থানে হবে।
ভবিষ্যৎ কথা গঙ্গা কন নৃপে তবে॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

গঙ্গা কন ভগীরথ, আমি নাহি চিনি পথ,
অগ্রে চল শঙ্খ বাজাইয়া।
যথা তব পূর্ব্বকুল, হয় পাছে স্থান ভুল,
চল বাছা আপনি বুঝিয়া॥
আজ্ঞা শুনি ভগীরথ, চলে দেখাইয়া পথ,
পাছে গঙ্গা করিলা পয়ান।
যেমন প্রলয় ঝড়ে, বেগে কূর্ম্ম ভয়ে নড়ে
আড়ে এক যোজন প্রমাণ॥
জলের ধমকে ধরা কাটে যেন কাঁচা সরা,
উঠে জল উরুমি ধরিয়া।
যেন কুমারের চাক; ঘুরিছে জলের পাক,
শুনে লোক উঠে শিহরিয়া॥
বেগেতে হারায় তীর, তর তর চলে নীর,
তৃণ পলে হয় শত খান॥
পড়িয়া আজান গাছ, ঢেউতে করয়ে নাচ,
ভাসি চলে ধমকে পাষাণ
মরি কি তরঙ্গ-রঙ্গ, মরিয়া কীট পতঙ্গ,
অনায়াসে হয়ে নারায়ণ।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায়, কোন বাধা নাহি তায়,
পুষ্পরথে করি আরোহণ॥
ভগীরথ পাছে চায়, দেখে কত বিষ্ণু কায়,
ভাবে ভক্ত কান্দিয়া অস্থির।
প্রণতি করিয়া যায়, গড়াইয়া গঙ্গা পায়,
প্রসাদের প্রেমে ঝরে নীর॥

হরিদ্বার হইতে মাতা কাশ্মীরে আইলা।
জলন্ধর জালামুখী বামেতে রাখিলা॥
ভগীরথ জিজ্ঞাসা করিল গঙ্গা মারে।
এই কোন স্থান মা গো বলহ আমারে॥
গঙ্গা কন, শুন মম নাম ছিল সতী।
শিবনিন্দা করিয়াছিলেন প্রজাপতি॥
পতিনিন্দা শুনি আমি ছাড়িলাম কায়।
শিব আসি সে শরীর করিল মাথায়॥
করিলা একান্ন খণ্ড চক্রে চক্রপাণি॥
পড়িল যেখানে অঙ্গ শুনহ সে বাণী॥
মহাপীঠ-মাহাত্ম্য অভক্তে বলা নয়।
ভক্ত তুমি, এই জন্যে কহি গুণময়॥
ব্রহ্মরন্ধ্র প্রথম পড়িল হিঙ্গুলায়।
ভীমাক্ষ ভৈরব ভক্ত রক্ষক তথায়॥
দেবী তাহে কট্টরিয়া ত্রিগুণ-ধারিণী।
দিগম্বরী চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদায়িনী॥
সর্করায় নেত্র, দেবী মহিষ-মর্দ্দিনী।
ক্রোধেশ ভৈরব কিন্তু দয়াময় তিনি॥
সুগন্ধ্যায় নাসা, মম ত্র্যম্বক-সেবিত।
সুনন্দা দেবীর দয়া জগতে বিদিত॥
কাশ্মীরেতে কণ্ঠ, যে বরদা ভগবতী।
জ্ঞানদাতা ত্রিসন্ধ্যা-ভৈরব শান্ত অতি॥
পড়িল রসনা, বাছা জালামুখী স্থানে।
উন্মত্ত-ভৈরব দেবী অম্বিকা সেখানে॥
জলন্ধরে স্তন, দেবী ত্রিপুরমালিনী।
ভৈরব ভীষণ বটে, সিদ্ধিদাতা তিনি॥
মানসসরোবরে দক্ষ হস্ত হে আমার।
দেবী দাক্ষায়িণী, হর ভৈরব তাহার॥
বহুলায় বামবাহু বহুলা দেবতা।
ভীরুকভৈরব বড় ভয়ানক তথা॥
চাটিগ্রামে দক্ষবাহু দেবতা বরদা।
ভৈরব চন্দ্রশেখর জাগ্রত সর্ব্বদা॥
শম্ভুনাথ শিব তথা, মহিমা অপার।
জলে বহ্নি, এইস্থানে কুণ্ড চমৎকার॥
সূর্য্য বহ্নিকুণ্ড লবণাক্ষ সহস্রধার।
জ্যোতির্ম্ময় কুমারী কুণ্ড-মহিমা অপার॥
এই সব মহাতীর্থ ঐ পীঠ স্থানে।
বিস্তার মাহাত্ম্য আছে শাস্ত্রের প্রমাণে॥

উজানিতে কূর্পর হে, কপিল ভৈরব।
মণ্ডল চণ্ডিকা, তথা নিত্য মহোৎসব॥
গণ্ডকীতে গণ্ড-চণ্ডী, মহিমা অপার।
চক্রপাণি ভৈরব সেবক বাছা যাঁর॥
বৃন্দাবনে কেশপীঠ, গুপ্ত চমৎকার।
কৃষ্ণরূপে আমি তথা করিব বিহার॥
প্রভুকে করিব রাধা, চরাইব ধেনু।
ভুলাইব ব্রজবধূ বাজাইয়া বেণু॥
মথুরায় জন্ম লয়ে দেবকী উদরে।
বাল্যলীলা হবে নন্দ যশোদার ঘরে॥
অন্নভিক্ষা করিব, ধরিব গোবর্দ্ধন॥
কালীদহে হবে দুষ্ট কালীয়দমন॥
স্তনপানে প্রাণ আমি লব পূতনার।
কেশী বকাসুর কংশ করিব সংহার॥
বসুদেব দেবকীর ঘুচাব বন্ধন।
পাণ্ডবে করিব জয়ী বধি দুর্য্যোধন॥
পথে এই প্রসঙ্গ হে কব কি বিস্তার।
দ্বারকায় বহু লীলা করিব প্রচার॥
গঙ্গা কন শুন অন্য পীঠ উপাখ্যান।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন সর্ব্বজন॥

বামজঙ্ঘা জয়ন্তায়, জয়ন্তী দেবতা তায়,
প্রয়াগেতে হস্তের অঙ্গুলি।
বামস্কন্ধ মিথিলায়, উমা নামে দেবী তায়,
কাঞ্চিদেশে পড়িল কঙ্কালি॥
রত্নাবলি নাম স্থানে, দক্ষ স্কন্ধ সেইখানে,
শিব তথা সর্ব্বদা সদয়।
পৃষ্ঠ পড়ে কালগায়, সর্ব্বাণী দেবতা তায়,
ভৈরব নিমিষ দয়াময়॥
চিবুকে ভ্রামরী দেবী, সিদ্ধ হয় যাঁরে সেবি,
বিরাজ করেন জনস্থলে।
দণ্ডপাণি সেবা যায়, করে হে, চক্রের ঘায়,
গণ্ডে পড়ে গোদাবরী জলে॥
কিরীটকোনায় আর, পড়িল কিরীট তার,
বিমল ভৈরব শক্তি ধাম।
শ্রীশৈলে পড়ি গ্রীবা, মহালক্ষ্মী দেবী শিবা,
ভৈরব সম্বরানন্দ নাম॥
প্রভাসে অধর তার, দেবী চন্দ্রভাগা যার,
বক্রদণ্ড ভকতি বিতরে।
বারাহি রুদ্রের সঙ্গে, অধোদন্ত রক্ষা রঙ্গে
করে গঙ্গাসাগর ভিতরে।
নিতম্ব কালমাধবে, সিতাঙ্গ ভৈরব সেবে,
দেবী কালী মোক্ষ প্রদায়িনী॥
বামের নিতম্ব আর, নর্ম্মদায় চমৎকার,
চণ্ড ভক্ত দেবতা শিবানী।
দক্ষ গুলফ শ্রীপর্ব্বতে, সুন্দরী তন্ত্রের মতে
ভৈরব সুন্দরানন্দ তথা॥
করতোয়া তটে ধাম, গুলফ হে বামন নাম,
ভৈরব অপর্ণা দেবী যথা।
কুরুক্ষেত্রে গুলফ দেবী, সাবিত্রী যাহায় সেবি,
মুক্ত জীব হয় অনায়াসে॥
বামগুলফ আছে যথা কপালিনী দেবী তথা,
ছায়া যেন আছেন বিভাসে॥
কাণের কুণ্ডল খসি, পড়ে যথা বারানসী,
দেবী বিশালাক্ষী নাম তাঁর।
কালান্তক মহাকাল, ভৈরব অতি দয়াল,
হৃদ্ মণিকর্ণিকা প্রচার॥
হৃদ্ পড়ে বৈদ্যনাথে, জয়দুর্গা দেবী যাতে,
বৈদ্যনাথ ভৈরব সে স্থানে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
অন্য পীঠ বল মা যেখানে॥

নেপালেতে জানু, তাহে দেবী মহামায়া।
কপালী আছেন রক্ষা হেতু যেন ছায়া॥
দেবতা ত্রিপুরা দক্ষ পাণি ত্রিপুরায়।
ভ্রামরী দেবতা, বাম পাণি তিস্রোতায়॥
দেবী ভূতধাত্রী বাম স্তন ক্ষীরগ্রামে।
ভৈরব আছেন তথা ক্ষীরখণ্ড নামে॥
মণিবন্ধে মণি, ওষ্ঠ ভৈরব পর্ব্বতে।
শতেক যোজন করতোয়া পীঠ মতে।

উৎকলে বিরাজা দেবী অমর ভৈরব।
নাভি সেইখানে, জগন্নাথের উৎসব ॥
সংক্ষেপেতে কহি আট মহাপীঠ আর।
শুনিলে আপদ খণ্ডে স্থান চমৎকার ॥
মায়াপুর মহেন্দ্র গোকর্ণ ছত্রময়।
ভস্মাচল রামকিরি বাকিনী মলয় ॥
এই অষ্ট স্থানে অষ্ট অঙ্গ হে গোপিত।
সাক্ষাৎ দেবতা অষ্ট ভৈরব সেবিত ॥
কামাখ্যা দেবতা, মহামুদ্রা কামাখ্যায়।
মাধব ভৈরব দয়ানন্দ সেবে যায় ॥
গুণাতীতা মুদ্রা বক্র—পাষাণ রূপিণী।
দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি পদ দেন তিনি ॥
কৈলাশ সমান বাছা সেই প্রিয় স্থান।
যে বর যে চাহে আমি করি তারে দান ॥
সর্ব্বত্র বিরল থাকি, ছায়া যেন ফিরে।
কামরূপে আপনি বেড়াই ঘরে ঘরে ॥
কালাঘাটে পড়ে দক্ষ পদাঙ্গুলি মূল।
নকুলেশ ভৈরব সেথানে সানুকূল ॥
ভুবনেশী দেবী তাঁর মহিমা অপার।
মানে যে মানস সিদ্ধি করেন তাঁহার ॥
একান্ন পীঠের কথা সাঙ্গ বাছা এই।
রহিল পশ্চাৎ দেখ কাশ্মীরাদি সেই॥
এই কথা ভগীরথে কহিতে কহিতে।
দ্বিজ বলে, মহাবেগে আইল নেপালেতে ॥
দ্রবিড় দ্রাবিড় দেশ দক্ষিণে রাখিয়া।
প্রভাস তীর্থেতে পরে মিলিল আসিয়া ॥
প্রভাস করিয়া ধন্য কৌষিকীর সঙ্গে।
মিলিয়া চলিলা গঙ্গা অতি মনোরঙ্গে ॥
গোদাবরী কাবেরী রহিলা বাম ভাগে।
জহ্নু মুনির আশ্রমে আইল মহাবেগে ॥
বসিয়াছে যোগে মুনি কোশাকুশি নিয়া।
হেনকালে গঙ্গাজলে চলিল ভাসিয়া ॥
মুদিয়া নয়ন মুনি ভাবে যার পদ।
ভক্তিভাবে আছে ঋষি ভাবে গদগদ ॥

মহা কলরব মুনি শুনিয়া তখন।
ধ্যান ভঙ্গ হয়ে, শেষে মেলিল নয়ন ॥
আচমন করিতে না কোশাকুশি পায়।
কোপে কাঁপে কলেবর, ক্রোধ করি চায় ॥
বলে দুর্গা দুরিতহারিণী মা তারিণী ॥
আমার অবস্থা দেখ শিব-সীমন্তিনী।
আমার সর্ব্বস্ব কোশাকুশি কুশাসন ॥
জলেতে ভাসিয়া যায়, এত বিড়ম্বন ॥
এত বলি ক্রোধমনে করে মুনি ধ্যান।
গণ্ডুষ করিয়া গঙ্গা করিলেন পান ॥
গঙ্গাজল পান করি সমাধিতে আছে,
ভগীরথ চাহিয়া দেখেন আগে পাছে।
কোথা সে তরঙ্গ রঙ্গ, কোথা বা সে জল,
চমৎকার ক্ষিপ্ত যেন হইল চঞ্চল।
কান্দিয়া রাজন্ বলে না পূরিল আশ,
কোন্ জন করিল আমার সর্ব্বনাশ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

করে রাজা শিরে ঘাত, বলে একি অকস্মাৎ,
বিড়ম্বন হইল আমার,
দুঃখেতে পরাণ ফাটে, ভরাডুবি নিজ ঘাটে,
এত মনে ছিল মা তোমার ?
কারে মা করিব রোষ ? সকলি কর্ম্মের দোষ,
কর্ম্ম-ভোগ ভুগিয়া বেড়াই ।
তুমি গো কুহকী মত নানা কাচ জান কত,
এই আছে এই দেখা নাই।
কান্দিয়া রাজা খেদ করে, হেন কালে মুনিবরে,
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে তাঁয়,
বলে প্রভু নিবেদন, আমি দীন অকিঞ্চন,
প্রণাম করি ঐ রাঙ্গা পায়।
বিনয় করিয়া কয়, দিয়া নিজ পরিচয়,
মহামুনি নাহি শুনে বাণী,
মুনি যে সুখেতে আছে, কহিব তা কার কাছে,
জানি মনে তাঁরে ভবরাণী।

ডাকে না উত্তর পায়, ভাবে রাজা একি দায়,
স্তব করে দাঁড়াইয়া সম্মুখে,
বলে প্রভু ঋষিরাজ ! সেবকের রাখ লাজ,
প্রাণ যায় দেখ মনোদুঃখে।
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু তুমি তাহে কল্পতরু,
সেবি লোক চতুর্ব্বর্গ পায়,
খেদ এই, রাজা বলে, 'আসি কল্পতরু তলে,
ফল দূরে বঞ্চিত ছায়ায়।
কোপেতে যেমন হয়, জানি শুন দয়াময়,
সেই দায় ঘুরিয়া বেড়াই,
যারে প্রভু করি ভয়, তাই যেন আগে হয়,
বুঝিলাম আর গতি নাই।
ভগীরথ স্তব করে, হাজার বৎসর পরে,
দয়া উপজিল তপস্বীর,
ঋষিবর নৃপে কয়, কেন কুণ্ঠা কেন ভয়?
কেন এত কাতর সুধীর ?
ভগীরথ তদন্তর, কহে যত পূর্ব্বাপর,
শুনি মুনি বলে সে কেমন ?
ত্রিলোকজননী যিনি, সুরধুনী তরঙ্গিণী,
তাঁর কেন হবে আগমন ?
রাজা বলে মিছা নয়, শুন প্রভু দয়াময়,
কেন তুমি প্রতার আমারে,
শুনি মুনি ধ্যান করে, ত্রিভুবন যোগ ভরে,
কোন খানে না দেখিল মারে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্টান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
পুনঃ ধ্যান করি মুনি ভাবেন অন্তরে,
দেখে গঙ্গা আপনার উদর ভিতরে।
মুনি বলে ধন্য আমি, তপস্যা সফল,
উদরস্থ আমার হয়েছে গঙ্গাজল।
ভগীরথে কোল দিয়া বলেন তখন,
তোমা হইতে হইল বাছা সফল জীবন।
না দেখি উপায় আগে করিয়াছি পান,
কোন পথে হবে বল গঙ্গার পয়ান।
নবদ্বার পথে যদি দিই গঙ্গা মাকে,
আপনি মজিব বাছা শেষে কুম্ভীপাকে।
ভগীরথ বলে আমি কি কব তোমারে ?
কোন রূপে রক্ষা প্রভু করহ আমারে।
শুনিয়া রাজার খেদ মহা তপোধন,
কুশ হস্তে ভাবে মুনি করিব কেমন।
দক্ষিণ জানুতে মুনি কুশাঘাত করে,
সেই পথে গঙ্গার গমন হইল পরে !
মুনিবর প্রণাম করিয়া গঙ্গাপায়,
বলে মাগো নিজমূর্ত্তি দেখাও আমায়।
দেখাইলে মূর্ত্তি গঙ্গা মুনিরে তখন,
অনিমিষে ঋষিরাজ দেখে সে চরণ।
মুনি বলে আর মা বলিব কি তোমায় ?
স্থান দিবে মৃত্যুকালে ঐ রাঙ্গা পায়।
গঙ্গা কন শুন পিতা ঋষি গুণধাম,
অদ্যাবধি হইল জাহ্নবী মোর নাম।
এতবলি সুরধুনী করিলা গমন,
প্রয়াগেতে আসি গঙ্গা দিলা দরশন।
সরস্বতী যমুনার ছিল মন্দ গতি,
তিন জলে মিলিয়া হইল বেগবতী।
আনিন্দ অপার সরস্বতী যমুনার,
ভগীরথ বলে মাগো এই স্থান কার ?
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
জাহ্নবী তখন, ভগীরথে কন,
শুন বাছা গুণধাম—
মুনি ভরদ্বাজ, এখানে বিরাজ
করেন প্রয়াগ নাম—
অঙ্গুলি সতীর, বলিয়াছি বীর,
এই স্থানে অনুভব,
মহাপীঠ ইনি, দেবতাতারিণী,
প্রণাম নামে ভৈরব।

পরশে এ স্থান, পায় পরিত্রাণ,
পাপ তাপ দূরে যায়।
এ স্থানে যে যান, করে তার ত্রাণ,
হয়, মুক্তিপদ পায়।
পাতকী যখন, করে আগমন,
পাপ ভাবে একি দায়?
কোথা পলাইবে, ভেবে কি করিবে,
ভয়েতে উঠে শিখায়,
এ হেতু বপন (১), আছে নিরূপণ,
ভাগ্যে যার থাকে করে,
মুণ্ডনেতে মুক্তি, এই শিব উক্তি,
নর যথা তথা মরে।
কামনা করিলে, এখানে মরিলে,
বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় তার,
নিলে নিতে পারে, যদি মনে করে,
ইন্দ্রাদির অধিকার।
যাহার সন্তান, এখানেতে স্নান,
করে ফল শুন তার,
জন্ম তার আর, নাই পুনর্ব্বার,
হয় ত্রিকুল উদ্ধার।
করিবে তর্পন, বুঝিলে এমন,
পিতৃলোক নৃত্য করে,
চাতক যেমন, দেখে নবঘন,
কবে মেঘে জল ঝরে।
এতেক বলিয়া, উতরিল গিয়া,
বিন্ধ্যপর্ব্বতে তারিণী
শুহ্নকের স্থান, পরশিয়া যান,
আনন্দে মোক্ষদায়িনী।
গঙ্গার মহিমা, যার নাহি সীমা,
শ্রবণে অশেষ পুণ্য,
তীর্থ সুরচন, শুনে যেই জন,
প্রসাদ বলে সে ধন্য।

---

(১) বপন—মুণ্ডন।

ধুয়া। ভবজলধি জলে তারিতে তরণী।
তব চরণ দুখানি, এবার তার তারিণী।

কুলু কুলু শব্দে জল চলিল গঙ্গার,
কাশীর নিকটে কিছু শুন সমাচার।
বামে রাখি বারাণসী করিতে গমন,
দেখি পুরী শম্ভুনাথ হইল স্মরণ।
সমস্ত্রে প্রদক্ষিণ করেন তারিণী,
হইলেন সুরধুনী উত্তর-বাহিনী।
পড়িল আসিয়া মণিকর্ণিকাতে জল,
যেখানে পড়িয়াছিল পূর্ব্বেতে কুণ্ডল।
কাশীনাথ-পুরী কাশী কাঞ্চনে নির্ম্মাণ,
ভাঙ্গে পাছে ভয়ে গঙ্গা সাবধানে যান।
হেনকালে বিশ্বনাথ দেখিয়া তরঙ্গ,
নাচিতে লাগিলা হর করি অঙ্গ ভঙ্গ।
ডমু ডমু ডিমকি ডমুর বাজে ভাল,
বব বম্ বব বম্ বাজাইছে গাল।
এক তন্ত্রী পিনাকে গম্ভীর ঘোর নাদ,
গঙ্গার গুণানুগানে পরম আহ্লাদ।
বলিছেন ব্যোমকেশ, ধন্য আজি কাশী,
আনন্দে হরের মুখে নাহি ধরে হাসি।
করিলা আপনি স্নান সহ দেবগণ।
সকলে বলেন আজি সফল জীবন।
কেহ বলে এমন সময়ে কেবা পায়?
এত বলি ঢালে জল শিবের মাথায়।
পরম আনন্দে আজি আনন্দ-কাননে।
ভগীরথ দেখিয়া ভাবিছে মনে মনে॥
রাজা বলে নিবেদন করি রাঙ্গা পায়।
এই কোনস্থান মাগো বলহ আমায়?
কৃপা করি কৃপাময়ী কহেন তখন,
শম্ভুর ভবন এই শুন বাছা ধন।
অসি বরুণার মধ্যে বারাণসী ধাম,
আনন্দকানন আর কাশী এক নাম।
এস্থান পৃথিবী ছাড়া, ত্রিশূল উপরি,
ভূমিকম্প হইলে না নড়ে কাশীপুরী।

অন্নপূর্ণা রূপে আসি, ঐ দেখ বাস,
আমার দয়ায় হেথা নাহি উপবাস।
দুঃখী দীন মাঠে ঘাটে যে যেখানে থাকে,
দয়া করি অন্ন বাছা আমি দিই তাকে।
কাণা খুড়া কুব্জা অন্ধ আতুর বধির,
ক্ষুধায় হইয়া ব্যস্ত ডাকে যে গভীর।
শিবের সেবাতে থাকি, হেনকালে ডাকে,
থাকে সেবা, আগে অন্ন দিতে হয় তাকে।
জলে কিম্বা স্থলে এথা হয় মৃত্যু যার,
তার আর জন্ম বাছা নহে পুনর্ব্বার।
মৈলে জীব, হয় শিব, শিবের বচন,
পঞ্চমপাতকী পাপে হয় বিমোচন।
ইন্দ্রের অমরাবতী, বিষ্ণুর গোলক,
কাশীতুল্য পুণ্যক্ষেত্র নহে সপ্ত লোক,
মরিতে না পারে জীব পাতি ভানিকাণ,
মরে যদি, মহেশ করেন পরিত্রাণ,
তারিতে তারিণী-পতি তারা তত্ত্বমসি,
মরিলে কর্ণেতে দেন শিয়রেতে বসি।
মহাতীর্থ মাহাত্ম্য কহন মুখে তার,
ভগীরথ বলে মাগো, কিছু বল আর।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
জাহ্নবী বলেন শুন, দিবদাস উপাখ্যান,
পুণ্যশীল ভক্ত ছিল অতি,
তুলনা কি দিব তার, তার তুল্য নহে আর,
বিশ্বামিত্র আদি যত যতি।
ব্রহ্মার তপস্যা করে, বর দিতে বিধি পরে,
আইলা শুনহ সমাচার,
করুণা করিয়া কন, কোন বর চাহ ধন,
দিব আমি যা [illegible] যে তোমার।
দিবদাস বলে স্বামী, বর যদি দিবে তুমি,
তবে আগে করহ স্বীকার,
আমি হব রাজা যার, আর কারো অধিকার,
সে দেশে না থাকে যেন আর।
বিধাতা করুণাময়, বলে বড় কথা নয়,
স্বস্তি বলি দিল তারে বর,
বলে তবে দিবদাস, শুন এই অভিলাষ,
কাশীপতি কর গুণাকর।
কথা নয় তীর যেন, বিধাতার কাণে হেন
লাগিল বলেন সর্ব্বনাশ,
কাশী ভিন্ন চাহ আর, বাঞ্ছা থাকে আর যার,
ক্ষমা কর, শুন দেবদাস।
কে করিবে কাশীদান, কাশী যে শিবের প্রাণ,
এ কথা ভাবিতে কম্প হয়,
দেবতা দানব নর যম কিম্বা পুরন্দর,
চাহ যার পদ মনে লয়।
দেবদাস বলে সেকি? বর দিয়ে বল একি?
অার বরে কি কাজ আমার?
কথা তব মিথ্যা হবে, কাজ নাহি আর তবে,
হবে খাট মহিমা তোমার॥
ব্রহ্মার হইল দায়, ভাবিছেন মৃত্যু প্রায়,
বর মিছা হবে না আমার।
যাই ত শিবের কাছে, কব, যা ঘটুক পাছে,
আশুতোষ নাম বটে তাঁর॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনী।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥
ব্রহ্মা শেষে মন্ত্রণা করিয়া মনে মনে।
চলিল কাশীতে, যত দেবগণ সনে॥
উপনীত কাশীতে বন্দিলা শিব পদ।
স্তব করে শিবের ভাবেতে গদ গদ॥
বলে প্রভু শুন আশুতোষ দয়াময়।
অনন্ত মহিমা তব বেদে এই কয়॥
অগতির গতি তুমি গুণের অতীত।
চতুর্ব্বর্গদাতা, চারি মুখে কব কত?
অভিলাষ কর পূর্ণ, এক ভিক্ষা চাই।
ভয় হয় মনে বড়, কহিতে ডরাই॥

কৃপানাথ কৃপা করি কহেন ব্রহ্মারে।
আমার অদেয় নাই বিধাতা তোমারে॥
বিধি বলে তবে প্রভু নিবেদন করি।
কাশী ছাড় কিছুকাল শুন ত্রিপুরারি॥
দিবদাসে দিয়া বর হয়েছি অধীন।
অপরাধ ক্ষমা কর আমি দীন হীন॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা কাশীর ঈশ্বর।
ক্রোধে আর ভয়েতে কাঁপিছে কলেবর॥
দেখিয়া শিবের ভাব বলে দেবগণ।
সকলে ভাবেন আজি হইল মরণ॥
দেবগণ পুনঃ স্তব করে কব কত।
ভক্ত জন্য বিশ্বনাথ হইল সম্মত॥
কিরূপে ছাড়িব কাশী ভাবেন তখন।
কাশীর মায়াতে শিব করেন রোদন॥
দয়া নাই, ওহে বিধি ধিক্ হে তোমায়।
অতএব কালেতে বল যাব হে কোথায়॥
কাশী ধন কাশী প্রাণ, কাশী জাতি কুল।
কাশী বিনা আমার কড়ার নাহি মূল॥
বলিয়াছি আগেতে এখন চারা নাই।
মিছা কথা হবে না হে, বল কোথা যাই?
বিনয় করিয়া ব্রহ্মা বলেন তখন।
মন্দর-পর্ব্বতে প্রভু করহ গমন॥
শিব কন শুন বিধি, কহি কিছু তবে।
যাব বটে, বল ফিরে কাশী পাব কবে॥
চরণ ধরিয়া বিধি বলে প্রভু কই।
ত্বরায় পাইবা কাশী, এত মূঢ় নই॥
এই কথা শুনি শিব কাশী ছাড়ি যান।
পথে গিয়া কাশী পানে ফিরে ফিরে চান॥
ফণী যেন মণিহারা ঘুরিয়া বেড়ায়।
হইলা তেমতি শিব পাগলের প্রায়॥
উপস্থিত মন্দরপর্ব্বতে দয়াময়।
দিববাস ভকত কাশীর রাজা হয়॥
পুণ্যবন্ত সুশীল ধার্ম্মিক রাজা অতি।
অধর্ম্মের লেশ নাই, ছিল বেদে মতি॥
অপর বৃত্তান্ত বাছা ভগীরথ শুন।
মন্ত্রণা করিয়া শেষে যত দেবগণ॥
দিবদাসে কাশী ছাড়াইতে দেবগণ।
দ্বিজ বলে শুন সবে করিল যেমন॥
দিবদাসে কাশী দিয়া বিধি দেবগণ।
উপনীত, যথা ছিলা বৃষভবাহন॥
দেখে শিব, শব যেন কাশীর বিচ্ছেদে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ, কথা নাহি খেদে॥
সিংহভয়ে হস্তী যেন, হেন দেবগণ।
স্তব করে, বলে প্রভু শুন ত্রিলোচন॥
কাশী পাবে, সংপ্রতি কৈলাসে প্রভু চল।
পায় ধরে বলি হে, কি আজ্ঞা হয়, বল॥
এই কথা শুনি শিব বলেন ব্রহ্মারে।
উপহাস কর বুঝি সকলে আমারে॥
স্তব নয়, শেল যেন বাজিতেছে গায়।
গোড়া কেটে জল ঢাল গাছের আগায়॥
যদ্যপি মঙ্গল চাও, শুন তবে সার।
কাশী না পাইলে হবে সকলে সংহার॥
শান্ত হও, শান্ত হও, বলে দেবগণ।
ত্বরায় পাইবে কাশী, শুন ত্রিলোচন॥
ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁরা ক্রমেতে তখন।
ভুলাইতে দিবদাসে করিলা গমন॥
কাশীতে আসিয়া ফিরে যায়, সাধ্য কার?
দিবদাস পুণ্যবন্ত কি করিবে তার?
একে একে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া।
রহিলেন পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া॥
পাঁজি পুথি সঙ্গে করি গণকের বেশ।
ভুলাইতে দিবদাসে চলিলা গণেশ॥
শুভাশুভ গণিয়া বেড়ান ঘরে ঘরে।
লোকেতে প্রত্যয় অতি সমাদর করে॥
পরস্পর স্ত্রীলোকের হয় চমৎকার।
কেহ গিয়া রাণীকে কহিছে সমাচার॥
আসিয়াছে একজন ব্রাহ্মণ বালক।
দেখি নাই চক্ষে আর এমন গণক॥

ভূত ভবিষ্যৎ কথা অগোচর নাই।
যারে যা বলে গো, সিদ্ধ হয় তার তাই॥
ভয় হয় মা গো মনে, কথা শুনি তাঁর।
যারে বলে মরিবে গো, রক্ষা নাই আর॥
যত কথা কহে, এই জ্ঞান মনে হয়।
এ কথা আগেতে যেন তাঁরে কেহ কয়॥
রাজ্যের অশুভ হবে, কহিলেন তিনি।
এই হেতু কহিলাম, শুন রাজরাণী॥
শুনিয়া এ কথা রাণী রাজারে কহিলা।
রাজা শুনি সাক্ষাতে গণকে ডাকাইলা॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥
গণকেরে রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসিলা,
কহ প্রভু, কি হেতু এই কাশীতে আইলা?
গণক বলেন পরিচয়ে কাজ নাই,
ভিক্ষুকের পুত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়াই।
শান্ত দান্ত রাজা তুমি পুণ্যশীল অতি,
রাজ্যের অশুভ কিছু দেখি নরপতি॥
এই জন্যে বলি শুন, সাক্ষী দেখ তার।
এইক্ষণে রক্তপাত হইবে তোমার॥
দশ হস্তী, শত ঘোড়া, অদ্যই মরিবে।
দক্ষিণ পাড়ায় ঘোর অগ্নিদাহ হবে॥
কাশী না ছাড়িলে তুমি নিতান্ত মরিবে।
বিবেচনা কর রাজা যদ্যপি বাঁচিবে॥
বলিতে শুনিতে রাজা দেখে অকস্মাৎ।
আপনার অঙ্গেতে হইল রক্তপাত॥
হাতি ঘোড়া মরিল, পাইল সমাচার।
অগ্নি ভয়ে কান্দে লোক দক্ষিণ পাড়ার॥
রাজা ভাবে গণক সামান্য লোক নয়।
প্রত্যক্ষ দেখিয়া বড় হইল প্রত্যয়॥
আরবার ভাবে কাকতালিকার প্রায়।
কাশী ছাড়া হব না যদ্যপি প্রাণ যায়॥
গণকেরে দিবদাস বলিছে তখন।
কপালে যে আছে প্রভু, কে করে খণ্ডন॥
মরণ মঙ্গল যথা, হেন দিন হবে।
কাশী পাব কৃপা করি বল প্রভু কবে॥
গণক ভাবেন মিছা করি আকিঞ্চন।
ছাড়িবে না কাশী রাজা বুঝিয়া তখন॥
বলেন শুনহ রাজা কাজ কি কথায়।
হিত উপদেশ কিছু বলি হে তোমায়॥
আঠার দিনের পরে পুণ্যকীর্ত্তি নামে।
জনেক ব্রাহ্মণ আসিবেন তব ধামে॥
তিনি যা কহেন, তাহা তখনি করিবে।
না শুনিলে তার কথা বিপদ্ ঘটিবে॥
এতবলি হেরম্ব হরির কাছে যান।
কহিলেন কাশী প্রভু করহ পয়াণ॥
কাশী দিয়া কাশীনাথে করহ নিস্তার।
তোমা বিনা দিবদাসে কে ভুলাবে আর॥
এই কথা শুনি বিষ্ণু উদ্যোগ করিলা।
দ্বিজ বলে শুন সবে যে রূপ হইলা॥

রাগিণী মুলতান তাল মধ্যমান।

ধুয়া। পার কর হে কৃষ্ণ দেবকী-নন্দন।

অতি বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী হাতে আসা-ছড়ি।
অনাহারে চর্ম্ম যেন হইয়াছে দড়ি॥
পদ্ম জিনি পদতল তেজে আলো করে।
পরিলা গেরুয়া বস্ত্র কমণ্ডলু করে॥
অনন্তের মহিমা অপার, নাহি অন্ত।
শোণ যেন পাকা কেশ বায়ে নড়ে দন্ত॥
লুকাইল রূপ কিন্তু কিছু রৈল বেশ।
ভৃগুপদ চিহ্নটী থাকিল অবশেষ॥
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী কুশাসন কাঁধে।
অঙ্গের সৌরভে অলি গুঞ্জে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
নারায়ণ এইরূপে বৃদ্ধ বেশ ধরি।
দিবদাস নিকটে আইলা মায়া করি॥
দিবদাস বলে একি রূপ চমৎকার।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাজা করে নমস্কার॥

হবিষ্যের কি হবে জিজ্ঞাসা রাজা করে।
কিবা হেতু আসিয়াছ অধমের ঘরে ?
কি নাম ? কোথায় ঘর ? অতি বৃদ্ধতম।
কিরূপে আইলা বল, ছাড়িয়া আশ্রম ॥
ব্রহ্মচারী বলেন শুনহ সমাচার।
বাড়ী নাই. পুণ্যকীর্ত্তি নাম হে আমার ॥
ভিক্ষা কি করিব বাছা, বাধা কিছু আছে।
দেও যদি, তবে বলি, মনেতে যা আছে ॥
নাম শুনি রাজার গণকে পড়ে মনে।
ভাবে মনে অদেয় নাহিক ব্রাহ্মণে ॥
রাজা বলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
চাও যা, করিব দান, করিলাম পণ ॥
ব্রহ্মচারী বলেন, শুনহ দিবদাস।
কাশী ভিক্ষা দেহ বাছা, এই অভিলাষ ॥
রাজা বলে, তথাস্তু শুন হে দয়াময়।
প্রবঞ্চনা করিলে গো, এই খেদ হয় ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা বলে অতঃপর।
কোথা যাব, কি করিব বল গুণাকর ॥
ব্রহ্মচারী কন, তবে শুন হে রাজন।
শিবলিঙ্গ কাশীতে হে করহ স্থাপন ॥
তবে আমি পারণ কর[illegible] বাছাধন।
শুনি শিবলিঙ্গ রাজা [illegible]রিল স্থাপন ॥
লিঙ্গ হতে বিশ্বনাথ নিজমূর্ত্তি ধরি।
দরশন দিলা দিবদাসে দয়া করি ॥
কহিতেছে দিবদাসে শীঘ্র বর চাও।
রথ এই, শিবলোকে সশরীরে যাও।
দিবদাস প্রণাম করিয়া রাঙ্গা পায়।
বলে প্রভু বহু দুঃখ দিয়াছি তোমায় ॥
অপরাধ ক্ষমা কর শুন আশুতোষ।
আমি অতি অভাজন, ছাড় প্রভু রোষ ॥
পুণ্যকীর্ত্তি নিজমূর্ত্তি ধরিলা তখন।
হর হরি দুইজন হইল স্থি[illegible] ॥
উভয়ত সুসংবাদ আনন্দিত মন।
কাশীতে বসিল শিব, দেখে দেবগণ ॥
পুষ্পবৃষ্টি করে কেহ, কেহ নাচে গায়।
দিবদাস প্রেমানন্দে শিবলোকে যায় ॥
এই কথা ভগীরথে কহিয়া চলিলা।
দ্বিজ বলে, শুন গঙ্গা যেখানে আইলা ॥

কাশী ছাড়ি ভগবতী, করিলা দক্ষিণে গতি,
নানাদেশ রাখিয়া আইলা।
ভোজপুর বামে করি, পাটনায় সুরেশ্বরী,
দয়া করি দরশন দিলা ॥
যার ভয়ে যদুপতি, সমুদ্রে করিলা গতি,
অদ্যাবধি আছে সাক্ষী ধাম।
তরঙ্গিণী ত্বরান্বিত, সেইস্থানে উপনীত,
মুঙ্গের এখন যার নাম ॥
মহাবেগে গঙ্গা যান, এড়াইয়া নানা স্থান,
ত্রিভুবন কাঁপে কলরবে।
বিন্ধ্যাচল ভয়ে নড়ে, খানিক ভাঙ্গিয়া পড়ে,
উপনীত সকরীতে তবে ॥
বামেতে বসন্তপুর, ভাগলপুর কিছু দূর,
কলহগাঁয় পশ্চাতে রাখিলা।
তীর বেগে চলে নীর, উপনীত, পইতীর,
রাজমহলেতে দেখা দিলা ॥
উধুয়া দক্ষিণে করি, চলিলা পরমেশ্বরী,
গউড় দেশেতে উপনীত।
আসিতে সুতির কাছে, ভগীরথ পড়ে পাছে,
শঙ্খাসুর করিল মোহিত ॥
আগে শঙ্খ বাজাইয়া, চলিল গঙ্গারে নিয়া,
মায়া করি যায় শঙ্খাসুর।
যাইতে কতক পথ, গঙ্গা কন ভগীরথ,
বল বাছা আর কত দূর ?
অসুরের মায়া যত, কথায় কহিব কত ?
ভগীরথ মত কথা কয় ॥
বলে শুন সুরেশ্বরি, আইল আমার পুরী,
যাবে দুঃখ, বড় দূর নয় ॥
গঙ্গার হইল ভয়, ভাবেন কে কথা কয় ?
ধ্যান শুনি হইল স্থগিত।

ভগীরথ কান্দি বলে, ভাসিল নয়ন জলে,
মায়ের নিকটে উপনীত ॥
দেখে ভগীরথ মুখ, গঙ্গার হইল দুঃখ,
বলেন যেমন সন্তানেরে।
কান্দ না কান্দ না আর, বল বাছা সমাচার,
ফেলাইল কেবা এত ফেরে ॥
রাজা বলে নিবেদন, আছে দিক্ নিরূপণ,
যাইতে যে হবে মা দক্ষিণে।
এ যে পূর্ব্ব বহুদূর, ভুলাইল শঙ্খাসুর,
ফিরে চল, দয়া করি দীনে ॥
হাসিয়া বলেন সতী, শুন তবে পদ্মাবতী
তুমি কর এ পথে গমন।
চল দেখাইয়া পথ, আর বাছা ভগীরথ,
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনী।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥
কিবা দয়া ঈশ্বরীর মহিমা অপার।
কিবা পুণ্যবান রাজা দিলীপ কুমার ॥
স্মৃতির নিকটে গঙ্গা আইল ফিরিয়া।
চলিলা কিরীটকোণা দক্ষিণে রাখিয়া ॥
মহাপীঠ সতীর কিরীট সেই স্থানে।
ভগীরথে দেখাইলা ভৈরব যেখানে ॥
যখন আইলা গঙ্গা দক্ষিণ সমাজ।
কোথা ছিলা চুণাখালি, কোথা সয়দাবাজ ?
পলাশী রহিল বামে, কাটোয়া দক্ষিণে।
বারহাট ইন্দ্রাণী আইল সেই দিনে ॥
পূর্ব্বধারে মাটিয়ারি রাখিয়া আইলা।
দয়া করি অগ্রদ্বীপে দরশন দিলা ॥
এখন সেখানে দেখ অপূর্ব্ব মন্দির।
গোপীনাথ বিরাজ করেন সদা স্থির ॥
কিবা মূর্ত্তি কিবা সেবা কি অপূর্ব্ব লীলা ?
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ কত পুণ্য করেছিলা ?
ঘোষের সমান পুণ্যবন্ত কেবা আর ?]
গোপীনাথ আপনি করেন শ্রাদ্ধ যার !
একবার নন্দ যশোদারে করি ধন্য।
অপর প্রকাশ এই ভকতের পুণ্য ॥
প্রভুর দয়ার অন্ত জানে কোন্ জন ?
কোন্ ভাবে কারে কবে করেন তারণ ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন নারায়ণ।
দয়া করি মুক্ত কর এ ভব-বন্ধন ॥
পাটুলি দক্ষিণে করি, প্রেমানন্দে সুরেশ্বরী,
নবদ্বীপ সমীপে আইলা ॥
গঙ্গাকে সারদা কন, মম ভক্ত বিবরণ,
আছে হেথা বলিয়া চলিলা ॥
অম্বিকা পশ্চিম পারে, শান্তিপুর পূর্ব্বধারে,
রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া ॥
উল্লাসে উলায় গতি, বটমূলে ভগবতী,
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া ॥
বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক, কম নয়,
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয় ॥
নৃত্যগীত নানা নাট, দ্বিজ করে চণ্ডীপাঠ,
মানে যে, মানস সিদ্ধ হয় ॥
কুলীন সমাজ নাম, কিবা লোক কিবা গ্রাম,
কাশাতুল্য হেন ব্যবহার ॥
দয়া ধর্ম্ম-বর্ত্তে যথা, কি কব লোকের কথা,
মুনি যেন, হেন কুলাচার ॥
এড়াইয়া ঐ স্থান, শুন গঙ্গা যথা যান,
উপনীত চাকদহ পরে ॥
প্রসিদ্ধ পরম স্থান, আসি লোকে স্নান দান,
মহা মহাবারুণীতে করে ॥
কহিব কৌতুক কিছু, বঙ্গদেশী লোক নিচু,
অবভাষা কন কতগুলি।
যখন বলেন শুন, শুনিতে শুনায় ছন,
বালকের নাম পোলা পুলী ॥
তুম্বা আচলা ঝুলাঝুলি; পোলা পুলী কতগুলি,
লইয়া আইসেন সেইখানে ॥

গুড়াকু তামাকু কোটা, কার সঙ্গে ডাব হুটা,
গন্ধ কত হয় টানে টানে।
কার আছে এই ভার, দেববুড়ির তালুকদার,
ইহাতে কে টেকে তার ধুমে ?
মাদুলিতে ভরা হাত, নাম রামজগন্নাথ,
বাদসার নানা যেন যুমে ॥
দেখেন সুধারা যার, কাঁধেতে উঠেন তার,
তার আর নাহিক নিস্তার ।
পড়িলে শক্তের ঠাঁই, আজ্ঞাকারী তার ভাই,
কত কব আর অনাচার ॥
সঙ্গে কুলবধূ যত, কত রূপ কব কত,
পোশাক দেখিলে হরে বুদ্ধি ॥
ছবেড়া কাপড় পরা, কনুই তক শঙ্খ ভরা,
কথা শুনে উড়ে ভূতশুদ্ধি ॥
উর্ব্বশী সমান যারা, পরিচ্ছদ বিনা তারা,
জ্ঞান হয় সর্ব্বদা অশুচি ॥
যামু থামু ডাক দিল, কোভায়কে নিল মিল,
কথা যেন কপির কিচিমিচি ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি ॥
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

চাকদহ হৈতে গঙ্গা গমন করিলা।
তিন জন মন্দ মন্দ গতিতে চলিলা ॥
সরস্বতী যমুনা করেন মনে খেদ।
হইবে গঙ্গার সঙ্গে গমন বিচ্ছেদ ॥
ঈশ্বরীকে নিবেদন করেন দুজন।
কাতর হইয়া কন ধরিয়া চরণ ॥
অধমতারিণী গঙ্গা, অপার মহিমা।
শম্ভু না জানেন গুণ, কি পর্য্যন্ত সীমা ॥
এতকাল হইয়াছিলাম বটে জল।
তোমার পরশে হৈল জনম সফল ॥
লোকেতে মানিবে, তীর্থ বলিবে এখন।
বিদায় হইব বলে করেন রোদন ॥

ভগীরথ বলে হায় কেমন কপাল।
দুঃখের উপরে দুঃখ ঘটিল জঞ্জাল ॥
কান্দিয়া অস্থির রাজা, গড়াগড়ি যায়।
সরস্বতী যমুনা সান্ত্বনা করে তায় ॥
কেন খেদ কর বাছা, শুনহ কারণ।
হবে যে বিচ্ছেদ, আছে মুনির বচন ॥
ভরদ্বাজ মুনি যাবে একাগ্র কানন।
এখানে করিয়া স্নান করিবে গমন ।
এই হেতু বিচ্ছেদ হইবে তিন ধারা।
কি করিব ? এই জন্য যাইব আমরা ॥
এই কথা বলিয়া যমুনা পূর্ব্বে যান।
সরস্বতী পশ্চিমেতে করিল পয়াণ ॥
দক্ষিণে চলিলা গঙ্গা কিছু নিরানন্দ।
বিচ্ছেদ-বেদনা জন্য কিছু গতি মন্দ ॥
গঙ্গা কন মুক্তবেণী হৈল এই স্থান।
স্নান দানে হবে মুক্ত বেণীর সমান ॥
গঙ্গা-আজ্ঞা কার সাধ্য কে করে খণ্ডন ?
মুক্ত হয় জীব কেশ করিলে মুণ্ডন ॥
উড়িষ্যার লোক জানে, করে শাস্ত্র মত।
জানিয়া না জানে অন্য দেশী লোক যত ॥
দ্বিজ বলে অতঃপর শুন সর্ব্বজন।
সুরধুনী আর যথা করিবা গমন ॥

কুমারহট্ট বামে করি, দক্ষিণে রাণী-নাগরী,
ভাটপাড়ায় গঙ্গা উপনীত।
পশ্চিমে ফরাসডেঙ্গা, পূর্ব্বে মূলাযোড়া ভাঙ্গা
ভদ্রেশ্বরে আইলা ত্বরিত ॥
দীর্ঘাঙ্গ দক্ষিণে রহে, উপনীত খড়দহে,
পুণ্য ভূমি কৈলাস সমান।
যেখানেতে দ্বিজবর, জন্মেছিলা যোগেশ্বর,
ভরদ্বাজ মুনির সন্তান ॥
চলিল দক্ষিণ দেশে, বালি ছাড়ি অবশেষে,
উপনীত যথা কালীঘাট।
দেখেন অপূর্ব্ব স্থান, পূজা হোম বলিদান,
দ্বিজগণ চণ্ডী করে পাঠ ॥

হাসেন ঈশ্বরী মনে, দেখিয়া দেবতাগণে,
কার কার মনুষ্য আকার ॥
ভগীরথ ভাবে এ কি ? চমৎকার স্থান দেখি,
বল মাগো এই স্থান কার ?
গঙ্গা কন, পূর্ব্বে আমি, কহিয়াছি জান তুমি
সতীর অঙ্গুলী এই স্থানে ।
দেবের দুর্ল্লভ স্থান, অঙ্গুলী দিয়া দেখান,
নকুলেশ ভৈরব যেথানে ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি ।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

নিস্তারিণী বলেন শুনহ ভগীরথ ।
কোথা তবপূর্ব্বকুল, বাকি কত পথ ?
ভগীরথ বলে মাগো কব কি বিশেষ ।
শুনিয়াছি, নাহি চিনি কেমন সে দেশ ॥
বলেন আনন্দময়ী সে আর কেমন ?
দুগ্ধপোষ্য বালকেতে না কহে এমন ॥
তবে কেন তপস্যা করিলে এত কাল ?
আগে জানাইলে না রহিত এ জঞ্জাল ।
ইতঃপর আমার গমনে শক্তি নাই ।
কোথা যাব, কি করিব, ভাবিয়া না পাই ॥
ভগীরথ কান্দিয়া পড়িল মার পায় ।
শরের আঘাতে যেন গড়াগড়ি যায় ॥
ভক্তের কারণে মার উপজিল দয়া ।
ভয় নাই ভগীরথে বলেন অভয়া ॥
কোলে লয়ে ভগীরথে ভাবেন তখন ।
কোথা যাব, কি রূপেতে করিব গমন ॥
করিতে কৌতুক মা করিলা এক লীলা ।
সহজে সরলা নন, বাপে যাঁর শিলা ॥
ভক্তের নিকটে কতক্ষণ থাকে মায়া ।
ভকতবৎসলা নাম, আশুতোষজায়া ॥
হেতেগড় হৈতে যান ভগীরথ আগে,
শতমুখী হইয়া চলিলা অনুরাগে ।
সগরসন্তান যথা ভস্ম হৈয়া ছিল,
সেই খানে বেগে জল আসিয়া পড়িল ।
পরশে পরম জল, শুন সমাচার,
ভাসিয়া উঠিল রথে বিষ্ণু যাটি হাজার ।
কি কব রথের তেজ সূর্য্যের সমান,
এক চূড়া রথ চক্র শোভে আটখান ।
হীরার স্তম্ভেতে শোভে নীলকান্তমণি,
স্বর্ণলতা শোভে যেন মেঘে সৌদামিনী ।
চারিদিক্ চন্দ্রকান্ত মণিতে খচিত,
কোনখানে সূর্য্যকান্তমণিতে মণ্ডিত ।
সোণার নির্ম্মিত রথ ছটা দেখা যায়,
মুক্তার ঝালেতে ঢাকা কিবা শোভা তায় !
পদ্মরাগমণির মধ্যেতে পদ্মাসন,
নিরূপণ সেইখানে কর্ত্তার আসন ।
কোনখানে পুষ্পমাল্য সুগন্ধি চন্দন,
সুশীতল জল ফল নিয়া সখীগণ ।
চারিদিকে দেবগণ করে স্তুতি পাঠ,
রথ নয় একখানি আনন্দের হাট ।
রক্ষা হেতু সুদর্শন, নিজে কর্ত্তা রথী
অশ্বের যোগানে একা গরুড় সারথি ।
ষড়যুত রথে ষড়যুত নারায়ণ,
ষড়যুত লক্ষ্মী ষড়যুত সুদর্শন ।
বিনতার সুত ষড়যুত বলবান্,
প্রতিজনের পরিবার প্রভুর সমান ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ।

সগরসুত রথে, উঠিয়া ভগীরথে,
বলে করি আশীর্ব্বাদ ।
তুমি যে উপকারী, তুলনা দিতে নারি,
কি কব দিলে যে আহ্লাদ ॥
শুন রে গঙ্গাদাস, পুরালে অভিলাষ,
এমন কে করে উদ্ধার ?
তুমি হে পুণ্যবান্, কোলেতে আইল, প্রাণ
মুক্তাও বাড়া এবার ॥

কোলে ত নিয়া সুখে, চুম্বিয়া চাঁদ মুখে,
করেন চিবুক ধরিয়া।
আ মরি একি ক্ষীণ, হইয়াছ যেন দীন,
পিতৃলোকের লাগিয়া॥
কামনা করি আর, তর্পণ একবার,
করহ এই গঙ্গাজলে।
কৃতার্থ হব যাতে, লইব হাতে হাতে,
দেখুন দেবতাদি সকলে॥
শুনিয়া রাজা ধীর, লইয়া গঙ্গানীর,
তর্পণ করিতে লাগিলা।
দেবাদি বলে ধন্য, একি সামান্য পুণ্য,
সন্তান ক্ষণে জন্মেছিলা॥
সন্তোষে পিতৃগণ, পুলকে পুনঃ কন,
সাধু রে সাধু বংশধর।
অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, মনেতে যা করিবে,
হইবে ক্ষিতির ঈশ্বর॥
যাও হে অযোধ্যায় ভূপতি হও তায়,
সন্তান জন্মিতে কহিলা।
এতেক বলি তবে, বৈকুণ্ঠে যান সবে,
রাজন নাচিতে লাগিলা॥
ভাবেতে গদ গদ, ধরিয়া গঙ্গা পদ,
রাজন কন কিছু মারে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে বে, ফেল না আর দেবে,
তার মা এ ঘোর সংসারে॥

ভগীরথ গঙ্গা মারে করে নিবেদন,
তোমার মহিমা মাগো জানে কোন্‌জন?
নিরঞ্জন নিরাকার অরূপরূপিণী,
উপাসনা হেতু হও সাকার আপনি।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি সূক্ষ্ম অতি স্থূল,
মূল নাহি তোমার, অথচ তুমি মূল।
বেদ তুমি, বেদাতীত গুণ তব বটে,
পরমাত্মস্বরূপিণী আছ সর্ব্বঘটে।
শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া ধর্ম্ম নির্ম্মল বিজ্ঞান,
কৃপা করি দাসেরে কর মা কিছু দান।
যা রাধা সা কালী কৃষ্ণ তুল্য শিবরাম,
অ ভেদ জ্ঞানদা হৃদে কর মা বিরাম।
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় তোমার ইচ্ছায়,
অবতার হও যেন জলবিম্ব প্রায়।
তব নাম বারেক নিঃসরে মুখে যার,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হয় তার।
জ্ঞানের অপেক্ষা নাই দেখিলাম ফলে,
বিষ্ণু হয় অস্থি যদি পড়ে তব জলে।
স্থান দেহ চরণে মা করি নিবেদন,
গঙ্গা বলে শুন বাছা আমার বচন।
তুমিতো জীবন মুক্ত ভাবনা কি তার,
তোমা হৈতে হবে কত পাপীর নিস্তার।
সাগরসঙ্গম এই তব কীর্ত্তি অতি,
রহিল তোমার নামে নাম ভাগীরথী।
এই নাম বলিয়া যে ডাকিবে আমারে,
চতুর্ব্বর্গ ফল আমি দিব হে তাহারে।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হবে মৃত্যু যার,
এখানে মরিলে জন্ম না হইবে আর।
আর কিছু কহিবে মা করি নিবেদন,
হেনকালে কপিল করিল আগমন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিণী।

তপস্যা সফল গণি, গঙ্গার চরণে মুনি,
প্রণাম করিয়া এই কন।
আজ ভাগ্য জন্ম ধন্য ধন্য মা হইল পুণ্য,
পরশিল জীবনে জীবন॥
ভগীরথ মুনিবর, আশীর্ব্বাদ তদন্তর
করিয়া কহেন পরিচয়।
কপিল আমার নাম, শুন বাছা গুণধাম,
কৃতার্থ করিলে দয়াময়॥
আমার জন্যেতে এত, পাইয়াছ দুঃখ যত,
ক্ষমহ সে দোষ নিজগুণে।
কহিতে যে হয় ত্রাস, পূর্ণ কর অভিলাষ,
কোলে করি বাছা এই মনে॥

শুনিয়া মুনির বাণী, ভগীরথ মহাজ্ঞানী
দণ্ডাকার পড়ে মুনি পায়।
বলে প্রভু গুণাকর, হইয়াছে শাপে বর,
ধন্য আমি তোমার দয়ায়॥
তুষ্ট হয়ে তপোধন, প্রেমে দিয়া আলিঙ্গন,
ভগীরথে কন কিছু তবে।
ইহ পরকাল জয়ী, হইয়াছ শুন কই,
ধবা দারা পুত্রলাভ হবে।
যাও ত্বরা অযোধ্যায়, গিয়া রাজা হও তায়,
পৃথিবীর করহ পালন।
রাজা বলে কাজ নাই, আশীর্ব্বাদ এই চাই,
গঙ্গাপদে যেন থাকে মন॥
উভয়েব তুষ্ট মন, চলিতার্থ তপোধন,
গঙ্গা কন ভগীরথে আর॥
কহিব কিঞ্চিৎ তাই, হরি হরি বল ভাই,
শুনহ অপূর্ব্ব সমাচার।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর শুভশৈবলিনি॥
কণ্ঠ করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
জলনিধি জানিয়া গঙ্গার আগমন।
সত্বরে আসিয়া করে দেবী-সম্ভাষণ॥
অনেক সঞ্চিত পুণ্য ছিল যে আমার।
সেই ফলে দরশন হইল তোমার॥
দয়াময়ী দয়া করি আইস মম বাস।
পবিত্র করহ দাসে এই অভিলাষ॥
সাগরের অনুরাগ দেখিয়া তখন।
সিন্ধুরে বাড়াতে দেবীর হৈল মিলন॥
কাম্য তীর্থ সাগর-সঙ্গম সেই স্থান।
স্নান দান মরণেতে বিষ্ণুপদে স্থান॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হয় মৃত্যু যার।
চতুর্ভুজ হয় সেই, জন্ম নাহি আর॥
গঙ্গা কন ভগীরথ আর কিবা চাও।
পিতৃলোক উদ্ধার হইল রাজ্যে যাও॥

রাজ্য রক্ষা কর বাছা যাহ মার কাছে।
তোমার জননী পথ নিরখিয়া আছে।
সে কিন্তু সামান্য নহে, চিহ্নিতা আমার।
মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর গিয়া তাঁর॥
পুত্রবৎ দেখিবে হে যত প্রজাগণ।
দুষ্টের করিবে দণ্ড শিষ্টের পালন॥
জ্ঞানবান্ তুমি অতি কহিব কি আর?
অগোচর ত্রিভুবনে কি আছে তোমার?
আমার পূজার বাছা করিবে প্রচার।
যখন ডাকিবে দেখা পাইবে আমার॥
ভগীরথ বলে পাদপদ্মে দেহ স্থান।
সুধা ত্যজি বল মা করিতে বিষপান॥
গঙ্গা কন, শুন ইচ্ছা হয়েছে আমার।
ঐহিক সম্পদ ভোগ কর একবার॥
যাওন একান্ত মত মায়ের বুঝি।
চক্ষে পড়ে জল, পরে প্রণাম করিলা॥
বিদায় হইয়া রাজা করিলা গমন।
সুখদা দিলেন সঙ্গে নানারত্ন ধন॥
আরোহণ রথে, অশ্ব বায়ুবেগে যায়।
ভগীরথ উপনীত হৈল অযোধ্যায়॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥
নগরের লোক যত, প্রেমানন্দে উনমত,
রাণীরে কহিছে সমাচার।
কি কর গো দেখসিয়া, পিতৃলোক উদ্ধারিয়া,
ভগীরথ আইল তোমার॥
রাণী বলে কি কহিলে, মৃত দেহে প্রাণ দিলে,
কই কই বাছা রে আমার।
বৎস ছাড়া গাভী যেন, ধাইয়া চলিল হেন,
দেখে দ্বারে আইল কুমার॥
ভগীরথ দেখি মায়, দণ্ডাকার পড়ে পায়,
সর্ব্ব অঙ্গ ধুলায় লোটায়।
চক্ষু পায় অন্ধ যেন, রাণীর হইল তেন,
কোলে লয়ে জীবন যুড়ায়॥

হুলু দিয়া নিয়া ঘরে, মঙ্গল আচার করে,
নানা ধন করে বিতরণ।
রাণী বলে বাছা আর, মঙ্গল বলহ তার,
যার জন্যে এত পর্য্যটন॥
ভগীরথ মারে বলে, তব আশীর্ব্বাদ-ফলে,
আগমন হয়েছে গঙ্গার।
তোমার অধিক তাঁর, দয়া কি কহিব আর,
পিতৃলোক করিলা উদ্ধার॥
শুনি পুলকিত রাণী, আপনারে ধন্য মানি,
প্রেমধারা বহে দুনয়নে।
বলে কত ছিল পুণ্য, আমি ধন্য, কোঁক ধন্য,
পুত্র জন্মেছিলা শুভক্ষণে॥
ভগীরথে পুনঃ রাণী, বলেন মধুর বাণী,
খাও কিছু বাছারে আমার।
কব কি তোমারে আর, জীবন ধুড়াক মার,
চিরকাল আছ অনাহার।
ভোজন করিলা ধীর, বাঞ্ছা পূর্ণ জননীর,
ভগীরথ রাজা হন পরে॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কয়, গঙ্গাগুণ সুধাময়,
শুনে যে অশেষ পাপ হরে॥
ভগীরথ বসিলা বাহিরে বার দিয়া।
পাত্র মিত্র প্রজাগণ আইল শুনিয়া॥
আইল বশিষ্ঠ গুরু যত তপোধন।
আনন্দেতে আশীর্ব্বাদ করে দ্বিজগণ॥
স্তাবক ধাবক আর বন্দিগণ যত।
আইল অসংখ্য সেনা কব তাহা কত?
যে যেমন তার রাজা মর্য্যাদা রাখিল।
বশিষ্ঠ গুরুর পায় প্রণাম করিল॥
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ বশিষ্ঠ মুনির।
কোলে নিলা ভগীরথে রোমাঞ্চ শরীর॥
ধন্য তুমি পাপিলোক নিস্তার করিলা।
ব্রহ্মময়ী যিনি তাঁরে ভূতলে আনিলা॥
ভগীরথ বলে সে কি যোগ্যতা আমার?
যা করি সকলি প্রভু কৃপায় তোমার॥
মুনি বলে রাজ্যে অভিষেক করি তবে।
ভগীরথ বলে তব ইচ্ছা থাকে হবে॥
শুভদিন ক্ষণ মুনি দেখিয়া তখন।
দ্রব্যাদি সকলি করিলেন আয়োজন॥
অপূর্ব্ব বেদীর পরে সোণার মন্দির।
তার মধ্যে সিংহাসন অমূল্য মণির॥
মুকুতার ঝালর পতাকা উড়ে বায়।
ঘেরিল মন্দির আম্র শাখার মালায়॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ ভাবি মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥
সিন্ধু আদি তীর্থ গঙ্গা সলিল আনিয়া
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণকুম্ভ রাখিল পুরিয়া।
এক লক্ষ হেমছত্র হস্তীর উপরে।
দুইটি চামর প্রতি গজে শোভা করে॥
শতকোটি হস্তী আর শতগুণ তার।
ঘোড়ার উপরে যোদ্ধা, তুল্য নাহি যার।
রথ রথী পদাতিক গণে শক্তি কার?
বালি গণা যায় তবু সংখ্যা নাহি তার।
রাজ ঋষি মুনিগণ যে যেখানে ছিলা।
সংবাদ করিয়া মুনি সকলে আনিলা॥
সমুদ্রকল্লোল যেন বাদ্য কলরব॥
নৃত্য গীত নানা নাট মহা মহোৎসব।
ভগীরথ বসিল রতন সিংহাসনে,
বিধিমত অভিষেক করে মুনিগণে।
সসাগরা পৃথিবীর যত রাজা ছিলা।
কর দিয়া কপালেতে রাজটীকা দিলা।
কল্পতরু সমান করেন ধনদান॥
অদেয় নাহিক কিছু যিনি যাহা চান।
সদ্বিচার সদালাপ মুনি বিপ্র সঙ্গে॥
আনন্দেতে যায় কাল গঙ্গার প্রসঙ্গে।
বিবাহ করিল রাজা ঘটা কব কত?
কহিতে বাহুল্য হয় সুরপতি মত॥
শচীর সমান রাণী রূপে গুণে সার।
নানা কাব্যরসে রাজা করেন বিহার॥

গঙ্গাপূজা স্নান দান স্মরণ মনন।
প্রকাশ করিলা রাজা শুন সে কথন॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

মকরের পৃষ্ঠোপরে, সোণার প্রতিমা করে,
চতুর্ভুজা রূপসীর শেষ।
ভূষণে ভূষিত কায়, নানা রত্ন রাঙ্গা পায়,
তেজে আলো করে সর্ব্বদেশ॥
সিতপক্ষ শুক্রবার, বৈশাখী তৃতীয়াসার,
অক্ষয়ারে করিলা স্থাপন।
পূজা হোম বলিদান, ভোগ রাগ নৃত্য গান,
নিত্য নিত্য করেন রাজন॥
গঙ্গা পূজা ঘরে ঘরে, ভক্তিভাবে সবে করে,
নিত্য কাম্য পূজার প্রচার।
ধাতু কিম্বা মৃত্তিকার, প্রতিমা গঠিবে যার,
পূজা দিবে যথা শক্তি যার॥
যদি হয় ধনহীন, আবশ্যক তিন দিন,
ঘটে পটে কিম্বা জলে জলে।
পূজা দিলে হয় এই, জীবন্মুক্ত হয় সেই,
চতুর্ব্বর্গ তার করতলে॥
কব কত শুন এই, অবশেষে কব সেই,
স্নান দান আদি কিছু ফল।
জাহ্নবীর গুণ যত, কার সাধ্য কবে কত?,
বিধাতা না জানেন সকল॥
ভগীরথ পুনঃ কন বল গুরু সে কেমন,
পূর্ব্বে রাজা কে কেমন ছিল?
বশিষ্ঠ বলেন শুন, বলিরাজ উপাখ্যান,
এত বলি কহিতে লাগিল।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

রাগিণী বেহাগ, তাল ঢেওট।

ধুয়া। ভজ রে মন অদিতিনন্দন বামন চরণে॥
মিছা এ সংসার ভার, সাহস করহ কার,
যদি যাবে ভবপার, ভুল না শ্রীনারায়ণে।

মুনি কন ভগীরথ শুন দিয়া মন।
দৈত্যে ছিল শিবভক্ত বলি একজন॥
দেবরাজ হবে এই ভাবিয়া অন্তরে।
ক্রমে ক্রমে শত অশ্বমেধ রাজা করে॥
ইন্দ্র ভাবে, বলি যদি শতক্রতু হয়।
রাজ্য যাবে, বিঘ্ন কিছু না করিলে নয়॥
মন্ত্রণা করিয়া ইন্দ্র দেবগণ নিয়া।
শিবের শরণাগত হইল আসিয়া॥
করিলা অনেক স্তব ঈশান শুনিয়া
কি যাজ্ঞা কর ইন্দ্র কহিল হাসিয়া॥
ইন্দ্র কন, শুন প্রভু, করি নিবেদন।
বলি লয় ছলে প্রভু এ তিন ভুবন॥
বলিরে কিঞ্চিৎ খাঁটো কর একবার।
মহেশ বলেন, বল কি দোষ তাহার॥
বলির কি আছে দোষ, কহিবে কি আর।
পুনঃ স্তব করে ইন্দ্র ভাবিয়া অসার?
স্তবে তুষ্ট হৈয়া বলেন পঞ্চানন।
বিষ্ণুর নিকটে যাও কহিলা তখন॥
তুষ্ট হৈয়া দেবগণ দেবরাজ সঙ্গে।
বিষ্ণুর নিকটে উপনীত মনোরঙ্গে॥
কহিলেন পূর্ব্ব কথা বিষ্ণুর চরণে।
নারায়ণ শুনিয়া হাসেন মনে মনে॥
ইন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলা।
কিরূপে ছলিব বলি ভাবিতে লাগিলা॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

ধুয়া। নারায়ণ মহিমা কে জানে হে তোমার।
কারে কোন্ ভাবে প্রভু কর হে নিস্তার॥
ভাবনা কি করি আর, বিনা পূর্ণ অবতার,
বলিরে ছলনা করা ভার।

অদিতির পয়োব্রত, সাঙ্গ হইল বিধানত,
গর্ভে জন্ম লইব তাহার ॥
ভিক্ষা ছলে ছলি বলি, কশ্যপের পিতা বলি,
হইব বামন অবতার।
লোকে যেন বলে ধন্য প্রকাশ করিব পুণ্য,
ভক্তাধীন নাম এইবার ॥
এথা অদিতির ব্রত, সাঙ্গ হইল শাস্ত্রমত,
কশ্যপেরে সঙ্কেতে কহিলা।
অদিতি কশ্যপ সঙ্গে, অঙ্গ সঙ্গ করি রঙ্গে,
পূর্ণ বর সফল করিলা ॥
গর্ভ হৈল অদিতির, সাক্ষী তার স্তনে ক্ষীর,
দশ মাস যায় কুতূহলে।
প্রসব হইল পরে, বামন জন্মিলা ঘরে,
সূর্য্য যেন পড়িল ভূতলে ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘন, হুলু দেয় নারীগণ,
জাতকর্ম্ম করে সবে সুখে।
ষষ্ঠী পূজা আদি যত, সাঙ্গ হৈল কব কত,
ছয় মাসে অন্ন দিলা মুখে।
বয়েস হইল নয়, অদিতি মুনিরে কয়,
চূড়া যজ্ঞসূত্র দিবে কবে ?
এই বই কর্ম্ম নাই, ঘটা করে দেও তাই
মুনি বলে কিরূপে তা হবে ॥
নিজে ভিক্ষা করি খাই, ঘটায় যে ধন চাই,
বৃদ্ধকালে যাব কার কাছে ?
ঘৃত দিয়া গোটাকত, পূর্ণাহুতি শাস্ত্রমত,
দিব এই মনে বাঞ্ছা আছে ॥
দিতি কদ্রু বিনতার, প্রধানা আপনি যার,
এয়ো হবে এই চারিজন।
ভাল করে খাবে সবে, নিমন্ত্রণ করি তবে,
আমি আছি আপনি ব্রাহ্মণ ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়া।

ধুয়া। ওহে নারায়ণ মোরে কর দয়া।
নরাধম জনে প্রভু দেহ পদছায়া।

মুনি-মুখে এই কথা অদিতি শুনিলে।
ক্রোধে জ্বলে যেমন অগ্নিতে ঘৃত দিলে ॥
কোলে করি বামনেরে কুপিলা অদিতি।
থর থর কাঁপে ওষ্ঠ বিকৃতি আকৃতি ॥
আলুইল কেশপাশ চক্ষুভরা জল।
রাঙ্গা চক্ষু ভাসে জলে যেমন কমল ॥
বদন কুসুমাকার তনু শিহরিল।
রাগ-রাহু আসি যেন অদিতি গিলিল ॥
কত কথা কহে সতী মনে নাহি হয়।
ক্রোধের সময় কথা সকলি ব্যত্যয় ॥
অদিতি মুনিরে বলে কি বলিব আমি।
ভাগ্যক্রমে ভাগ্যবন্ত পাইয়াছি স্বামী।
এক রসে পণ্ডিত জানেন কত মত।
দিতি কদ্রু বিনতা ত সেই রসে রত।
আমার ভাগ্যেতে পর্ব্বদিন বাছা যায়।
যদি হয় রোগী যেন তিত মুখে খায় ॥
আইও মাত্র, দেখিতে আচার বিধবার।
বৃক্ষছাল পরি, করি ফলেতে আহার ॥
এইমত অদিতি উষ্মাতে বত কয়।
শুনিয়া মুনির মনে হয় মহাভয় ॥
বামন মায়ের বাঞ্ছা পুরাবার তরে।
মনে মনে স্মরণ করিলা নারদেরে ॥
নারদ কশ্যপালয়ে আনন্দে আইলা।
কশ্যপ দেখিয়া তাঁরে পাদ্য অর্ঘ্য দিলা ॥
কশ্যপেরে কহেন নারদ তপোধন,
আপনি কেমন আছ ? কেমন নন্দন ?
কশ্যপ বলেন আর সকলি মঙ্গল।
হয়েছে অদিতি সঙ্গে কিছু অকৌশল।
মুনি বলে, ভাল হবে, সে ভার আমার।
অদিতির কাছে আগে জানি সমাচার ॥

কশ্যপ ভাবেন মনে সকলি প্রতুল।
অতঃপর বুঝিলাম হইবেক ভুল॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

রাগিণী বিভাষ, তাল ঠেকা।

ধুয়া। প্রভু হে তোমার মায়া জানে কোন জন।
ভূভার হরণ জন্য, অদিতিরে করে ধন্য,
অবতার হইল বামন।

আসিয়া নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
অদিতি বামন পদ বন্দিলেন গিয়া॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া অদিতি কিছু কন।
একি ভাগ্য আমার? তোমার আগমন॥
মুনি বলে কেন গো মলিন মুখখানি।
অদিতি বলেন তবে শুন সে কাহিনী॥
বামনের চূড়োপনয়ন কাল হবে।
কহিলাম, মুনি কিছু ঘটা কর তবে॥
এই কথা শুনি তিনি যে কথা কহিলা।
সে কথা না বলা যায় যত গালি দিলা॥
নারদ বলেন আমি শুনেছি সকল।
বুড়া হৈলে বুদ্ধি যায় হয় গো পাগল॥
অনুযোগ যথোচিত করিয়াছি তারে।
ঘটা হবে অবশ্য গো কে খণ্ডিতে পারে॥
আমি আছি মধ্যবর্ত্তী না ভাবিও আর।
কালি কোথা থাকিবে মুনির ভুয় ভার॥
আপনি সকল দেখে সকলি করিব।
বামনের যজ্ঞসূত্র আমি কি ছাড়িব?
সাবধান এ কথা প্রকাশ করা নয়।
নষ্ট হবে সকলি প্রকাশ যদি হয়॥
অদিতি হাসিয়া বলে আনন্দে বিভোর।
হবে কি এমন দিন? ভাগ্যে আছে মোর॥
নারদ বলেন আমি এক্ষণে বিদায়।
এত বলি কশ্যপ নিকটে মুনি যায়॥

কশ্যপ বলেন মুনি কহ সমাচার।
নারদ বলেন মুনি না ভাবিহ আর॥
পুনঃ নারদেরে কহে আজি থাক তবে।
নিমন্ত্রণ তোমার আপনি হোতা হবে॥
নারদ বলেন প্রভু অনুগ্রহ তব।
কালি আমি কার্য্যকালে উপস্থিত হব॥
এত বলি বিদায় হইয়া মুনি যায়।
সুরপুরে উপনীত দ্বিজ কবি গায়॥
নারদ আনন্দ মনে, দেবঋষি মুনিগণে,
নিমন্ত্রণ করে সর্ব্বজনে।
কশ্যপ আলয়ে সবে, সকলে যাইতে হবে,
বামনের চূড়োপনয়নে।
বীণায় পূরিয়া তান, শিবশিবা-গুণগান,
উপনীত কৈলাস শিখরে।
শঙ্কর-শঙ্করী-পায়, প্রণাম করিলা তায়,
নিমন্ত্রণ করিলা সাদরে॥
মুনি বলে নিবেদন, করিতে হবে গমন,
বাঞ্ছাপূর্ণ হেতু অদিতির।
হাসিয়া দুজনে কন, যাও যাও তপোধন,
জানিলাম সকলি সুধীর॥
নারদ আসিয়া পরে, কশ্যপেরে ত্বরা করে,
কর কর্ম্ম সংক্ষেপ করিয়া।
প্রেমে দিয়া আলিঙ্গন, বসিলেন দুইজন,
কোশাকুশি কুশ আদি নিয়া॥
শ্রীফল বংশের দণ্ড, করকমণ্ডলু ভাণ্ড,
মেখলা রাখিলা সন্নিধানে।
মৃত্তিকায় আর্য্যস্থালী, ফল ফুল কতগুলী,
কলা খোলা যতনেতে আনে॥
বালি কাষ্ঠ বিল্বদল, মুষল ও উদুখল,
স্রুপ্‌ স্রুচ্‌ হবিষ্যান্ন দান।
কিবা ভাগ্যবন্ত মুনি, যোগের অগম্য যিনি,
তাঁরে মুনি কৌপীন পরান॥
বামন হাসেন মনে, বাঞ্ছা আছি ভক্তিগুণে,
ভক্তি বিনা কে পারে এমন।

ভক্তের বাঞ্ছা যেমন, করিতে পারে তেমন,
ভক্ত মম কেবল জীবন ॥
নারদ মুনিরে কয়, কালগৌণ করা নয়,
শুভ কর্ম্ম আরম্ভ করিলা।
স্বস্তিক সংকল্প করি, অধিবাসে গেলা হরি,
হোতৃকর্ম্মে নারদে বরিলা ॥
আবাহন পূজা যত, বেদের শাসন মত,
ক্রমে ক্রমে করিতে লাগিলা।
একেতো নারদ মুনি, তাতে পড়ে বেদবাণী
সুরাসুর সকলে আইলা ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

ধুয়া। মনে মনে আনন্দ সকল দেবতার।
দেখিয়া বামন রূপ হয় চমৎকার।

ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি গণপতি।
আইলা অনন্তদেব আনন্দেতে অতি ॥
বসু যক্ষ দিক্‌পাল নবগ্রহগণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ বরুণ পবন ॥
আইলা কুবের যম বসন্তের পতি।
ময়ুবাহনে কার্ত্তিক আইলা শীঘ্রগতি ॥
শিব শিবা নিজগণ সঙ্গেতে করিয়া।
আইলেন ভাগ্য হেতু প্রসন্ন হইয়া ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি মুনিবর্গ যত।
আইল অসুর তার সংখ্যা কব কত ?
কশ্যপ দেখিয়া ভাবে একি চমৎকার!
ব্যস্ত হৈয়া উদ্যোগ করিলা পলাবার ॥
নারদ আশায় বুঝি ধরিলা বসন।
কশ্যপ ভাবেন মনে এ আর কেমন ?
সমারোহ যে দেখি উপায় নাই আর।
বুঝিলাম অপমৃত্যু হইবে আমার ॥
কশ্যপ নারদে বলে ছাড়হ আমারে।
অদিতিরে ডাকি মুনি বলে বারে বারে ॥

কশ্যপ বলেন, একি আপদ হইল।
এ আপদ কেবল নারদ ঘটাইল ॥
মুনি নয় নারদ কেবল ভণ্ডতম।
সংসার করিবে বুঝি ছাড়িয়া আশ্রম ॥
অদিতির সঙ্গে কালি কি কথা কহিয়া।
রাখিয়াছে ভুলাইয়া কাণে মন্ত্র দিয়া ॥
তদবধি অদিতিরে দেখি অন্যমনা।
কি রূপে বুঝিব আমি দুষ্টের মন্ত্রণা ॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

কশ্যপ মন্ত্রণা করি, নারদেরে হাতে ধরি,
বলে ক্ষমা কর তপোধন।
জানা গেল ইচ্ছা তব, বৃদ্ধ আমি কি করিব,
লও তুমি অদিতি বামন ॥
জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি,
কেন মরি কিসের কারণ ?
পিতার কাতর মন, ইসারায় নারায়ণ,
নারদেরে করিলা বারণ ॥
নারদ বুঝি তখন, কশ্যপ মুনিরে কন,
ক্ষম দোষ কৌতুক আমার।
যোগে সৃষ্টি কর তূর্ণ, অদিতির বাঞ্ছা পূর্ণ,
কর প্রভু ভাব কেন আর ?
শুনি মুনি পায় প্রাণ, মহাবিষ্ণু করে ধ্যান,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখে যোগভরে।
বৈকুণ্ঠ দেখিয়া শূন্য, শেষে দেখে নিজ পুণ্য,
প্রকাশ বামনরূপে ঘরে ॥
বলে প্রভু আমি ধন্য, ভূ-ভারহরণ জন্য,
অদিতির গর্ভে জন্ম নিলা।
লজ্জা রাখ এইবার, নিবেদন কিবা আর,
এত বলি কান্দিতে লাগিলা ॥
বামন সঙ্কেতে কন, শুন পিতা তপোধন,
যোগে সৃষ্টি কর অতঃপর ॥
শুনি মুনি যোগ করে, আপন যোগ্যতা ভরে
নানা সৃষ্টি করে তদন্তর ॥

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥
প্রথমে করিলা মুনি অট্টালিকা যত।
নানারত্নে বিচিত্র সে শোভা কব কত?
দুগ্ধ দধি ছানা ক্ষীর-ঘৃত মধু চিনি।
নানা জাতি সন্দেশ অমৃত রস জিনি॥
দিব্য সরোবর তাহে নানা জাতি ফুল।
দুর্লভ অপূর্ব্ব ফল মধুতুল্য মূল॥
দাস দাসী অশ্ব গজ বিচিত্র বিমান।
যাহার যেমতি বাঞ্ছা তেমতি বিধান॥
শয়ন জন্যেতে শয্যা দুগ্ধফেণ জিনি।
ক্রীড়া জন্য সৃষ্টি করে রূপসী তরুণী॥
গন্ধমাল্য বসন ভূষণ নানা রঙ্গ।
নৃত্য গীত স্থানে স্থানে বাদ্যের তরঙ্গ॥
দেবতাদি মুনিগণে করে পরিতোষ।
সকলের হৃষ্টমন পরম সন্তোষ॥
শিব শিবা পূজা করি বর মুনি চায়।
লজ্জানিবারিণি লজ্জা রাখ এই দায়॥
শিব শিবা আজ্ঞা লৈয়া কর্ম্ম আরম্ভিলা।
বিধি বাক্যে বামনের যজ্ঞসূত্র দিলা॥
গান করে কিন্নর কিন্নরী নৃত্য করে।
বেদ পড়ে মুনিগণ বেদবিধি স্বরে॥
বামনেরে নারদ করিলা নিবেদন।
গায়ত্রী মন্ত্র হে কর্ণে দিবে কোন্ জন?
যাঁর মন্ত্র জপ লোক মুক্তিপদ পায়।
তার কর্ণে মন্ত্র দিব কি হবে আমায়?
মনে যদি করি প্রভু মুখে না বেরয়।
কেমন করিব বল কি হবে উপায়?
বামন বলেন মুনি ভাব কেন আর?
দিয়া কর্ণে মহামন্ত্র করহ নিস্তার॥
শরীরী হইলে এই আছে ব্যবহার।
ইহাতে অধর্ম্ম মুনি হবে না তোমার॥
বেদমাতা গায়ত্রী যে চিন্ময়রূপিণী।
যাঁর মন্ত্র জপি ধন্য ধন্য আমি মুনি॥
জগন্মাতা এখানে পরমভাগ্য জন্য।
জন্মে জন্মে আমার আছিল কত পুণ্য॥
তিন গুণে তিন জনে ইহার সৃজন।
এক গুণে শুন মুনি আমি একজন॥
নাম নিলে চারিফল কিবা নাম কার।
শক্তি বিনা মুক্তি নাই কহিলাম সার॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

ধুয়া। দয়া কর হে বামন অধম অকিঞ্চনে।

নারদ বলেন প্রভু কি করিব বল?
বামন বলেন কর জনম সফল॥
শুনি মহামন্ত্র মুনি দিলা বামনেরে।
বামন পাইয়া মন্ত্র ভাবেন অন্তরে।
ইচ্ছা, জগদম্বা ভিক্ষা যদি দেন আগে।
এই কথা ভাবিয়া আছেন মনোযোগে॥
ভিক্ষা দিতে দেব মুনি সকলে আইলা।
অদিতি আইলা মুনিকন্যা যত ছিলা॥
কৃপা করি কৃপানাথ কৃপাময়ী সঙ্গে।
ভিক্ষা দিতে বামনে আইলা মনোরঙ্গে॥
কশ্যপ বলেন ভিক্ষা আগে কেবা দিবে।
বিচার করিয়া সবে বল কি হইবে?
নানামত মনে মুনি ভাবেন তখন।
বামন বলেন পিতা ভাব কি কারণ?
ব্রহ্মণ্য দেবের মাতা দাণ্ডায়ে সাক্ষাতে।
জগন্মাতা সাক্ষাতে কি করে মতামতে?
সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী কর্ত্রী সবাকার।
পিতৃপিতামহমাতা জননী আমার॥
পদাম্বুজপ্রসাদে আমারে কে না জানে?
মম ভক্ত সে জন যে জন শক্তি মানে॥
উপাসনা আমার করয়ে যেই জন।
মোক্ষ দিব জানে যদি শক্তির ভজন॥

একেকালে সকলেতে সায় দিয়া উঠে।
মুনি বলে এ ভাগ্য কি খাট পুণ্যে ঘটে ?
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

রাগিণী সারঙ্গ। তাল ধামার।

ধুয়া। কে চিনে তোমারে তারা, বিধাতার অগোচরা,
কার ভাগ্যে কোন ভাবে হও মা সদয়া।
সীতারূপে রাবণ করিলা ধ্বংস দেবতার হইয়া সহায়।

বেদমাতা বামনেরে, ভিক্ষা দিতে ধীরে ধীরে
গজনিন্দি গমনে চলিলা।
আসিয়া অন্নদা মায়া, বামনেরে করি দয়া,
বামন সাক্ষাতে মাতা গেলা ॥
বামন জননী বলে, দণ্ড হাতে ঝুলি খুলে,
'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলে।
অন্নপূর্ণা অন্ন দিলা, বামন হস্তেতে নিলা,
জয় জয় বলহ সকলে ॥
দীর্ঘদণ্ড নমস্কার, চরণে পড়িয়া মার,
স্তুতিপাঠ করেন বামন।
স্নেহে মাতা হস্ত ধরি, লইলেন কোলে হরি,
আশীর্ব্বাদ সন্তানে যেমন ॥
তুমি মম গজানন, জানে সে আমার মন,
আর কে জানিবে তব তত্ত্ব ?
লীলাভেদে ভেদ কায়, যোগী যে জানে তোমায়,
ভিন্ন ভাবে যে জন উন্মত্ত ॥
তুমি ব্রহ্মসনাতন, যে জন করে ভজন,
সেই ধর্ম্মকর্ম্ম অধিকারী।
পূজন আগে তোমার, যে করে সে জানে সার
আমি তারে আগে রক্ষা করি ॥
বামন আহ্লাদে কন, শুন মাতা নিবেদন,
বিশ্বজাত জান তা সকলি।
কৃপাবলোকন দৃষ্টি, হইলে বাঁচে মা সৃষ্টি,
ছলে বলে খাট হয় বলি ॥
প্রসন্ন জননী কালী, হবে খাট বাছা বলি,
সে কিন্তু সামান্য লোক নয়।
মহেশের প্রিয়ভক্ত, জান সে যেমন শক্ত,
ভক্তিভাবে যদি খাটো হয় ॥
এইরূপে বামনেরে, ভিক্ষা দিয়া স্থানান্তরে,
উপবিষ্ট মহাসিংহাসনে।
তদন্তরে যে যেমন, ভিক্ষা দিতে আগমন,
করে সবে মহাহৃষ্ট মন ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী তাল মধ্যমান।

ধুয়া প্রভু কিঞ্চিৎ ফিরিয়া চাও হে অধম জনে।

অদিতি আসিয়া দিলা কৌপীন দুখানি।
বস্ত্র নয় বৃক্ষছাল হেতু অভিমানী।
বামন কৌপীন দুটি করিয়া মাথায়।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলা মার পায় ॥
অদিতি কোলেতে নিয়া খেদে কিছু কয়।
বৃক্ষছাল বাছা তব উপযুক্ত নয় ॥
নানা রত্ন দেয় লোক ভাগ্য থাকে যার।
এ জন্মে এ খেদ বাছা যাবে না আমার ॥
বিমাতা তোমার যারা তারা তো বাঘিনী।
তপস্যায় যায় দিন পিতা তব যিনি ॥
অসুরের ভয়ে ভীত, আগের সন্তান।
দেখিয়া তোমার মুখ আছে বাছা প্রাণ ॥
দুঃখের সাগরে ভাসি, নাহি পারাপার।
ভরসা কেবল তুমি, কত কব আর ॥
শুনিয়া মায়ের খেদ, কহেন বামন।
সান্ত্বনা করেন মার ধরিয়া চরণ ॥
ভাব কেন আর মাগো শুন তবে কহি।
ক্ষুদ্রমূর্ত্তি বটি কিন্তু কাজে ক্ষুদ্র নহি ॥

শুন গো জননী আমি আর কি বলিব।
ভুবন করিয়া জয় দুঃখ ঘুচাইব॥
বুঝাইয়া জননীরে কহিলা বামন।
ভিক্ষা দিতে আর সবে আইলা তখন॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥
ভিক্ষাপাত্র ভদন্তর, ভিক্ষা দিলা স্মরহর,
আশীর্ব্বাদ করিলা তখন।
বামন বন্দিলা পদ, মহাদেব গদ গদ,
কোল দিয়া মিলিলা দুজন॥
কৃষ্ণাজিন অতি ধন, কশ্যপ দিলা তখন,
কমণ্ডলু ব্রহ্মা ভিক্ষা দিলা।
যজ্ঞসূত্র বৃহস্পতি, কুবের আহ্লাদে অতি,
দিব্যবস্ত্র প্রদান করিলা॥
ভৃগু দক্ষ ভরদ্বাজ, শাতাতপ ঋষিরাজ,
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বাল্মীক।
পুলস্ত্য পৌলস্ত্য গর্গ, দুর্ব্বাসা শাণ্ডাস্ত ভর্গ,
বামদেব মরীচি অষ্টক॥
যমদগ্নি পরাশর, ব্যাস অত্রি মুনিবর,
গৌতম নারদ তপোধন।
ভার্গব জৈমিনি সুত, মার্কণ্ডেয় গুণযুত,
অঙ্গিরা চ্যবন দ্বৈপায়ন॥
অগস্ত্য জ্ঞানের জ্ঞানী, মরীচি সৌভাগ্য জানি,
লোমশাদি সবলে আইলা।
ফল মূল কুশাসন, ভিক্ষা দিয়া মুনিগণ,
আশীর্ব্বাদ সকলে করিলা॥
মুনিকন্যা যত জন, সম্ভব যার যেমন,
ফল মূল দিলা সুমধুর।
জগতের কর্ত্তা যিনি, ব্রত ভিক্ষা নিলা তিনি,
ফল মূলে হইল প্রচুর॥
ভিক্ষা দিয়া মুনিগণ, বিদায় হইয়া যান,
বলি-যজ্ঞে করিলা গমন।
বামন দেখিয়া কন, অন্য চিত্ত কি কারণ,
কোথা যাও কহ বিবরণ॥
মুনিগণ কন তবে, বলি-যজ্ঞে যাই সবে,
নিমন্ত্রণ তথাকার আছে।
বামন হাসিয়া কন, জানিলাম যে যেমন,
যাকু সবে আমি যাব পাছে॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

রাগিণী মালকোষ। তাল জৎ।

ধুয়া। প্রভু হে তোমার মায়া জানে কোন জন।
ভূভার হরণ জন্য, অদিতিরে করে ধন্য,
অবতার হইলে বামন।

অদিতিরে কন কিছু বামন তখন।
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম ভিক্ষা সে জীবন॥
শুনিনাম বলি যজ্ঞ করে বারে বারে।
বলি সম দাতা নাই এ তিন সংসারে॥
আজ্ঞা কর মাগো আমি যাব বলি-কাছে।
আনিব প্রচুর ধন যত মনে আছে॥
অদিতি শুনিয়া বলে শুন বাছাধন।
এমন ধনেতে কিছু নাহি প্রয়োজন॥
বলি যে দেবের শত্রু সকলি নিয়াছে।
কি জানি দেবের ভাগ্যে আর কত আছে॥
অতি শিশু তুমি বাছা নবীন বয়স।
তাহে খর্ব্ব কলেবর না চিন সে দেশ॥
অন্য লোক যায় যদি, দশ দিন হয়।
তোমার চলনে হবে মাস পাঁচ ছয়॥
ধন লোভে বাছা আমি তোমা হারাইব।
কুবরী পক্ষিণীর প্রায় পথ চায়ে রব॥
তোমা না দেখিয়া শোকে ত্যজিব জীবন।
মাতৃহত্যা হবে বাছা শুন রে বামন॥
এমন নাহিক কাছে মা কথাটি বলে।
অন্ধের যেমন যষ্টি তুমি মাত্র কোলে॥

কোলে করি তোমা ধনে এক্ষণ কাটান।
গোত্র না থাকিলে আমি ভিক্ষা করে খাব॥
বামন মায়ের কথা শুনিয়া চিন্তিত।
ভাবেন মনেতে ভাল দায় উপস্থিত॥
কিঞ্চিৎ ভাবনা পরে কহেন বামন।
কিরূপে ভুলাব মাকে করিব কেমন॥
শুন গো জননী তুমি না ভাবিও আর।
যখন ডাকিবে দেখা পাইবে আমার॥
অদিতি বলেন বাছা সে আর কেমন।
তোমার সমান দেখা পাব একজন॥
এমন কথায় আমি প্রত্যয় না যাই।
তবে হয় বারেক দেখিতে যদি পাই॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী বেহাগ। তাল তেওট।

ধুয়া। ভজরে মন, অদিতিনন্দন, বামন চরণে।
মিছা এ সংসার ভাব, সাহস করহ কাব,
যদি যাবে ভব পাব, ভুলনা শ্রীনারায়ণে।

বামন বলেন মাতা স্থানান্তরে যাও।
ভাবিলে এমন রূপ যদি দেখা পাও॥
তবেতো বিদায় মাগো করিবে আমারে।
অদিতি বলেন, ইহা হৈলে হৈতে পারে॥
এত বলি অদিতি গেলেন স্থানান্তরে।
চক্ষু মুদি বামনেরে দেখেন অন্তরে॥
অন্তরে দেখিয়া রূপ চক্ষু মেলি চায়।
দেখেন কোলের কাছে বামন খেলায়॥
চমৎকার চঞ্চলাক্ষী দেখিয়া তখন।
ভাবে বুঝি ভোজবিদ্যা জানেন বামন।
এত ভাবি অদিতি বামনে পুনঃ কয়।
প্রাকৃত এমন জ্ঞান মনে নাহি লয়॥
বামন বলেন, তবে ভাব আর বার।
সত্য মিথ্যা এবার জানিবে মাগো সার॥
বামনের কথা শুনি ভাবেন অদিতি।
দেখে হৃদপদ্ম মধ্যে গোলকের পতি॥

অদিতি ভাবেন মনে এ জন্ম ধন্য।
চৈতন্য রূপেতে চিত্তে জন্মিল চৈতন্য॥
সংসার হইল তুচ্ছ তুচ্ছ মায়াজাল।
ভক্তিফল পরিণত প্রসন্নকপাল॥
অদিতি বলেন নিত্য ধ্যান করি যারে।
মা বলিয়া চরিতার্থ করিলা আমারে॥
উদয় হইল যদি অন্তর অম্বরে।
বলে তবে খেল বাছা মানস সাগরে॥
মুদিয়াছি চক্ষু আমি না মেলিব আর।
পাইয়া পরমনিধি ছাড়া অতি ভার॥
অদিতি ধ্যানেতে আছে ডাকেন বামন।
শুনিতে না পায় কিছু যোগে আছে মন॥
বামন দেখিয়া মনে মন্ত্রণা করিলা।
অদিতি হৃদয় হইতে বাহির হইলা॥
ধ্যানভঙ্গে অদিতির স্বপ্ন জ্ঞান হয়।
বামনেরে খেদেতে অদিতি কিছু কয়॥
কেন বাছা বিড়ম্বনা করিলে আমারে।
তব মায়া কার সাধ্য কে বুঝিতে পারে॥
বুঝিলাম যাবে বাছা বলির ভবন
সাবধান হবে পথে শুন রে বামন॥
নিজ মায়া নারায়ণ প্রকাশ করিলা।
প্রণাম করিয়া মায় বিদায় হইলা॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

বামন চলিল রঙ্গে, পথে ভিক্ষুকের সঙ্গে,
নানা বাক্য করিয়া বিচার।
দুঃখী দীন দ্বিজগণ, চলিয়াছে অগণন,
অনুরাগ করিয়া রাজার॥
বামনেরে দেখি তবে, হরি হরি বলে সবে,
ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব লীলা।
কিবা রূপ সুধা যেন, কথা শুনি কন হেন,
প্রাণ মম হরিয়া লইলা॥
কেহ চায় পরিচয়, কেহ বলে দয়াময়,
কেহ বলে ইচ্ছা কোলে করি।

কেহ বলে হায় হায়, কেমন করিয়া মায়,
ছাড়িয়া দিয়াছে আহা মরি ॥
বামন তখন কন, শুন প্রভু দ্বিজগণ,
বেলা যায় চলহ এখন।
একথা শুনিয়া সবে, মহা আনন্দিত তবে,
উপনীত বলির ভবন ॥
বলি মহাদাতা শান্ত, দক্ষিণাতে দক্ষিণান্ত,
শত যজ্ঞ করি সমাপন।
বসিয়াছে দিয়া বার, হেন কালে কাছে তাঁর,
ধীরে ধীরে আইল বামন ॥
সূর্য্যের কিরণ যেন, বামনের তেজ হেন,
দেখে রাজা শীঘ্র উঠে অতি।
ভক্তিভাবে গদ গদ, বন্দিলা বামন পদ,
বলে একি রূপ শান্ত মতি ॥
ইনি যদি ভিক্ষা চান, করিব সার্থক দান,
হেন ভাগ্য হইবে কখন।
বলে প্রভু নিবেদন, কিবা হেতু আগমন,
পরিচয় জিজ্ঞাসে রাজন ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন না নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

রাগিণী জয়ন্তী। তাল মধ্যমান।
ধুয়া। কিঞ্চিৎ করুণা কর নরাধম জনে।
আমি অতি মূঢ়মতি স্থান দেহ শ্রীচরণে।

পরিচয় বামনেরে বলি জিজ্ঞাসিলা
কি নাম কোথায় ঘর কি জন্য আইলা ॥
কেমনে জীবন ধরে ছেড়ে দিল মায়।
মায়ে কি এমন পারে যদি প্রাণ যায় ॥
বামন কহেন কি কহিব পরিচয়?
ভিক্ষুকের পরিচয় কে করে প্রত্যয় ॥
ভিক্ষুকের পুত্র আমি মাতা তপস্বিনী।
আমার জননী যিনি ত্রিগুণধারিণী ॥
নিজে গুণহীন আমি ভিক্ষা করে খাই।
সংসার অসার পাট, নাহিক বালাই ॥
শুনিয়া তোমার নাম কর্ণ জুড়াইল।
চক্ষের আছিল খেদ ঘুচাতে আইল ॥
যশ সম সুদুঃখিত নাহে ত্রিভুবনে।
তুমি যদি দূর কর ইঙ্গিত নয়নে ॥
বামনের কথা শুনে রাজা ভাবে তবে।
হবে কি এমন ভাগ্য তুমি ভিক্ষা লবে ॥
বলি বলে বামন রে চাহ কোন্ ধন।
তোমাকে অদেয় কিছু না আছে বামন ॥
বামন বলেন ভিক্ষা চাহিব কি আমি।
চাহি যদি নাহি দেও হবে অধোগামী ॥
তবে হয় প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা যদি কর।
তবে চাই ভিক্ষা আমি শুন নৃপবর ॥
বলি ভাবে বামনের হইয়াছে ভয়।
প্রতিজ্ঞা না করি যদি না হবে প্রত্যয় ॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

রাগিণী মুলতান। তাল ঝাঁপতাল।
ধুয়া। কৃষ্ণ ভরসা কেবল করুণাময় নাম তোমার।
দয়া করে কর প্রভু ভবনদী পার।

বলি বলে শুন প্রভু ভয় কি তোমার।
যাহা চাও দিব আমি কহিলাম সার ॥
এত বলি প্রতিজ্ঞা করিল তিন বার।
সত্য সত্য পুনঃ সত্য প্রতিজ্ঞা আমার ॥
স্বস্তি বলি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বামন।
তিনপদ ভূমি ভিক্ষা চাহিল তখন ॥
রাজা বলে বুঝি নাই বল আর বার?
বুঝাইয়া বামন কহিল সমাচার ॥
বালক জ্ঞানেতে বলি বামনেরে কয়।
ত্রিপদ ভূমি ত প্রভু উপযুক্ত নয় ॥
আগে যে কহিয়া প্রভু তুষ্ট করেছিলে।
এ কথায় কেবল মনেতে দুঃখ দিলে ॥

গ্রাম রাজ্য সোনা চুনি মুক্তা কিম্বা মণি।
চাহ যে বাসনা প্রভু দিব তা তখনি।
লইয়া ত্রিপদ ভূমি বল কি করিবে।
হবে তব কি স্বনাব লোক হাসাইবে॥
হেরি রূপ তোমার সংসার তুচ্ছ হয়।
তোমারে অদেয় কিছু নাহি মহাশয়॥
বামনেরে বলিরাজা বালক জানিয়া।
বুঝাইয়া কহে তারে অনেক ভাবিয়া॥
প্রকৃত ভিক্ষুক নহে হবে কি সম্মত।
তবে হৈত সম্মত প্রকৃত যদি হৈত॥
চক্রীর চরিত্র চিন্তা বুঝা কিছু ভার।
বলি কি বুঝিবে চক্র, বুঝা সাধ্য কার॥
বামন বলিলা, বলি বলিলে অনেক।
তোমার সমান দাতা না দেখি জনেক॥
শুনিয়া তোমার কথা যে আহ্লাদ হৈল।
কি কব মনের কথা মনেতে রহিল॥
ধনে জনে কি কাজ লইলে কিবা হবে।
স্থায়ী নহে মিথ্যা ধন কতকাল রবে॥
সংসারী নহি যে আমি ধন কি করিব।
লইয়া বাল হ ধন সংসারী হইব॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া কিন্তু গৌণ অনুচিত।
ধর্ম্মকর্ম্মে গৌণ করা নহে ভাল রীত॥
বলি বলে ভাল জন্মে ছিল আকিঞ্চন।
ভাল কথা না শুনিলা বালক বামন॥
দেখে বামনেরে বলি বলিছে তখন।
কহ সে কেমন মত করিব কেমন॥
কুশ বারি নিয়া রাজা বসিল তখন।
ভৃগুকে বলেন প্রভু পড়াও বচন॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥

ভৃগু বলে নৃপবর, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর,
বলি আগে শুন শিবদাস।
বামন মনুষ্য নয়, দিয়াছে যে পরিচয়,
কথা যেন সকলি আকাশ॥
যদ্যপি ত্রিপদ ভূমি, বামনেরে দেও তুমি,
ভাবে বুঝি বিপদ ঘটিবে।
রাজা বলে নিবেদন, প্রতিজ্ঞা নহে ভঞ্জন,
এই কর্ম্মে মানা না করিবে॥
কুমন্ত্রণা দিয়া নানা, শুক্রাচার্য্য করে মানা,
রাজা বলে যদি যায় প্রাণ।
তথাপি আমার বাণী, খণ্ডিবে না মনে জানি,
বামনেরে দিব আমি দান।
আচার্য্য বলেন রাগে, ধ্যান করি দেখি আগে,
এত বলি করে মুনি ধ্যান।
যোগেতে দেখেন সর্ব্ব, বলে রাজা তব গর্ব্ব,
খর্ব্ব হবে, ইনি ভগবান॥
বলে রাজা আমি ধন্য, ধন্য যাগ ধন্য পুণ্য,
তবে আর গৌণ অনুচিত।
মুনি বলে একি দায়, বুঝিলাম শিষ্য যায়,
কি করিব হইল ভাবিত॥
শুক্রাচার্য্য বলে তবে, সস্ত্রীক হইতে হবে,
দান কর রাণীকে কহিয়া।
রাজা রবে এ কথা বলি, যায় যথা বৃন্দাবলী,
মান করে আগে তারে গিয়া॥
রাণী কাছে রাজা গিয়া কহিলেন বিশেষিয়া,
বৃন্দাবলী শুনে পুলকিত।
ভাগ্য কি ইহার পর, শীঘ্র চল নৃপবর,
এত বলি চলিল ত্বরিত॥
মানা করে তপোধন, না শুনিয়া দুইজন,
উপস্থিত বামনের কাছে।
বৃন্দাবলী রূপ হেরি, বলে আহা মরি মরি,
ইহারে অদেয় কিছু আছে?
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
কিবা রূপ কিবা লাবণ্য, ইহার জননী ধন্য,
ধন্য ধন্য ইহার জনক।

জিনি পদ্মরাগ মণি পদতলে শোভা গণি,
মণিতে কি জড়িত কনক।
খর্ব্ব সুকোমল কায়, কেমনে ছাড়িল মায়,
প্রণাম করিয়া রাণী বলে।
নাভি বক্ষ কক্ষতল, প্রকাশ যেন কমল,
ওষ্ঠাধর জিনি বিম্বফলে॥
মুক্তা যিনি দন্তপাতি, শশী জিনি হাস্য ভাতি,
খগ চঞ্চু তুল্য কিবা নাসা।
ইন্দীবর চক্ষু যেন, দেখি নাই চক্ষে হেন,
অধরে সমান শুনি ভাষা॥
শ্রুতির গহ্বরে যেন, শশী ভানু নিকেতন,
শ্রম-ভয়ে আছে পলাইয়া।
শ্রমভয়ে গুপ্ত আছে, লোকে তারে দেখে পাছে,
সেই বুঝি দেখে উঁকি দিয়া।
কিম্বা কাল ভুজঙ্গিণী, গর্ত্তেতে রাখিল মণি,
গর্ভবতী তৃষ্ণায় অস্থির॥
চক্ষু দেখি চলচল, মনেতে ভাবিয় জল,
ভুরু ছলে হয়েছে বাহির।
সুনবীন ব্রহ্মচারী, কৌপিন করঙ্গধারী,
কিবা শোভা ধূলাগুলি পায়॥
হীরার কণিকা হেন, সোণায় জড়িত যেন,
কিম্বা জীব পরমাণু-প্রায়।
রাজারে ভৎর্সনা করি, বামনের পায় ধরি,
মহারাণী আদরে ধোয়ায়॥
এমত কপাল কার, পদধৌত করে তাঁর,
যাঁর পদ বিধাতা ধেয়ায়।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী মুলতান। তাল মধ্যমান।

ধুয়া। পার কর ওহে হরি অদিতির নন্দন।
আমি ভজনবিহীন, শুন ওহে নারায়ণ,
দীন দেখে দীন জনে কর হে তারণ।

বৃন্দাবলী অনুযোগ রাজারে করিয়া।
সিংহাসনে বামনেরে যতনে বসাইয়া॥
পদ ধৌত করে রাণী, মুছায় অঞ্চলে।
চমৎকার চিহ্ন নানা দেখে পদতলে॥
কম্বু কলসার্দ্ধ চন্দ্র জানু উর্দ্ধরেখা।
চাপাচক্র চিহ্ন জবা অরাবিন্দ লেখা॥
গোষ্পদ ত্রিকোণ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পরে।
দেখিয়া রাণীর চক্ষে প্রেমধারা ঝরে॥
পরশ পরশে যেন লোহা হয় সোণা।
অচৈতন্য ছিল রাণী জন্মিল চেতনা॥
স্তব করে বৃন্দাবলী, বলে দয়াময়
প্রবঞ্চনা এত করা উপযুক্ত নয়॥
দাসী আমি, দাস বলি চিহ্নিত তোমার।
মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর এই বার॥
বৃন্দাবলী ভক্তি দেখি ভাবেন বামন।
আপনি যেমন রাজা রাণী যে তেমন॥
রাজারে ডাকিয়া রাণী বলে কর দান।
ভাগ্য কি ইহার পর হনি ভগবান॥
পুনঃ রাণী বলে, প্রভু শুন নিবেদন।
বলি তব নিজ দাস দেখাও চরণ॥
রাণীর ভকতি দেখি সদয় হইলা।
পুনর্ব্বার পদ দুটি রাণীর হাতে দিলা॥
রাণী বলে মহারাজ জনম সফল।
স্থির হয়ে দেখ দেখি চরণ কমল॥
শুনিয়া রাণীর বাণী দেখে সে চরণ।
হেরে সে চরণ মধ্যে এ তিন ভুবন॥
শক্তি বিনা মুক্তিজ্ঞান দেয় শক্তি কার?
সামান্য শক্তিতে জ্ঞান দিলেক রাজার॥
ভাবিয়া বুঝিলা মনে ইনি ভগবান।
দিব্যজ্ঞান জন্মিল বামনে দেয় দান॥
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী॥
বলি বলে গুরু, মন্ত্র পড়াও আমায়ে।
শুক্রাচার্য্য বলে, বল দান দিবে কারে?

ক্রোধ করি ভৃগুমুনি হয় অদর্শন।
কি করিব, বামনেরে বলেন রাজন ?
বামন বলেন, রাজা, ভাব কি কারণ ?
কুশবারি লও, আমি পড়াব বচন ॥
ত্রিপত্র লইয়া রাজা, লাগিল ভাবিতে।
জলপাত্রে জল নাই, দেখে আচম্বিতে ॥
শুক্রর নিষেধ বাণী, পূর্ব্বে না শুনিল।
সেই ক্রোধে, জলপাত্র মধ্যে গিয়াছিল ॥
বামন চক্রীর চূড়া, জানেন সকল।
রাজাকে বলেন, কুশাঘাতে লও জল ॥
শুনি রাজা জল পাত্রে কুশাঘাত করে।
কুশাঘাতে কাণা হৈয়া ভৃগু যান ঘরে ॥
আনন্দেতে জল রাজা ত্রিপত্রে লইলা।
মন্ত্র পড়ি বামনের হস্তে জল দিলা ॥
রাণী গেল ঘরে পরে বন্দিয়া চরণ।
স্বস্তি বলে বামন হইল অবামন ॥
হইল বিরাটমূর্ত্তি প্রকাণ্ডশরীর।
দেখিয়া রাজার কম্প, কম্প পৃথিবীর ॥
বামপদে পৃথিব্যাদি লইল তখন।
স্বর্গেতে উঠিল গিয়া দক্ষিণ চরণ ॥
ব্রহ্মা দিল পাদ্য অর্ঘ্য জাহ্নবীর জলে।
যারে বাছা ভগীরথ আনিলে ভূতলে ॥
বলিরে বামন আজ্ঞা করেন তখন।
বাকী একপদ ভূমি, দেও হে রাজন ॥
না দিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে তোমার।
হইবে নরকগামী শুন সমাচার ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা করে নিবেদন।
কোথা পাব ভূমি আর ? লও হে জীবন ॥
ক্রোধে প্রভু গরুড়েরে স্মরণ করিলা।
জানিয়া গরুড় তথা তখনি আইলা ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দীন জ্ঞান কিছু নাই।
দয়াকর দয়াময়ী এই ভিক্ষা চাই ॥
পক্ষিরাজ প্রণমিয়া, বলে প্রভু কি লাগিয়া,
নিজ দাসে করিলা স্মরণ।
দেখি নাই মূর্ত্তি হেন, স্বরূপে বিরূপ কেন,
কার বুঝি লইবে জীবন ?
ভৃত্য আমি তা জানাবাত আজ্ঞা হৈলে কিনা পারি,
সমুদ্র শোষণে শক্ত হই ॥
নখেতে পৃথিবী ধরি, উড়ি যদি মনে করি,
কেবল ও পদবলে জয়ী।
আজ্ঞা যদি কর তুমি, চঞ্চুতে ধরিয়া আমি,
স্বর্ণ গিরি করি উৎপাটন ॥
নহে দেব ঋষগণ নাগ আদি যত জন,
সর্ব্বশুদ্ধ করিব ভোজন।
পক্ষিরাজ দম্ভে কয়, রাজার হইল ভয়,
ভাবে রাজা প্রাণ বুঝি যায় ॥
শুনিয়াছি বেদে কয়, যতোধর্ম্মস্ততোজয়,
দান দিয়া একি হৈল দায় !
পর দ্বেষ প্রবঞ্চনা, শিষ্টদণ্ড কুমন্ত্রণা
করি নাহি জানি মহাপাপ ॥
মিথ্যা কভু কহি নাই, বিপ্র অপমান করা নাই,
কোন্ জন দিল অভিশাপ ?
রাজা যত খেদ করে, প্রভু না শুনিয়া পরে,
গরুড়েরে বলেন বামন।
মিথ্যাবাদী রাজা অতি, দণ্ড কর শীঘ্রগতি,
কর নৃপে নিগড় বন্ধন ॥
পক্ষিরাজ আজ্ঞা পেয়ে, রাজারে ধরিল গিয়ে,
রাহু যেন ভানু গরাসল,
দেখে রাজা ম্রিয়মান, ভয়ে শুকাইল প্রাণ,
বুক মুখ কাঁপিতে লাগিল ॥
খগেশরে রাজা কয় শুন পক্ষী মহাশয়,
বান্ধ কেন কি দোষ আমারি।
অবিচারে মান যায়, দণ্ড হই মিছা দায়,
কোথা ভূমি পাব বল আর ?
খগেন্দ্র না শুনে পরে, নিগড় বন্ধন করে,
বামন কহেন ইশারায়।
দেখ হবে সাবধান, বলি যে আমার প্রাণ,
ছাড় যেন কোনা না পায় ॥

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি॥
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
ক্রোধ করি যুদ্ধ হেতু সাজে সেনা যত।
ক্রমে ক্রমে জড় হৈল পঙ্গপাল মত॥
বলিকে বন্ধন করি, বলেন বামন।
বাকি এক পদ ভূমি, দেও হে রাজন॥
নতুবা উচিত ফল হইবে তোমার।
কান্দি রাজা বলে প্রভু কোথা পাব আর?
রাজ-সেনাপতি সবে বন্ধন দেখিয়া॥
অবিচার জানি তবে উঠিল কুপিয়া।
বলে বুঝি ধর্ম্ম নাই, একি বিড়ম্বন॥
সর্ব্বস্ব করিল দান তথাপি বন্ধন!
খাইয়াছ লবণ সার্থক কর তার,
প্রাণ যায় সেহ ভাল দেখ মুখ কার?
দেখাত না যায় ভাই প্রভুর বন্ধন,
মহাবীর শিবদাস করিছে রোদন॥
খড়্গী চর্ম্মী ধানুকী কেহ বা অশ্বোপরে।
লক্ষ লক্ষ মহারথী বীরদর্প করে॥
রাজারে হেরিয়া সবে করে নিবেদন।
আজ্ঞা কর মহারাজ করিব কেমন?
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য কিম্বা বরুণ পবন॥
আজ্ঞা কর করি নষ্ট তুচ্ছ কি বামন!
রাজা বলে সেনাগণ আজ্ঞা দিব কারে।
বামনে দিয়াছি দান, তোমা সবাকারে॥
রাজ্য ধন জন আমি করিয়াছি দান।
বাকি মাত্র আছে বাছা আমার পরাণ॥
ভাবে বুঝি তাহা শীঘ্র যাইবে ও পদে।
তোমরা আমারে কেন ফেলাও আপদে॥
শান্ত হৈয়া সকলে ফিরিয়া ঘরে যাও।
আর কেন তোমরা আমার মুখ চাও॥
শুনিয়া রাজার বাণী যত সেনাগণ,
শান্ত হৈল রাজা শান্ত রহেন বামন॥

অসার ভাবিয়া শেষে ডাকে স্মরহরে।
দ্বিজ বলে শুনহ যে রূপে স্তব করে॥

রাগিণী মুলতান। তাল মধ্যমান।

ওহে মোরে ত্রাণ কর শঙ্কর শম্ভু শঙ্কটে,
এ দীনেরে রক্ষা কর আসিয়া নিকটে।

করুণা কর হর, শঙ্কর শশীধর,
সুরেশ যোগেশ মহেশ।
ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি, ত্রিশূল জটাধারী,
ত্রিপাপ হর ভবক্লেশ॥
কি কব কাশীপতি, বিশ্বের তুমি গতি,
আমি যে চিহ্নিত তোমার।
বামনে দিয়া দান, হইল অপমান,
দেখ না ঘাটি কি আমার!
কাতর রাজা অতি, জানিয়া যোগপতি,
শূন্যেতে করিলা গমন॥
ঝটিতি উত্তরিলা, বামন যথা ছিলা,
কহিতে লাগিল তখন।
আনন্দে উভয়ত, সে ভাব কব কত,
হরিরে কহেন ঈশান॥
শুন হে দয়াময়, এ তব যোগ্য নয়,
বলিরে করহ সম্মান॥
পরম ব্রহ্ম সার, তোমার অবতার,
ভূভার হরিতে কেবল।
কে জানে তব মায়া, রাজারে পদছায়া,
দেহ হে ভকতবৎসল॥
বামন শুনি কন, শুনহ ত্রিলোচন,
আমি কি বেঁধেছি রাজারে।
বলি যে ভক্তিগুণে, বান্ধিলা দেখ মনে,
আমারে চিরকাল দ্বারে॥
আনন্দে হরিহর, বিদায় পরস্পর,
মহেশ কন দৈববাণী।
ভাব কি বলি আর, শুন হে সমাচার,
যাও হে যথা আছে রাণী॥

মিছা কি কারণ, ভজ নারায়ণ,
ভজ প্রভুর চরণে ;
শ্রীদুর্গাপ্রসাদেরে, ফেল না আর ফেরে,
যম যে দিন মনে গণে ॥

রাগিণী ঝিঁঝোটী ।

ধুয়া । দয়া কর দীন দয়াময় অদিতিনন্দন এইবার,
অকিঞ্চনে ভবার্ণবে কর প্রভু পার ।
মিছা কি কর মন, ভজরে নারায়ণ মজরে প্রভুর চরণে
কৃপানাথ নামগুণে ।

বলি বামনেরে বলিয়া তখন ।
রাজরাণী নিকটে করে গমন ॥
উপনীত যথা ছিলা বৃন্দাবলী ।
হাতে বন্ধন রোদন করে বলি ॥
খেদে বৃন্দাবলী বলি কহে নৃপবরে ।
এ কি বন্ধন দেখি যুগল করে ?
কেন কেন জল চক্ষে ঝরে ।
সহেনা সহেনা সহেনা শরীরে ॥
এত অপমান কে করে তোমারে ?
অভিশাপ আমি করিব তাহারে ।
সতী সাধ্বী কোপে চাহে শাপ দিতে ।
ভয়ে ভগবান্ ভাবিছেন চিতে ॥
পতিব্রতা সতী যদি কোপ করে ।
পারে যা মনে ধরে কটাক্ষভরে ॥
বামন তখন ভাবেন অন্তরে ।
রাজা বৃন্দাবলীরে বারণ করে ॥
রাজা রাণীরে বলে বল কি তুমি ।
বান্ধিয়াছে বামন না পেয়ে ভূমি ॥
যে বামন মূর্ত্তি নাহিক এখন ।
দুই পদে নিলা প্রভু ত্রিভুবন ॥
বাকি একপদ ভূমি কোথা পাব ।
কি রূপে দিয়া প্রিয়ে ধর্ম্ম বাঁচাব ?
শুনি রাণী পরে কহিছে রাজারে ।
চল আমি যাব, তুমি দিব তাঁরে ॥
এতেক বলিয়া চলিল দুজনে ।
গিয়া প্রণমিল প্রভুর চরণে ॥
করি যোড়কর কহে গদ্গদে ।
প্রভু মুক্ত কর শ্রীদুর্গাপ্রসাদে ॥
বৃন্দাবলী বলে প্রভু শুন ভগবান্ ।
চিহ্নিত দাসেরে কেন এত অপমান ?
গুণাতীত গুণ তব দয়াময় নাম ।
করুণা করিয়া প্রভু হও কেন বাম ?
বান্ধিবে যদ্যপি তুমি বাঞ্ছা মনে থাকে ।
রাজার বদলে প্রভু বান্ধহ আমাকে ॥
আমি দিব ভূমি মুক্ত করহ রাজারে ।
আর এক পদ কোথা দেখাও আমারে ॥
দেখিয়া রাণীর ভক্তি ভাবেন বামন ।
কিবা ভক্তি তুল্য দিতে না দেখি এমন ॥
বাঞ্ছাপূর্ণ হেতু প্রভু রাজার রাণীর ।
নাভি হইতে পাদপদ্ম হইল বাহির ॥
দেখিয়া চরণ-শোভা হইল চমৎকার ।
রাজরাণী ভাবে ভূমি কোথা পাব আর ॥
ছিন্নতরু সম দোঁহে পড়ে ভূমিতলে ।
রাখ পদ রাজার মাথায় রাণী বলে ॥
এই বই স্থান নাই শুন ভগবান্ ।
করিলাম চরণে জীবন মম দান ॥
ভক্তি জন্য জগন্নাথ প্রসন্ন হইলা ।
রাজার রাণীর শিরে, পাদপদ্ম দিলা ॥
কোলে লয়ে রাজারে বলেন নারায়ণ ।
যজ্ঞ পূর্ণ হইল, বর চাহ হে রাজন ॥
রাজা বলে, আর কোন বরে কাজ নাই ।
জন্মে জন্মে তোমার চরণ যেন পাই ॥
দয়া করি আর কিছু কহেন বামন ।
দ্বিজ বলে মন দিয়া শুন সর্ব্বজন ॥
হইল সম্পূর্ণ যজ্ঞ কেন বলি ভাব আর ।
কলিতে হইবা ইন্দ্র বাছা শুন সমাচার ॥
বলি বলে নিবেদন করি প্রভু রাঙা পায় ।
সম্প্রতি থাকিব কোথা আজ্ঞা কর সে উপায়

বামন বলেন, বলি পাতালে গমন কর।
দ্বারী হয়ে রক্ষা আমি করিব হে গুণাকর ॥
এত বলি দয়াময় বলিরে সঙ্গেতে করি।
পাতালপুরীতে গিয়া রহিল আনন্দে হরি ॥
বশিষ্ঠ কহেন ভগীরথ কি কহিব আর ?
বলির যেমন ভাগ্য, হেন ভাগ্য হবে কার ?
ত্রিপুরাসুরের কথা শুন বাছা অতঃপর।
যার ভয়ে ইন্দ্রাদির কম্পান্বিত কলেবর ॥
নিজ বলে হইয়াছিল এ তিন ভুবনপতি।
যার যুদ্ধে পরাজয় হয়েছিল লঙ্কাপতি ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে কৃপা কর নারায়ণ।
মৃত্যুকালে তব পাদপদ্মে যেন থাকে মন ॥

ভগীরথ রাজ্যভোগ চিরকাল করে।
শ্রুতি নামে এক পুত্র জন্মিলেন পরে ॥
রাজপুত্র তাহে নানা বিদ্যায় পণ্ডিত।
হীরা যেন হাটকেতে হইল জড়িত ॥
রাজঋষি মুনি আর তুষ্ট প্রজাগণ।
ভগীরথ তুষ্ট হয়ে ভাবেন তখন ॥
আর কেন ঐহিক সম্পদে কার্য্য নাই।
গঙ্গার চরণে গিয়া জীবন জুড়াই ॥
এত বলি পুত্রকে রাজ্য ভার দিয়া।
গঙ্গাতীরে বসিলেন সমাধি করিয়া ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার প্রসঙ্গ।
সকলেতে হরি বল পুস্তক হৈল সাঙ্গ ॥

অষ্টমঙ্গলা

সমাপ্ত হইল এই গঙ্গাগুণগান।
অষ্টাহ সম্মিতগান অমৃত সমান ॥
শ্রীনাথ গণেশ গঙ্গা সর্ব্ব দেবগণ।
বন্দনা করিয়া বলি শুন সর্ব্বজন ॥
ঘোষাল বংশেতে জন্ম কৃষ্ণচন্দ্র ধীর।
অনুজ গোকুলচন্দ্র পুত্র ভবানীর ॥
বুদ্ধি কীর্ত্তি নিরুপম দেওয়ানজীর দান।
কাঙ্গালীর পিতা যাঁর নামের ব্যাখ্যান ॥
তার জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তার সুতা হরিপ্রিয়া।
গঙ্গা যারে দেখা দিল স্বপনে আসিয়া ॥
প্রথম গ্রন্থের সেই স্বপ্ন উপাখ্যান।
শুনিলে আপদ খণ্ডে মধুর বচন ॥
গিরিকন্যা গঙ্গা যার সৃষ্টিবিবরণ।
ভগীরথ যে রূপে জন্মিল সে কথন ॥
বশিষ্ঠ কহেন সূর্য্যবংশ পরিচয়।
সগরের সুত ব্রহ্মশাপে ভস্ম হয় ॥
সগরের খেদ পরে গঙ্গা আরাধিল।
গঙ্গা জন্ম ভগীরথে বশিষ্ঠ কহিল ॥

শিবের তপস্যা দুর্গানাম দশ বন।
কহিলেন সবে জয়বাজার উপাখ্যান ॥
মেনকার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে সতী।
জন্মিল রাণীর গর্ভে গঙ্গা রূপবতী ॥
জাতকর্ম্ম ধন দান করে হিমালয়।
অন্ধ খোড়া গঙ্গার দয়ায় মুক্ত হয় ॥
সূতিকালয়েতে ব্রহ্মা করিলেন স্তব।
ষষ্ঠী পূজা করে রাজা নিত্য মহোৎসব।
সাত মাসে অন্ন দিল গঙ্গার বদনে ॥
অন্ন জল পাত্র আদি দয়া ভক্ত জনে ॥
নিত্য খেলা গঙ্গার শিবের তপভঙ্গ।
নারদ করিল স্তব অপূর্ব্বপ্রসঙ্গ ॥
স্বর্গে বিধি গঙ্গায় আনিল মনোরঙ্গ।
ঘটা করে বিবাহ দিলেন শিব সঙ্গে ॥
শিব ধরিছেন রূপ ভুবনমোহন।
দেখিয়া মোহিত, পতি নিন্দে নারীগণ ॥
সভা স্ত্রী আচার হৈল, ঔষধ বিধান।
গঙ্গা-নাম দক্ষিণা বিধাতা দিল দান ॥

এইখানে দিবা ভক্ত বস্ত্র অলঙ্কার।
বিবাহ বিহিত দিলে মুক্তি হয় তার॥
মেনকার শাপে গঙ্গা হইলেন জল।
ভগীরথ তপস্যা শুনহ পুণ্যবল॥
শিবের তপস্যা, পরে, গঙ্গা আরাধিলা।
বর দিলা গঙ্গা শেষে বিধি জল দিলা॥
শিব-শিরে পড়ি ধারা পড়ে হিমালয়।
করী দিল পথ, গঙ্গাজল সঞ্চালয়॥
একাম্র পীঠের কথা ভগীরথে কন।
জহ্নুমুনি পান, পরে করিল গমন॥
প্রয়াগ করিয়া ধন্য কাশীতে আনিলা।
কাশীর মাহাত্ম্য ফল কহিয়া চলিলা॥
নানা দেশ ছাড়াইয়া করিল গমন।
পথ মধ্যে শুন শঙ্খাসুর উপাখ্যান॥
শতমুখী হইলেন দক্ষিণাতে গিয়া।
সগর সন্তানে ত্রাণ করিল আসিয়া॥

ভগীরথ স্তব করে রাজা হয় পরে।
বিবাহ করেন পুত্র সুতা জন্মে ঘরে॥
গঙ্গা পূজা স্নান দান করিল প্রচার।
বশিষ্ঠ কহেন পুনঃ বামন অবতার॥
ব্রতভিক্ষা বলিভিক্ষা দুই উপাখ্যান।
নানা ধন দিবা ইথে শুনে যেই জন॥
ত্রিপুরাসুরের বধ, পুত্রে রাজ্য দিয়া।
ভগীরথ গঙ্গাতীরে বন্ধুবর্গ লৈয়া॥
সশরীরে বিষ্ণুলোকে করিল গমন।
কেহ যায় শিবলোকে, বাসনা যেমন।
পুণ্যবন্ত নাহি ভগীরথের সমান।
যাহা হৈতে হয় পাতকীর পরিত্রাণ॥
গঙ্গার কীর্তন সাঙ্গ হরি বল সবে।
গঙ্গা গঙ্গা বল যদি পার হবে ভবে॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ যার নিবাস উলায়।
করিল জীবন দান তারিণীর পায়॥

সমাপ্ত।

প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

জগদ্রাম রায়।

দুর্গাপঞ্চরাত্রি।*

ষষ্ঠী-পালা।

বোধনের আয়োজন।

এক দৃষ্টে শ্রীরাম প্রতিমা পানে চা'ন।
ধন্য ধন্য কৈলা বিশ্বকর্ম্মার বাখান॥
প্রভাতে সুগ্রীবে ক'ন দেব নারায়ণ।
এখন না আ'ল কেন ঋষি মুনিগণ॥
বলিতে বলিতে কি দণ্ডকারণ্যবাসী।
উপস্থিত হইল ষাটি সহস্রেক ঋষি॥
মুনি-দারা আ'লা তারা দেহ অতি কৃশা,
কানন-কুটীরে কপিরাজ দিল বাসা॥
রঘুপতি মুনিগণে প্রণতি করিলা।
সবে মিলে এককালে শুভাশীষ দিলা॥
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল ভকত-বৎসল।
সবে ক'ন তোমার মঙ্গলে সুমঙ্গল॥
দশভুজা-পূজা জন্য অনুমতি নিলা।
বিপ্রগণ ক্ষিপ্র করি' শুভ আজ্ঞা দিলা॥
স্মরণ করিবামাত্র আ'লা বৃহস্পতি।
বাম করে শোভে দুর্গাপূজার পদ্ধতি॥
প্রভুরে বলেন গুরু কর প্রাতঃস্নান।
নিত্যকর্ম্ম চিত্ত দিয়া কর সাবধান॥
বোধন করিতে চল বেল্ব তরু-তলে।
সায়াহ্নের ক্রিয়া বটে বেদে এই বলে॥
বৃহস্পতি অনুমতি এই মতে দিলা।
প্রাতঃক্রিয়া আদি সর্ব্ব কর্ম্ম সমাপিলা॥
সায়াহ্ন সময় উপস্থিত শেষ বেলা।
বোধন করিতে জগন্নাথ যাত্রা কৈলা॥

বসন ভূষণ মাল্যচন্দনে করিয়া।
মুনিগণে বরণ করিলা প্রীত হ'য়া॥
বৃহস্পতি পুরোহিতে করিয়া বরণ।
আনন্দে অব্যাজে যা'ন দেব সনাতন॥
বাজে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল খোল কাঁসী।
ডম্ফ ঝম্ফ ঝর্ঝরী রবাব বীণা বাঁশী॥
বাজে ঢাকঢোল জোলপাড় করে ঝাঁজী।
দশ দিক কাঁপে দুন্দুভিতে পড়ে কাঠি॥
মাদল বাজায় যেন বাদল গর্জ্জন।
রগড়ে দগড় বাদ্যে কাঁপে ত্রিভুবন॥
মেঘের উপমা হেন দামামার ধ্বনি।
টমক টিকর কাড়া কর্ণাল সাহিনী॥
খনক খঞ্জরী চুঙ্গ মৃদু সপ্তস্বরা।
ভেমচা ভুরঙ্গ ভেরী মুরজ মন্দিরা॥
ডিণ্ডিম মর্দ্দল ভেক বাজয়ে মুচঙ্গ।
বাজয়ে পিনাক বীণা মধুর মৃদঙ্গ॥
পখোয়াজ করিলাস সাহিন্দা ত্রিতন্ত্রী।
তম্বুরাতে তাল-মানে গায় যত যন্ত্রী॥
এই যে ব্যাল্লিশ বাদ্য বাজে ঝিকাঝিকি।
গৌরী-গুণ গায় সবে রাগিণী আলসী॥
কেহ কার ধ্বনি শুনিবারে নাহি পায়।
'জয় দুর্গা' বলি কপিচয় নাচি যায়॥
কেহ নিল কুশ-কোষা কেহ বা তুলসী।
গন্ধসজ্জা কার করে পুষ্প রাশি রাশি॥
ষোড়শাঙ্গ ধূপ দীপ ঘৃত-যুত ধুনা।
ঘট জল স্বর্ণঘট নিল কত জনা॥
ষোড়শোপচার যত নৈবেদ্য বিধান।
এ সকল ল'য়া যাত্রা কৈলা ভগবান॥

* শিলঃ সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত সাহিত্য-সেবক মানিকগঞ্জ হইতে সংগৃহীত।

দুর্গাপঞ্চরাত্রি গা'ন জগদ্রাম দ্বিজে।
শঙ্করী শরণ দেহ চরণ-অম্বুজে॥

বোধন-বিধান।

প্রবর্ষণ-পর্ব্বত নিকটে বেল্বতরু।
বোধন করিতে যাত্রা কৈলা দেবগুরু॥
বেল্বের সমীপে কৈলা পাদ-প্রক্ষালন।
কুশহস্ত হ'য়া যার কৈলা আচমন॥
বেল্বের সমীপে যাটি-সহস্র ব্রাহ্মণ।
স্বস্তি-বাক্য পাঠ কৈলা তণ্ডুল-ক্ষেপণ॥
শ্বেত শর্ষা ত্যাগে দূর কৈলা বিঘ্নকারী।
কনক-কলস ঘট থু'লা ধ্যানোপরি॥
জলপূর্ণ ঘট করি' গুবাক ক্ষেপণ।
আম্রশাখা দিয়া তথি করেন পূজন॥
সূর্য্য সোম কুজ বুধ গুরু শুক্র শনি।
রাহু কেতু আদি করি' নবগ্রহ গণি'॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য পঞ্চম।
এই পঞ্চ উপচারে পূজে' যথাক্রম॥
তা' পর গণেশ দুর্গা মহেশ বিষ্ণুরে।
পূজিলা পরমানন্দে পঞ্চ উপচারে॥
পুনর্ব্বার শঙ্খে নিলা কুশ-তিল-জল।
সংকল্প করেন প্রভু ভকতবৎসল॥
চৈত্রেতে চণ্ডীর পূজা সর্ব্বকালে ছিল॥
অকালে শরত যোগে পূজা আরম্ভিল॥
আশ্বিনে অসিত পক্ষ নবমী হইতে।
আগামী দশমী তিথি শুক্লা পর্য্যন্তেতে॥
পার্ব্বতীর প্রীতি কৈলা বেল্বেতে বোধন।
এ বলি' সংকল্প কৈলা দেব নারায়ণ॥
শঙ্খ পাত্রে দধি-দূর্ব্বা-পুষ্প দিয়া তথি।
ধেনু-মুদ্রা দিয়া তায় করিলা অমৃতী॥
তাহে পূজা-সামগ্রী স্বদেহসিক্ত কৈলা।
বেল্ববৃক্ষে পূজা প্রভু করিতে লাগিলা॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমন স্নান অন্ত জল।
পুনরাচমন গন্ধ পুষ্প পরিমল॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য এ দশ উপচারে।
বেল্ববৃক্ষে পূজা প্রভু করেন সাদরে॥
বসনে বেষ্টিত কৈলা বেল্বতরুবর।
তাথে দেবী আবাহন করেন সত্বর॥
আগচ্ছ অম্বিকা বেল্বে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইথে।
দশ উপচারে দুর্গে পূজা লহ প্রীতে॥
"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী" মন্ত্র উচ্চারিয়া।
বিবিধ বিধানেতে পূজিলা প্রীত হ'য়া॥
পার্ব্বতীর প্রীতে পুনঃ করেন প্রার্থনা।
জগতে শুনিলে যা'বে যমের যন্ত্রণা॥
দুরিত পূরিত দ্বিজ জগদ্রাম গায়।
দীন দাসে দয়াময়ী হইবে সহায়॥

উদ্বোধন।

পুটকরে রঘুবর করেন স্তবন।
আর্দ্রাযুত নবমীতে করিলা বোধন॥
বেল্ববৃক্ষে বোধন করিয়ে এ কারণে।
মোরে অনুগ্রহ করি নাশিহ রাবণে॥
তুমি চণ্ডী চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চিত্ররূপা।
অভয়া অপর্ণা অম্বা অম্বিকা অরূপা॥
গুহ-গজানন মাতা গিরিজা গউরী।
মহেশ-মানস-বিমোহিনী মাহেশ্বরী॥
জয় জয় দুর্গা জয় দৈত্যবিদারিণী।
তুষ্ট হ'য়া দুষ্ট নাশ তারা ত্রিলোচনী॥
নমঃ নমঃ নারায়ণী নগেন্দ্র-নন্দিনী।
জয় জয়ঙ্করী জয়া জগত-বন্দিনী॥
বিঘ্ন-বিনাশিনী বিন্ধ্যবাসিনী বিজয়া।
রক্ষা কর দক্ষসুতা চক্ষুতে চাহিয়া॥
কর দয়া মহামায়া হর-জায়া তুমি।
শঙ্কট-নাশিনী শিবা তেঁই সেবি আমি॥
আজি হৈতে আশ্বিনে পূজিবে তিন লোকে
যে তোমা পূজিবে তার দূর কর শোকে॥
এই বলি' কৃতাঞ্জলি করিলা প্রণতি।
স্তুতি করি' মুনিগণ বেদ পড়ে তথি॥

'জয় জয় দুর্গা' কয় যত কপিগণ।
ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে জলধি গর্জ্জন॥
ভুবন ভরিয়া করে জয় জয় কার।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে সীমা নাহি যার॥
রম্ভা তিলোত্তমা বিদ্যাধরীগণ নাচে।
হাহা হুহু গন্ধর্ব্ব গাইছে কাছে কাছে॥
পারিজাত-পুষ্প-বৃষ্টি দেবগণ করে।
মহা মহোৎসব মহীমণ্ডল ভিতরে॥
বোধন করিয়া প্রভু আইলা মণ্ডপে।
ষাটি সহস্রেক ঋষি যাহার সমীপে॥
মৃণ্ময়ী দেখিয়া পুনঃ প্রণমিলা হরি।
কুটীর নিকটে আলা ধনুর্ব্বাণ ধরি॥
মুনিচয় বিরল বাসাতে বাস কৈলা।
কপিগণ প্রতিমা যোগেতে যুক্ত হৈলা॥
দ্বিজ জগদ্রাম গায় দুর্গাপঞ্চরাত্রি।
পামরে প্রসন্ন হবে পর্ব্বতের পুত্রী॥

নবপত্রী-নির্ম্মাণ।

রাত্রিভাগে চতুর্দ্দিকে রত্ন বাতি জ্বালি।
নৃত্য-গীত করে কত গুণীগণ মেলি॥
কপিগণ স্থানে স্থানে মালসাট মারে।
ভ্রূকুটি করিয়া কেহ গানবাদ্য করে॥
কেহ এক পদে চলে অন্যে লুঠে ধূলে।
কেহ কার স্কন্ধে কেহ পৃষ্ঠে চাপি' চলে।
এই নানাক্রমে রাত্রি হইল প্রভাত।
ব্রাহ্মী মুহূর্ত্তে গাত্র তুলি রঘুনাথ॥
মুখ ধৌত করিয়া তারপর প্রাতঃস্নান।
কৃতাহ্নিক হয়া মুনি আসেন সে স্থান॥
পূর্ব্বাহ্নতে বিল্বমূলে যাইয়া শ্রীহরি।
পার্ব্বতীর পূজন করেন প্রীতি করি।
নবমী দশমী একাদশী কি দ্বাদশী।
ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী অমা হৈল আসি।

শুক্ল প্রতিপদ গেলা দ্বিতীয়া তৃতীয়া।
চতুর্থ পত্রিকা কৈলা চতুর্থীর ক্রিয়া॥
পূর্ব্বমতে পঞ্চমীতে পূজিলা পার্ব্বতী।
'বৃহৎ নন্দীকেশ্বর' পূজার পদ্ধতি॥
দ্বাদশ দিবস পূজা কৈলা যথাক্রমে।
প্রত্যহ থাকেন রাম সংযম নিয়মে॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে সুগ্রীব রাজন।
বিবিধ বিভোগে বিপ্রে করান ভোজন॥
ষাটি-সহস্রেক মুনি মুনিপত্নী যত।
যার যে ভোজন রুচি দেন তার মত॥
তার পর মনঃকর ষষ্ঠীপূজা বিধি।
যে বিধান করিয়া পূজিলা কৃপানিধি॥
জ্যেষ্ঠাতারাযুত ষষ্ঠী তিথি হৈলা তথি।
সে দিবসে অধিবাস কৈলা রঘুপতি॥
সুপ্রভাতে পূর্ব্বমতে বিল্ব বৃক্ষ সেবি।
তাহাতে অর্চ্চন প্রভু কৈলা উমা দেবী॥
নব পত্রী সননে লাগয়ে বস্ত্র নয়।
যত্ন করি জনার্দ্দন করিলা সঞ্চয়॥
কদলী দাড়িম্ব ধান্য কচু মানপত্র।
হরিদ্রা অশোক বিল্ব জয়ন্তী পবিত্র॥
অপূর্ব্ব অক্ষয় পত্র নয় বস্তু আনি।
পত্রিকা সৈলন কৈলা দেব রঘুমণি॥
পাটের রজ্জুতে দিব্য হরিদ্রা মিশ্রিতে।
নয় স্থানে বদ্ধ কৈলা পরম যত্নেতে॥
শ্বেতাপরাজিতা গুচ্ছ তাথে বেষ্টাইল।
নব পত্রী নির্ম্মাইয়া শঙ্খ বাদ্য কৈলা।
স্বর্ণ পৃষ্ঠে রাখিলেন প্রতিমা নিকটে।
আচ্ছাদিত কৈলা তাথে চারু চিত্রপটে॥
সায়ংকালে আদি সেই বেল্ব তরুমূলে।
অধিবাস শ্রীনিবাস কৈলা কুতূহলে॥
তাপর আসিয়া প্রতিমার সন্নিধানে।
নব পত্রী অধিবাস করেন যতনে॥
দ্বিজ জগদ্রাম ভণে ভাবিয়া ভবানী।
সংসার-সিন্ধুতে শিবে হইবে তরিণী॥

বাকল-বাস পরি, তার উত্তরী' করি
প্রভু বসিলা কুশাসনে।
ভালে গঙ্গার ফোঁটা, মস্তকে বদ্ধজটা,
বিপ্রঘটা চারি পানে ॥
দক্ষিণে বৃহস্পতি, লইয়া সে পদ্ধতি,
করেন সকল বিধান।
শ্রীরাম কুশহস্ত, উত্তর মুখে স্বস্ত,
আচম্ভ যথাবিধ জ্ঞান ॥
স্বস্তি বাচন-বিধি, স্মরিয়া মাধবাদি,
করিলা বিঘ্ন বিনাশন।
বামেতে বাক্য পাত্র, তাহাতে দর্ভপত্র,
ত্রিকোণ উপরি স্থাপন ॥
ত্রিভাগ পূর্ণ জলে, অক্ষত দুর্ব্বাদলে,
করিলা তীর্থ আবাহন।
নৈবেদ্য স্বদক্ষিণে, কুসুম সুচন্দনে,
রাখিলা দেব নারায়ণ ॥
করিলা ভূতশুদ্ধি অঙ্গের ন্যাস বিধি,
মাতৃকা করিলা তা'পর।
যতনে দেব হরি, ঋষ্যাদি ন্যাস করি,
করিলা শুদ্ধ কলেবর ॥
শ্রীদুর্গা-মন্ত্র জপি, রাঘব ধর্ম্মরূপি,
শোধন করিল সমস্ত।
ঘন সে ঘণ্টাধ্বনি, করেন রঘুমণি,
সাত্বিক পূজা সুপ্রশস্ত ॥
বেদিকা দিব্যোপরি, অষ্ট সুদল করি,
মণ্ডল পূজিলেন তূর্ণ।
কণক সুকলসে হরসে সুমানসে,
জলেতে ঘট কৈলা পূর্ণ ॥
আম্রের পল্লব, শ্রীরঘুবল্লভ,
গুবাক সহিত অর্পণ।
বৃহস্পতির উক্তি, বিহিত পূর্ব্ব যুক্তি,
লইয়া করেন অর্চ্চন ॥
শ্রীদুর্গা-প্রীতি-মনা, সংকল্প সুরচনা,
জানকী-উদ্ধার কারণ।
গণেশ কি দিনেশ, অনল বিষ্ণু ঈশ,
পার্ব্বতী কৈলা আবাহন ॥
সূর্য্যাদি গ্রহগণ, করিয়া আবাহন,
ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল।
সাঙ্গোপাঙ্গ সনে, সায়ুধ সবাহনে,
পূজেন পরম দয়াল ॥
ষোড়শ উপচারে, পূজিয়া এ সবারে,
প্রবৃত্ত হৈলা অধিবাসে।
মুনির দারা যত, সে কালে উপস্থিত,
প্রতিমা বেড়ি' চারি পাশে ॥
মৃত্তিকা গন্ধঘৃত, সিন্দুর শঙ্খযুত,
কুসুম কজ্জল রোচনা।
সিদ্ধান্ন তাম্র রৌপ্য, দর্পণশিলা দীপ,
ধান্য দধি ফল সোনা ॥
স্বস্তিক সে সিদ্ধার্থ, প্রশস্ত শুদ্ধ পাত্র,
অমৃত অঙ্গুলি অগ্রে।
আদৌ ঘটেতে দিয়া, পত্রিকা পরশিয়া
মৃণ্ময়ে দেন অনুশীঘ্রে ॥
পূজিতে দেবী চণ্ডী মন্ত্র বাইশ কাণ্ডী,
পড়িয়া কৈলা অধিবাস।
ব্রাহ্মণীগণ মিলি, করয়ে উলুলুলী,
ধ্বনিতে ভেদিল আকাশ ॥
কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য মাঝে, বিবিধ বাদ্য বাজে,
শঙ্খ করতাল কাঁসী।
ঢক্কা ঢোল খোল, সাহিনী সুমর্দ্দল,
রণশিঙ্গা কাড়া বাঁশী ॥
দামামা দুন্দুভি, ডমরু ডিবি ডিবি,
রবাব থমক ঝর্ঝরী।
সেবাক করতাল, ডক্ক বাজে তাল,
কম্পমান হইল পুরী ॥
অমৃত থঞ্জরী, বাজয়ে ভেরী তুরী,
সারিঙ্গা তম্বুরা রসাল।
বেণু বীণা বাজে, দেবী-মণ্ডপ মাঝে,
সুরস করিলা সভাল ॥

জগত দুর্মতি, তাহার নিষ্কৃতি,
না দেখি ভব সংসারে।
দেবীর অধিবাস, রচিল করি আশ,
নিদানে তারিণী যে করে॥

দেবী-আনয়নের আয়োজন ও ষষ্ঠীপালা-সমাপ্তি।

অধিবাস করি হরি হইলা সুস্থির।
পত্রের কুটিরে গেলা দেব রঘুবীর॥
মুনিগণ গমন করিলা বাসা-ঘরে।
ফলাহার কৈলা দুই ভাই সমাদরে॥
একালে সুগ্রীব কন দেব সনাতন।
কালি ঊষাকালে মৈত্র করিহ গমন॥
আদর করিয়া উমা মায়েরে আনিতে;
সসৈন্য সহিত চল গজ-বাজী-যুতে॥
রবিবারে গজপৃষ্ঠে আনিব ভবানী।
করীব করিবে সজ্জা অপূর্ব্ব আপনি॥
প্রহরেক রাত্রিশেষ থাকিবেক যবে।
নানা বাদ্যভাণ্ড ল'য়া সেজে এস তবে॥
যে পথে আনিতে যাবে আসিবেন যাথে
উচ্চ নীচ ঘুচাইব রাত্রির মধ্যেতে।
চন্দনের ছড়া দিয়া করিবে লেপন।
কুসুম বিছা'বে তাথে করিয়া যতন॥
মার্গের দুভিতে রোপ স-ফল কদলী।
তার তলে পূর্ণঘট ঘৃত-দীপ জ্বালি'॥
মণ্ডপ হইতে হ্রদ পরিমাণ সীমা।
ধ্বজ বসাইবে শ্বেত-পিঙ্গল-লালিমা॥
অতি উচ্চ ধ্বজ দুই ভিতরে থুইবে।
তদুপরি সারি সারি বনমালা দিবে॥
চন্দ্রাতপ টাঙাইবে আকাশ মার্গেতে।
রবির কিরণ যেন আচ্ছাদয়ে তাথে।
তাহার ছায়াতে মাকে আনিব আদরে।
কায়মনোবাক্য ঐক্যে পূজ অম্বিকারে॥
ভক্তিতে ভবানীরে ভাবিল এ ভারতে।
চতুর্ব্বর্গ দেন যে মা আপনা হইতে॥
কালি হতে চারি দিন মহা মহোৎসব।
ইথে বিঘ্ন হ'লে সখা পীড়া অসম্ভব॥
ক্ষুদ্র দোষে ছিল হলে ভদ্র নাহি তাথে।
অতএব সদা সাবধান হবে ইথে॥
একথা শুনিয়া তথা সুগ্রীব রাজন।
পুলকে পূরিত হয়া বলেন বচন॥
শুন সনাতন সব তোমাতে বিদিত।
পূজা প্রকাশিয়া কৈলে জগতের হিত॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তেঁই নাম ধর।
জগতের কাজ নিজগুণে নাশ কর॥
আমি কপি পশুরূপী কিবা মোর জ্ঞান।
কিঙ্করেতে কৃতকৃত্য কৈলে ভগবান॥
যে যে বল সে সকল করিব নিশ্চয়।
ভাল মন্দ তুমি জান শুন কৃপাময়॥
এই বলি আলা চলি সুগ্রীব রাজন।
আয়োজন কৈলা যে বলিলা নারায়ণ॥
ষষ্ঠি দিবসের গান এই পরিসীমা।
এ প্রসঙ্গ শ্রবণে প্রসন্ন হন উমা॥
যে গায় গাওয়ায় ভাবে শুনে যত জনা।
নিত্যানন্দময়ী মাতা করেন করুণা॥
দ্বিজ জগদ্রাম দুর্গাপঞ্চরাত্রি গায়।
হরি-ধ্বনি কর ষষ্ঠীপালা হৈল সায়॥

সম্পূর্ণ।

প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

গোবিন্দদাস।

গোবিন্দদাস।

বন্দনা।

চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল
জীতল গৌরতনুলাবনিরে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনোমোহন ভাঙনীরে॥
জয় শচী-নন্দন ত্রিভুবন বন্দন
কলিযুগ-কাল-ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে। ধ্রু॥
বিপুল পুলক-কুল আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেম ভরে।
লহু লহু হাসনী গদ গদ ভাষণী
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ-রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহিঁ মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥ ৩॥

বেলোয়ার।

জয় জগতারণকারণ ধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ-নাম। ধ্রু॥
ডগমগ লোচন কমল ঢুলায়ত
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই
গৌরপ্রেমভরে চলই না পার॥
গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত
লহু লহু হাস-বিকাশিত গণ্ড।
পাষণ্ডখণ্ডন শ্রীভুজমণ্ডন
কনকখচিত অবলম্বন-দণ্ড॥
কলি-যুগ-কাল ভুজগম দংশল
দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি।
প্রেম সুধারস জগ ভরি বরিখল
গোবিন্দদাসকে কাঁহে উপেখি॥

গৌরী।

নন্দনন্দন গোপীজনবল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর
সুর মুনিগণ মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী ভাববিনোদ।
জয় ব্রজসহচরী লোচনমঙ্গল
নদীয়া বধূজন নয়ন আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন
প্রেমপ্রবর্দ্ধন নবঘনরূপ।
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয় সহচর
জয় জয় মোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ
জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন গণ ভয় ভঞ্জন
গোবিন্দদাস আশ অনুবন্ধ॥

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীন হীন তারণ প্রেম রসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম। ধ্রু॥
কাঞ্চনবরণ হরণ তনু সুললিত
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম কহি কহত ভাগবতে
ঐছে বরণ তনু সাজে॥
নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহি
প্রকটহি চরণারবিন্দ।

নিরবধি বদনে নাম বিরাজিত
রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ ॥
যুগল ভজন গুণ লীলা আস্বাদন
গ্রন্থ কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব
গোবিন্দদাস অনাথে ॥

ভটিয়ারি।

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম
প্রেম-ভকতি-মহারাজ।
যাঁকে মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ধ্রু ॥
প্রেম মুকুট মণি ভূষণ ভাবাবলি
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন খেতুর মাহা বৈঠত
সঙ্গহি ভকত সমাজ ॥
সনাতন রূপ কৃত গ্রন্থ ভাগবত
অনুদিন করত বিচার।
রাধামাধব যুগল উজ্জ্বল রস
পরমানন্দ সুখ সার॥
শ্রীসংকীর্ত্তন বিষয় রসে উনমত
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।
যোগ দান ব্রত আদি ভয়ে ভাগত
রোয়ত করম গেয়ান।
ভাগবত শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতি ধন
তাক গৌরব আপ।
সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদিক যত
মলিন দেখি পরতাপ।
অভকত চৌর দূরহিঁ ভাগি রহু
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে দেয়ল ভকতি ধনে
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

সুহই।

জয় জয় যদুকুলজলনিধিচন্দ্র।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ ॥
জয় জয় জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
সুধই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজনমোহন মধুরিম হাস ॥
অবনী বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহি রসাল ॥
তরুণঅরুণ-রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥

শ্রীরাগ।

জয় জয় জগজনলোচন ফান্দ
রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ ॥ ধ্রু ॥
অভিনব নীল জলদ তনু ঢল ঢল
পিঞ্জ মুকুট শিরে সাজনী রে।
কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ
নূপুর রণরণি বাজনী রে ॥
ইন্দীবর যুগ সুভগ বিলোচন
অঞ্চল চঞ্চল কুসুমশরে।
অবিচল কুল রমণীগণ মানস
জর জর অন্তরে মদন ভরে ॥
বনি বনমাল আজানুলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহুঁ।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গাওত গোবিন্দদাস পহুঁ ॥

ভূপালী।

শ্রীপদ কমল সুধারস পানে।
শ্রীবিগ্রহ গুণগণ করি গানে ॥
শ্রীমুখ বচন সুধারস সঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল প্রেম তরঙ্গী ॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপে।
পহুঁক প্রতাপমন্ত্র করু যাপে ॥ ধ্রু ॥
যে কিছু বিচারি মনোরথে চড়িব।
পহুঁক চরণযুগ সারথি করিব ॥
রথ বাহন করু প্রাণতুরঙ্গ।
আশপাশ পড়ি মোহ তরঙ্গ ॥

লীলাজলধি তীরে চলু ধাই।
প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই॥
রঙ্গ তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাসে।
রতিমণি দেই পূরব অভিলাষে॥
সো রসজলধি মাঝে মণিগেহ।
তহিঁ রহু গোবিন্দ সুশ্যাম দেহ॥
সারথি লেই মিলায়ব তায়।
গোবিন্দদাস গৌরগুণ গায়॥

শ্রীরাগ।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতং।
ব্রজবনিতা কুচকুঙ্কুমললিতং॥
বন্দে গিরিবর ধরপদকমলং।
কমলাকর কমলাঞ্চিতমমলং॥ ধ্রু।
মঞ্জুল মণি নূপুর রমণীয়ং।
অচপল কুল রমণী কমনীয়ং॥
অতিলোহিত মতিরোচিত ভাষং।
মধু মধুপীকৃত গোবিন্দদাসং॥

পূর্বরাগ।

বরাড়ি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
তুয়া মঞ্জীর রবে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গৌর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাহাঁ তুহু গৌরী আরাধলি কান।
জানমু রাই তোহে মন মান॥
স্বামীক শয়ন মন্দিরে নাহি উঠই॥
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতিকর পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলী নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন বচন শুনই-নাহি শুনই॥

ঐছন মরম গতহুঁ অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দদাস॥

বরাড়ী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজনলোচন অমিয়া স্বরূপ॥
রূপ চাহি গুণ নহে উন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শুন?
সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ।
হাম বলি জাও তুয়া মুখচন্দ॥
তবহুঁ সফল দিন মোর।
রাই লিউ অব যব কানুক কোর॥
হাম পৈঠব কালিন্দী বারি।
তবহুঁ পূরব মনোরথ তোরি॥
যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই॥
গোবিন্দদাস ভালে জান।
কানুক জলত পরাণ॥

নবোঢ়া।

পহিলহি রাধামাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনতবয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কাম।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারইতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী।
দেই রতন পুন লেয়ল চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস॥

ভূপালী।

সুরত পিয়াসে ধরল পহু পাণি।
করে কর বারই তরল নয়ানী॥
হঠপরিরম্ভণে পরশিত গাত।
নহি নহি বলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব মদন তরঙ্গিনী বাই।
শ্যাম মাতঙ্গ রঙ্গ অবগাই॥ ধ্রু॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন তার।
পিবইতে অধর রচই শীৎকার॥
নখর পরশে ধনি চমকই গোরী।
দংশইতে চমকি উঠয়ে তনু মোরি॥
কহইতে কত গদগদ পদ আধ।
আন মনে মনসিজ উনমাদ॥
তৈখনে রোখত রতি পরসাদ।
গোবিন্দদাস কহ রস মরিযাদ॥

গান্ধার।

কালিদমন দিন মাহ।
কালিন্দী কূল কদম্বক ছাহ॥
কত কত ব্রজ নব বালা।
পেখলু জনু থির বিজুরিক মালা॥
তোহে কহো সুবল সাঙ্গাতি।
তব ধরি হাম না জানি দিবা রাতি॥
তহিঁ ধনী মণি দুই চারি।
তঁহি মনমোহিনী এক নারী॥
সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধুমে ঘুম নাহি দিঠি॥
অনুক্ষণ তহিক সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ বিয়াধি॥
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে নবলেহা॥

সুহই।

রতন মন্দির মাহা বৈঠল সুন্দরী
সখি সঙ্গে রঙ্গ পরচার॥
হসইতে খসয়ে কত যে মণি মোতিম
দশন কিরণ অব ছায়॥
শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ।
সো বরনারী হামারি মন-বারণ
বান্ধল কুচগিরি মাঝ॥
মঝু মুখ হেরি ভরম ভরে সুন্দরী
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাক্ষ বিশিখে তনু জর জর
জীবনে না বান্ধই থেহা॥
করে করজোরি মোরি তনু সুন্দরী
মোহে হেরি সখী কর কোর।
গোবিন্দদাস ভণ তৈঁই নন্দনন্দন
দোলত মদন হিলোর। ৫॥

বড়াড়ী।

কতয়ে কলাবতী যুবতী সুমুরতি
নিবসতি গোকুল মাহ।
হরি উপহাসি রভসরসে বাহুক
কুটিল নয়নে নাহি চাহ॥
সুন্দরি অতয়ে করিয়ে অনুমান।
শুভক্ষণে আমি বরত তুহুঁ ছোড়ল
নারীবরত নিল কান॥ ধ্রু॥
তুয়া নিজ নাম গান ঘন গাবই
সো এক আথর রঙ্গ।
শুনইতে রাত রতন রতি রাতুল
চমকই তোহারি আতঙ্গ॥
তুয়া গুণ গান, ঘন কত গাবই
আর কত মূরলী নিশান।
সহচরী কোরে, ভোরি তোহেঁ ডাকই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

শ্রীরাগ ৭

নীরদ নয়ানে নব ঘন সিঞ্চনে
পূরল মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাবকদম্ব।

কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর ॥ ধ্রু।
চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত আগোর ॥
অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

বরাড়ী।

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল-পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ ॥
এ ধনি মোহে না করু অরু ছন্দ।
জানল ভেটলি শ্যামক চন্দ ॥
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই ॥
যতনে নিবারসি নয়ানক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল ॥
আন ছলে অঙ্গ নয়ান ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত।
দূরে রহু গুরুজন গৌরব লাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥

গান্ধার।

চল চল সজল জলদ তনু সোহন
মোহন চরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি
দগধল কুলবতী লাজ ॥
সজনি যাইতে পেখলু কান।
তবধরি জগভরি ভরল কুসুম শর
নয়ানে না হেরিয়ে আন ॥ ধ্রু ॥
মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথ আকুল
কিশলয় দলে করু দংশ ॥
অতয়ে সে মঝু মন জগতহি অনুখণ
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস মিছাই আশোয়াস
অবহুঁ না মিলল কান ॥

ধানশী।

চূড়ক চূড় ময়ূর শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতীমালে।
সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরী কত
চৌদিকে করত ঝঙ্কারে ॥
সজনি কো কহে কান অনঙ্গ।
কেলি কদম্ব তলে সো রতি নায়ক
পেখলু নটবরভঙ্গ ॥
বরিখই বিষম শর নয়ন তূণ ভর
সঙ্কুচ ভাঙ কামানে।
নাগরী নারী মরম মাহা হানই
লেখই না পারই আনে ॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল
দোলত মকর আকার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
মদনমোহন অবতার ॥

শ্রীরাগ।

মরকত দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর ॥
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ানে।
হানল অতয়ে কুসুম শরবাণে ॥
এ সখি কাহে ভেটল নন্দনন্দন।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দন ॥
তৈখনে দক্ষিণ পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম ॥

সাজহ শেজ কমলদল পাতি।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ শাতি॥
তাহি রহল মন লোচন লাগি।
ধৈরজ লাজ গেল দুহু ভগি॥
কি ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ মিলব কান॥

বালা ধানশী।

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই॥
পেখলু ব্রজ নব নারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে॥
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈঠল মন মাহা মোরি॥
তবহিঁ কুসুম শর জোরি।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চাঁদকি লাগি সুরয উপরাগ॥

বালা ধানশী।

যাহা যাঁহা নিকসয়ে তনু-তনুজ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ যুগ চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥ ধ্রু॥
যাঁহা যাঁহা ভঙুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীলউৎপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিহ্নই রাই চিহ্নই নাহি জান॥

কেদার।

অভিনব গোরী বসতি পতিগেহ।
ঘর সঞে করয়ে নবীন সুলেহ॥
নিবসয়ে নরপতি পরিভয় লাজ।
দোতিক পৈঠয়ে এছন অকাজ॥
কি কহব রে সখী কহই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান॥ ধ্রু॥
যব ধনী যতনে কান্থ সঞে ভেট।
অবনত-নয়ানে বয়ান করু হেট॥
যব তুঁহু সোঁপল করে কর আপি।
সাধসে ধরল দুহুঁক তনু কাঁপি॥
যব দুহুঁ পায়ল মদন-শয়ান।
না জানিয়ে কৈছে কয়ল পাঁচবাণ।
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ সে সেয়ানী।
হরি করে সোঁপিল হরিণী-নয়ানী॥

ধানশী।

সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ॥
তুয়া লাগি মদন শরানলে পীড়িত
জীবইতে সংশয় কান॥ ধ্রু॥
বৈঠলি তরুতলে পন্থ নেহারই
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
"রাই" "রাই" করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়া ভাবে তরু দেয় কোর॥
শীতল নলিনীদল তাহে মলয়ানিল
আগোরে লেপই অঙ্গ।
চমকি চমকি হরি উঠত কত বেরি
হানত মদন-তরঙ্গ॥
চলহ বিপিনে ধনি রমণী শিরোমণি
ঝাট করি ভেটহ কান।
গোবিন্দদাসের বাণী তুরিতে চলহ ধনি
কান্থ ভেল বহুত নিদান॥

বামোদ।

গৌরবরণ তনু শোহন মোহন
সুন্দর মধুর সুঠাম।
অনুপম অরুণ কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু নয়ান॥

পেখলু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।
কলি যুগ কলুষ তিমিরবরনাশক
নবদ্বীপ চাঁদ উজোর॥ ধ্রু॥

ভাবহি ভোর ঘোর দুহুঁ লোচন
মোচন আনন্দবন্ধ।
নব নব প্রেমভর বর তনু সুন্দর
উয়ল ভকত জন সঙ্গ॥

লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত গতি অতি মন্দ।
দীনজনে নিজ বীজ দেই সব তারব
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥

শ্রীরাগ।

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল
অরুণ নয়ান বাণে॥

সই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে নদীয়া নগরে
নাগরী না রবে ঘরে॥ ধ্রু॥

রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইনু
পরাণ রহিবার নয়॥

কোন পুণ্যবতী যুবতী ইহার
বুঝয়ে রসবিলাস।
তাহার চরণে হৃদয় ধরিয়া
কহয়ে গোবিন্দ দাস॥

শ্রীরাগ।

চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

কালিন্দীর কূলে কি পেখনু সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিনু সই
আকুল করিল প্রাণ॥

চাঁদ ঝলমলি ময়ূরের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাঁশরী
মধুর মধুর গায়॥

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলিকদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥

শ্রবণে চঞ্চল মকর-কুণ্ডল
পিন্ধন পিঙল বাস।
রাঙ্গা উৎপল চরণযুগল
নিছনি গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মুরছা পায়॥

কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিনু
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাক্ষে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥

মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিমাণ
দাস গোবিন্দে কয়॥

শ্রীকৃষ্ণের দশদশা।

সুহই।

চম্পকদাম হেরি, চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর, জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানুনন্দিনী, জপয়ে রাতি দিনি,
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী, বোলয়ে মধুর বাণী,
সপনে না পাতয়ে কাণ॥
"রা" কহি "ধা" পহুঁ, কহই না পারই,
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমাণ, লোটায় ধরণী পুনি,
কো কহ আরতি ওর॥
গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদল,
কানুক ঐছে সম্বাদ।
নিচয়ে জানহ, তছু দুঃখ খণ্ডক,
কেবল তুয়া পরসাদ॥

আড়ানা।

কাঞ্চন-যূথী-কুসুম-লই গোরি।
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনু তাপে ভসম ভই যায়॥
শুন শুন ও বৃষভানু-কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জলত মুরারি॥
শ্যামর নীল উৎপল দল অঙ্গ।
লোরে না হেরয়ে নয়নতরঙ্গ॥
বিগলিত মুরলী কুরলি রহু দূর।
অনুখণ মদন দহন পরিপূর॥
বিছুরল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি।
সহচরে মেলি মরত জীউ কাটি॥
জীউ রহত অব তুয়া রস আশে।
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে॥

সুহই।

গহন বিরহক লাগি॥
রজনী পোহায়ই জাগি॥
করতহিঁ তোহারি ধেয়ান।
তো বিনে আকুল কান॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোর॥
সো রস পরশ না পাই।
মুরছিত ধরণী লোটাই॥
মনমথ মদন তরঙ্গ।
ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ॥
কহতহি গদ গদ ভাষ।
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

আড়ানা।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
শুতি রহল হরি কছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি।
তবহি মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি॥
সুন্দরি ইথে নাহি কহ আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ॥
যোই নয়ান ভঙ্গী না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে এবে লোর তরঙ্গ॥

যোই অধরে সদা মধুরিম হাস ।
সোই নীরস ভেল দীর্ঘ নিশ্বাস ॥
বিদ্যাপতি কহ মিছু নহ ভাতি ।
গোবিন্দদাস রহু তহি কুত সাথি ॥

কেদার ।

ধরি সখী আঁচর ভই উপচঙ্ক
বৈঠি না বৈঠয়ে হরি পরিযঙ্ক ॥
চলইতে আলী চলই পুন চাহ ।
রস অভিলাষে আগোরল নাহ ॥
লুবধ মাধব মুগধিনী নারী ।
ও অতি বিদগধ এ অতি কোঙারি ॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই ।
হেরইতে বদন নয়নজল গলই ॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপি ॥
শুতলি ভীত পুতলী সম গোরী ।
চিত নলিনী অলি রহই আগোরি ॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম ।
রূপকে কূপে মগন ভেল কাম ॥৫৪, ১০০॥

তথা ।

গৌরতে আগরি রাই সুনাগরী
কনকলতা সম সাজ ।
হরি চন্দন বলি কোরে আগোরল
কুঞ্জে ভুজঙ্গমরাজ ॥
অব কিয়ে করব উপায় ।
কাল ভুজগ কোরে ছোড়ি মুগধ সখী
গমন যুগতি না জুয়ায় ॥
চন্দ্রক চারু কণাগণ মণ্ডিত
বিষমাঙ্কণ দীঠ ।
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মীঠ ॥
এক সন্দেহ মীতকে ভীতহি
পুলকিনী কাঁপই রাই ।
গোবিন্দদাস কহ মেলি সবহু সখী
বুঝাই রস অবগাই ॥

শ্রীমতীর দশদশা ।

কড়ুখা ।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব ।
পরশক লাগি জাগি তনু অন্তর
জীবন রহ কিয়ে যাব ॥
মাধব তোহে কি কহব কহি ভঙ্গী ।
প্রেম অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহই পতঙ্গী ॥
কহইত সম্বাদ কহই না পারই,
কৈছে বিশোয়াসব বালা ।
অনুখণ ধরণী শয়নে কত মেটব
সুতনু অতনুশর জ্বালা ॥
কালিন্দী-কূল কদম্ব কানন
নামে নয়নে ঝরু বারি ।
গোবিন্দদাস সহই অব মাধব
কৈছে জীয়ব বরনারী ॥

বরাড়ী ।

"মাধব ধৈরজ না কর গমনে ।
তোঁহারি বিরহে ধনী জরজর অন্তর
মানস মিলল শমনে ॥ ধ্রু ॥
ধূলি ধূসর ধনী ধৈরজ না রহ
ধরণী শুতল তরমে ।
মুকত কবরীভার হার তেয়াগল
তাপিত ভূষিত পরাণে ॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী
স্বরসুতা স্রবে নয়ানে ।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল
সোই সরজ বর বয়ানে ॥
না বোলই ধনী ধরণীতলে লুবতলি
প্রাণ প্রবোধ না মানে ।

কহই চতুরা ধনী আব কিয়ে হোয় জানি
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

ধানশী।

কাঞ্চন গোরী ভোরী বৃন্দাবনে
খেলই সহচরী মেলি।
তুয়া দিঠি মিঠি গরলে তনু ভারল
তৈখনে শ্যামরী ভেলি॥
মাধব সো অবিচল কুলবামা।
মরমহি গোই বোই দিন যামিনী
গুণি গুণি তুয়া গুণগামা॥ ধ্রু॥
গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনী মণি মন্ত্র মহৌষধ
লোচনে লাগল সমাধি॥
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি॥

সুহই।

আচরে মুখশশী গোয়।
ঝর ঝর লোচনে রোয়॥
কারণ বিনু ক্ষণে হসই।
উতপত দীর্ঘ নিশসই॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম॥
তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মতহীলে লুঠই॥
কাহক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতী বাদ।
কা দেই করই সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥

সম্ভোগ।

কেদার।

কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচন
কেলিসমাগমে কাঁপ॥
দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ।
কানুক দরশিতে ঐছে বেয়াকুল
দরশনে ইহচিত রঙ্গ॥ ধ্রু॥
রাই বদন হেরি লুবধল মাধব
কোরে বৈঠায়লি গোরী।
কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনী
চুম্বনে রহ মুখ মোড়ি॥
ভুজে ভুজে বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভন
অধরে অধর রস নেল।
গোবিন্দদাস পহুঁ পূরল মনোরথ
নব নব সঙ্গম ভেল॥

ধানশী।

নিরমল বদন কমল বর মাধুরী
হেরইতে ভৈগেলু ভোর।
অলখিতে রঙ্গিণী ভাও ভুজঙ্গিনী
মরমহি দংশল মোর॥
সজনি যব ধরি পেখলু রাই।
মদন মহোদধি নিমগন মঝু মন
আকুল কূল নাহি পাই॥ ধ্রু॥
বঙ্কিম হাস বিলোকন অঞ্চলে
মঝু পর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণী কিয়ে বিরাগিণী
বুঝইতে সংশয় ভেল॥
মরমক বেদন মরমহি জানত
সদয় হৃদয় তুহুঁ চাই।
গোবিন্দদাস কহ নিতি নব কৌতুক
মনে লাগল রসবতী রাই॥

ধানশী।

রতন মঞ্জরী ধনী লাবণী সায়র
অধরহিঁ বান্ধুলী রঙ্গ।
দশন কিরণ কত দামিনী ঝলকত
হসইতে অমিয়া তরঙ্গ॥
সজনি যাইতে পেখলুঁ রাই।
মঝু হেরি সুন্দরী ভরমহি চঞ্চল
চকিত চমকি চলি যাই॥ ধ্রু॥
পদ দুই চারি চলই বর নাগরী
রহল নিমিখ শর জোরি।
কুটিল কটাক্ষ কুসুম শর বরিখনে
সরবস লেয়ল মোরি॥
মঝু মন যশ গুণ সুধি মতি সাধস
লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দদাস কহই অব মাঁধব
জপতহিঁ তুয়া গুণমালা॥

কামোদ।

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সরবস লেই পালটি পুন বিন্ধলি
রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারি॥
হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ না পূরল
পালটি না হেরলুঁ রাধা॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন আঁচর কুচ কনকাচল
ঝাপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়াকুম্ভ ভরি
মুহুরি রাখত কত বেরি॥
যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাঁফর
তাহি মিলল আন আন।
কাঠক মুরতি ঐছে মুরুছায়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

বরাড়ী।

সহচরী মেলি চলল বররঙ্গিণী
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ কুসুম জিনি তনু রুচি
দিনকর কিরণে মৈলান॥
সজনি সো ধনী চিতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি রহশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর॥ ধ্রু॥
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজে
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥
চিত নয়ন মঝু এ দুহুঁ চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর নাগর রাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ।
মুগধী কোঙারী কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ।
বিপরীত বাণী কহলি তুহুঁ মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিধি যদি তাহে কছু করয়ে সহায়॥
মাধবীকুঞ্জ কুসুম অনুপাম।
তাঁহা তুহুঁ যাই করহ বিশ্রাম॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দদাস কহত পরণাম॥

কেদার।

মঞ্জুল মঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে
সোঙরি সো গুণগাম।
মরম অন্তরে জপয়ে মন্থর
একলি তোহারি নাম॥
রামা হে তেজহ কপট ছন্দ।
মদন হিন্দোলে তো বিনু দোলত
নন্দ নন্দন চন্দ॥

শ্রীরাগ।

চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপল
তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই
কৈছে করব অভিসার॥

সুন্দরি তুয়া লাগি সম্বাদল কান।
বিরহক্ষীণ তনু অনুখন জর জর
অব ইথে বিহি ভেল বাম॥
বতনহি মেঘ- মল্লার আলাপই
তিমির পয়ান গতি আশে।
আওত জলদ ততহি উড়ি যাওত
উতপত দীরঘ নিশাসে॥
তুয়া গুণ নাম গাম জপি জীবই
বহু পুলকায়িত দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহা ইহ নব নব লেহা॥

সুহই।

কিয়ে হিমকর কর কিয়ে নীর ঝর ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
অনতহিঁ চন্দন পঙ্ক॥

সুন্দরি কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে।
নাগরী কোরে সোঙরি তোহে মুরছই
নয়নহি লোর তরঙ্গে॥ ধ্রু॥
জনু নব জলধর ধরণী লোটায়ত
আকুল চিকুর বিথারি।
রাধা নামে নয়ন ঘন বরিখয়ে
আরতি কহই না পারি॥
ধনি ধনি তুহুঁ ধনী রমণী শিরোমণি
কানু সে তোহারি একান্ত।
তুয়া পদ পঙ্কজ ভালে নাহি ছোড়ত
গোবিন্দ দাস মতিমন্ত॥

কেদার।

রতি-রস-ছরমে শ্যাম হিয়ে শুতলি
শরদ-ইন্দুমুখী বালা।
মরকত মদনে কোই জনু পূজল
দেই নব কাঞ্চনমালা॥
শ্যাম বয়ানপর বয়ান বিরাজই
উর পর কুচ যুগ সাজে।
কনককুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল
মদন মহোদধি মাঝে॥
জোড়ল তনুমন ভুজে ভুজে বন্ধন
অধরহি অধর মিশান।
বেড়ল মৃণালে হেম নীলমণি জনু
বান্ধিল যুগ একঠান॥
ঘন সঞে দামিনী সাজে দুকূল জনু
দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণে বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস॥

অথ রসোদ্গার।

বিভাষ।

পুলকে বলিত অতি ললিত হেমতনু
অনুখন নটন বিভোর।
কত অনুভাব অবধি নাহি পাইয়ে
প্রেম-সিন্ধু বহ নয়নহি লোর॥
জয় জয় ভুবন-মঙ্গল অবতার।
কলিযুগ-বারণ মদ-বিনিবারণ
হরিধ্বনি জগতে বিথার॥ ধ্রু॥
নিজ রসে ভাসি হাসি ক্ষণে রোয়ই
আকুল গদ গদ বোল।
প্রেমভরে গর গর না চিনে আপন পর
পতিত জনেরে দেই কোর॥
ইহ রস-সায়রে মগন সুরাসুর
দিন রজনী নাহি জান।
গোবিন্দদাস বিন্দু লাগি ঝোরই
শ্রীবল্লভ পরমাণ॥

বিভাষ।

চৌদিকে চকিত- নয়নে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ॥
বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি কি কেল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানসু হিয়া মাহা সাঁচি॥ ধ্রু॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি অঙ্গভঙ্গিম সাখী।
গাঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এত দিনে পেখলু আঁখি॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি
জিতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহি বুঝনু কাজ॥

শ্রীগান্ধার।

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহু ভুজ কাঁপি॥
দুর কর এ সখি তুয়া পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ কর অঙ্গ॥
চেতন না রহ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছে রভস রস কেলি॥
যো ধনী মানি সুরত অধিদেবী।
তাকর চরণ কমল পাই সেবি॥
কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরক সমুঝাব॥
অবহুঁ জগত ভরি অকিরীতি এহ॥
রাধামাধব অবিচল লেহ॥
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দদাস চিতে না ভাজে বিবাদ॥

সুহই

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলু কান॥
কত শত কোটী কুসুম শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি জানলু বিহি মোরে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥ ধ্রু॥
সুনয়নী কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরী সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জনু আগি॥
প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতী রস মরিযাদ॥

বরাড়ী।

যাঁহা দরশনে তনু পুলকে ভরই।
যাঁহা কর করযণে টুটত বলই॥
যাঁহা পরিরম্ভনে অম্বর খলই।
যাঁহা ঘন চুম্বনে বয়ান টুটই॥
এ সখি মানিয়ে হরি সঞে মেলি।
যব হোয়য়ে হেন মনোভব-কেলি॥ ধ্রু॥
যাঁহা কিঙ্কিণী মণি কঙ্কণ বোলই।
যাঁহা নখ-বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই॥
যাঁহা মণি নূপুর তরলিত কলই।
যাঁহা ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই॥
যাঁহা নাহি ঐছন রস নিরবহই।
তাঁহা পরিবাদ গোবিন্দদাস কহই॥

ধানশী।

যব হরি-পাণি- পরশে ঘন কাঁপসি
ঝাঁপসি ঝাপল অঙ্গ।
তব কিয়ে ঘন ঘন মণিময় আভরণ
বেশ পরায়লি রঙ্গ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিহু জাগরে নিঁদহুঁ না জীবসি
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ॥

করইতে কোবে জোরি তনু-বল্লরী
নহি নহি বোলসি থোর।
চুম্বন বেরি জানি মুখ মোড়সি
জনু বিধু লুবধ চকোর॥
নব হোয়ে নাহ রত নিরত অবিরত
যারত জনি অভিলাষ।
গোবিন্দদাস কহ নহ রত-বল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ॥

শঙ্করাভরণ।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন-দোহন তেজল রে॥
চান্দ চকোর জনু পাওল রে।
রাইক প্রেমভরে ভাসল রে॥
মুরছি অবনীতলে পড়লহি রে।
অরুণিত লোচনে ঢল ঢল রে॥
করে পহু কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে॥
দুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দদাস মনোমোহন রে॥

ভাটিয়ারি।

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম।
কনক-লতায় জনু তরুণ তমাল।
নব-জলধরে জনু বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেমতরঙ্গ॥
মুখ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥

তথা রাগ।

বিপিনহি কেলি করল দুহুঁ মেলি।
জলমাহা পৈঠি করল জলকেলি॥
নাহি উঠল দুহুঁ মোছল অঙ্গ।
দুহু রূপ নিরখিতে মুরছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে করল দুহুঁ নব নব বেশ।
কবরী বানাওল বান্ধল কেশ॥
নিজ নিজ মন্দিরে কয়ল পয়ান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণগান॥

সুহই।

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক-মুকুট মণি নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেনে করে॥ ধ্রু॥
মোর অঙ্গসঙ্গ আশে লালসা পাইয়া বৈসে
বঁধুয়া বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিবে মনে
এ তনু তোমারে দিনু দিনু॥
আউলাঞা কবরীভার বেশ করে বারেবার
বসন পরায় কুতুহলে।
বসাঞা আপন উরে নুপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে করতলে॥
বঁধুয়া বলয়ে ধনি কালিয়া বস্ত্রখানি
ও রাঙ্গা চরণতলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর
নিগূঢ় মরম তার সাখী॥
বিদগধ শ্যামরায় বসনে করয়ে বায়
আপনে যোগায় গুয়া পান।
গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনি
তেঞি তুমি শ্যামের পরাণ॥

গান্ধার।

কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনী সই।
সে রস ধাদসে ধস ধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই॥
ও নব নাগর রসের সাগর
আগোর সকল গুণে।
সে সব চরিত আদর পিরীতি
ঝুরিয়া মরিয়ে মনে॥

সে মোর কোলেতে করিয়া ভাবিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া॥
কাঁচুলা খাঁড়িয়া সে রস লুটিয়া
ভুলিলা মধুপ জনু।
কমল কোরক ভরমে কি কৈল
শুণিতে ঘূর্ণিত তনু॥
ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে বুঝিলাম হয়ে
দাস গোবিন্দ ছার॥

পঠমঞ্জরী।

একলি নাইতে যমুনার ঘাটে
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস॥

তথা রাগ।

সিনানক্দাপর সময়ে জানি।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা॥
তাম্বূল ভখিয়া দাড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে॥
লাজে কাঁপি যদি মন্দিরে যাই।
পদচিহ্ন তলে লুটয়ে তাই॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন॥

বিভাষ।

নবঘনকিরণ- বরণ নব নাগর
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ানকোণে মদন জাগাওল
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥
সজনি কি কহব রজনীআনন্দ।
স্বপনে বিলোকন কিয়ে ভেল দরশন
মঝু মনে লাগল ধন্দ॥ ধ্রু॥
উর পর কমল পাণি অবলম্বনে
দূর করল আন আন।
নীবিবন্ধ বন্ধ বিমোচনে নাগর
কি করল কিছুই না জান॥
তৈখনে মদন কুসুম শর হানল
জর জর জীবন মোর।
গোবিন্দদাস কহ আরাধন কি ফল
বিফল কি যাইবে তোর॥

ধানশী।

ঘন রসময় তনু অম্বর গম্ভীন।
নিমগণ কতহুঁ রমণীমনমীন॥
শ্রবণ মকর ধীম কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমী মিলিত ফণিরাজ॥
এ সখি শ্যামসিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধয়লি কুচকনয়কটোর॥ ধ্রু॥
যছু মুখ চাঁদ সুধাময় হাস।
গরলহি তরল নয়ন পরকাশ॥
অধর পঙার দশন মণিমোতি।
রোচনতিলক মৈনাকক জ্যোতি॥
সুরতরুকুসুম সুগন্ধ নিবাস।
চূড়া জলদ পিঞ্জ ধনুভাস॥
গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

তথা রাগ।

কুটিল কটাক্ষ বিশিখ ঘন বরিখনে
দূরে করি বিবিধ তরঙ্গ॥

নিজ তনু ঔষধি সরস পরশ দধি
লেপে থকিত করি অঙ্গ॥

সুন্দরি ধনি পীতাম্বরী তুহুঁ ভেল।
এক হিলোলে শ্যামরসসায়রে
সবহুঁ সার হরি নেল॥ ধ্রু॥

দূর অবগাহ অন্তর মাহা মন্থর
মদন-কমঠ অবগাহ।
উচ কুচ মন্দর হার ভুজগ-বর
মেলি মথন নিরবাহ।

অধর সুধা পিয় প্রেম লছমী হিয়
বাঢ়িবে নখ পদ চন্দ্র।
প্রীতিঅনুভব রতন পরিপূরল
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥

বিভাষ।

যো গিরি-গোচর বিপিনহি সঞ্চরু
কৃশ-কটি করু অবগাহ।
চন্দক চারু শটা-পরিমণ্ডিত
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥

সুন্দরি ভালে তুহুঁ হরিণী-নয়ানী।
সো চঞ্চল হরি হিয়া-পিঞ্জর ভরি
কৈছনে ধয়লি সেয়ানি॥

কত বর-দন্তীক করহি কর বারত
দশনহি গণ্ড বিদারি॥
বল করি খরতর নখর-নিকর সঙে
মোতিম বনহি বিথারি।

অধর সুধা দেই পুনহি জীয়ায়ই
পুন নিরমদ করি তেজ॥
গোবিন্দদাস ভণ তাক শয়ন পুন
অহনিশি কিশলয় শেজ॥

কৌ রাগিণী।

বেণুক ফুকে বুক মদনানল
কুল ইন্ধন মাহা জারি।
দরশন পাণি হুহু পরশে সোহাগল
শ্রম-জলে জোরল বারি॥

সজনি কানু সে হৈল সোণার।
মঝু মনকাঞ্চন আপন প্রেম মণি
জোরি পিন্ধায়ল হার॥

নব অনুরাগ রঙ্গে পুন রঞ্জল
মূল না জানই কোই।
গুরুজন নয়ন চৌর পরে ছাপিয়ে
প্রাণনাথ সর্ম গোই॥

যো রস আগরি বিদগদ নাগরী
হের তুহুঁ মন সাধ।
গোবিন্দদাস কহই আনে হেরিলে
জানি হোয়ত পরমাদ॥

শ্রীগান্ধার।

কাজর ভরম তিমির জনু তনুরুচি
নিবসই র॥
বাঁশী নিশাসে মধুর বিষ উগারই
গতি অতি কুটিল সুধীর॥

সজনি কানু সে বরজ ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয় চন্দনরুহে লাগল
ভাগল ধরম বিহঙ্গ॥

লোচনকোণে পড়ত যব নাগরী
রহই না পারই থির।
কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরি পিবই
কুলবতী বরতসমীর॥

এক অপরূপ নয়নে বিষ তাকর
মেটয়ে দশনক দংশে।
বিষ ঔষধ বিষ অবধারল
গোবিন্দদাস পরশংসে॥

ধানশী।

পহিলহি কুল তুল সম উয়ল
যাকর বেণুক ফুকে।
ধরম করম মতি ভরম সদৃশ ভেল
নারী গিরি সম দুখে॥

সজনি কি হাম করব উপায়।
হেরইতে সো কানু আপনি আপনা তনু
কাহে করত অন্তরায়॥ ধ্রু॥
নয়নহি নিন্দউ নয়ানে না হেরই
হানল কুসুমশর বাণ।
যত পরমাদ কহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সুহই।

হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেমপ্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন পৌর চোর সদৃশ ভেল
দুরহি দূরে রহু ভাগি।
সজনি এত দিনে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
কানু অনুরাগ ভুজগে গরাশল
কুলদাদুরী মরু মন্দ॥ ধ্রু॥
আপনক চরিত আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন করিতে হয়ে আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে
গৃহপতি সপতিক ঠাম॥
নিন্দউ নিঁদ নয়নে নাহি হেরিয়ে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাই পারিয়ে
গোবিন্দদাস এক সাখী॥

অভিসার।

সুহই।

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢর ঢর গোরা মু্খ জাগু নিছনি॥
কি কাজ শরদ কোটী শশী।
জগত করিল আলো গোরা মুখের হাসি॥
দেখি রজনী মাধব কাঁতি।
মনু মনু অনুরোধে এ বর যুবতী।
সুদর্শন শিখর মূরতি।
মরমে ভরম জাগে পিরীতি আরতি॥
ভাঙ ধনু মদন ধানুকী॥
কুলবতী উনমতি কৈল দুটি আঁখি।
অলকা তিলক ভালে শোভে।
রঙ্গিণীর রঙ্গ বাঢ়ে ঐ লোভে॥
চাঁচর চিকুর কবরী।
নানা ফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি॥
চন্দনকেশরমাখা তনু।
রঙ্গিণীর প্রাণ বাটি লেপিয়াছে জনু॥
মদনবিজই দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা॥
রাঙ্গাপ্রান্ত পীত পটবাস।
পহিরল নিতম্বিনী রসঅভিলাষ॥
অরুণে চরণে নখচান্দ।
পামরি গোবিন্দদাসে রচিত বান্ধা ফাঁন্দ॥

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফাদ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা॥
সই কিবা সেই নয়ান চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥ ধ্রু॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ ভখ চান্দ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুল শীল যত ছিল মনে নাগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দ দাসের চিতে ঐছন নাগরে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ॥

শ্রীরাধিকার রূপাভিসার।

শ্রীরাগ।

কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম বেশিনী
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে॥
অধর সুরঙ্গিণী অঙ্গ তরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণীরে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনী।
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি ধ্রু॥
কুঞ্জরগামিনী মোতিমদশনী
দামিনী চমক নেহারিণী রে।
আভরণধারিণী নব অভিসারিণী
শ্যামর হৃদয়বিহারিণী রে॥
নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিণী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিলাসিনী হাস বিকাশিনী
গোবিন্দদাস চিত মোহিনী রে॥

কেদার।

পহিল সমাগম রাধা কান।
অতি রসে মগন ভেল পাঁচবাণ॥ ধ্রু।
দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁক বিলোকনে
আনন্দ নীরনে ঝাঁপইরে।
অবিরত পরশিতে কুচ কনকাচল
গিরিবর ধর কর কাঁপই রে॥
গদ গদ ভাষে আলাপই দুহুঁ দুহুঁ
চুম্বনে নয়ন ঢুলায়ই রে।
দুহুঁ পরিরম্ভনে দুহুঁ পুলকায়িত
অঙ্গহি অঙ্গ হেলায়ই রে॥
দুহুঁ রসে ভাসি দুহুঁ অবলম্বই
রঙ্গতরঙ্গিত অঙ্গ দুহুঁ।
নব নাগরী সঙ্গে নাগরশেখর
ভুলল গোবিন্দদাস পহুঁ॥

ধানশী।

যো মেনে মনু যো মেনে মনু।
কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু।
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখি আইনু বাটে॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে॥
কৈল ঠারাঠারি কি রস রঙ্গে॥
থির বিজুরী করিয়া একে।
সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে॥
আঁখির নাচনী ভাঙর দোলা।
মোর হিয়ামাঝে করিছে খেলা॥
চান্দ ঝলমলি বদন ছান্দে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কান্দে॥
চাচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতী উমত কুলের খোটা॥
তাহে তনুসুখ বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেঞি সে ঝুরে॥

বিহাগরা।

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভনে দুহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ দুহুঁ যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আর নিতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥

বসন্ত।

পদতলে ভকত কল্পতরু সিঞ্চিত
প্রেমরস মকরন্দ।
যাকর ছায়ার সোসর নব নব
পরমানন্দ নিরদন্দ।
পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম হেম ধরাধর উয়ল
কিয়ে নবদ্বীপমাঝ॥ ধ্রু॥
নব নীরদ জিনি কত মন্দাকিনী
ত্রিভুবন তরল তরঙ্গে।

নিত্যানন্দ চন্দ্র　　অভিরাম দিনমণি
ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে ॥
যাকর চরণ　　সমাধয়ে শঙ্কর
চতুরানন করু আশে।
সে পহুঁ পতিত　　কোরে ধরি কান্দই
কি কহব গোবিন্দদাসে ॥

ধানশী।

কুন্দ কুসুমে ভরু কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিমহার ॥
চন্দনে চরচি তনু রুচির কর্পূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরপূর ॥
চাঁদনী রজনী উজোরল গোরী।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরী ॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বণই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই ॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গপুতলী কিয়ে রসমাহা বুর ॥
পুরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার।
যবতি শিঙ্গারকি রীতি সম ভাব।
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দদাস ॥

বাসক সজ্জা।

ধানশী।

বাসিত বারি　　কর্পূরিত তাম্বূল
কুসুমিত মদন শয়ান।
উজোর দীপ　　সমীপহি জারহ
বিরচহ চারু বিতান ॥
সখি হে কহই না যায় আনন্দ।
ঋতুপতি রাতি　　অবহুঁ আই নাগর
মিলবহুঁ শ্যামর চন্দ্র ॥ ধ্রু ॥
কুসুমিত মৌলি　　মৃগমদ পরিমলে
মধুকরী ভ্রময়ে মন্থু ভোর।
মদন মনোরথে　　সগরহি যামিনী
সুখে বঞ্চব হরি কোর ॥
বিহিপায়ে লাগি　　মাগি নিব এতি বর
চেতন রহু মঝু দেহ।
গোবিন্দদাস　　কহই হরি পরশহি
সো পুন হোত সন্দেহ ॥

কামোদ।

উজোর রাতি　　শেজ নব কিশলয়
বাসিত তাম্বুল বারি।
এহি উপচারে　　আজু হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি ॥
সজনি কি করব বেশ বনান।
কানু পরশ মণি-　　পরশক বাধন
আভরণ সৌতিনী মান ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ কুণ্ডল দুহুঁ　　কঙ্কণ কিঙ্কিণী
দুহুঁ নূপুর রাখি।
মৃগমদ সিন্দুর　　লোচনে কাজর
পদ যাবক রতি-সাখী ॥
সো তনু পরশে　　পুলকে তনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দদাস　　কহই ধনি ধনি ধনি
কানু মরম তুহুঁ জান ॥

সুহই।

মধু ঋতু রজনী　　উজোরল হিমকর
মলয় সমীরণ মন্দ।
কানু আশোয়াসে　　চপল মনোভবে
মনহি বিথারল দ্বন্দ্ব ॥
সজনি পুন যাই সম্বাদহ কান।
কালিন্দী কূলে　　অবহুঁ বিরহানলে
হেকব দগধ পরাণ ॥
কিশলয় দহন-　　শেজ অব সাজহ
আহুতি চন্দন পঙ্ক।
দ্বিজ-কুল-নাদ-　　মন্ত্রে তনু জারব
পুনঃ নহি প্রেমকলঙ্ক ॥

চিতরতন মঝু কানু পাশে রহল
অংর্ত না মিলিল যোই।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
আপহি মিলব সোই॥

শ্রীগান্ধার।

ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ্র।
মলয় সমীরণ কুসুম সুগন্ধ॥
যামিনী আধ অধিক বহি গেল।
যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল॥
এ সখি হরি সঞে কি করব দ্বন্দ্ব।
আপন মনহি মনোভব মন্দ॥
সো মুখ হেরইতে না রহ মান।
তাকর রসে ভেল কঠিন পরাণ॥
যাকর বচনে নাহি বিশোয়াস।
তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দদাস॥

তথারাগ।

মাধব কি কহব ধনীক সন্তাপ।
চিতহিঁ তোহারি দরশ দুরাপ॥
বিরহক বেদনে সো বরনারী।
নিরজনে বিছরই সুরত তে রি॥
দারুণ দৈবত তহিঁ নাহি ভেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বদন নেহারত ভেল চন্দ্র।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহি ধন্দ॥
তাও ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখব মদন করু তোয়।
তীতক চিত্র পুতলী ভেল সোয়॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত-দেবা॥

ধানশী।

মাধব মনোরথ কিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনী ফুলশরে জর জর
পহু নেহারত তেরা॥

উজোর শশধর দীপ জারল
অলিকুল ঘাঘর রোল।
হনইতে হরিণী- নয়নী দরশায়ই
তুহিঁ তহিঁ পিক বোল॥
তুহুঁ অতি মন্থর গমন দুরন্তর
মধুর যামিনী অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির করত নিরন্তর
নিমিখে মানয়ে যুগ কোটি॥
আশা পাশে লেই গলে বৈঠল
প্রেম কল্পতরু মূল।
কিয়ে অমিয়া কিয়ে ধরব গরল ফল
গোবিন্দদাস কহ ভূল॥

বিহাগড়া।

হরিণনয়নী তেজি নিজ মন্দির
আওয়ে সঙ্কেত ঠামা।
তৈখনে চাঁদ উদয় ভেল দারুণ
পশারল কিরণক দামা,
মাধব তোহে কি বলব আন।
বিষমকুসুমশরে পাঁজর জর জর
ধনি যদি তেজই পরাণ॥
মোতিম হার ভার কিয়ে জানই
করকঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক।
সহচরী কোরে ভোরে তনু মোড়ই
লোরে ধরণী কর পঙ্ক॥
কিশলয় শয়নে থির নাহি বান্ধই
চন্দনে পবনে মুরছাই।
গোবিন্দদাস কহই হরি অভিসর
যদি খনে জীবই রাই॥

গুর্জ্জরী।

ঋতুপতি রাতি বিহর অবে জাগরি
দোতী উপেখলি রামা।
প্রিয় সহচরী বলি মোরে পাঠাওলি
অতয়ে আইনু তুয়া ঠামা॥

শুন মাধব কর জোড়ি কহলোঁ তোয়
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত লোচন
তুহুঁ না হেরবি মোয় ॥
দূরে কর লালস আনতি লালসা
চাতুরী বচন বিভঙ্গ।
বন্ধু জীবন হাম তোহে নিরমঞ্ছব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ ॥
যাহে শির সোঁপি কোর পর শুতিয়ে
সো যদি করু বিপরীতে।
পিরীতিক রীত ঐছে তব মীটব
গোবিন্দদাস চিত ভীতে ॥

ভূপালী।

পৌখিনী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিমকর হিম করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে শয়ন করু ঝাঁপ ॥
এ সখি হের চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥ ধ্রু ॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচকুচকঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই
চললহুঁ কুঞ্জে লখই নাহি কোই।
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই।
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘন যাহা নবীন সুলেহ ॥

কেদার।

হিম ঋতু যামিনী যামুন তীর।
তরল লতা কুল কুঞ্জ কুটীর ॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিন সমীর।
ইথে কৈছে বঞ্চসি শ্যাম শরীর ॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া লেহ।
ধনি ধনি সো ধনী পরিহরি গেহ ॥
কুলবতী গৌরব কঠিন কপাট।
গুরুজন নয়ন সকণ্টক বাট ॥
সো সবে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলল ধনী রাই ॥

ভূপালী।

হিমঋতু নিশি নিশি দিশি বাত।
হিমকরণীকরনিকর নিপাত ॥
মদনজলধি ভগে তহি দেহ ঝাঁপ।
মিলল শ্যামতনু থরহরি কাঁপ।
সুন্দরি দূরে কর কপট শয়ান।
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান ॥
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি।
সুখময় শেজ বিদোষল রাতি ॥
তুহুঁ হেন নাগরী হরি হেন নাহ।
ধনি ধনি মনসিজরস নিরবাহ ॥
শুনইতে ঐছন সহচরী বোল।
মধুরিম হাসি গোরী তনু মোড় ॥
হরি পরিপূরল মানসকাম।
গোবিন্দদাস গাওয়ে গুণগান ॥

কামোদ বা কানাড়া।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভবসিন্ধু ॥
অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভক্ষণ ভেল বাদলঅভিসার ॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহি পহিরায়হ নীল নিচোল ॥
কি ফল উচকুচকঞ্চুক ভার।
দূর কর মৌতিনী মোতিমহার ॥
তুহুঁ সখী দেখহ দেহলী লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি ॥
চলইতে দিগ ভরম জানি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয় ॥

তথা রাগ।

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ পথে শত
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতীগৌরব বামে চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার॥
সজনি কি ভেল পাপ পরাণ।
যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান॥
গণইতে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানুপিরীতি অভিলাষ।
না জানিয়ে কোন কলাবতী বান্ধল
তাও ভুজঙ্গিনী পাশে॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।
গোবিন্দদাস কহয়ে তুহুঁ সংশয়
নিরসল রসিক মুরারি॥

কল্যাণী।

সাজল কুসুম শেজ পুন সাজই
জারই জারল বাতি।
বাসিত কর্পুর কর্পূরে পুন বাসই
ভৈগেল মদনভরাতি॥
আজু রাই সাজল বাসকশেজ।
মনোরথে লাখ মনমথ ধারই
অঙ্গে অঙ্গ নাহি তেজ॥ ধ্রু।
ঘন ঘন আভরণ অঙ্গে জড়ায়ই
খণে খণে তেজই তাই।
চকিত বিলোকনে চমকিত উঠই
হেরইতে নিজ তনু ছাই॥
কাতর বচনে সম্ভাবই সহচরী
কাহে বিলম্বত কান।
গোবিন্দদাস কহই অব না শুনিয়ে
সঙ্কেত মুরলীনিশান॥

কামোদ।

কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়নু
সঙ্কেতকেলিনিকুঞ্জ।
মাধবী পরিমলে ভোরি মঝু তনু
ছায়ই মধুকর পুঞ্জ॥
অবহু না মিলল দারুণ কান।
নিলজ চিত পিরীতিঅনুরোধ
ইথে নাহি যাত পরাণ॥ ধ্রু।
কানুক বচন অমিয়ারস সেচনে
বেচলু তনু মন জাতি।
নিজকুলদূষণ ভূষণ করি মানলু
তেজি ভেল ঐছন শাতি॥
হিমকরকিরণে গমন অবরোধল
মন্দিরে চলত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহ সাই সতি জানহ
কানু কি তেজল লেহ॥

তথা রাগ।

কতহুঁ প্রেমধন হিয়া মাহা সাচি।
দুরজন নয়ন পহরীকর বাঁচি॥
হাম রহু সঙ্কেত আনত রহু কান।
একলি নিকুঞ্জে কুসুম শর হান॥
এ সখি হৃদয়ে জলত মঝু আগি॥
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি॥
যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই॥
কুলবতী চরিত পিরীতি লাগি খোই।
হা হা হরি করি কাননে রোই॥
পন্থ নেহারি নয়ন রয় লাগি।
টুটত রজনী বাঢ়ত অনুরাগি॥
অবহুঁ না মিলল শ্যামর কাঁতি।
গোবিন্দদাস কহ দীঘল রাতি॥

ধানশী।

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধর নীরস ঘন শ্বাস।

করতলে বদন সঘনে অবলম্বই
শুনি শুনি জীবন নৈরাশ ॥

মাধব কাহে আগোয়াসলি রামা।
সপরিহ যামিনী জাগি পোহায়ল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা ॥ ধ্রু ॥

হরি হরি বোল ধরণী ধরি উঠই
বোলত গদ গদ ভাষ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে
বিহি সঞে মাগয়ে পাথ ॥

কি করব চন্দ্র চন্দন ঘন লেপন
বিপদয় রঙ্গন শয়ান।
আন বেয়াধি আন পায়ে ওখদ
গোবিন্দদাস নাহি মান ॥

ললিত।

উত্তর না পাই রাই সখী কুঞ্জহি
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদ গদ
হেরি চমকিত ভেল চিত ॥

সুন্দরি কানু মিলন ভেল ধন্দ।
নিশি পরিকীর্তি মলিন অব হেরিয়ে
টুটল সব পরবন্ধ ॥ ধ্রু ॥

এত শুনি রাই পাই মন দুখচয়
চললহি অব নিজ গেহ।
রজনী উজার নাহ পহু পর
মিলল ঝামর দেহ ॥

দূর সঞে নাগর রাই বদন হেরি
চমকি হেরি ভেল ভীত।
গোবিন্দদাস ভণ ওহে নন্দনন্দন
ইহ কিয়ে পিরীতিক রীত ॥

গান্ধার।

শুন মাধব কোন কলাবতী সোই।
প্রেম হেম গড়ি আপন রঙ্গ দেই
এছেন সাজ গুণি তোয় ॥ ধ্রু ।

নয়নক অঞ্জনে অধর ভেল রঞ্জিত
নয়নহি তাম্বুল দাগ।
সিন্দুরবিন্দু চন্দন ইন্দু ঝাঁপল
উর পর যাবক রাগ ॥

বদন সোণার তোরি রূপ লালসে
তাহে দেওল নখ-রেহ।
কোন গোঙারী তোহে অব পরশব
হেরি তুয়া ঝামর দেহ ॥

অব রসলালস কিয়ে দরশয়সি
নিলয় শোচ মৈলান।
গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ
হেম ধরব নিজ বাণ ॥

কামোদ।

ডগ মগ অরুণ উজাগর লোচন
উরে নখ পরতীত রেখা।
রতিরণে রমণী পরাভব মানই
দেওল রতিজয় লেখা ॥

মাধব অব কি কহব তুয়া আগে।
না জানিয়ে রতিরস ও সুখ সম্পদ
কি ফল তুয়া অনুরাগে ॥ ধ্রু ॥

রতি রসে অলস অবশ দিঠি মন্থর
নিরবধি নিন্দক সেবা।
কোন কলাবতী করি কত আরতি
পূজল মনোরথ দেবা ॥

বচন রচন করি কিয়ে পরবোধসি
নিরবধি অন্তরে সোই।
গোবিন্দদাস কহ পরশতুল নহ
পরশনে রস নাহি হোই ॥

মিলন।

কামোদ।

গোরথ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে
জটিলা ভিখ আনি দেল।

মৌনী যোগেশ্বর মাধ ভিলায়ত
বুঝল ভিখ নাহি নেল ॥
জটিলা কহত তব কাহে তুহু মাগত
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূ হাত ভিখ হাম লেয়ব
তুরিতহি দেহ পাঠাই ॥
পতিবরত বিহু ভিখ দেউ যব
যোগী ববত তোয়ে নাশ।
তাকর বচন শুনিতে তনু পুলকিত
ধাই কহে বধূ পাশ ॥
দ্বারে যোগীবর পরম মনোহর
জ্ঞানী বুঝল অনুমানে।
বহুত যতন করি রতন থালী ভরি
ভিখ দেহ তছু ঠামে ॥
শুনি ধনী রাই আই করি উঠল
যোগী নিয়ড়ে হাম যাব।
জটিলা কহত যোগী নহ আন মত
দরশনে হোয়ব লাভ ॥
গোধুমচূর্ণ পূর্ণ থালী পর
কনক কটোরি ভরি দিউ।
করযোড়ে রাই লেহ কর ফুকরই
তাহে হেরি থরহরি জিউ ॥
যোগী কহত হাম ভিখ নাহি লেয়ব
তুয়া মুখ বচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর যো অভিমান সো
মাফ করহ ঘর যাই ॥
শুনি ধনী রাই চীয়ে মুখ ঝাপল
ভেখধারী নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহ নটবরশেখর
সাধি চলত মনকাজ ॥

বিভাষ

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুর রহনা।
চন্দনচন্দ্র মাহ লাগল মৃগমদ
তাহে বেকত তিন নয়না ॥
মাধব অব তুহু শঙ্কর দেবা।
জাগরপুণ্যফলে প্রাতরে ভেটনু
দুহুঁহি দুয়ে রহু সেবা ॥ ধ্রু ॥
চন্দন-রেণু ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম-সম ভেল।
তোহারি বিলোকনে মরু মনে মনসিজ
মনোরথ সঞে জরি গেল।
তবহুঁ বসন ধর কাহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহই পর অম্বর
গলইতে দেখি না দেখি ॥

কামোদ বা সুহই।

সহজই গৌরী রোখে তিন লোচন
কেশরী জিনিয়া মাঝ ক্ষীণ।
হৃদয় পাষাণ বচনে তনুমানিয়ে
শৈল সুতা করি চিন ॥
সুন্দরী আ তুহুঁ চণ্ডি-বিতণ্ড।
যব মহাশঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ। ধ্রু ॥
কালীয় কুটিল ভাঙ ভুজঙ্গম
সম্বরু তাকর দম্ভ।
পশুপতি দোখে রোখে নাহি সমুঝিয়ে
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ।
দমন মনোভবে তুহুঁ জিয়ায়বি
ঈষৎ-হাস বর দানে।
তুয় পরসাদে বাদ সব খণ্ডয়ে
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

ভূপালী।

রজনী গোঙায়লি রতি-সুখ সাধে।
বিহানে তেজলি তাহে কোন অপরাধে ॥
সোই চণ্ডী তুহুঁ শঙ্কর দেব।
তনু আধ দেই তাহে যাই সেব ॥

কি কহব যে সব করলি তুহুঁ কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিণী সমাজ॥
ভাগল সহচরী না বোলই কোই।
পালটী চল মুখে আচল গোই॥
বসন হেরি অঙ্গ ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ॥
গোবিন্দ দাস চললি আগুসারি।
আওল মন্দিরে কোই লখই না পারি॥

সুহই।

যামিনী জাগি অলস দিঠি পঙ্কজ
কামিনী অধরক রাগ।
বান্ধুলি অরুণ অধরে ভেল কাজর
ভালোপরি অলক্তক দাগ॥
মাধব দূর কর কপট সুলেহ।
যাতকি করব কিয়ে দরপণে হেরি
চল তুহুঁ তাকর গেহ॥ ধ্রু॥
সো খর-সমরে সুধীর লাবতী
রতি রণে বিমুখ না ভেল।
নখর কৃপাণে হানি উর অন্তর
প্রেম-রতন হরি নেল॥
প্রেমধনবিহীন পুরুষে অব কো ধনি
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিনু হার সাথী এক তুয়া হিয়ে
দোসর গোবিন্দদাস॥

বিভাষ।

নখ পদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি॥
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
কাঁহে মিনতি কর কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁক গদ গদ ভাষ।
সরে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গৌরী তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ।
অন্তয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহি গোবিন্দদাস।

তথা রাগ। কন্দর্প তাল।

কাহা নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
ইহ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে মসি কিয়ে পরশলি
ঘন মৃগমদ-রস এহ।
ভামিনি মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহি হেরলি দিঠি মন্দ।
গৈরিক হেরি গৈরি সম মানসি
উর পর যাবক-ভানে।
কাজর বিন্দু ইন্দু মুখ নিন্দসি
সিন্দুর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

ধানশী।

জানলু এ হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলী রজনী গোঙায়লি
তাহি করহ অনুরাগ॥ ধ্রু॥
রতি-রণ-পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
অন্তরে অনুমানিয়ে বেকত উজাগরি
বিঘটন ভামিনি-সঙ্গ।
অতি অনুরূপ গতি এক বচন সতি
আজু দেখলু পরতেক।
যো পরতেক বিহি তারে বঞ্চই
সুবচন দেখি না দেখ॥

তুহুঁ রস-সাগর বিদগধ নাগর
হাম মুগধী কুল-নারী।
গোবিন্দদাস কহই অব হরি সঞে
অনুনয় বুঝই না পারি॥

ধানশী।

রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটাই।
তুহুঁ করে তুহুঁ পদ ধরি রহ মাধব
তবহি বিমুখ ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যায়ব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহুঁ
তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
রোই চলত বর কান॥

তিরোতা ধানশী।

রাই অনাদর হেরি রসিকবর
অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই
পীতবাসে মোছই বয়ান॥
হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন প্রেমিকহি কথি লাগি নিরসল
কাহে করল মুঝে মান॥
মোরে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
সো দুখ করি অনুমান।
রূপবতী-হৃদয় বিরহ জরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥

রাই সম্বাদ সুধারসসিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোয়।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তব যশ গাওব তোয়॥

সুহই।

আকুল প্রেমে পহিলে নাহি হেরনু
সো বহু বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সহ
অহর্নিশি জলত পরাণ॥
সজনি তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনী রোখই
সো তাপিনী জগ মাহ॥ ধ্রু॥
যো হাম মান বহুত করি মানলু
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ- শরে ভেল জর জর
তাকর দরশ না দেখি॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক লেহ॥

তথা রাগ।

কুলবতী কোই নয়নে জানি হেরই
হেরত পুন যদি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেম করই জনি মান।
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোষ।
মান-দগধ জীউ অব নাহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোষ॥
যো মঝু চরণ- পরশ-রস-লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনি তনু জর জর
পরশ পরখ-সম ভেল॥

সহচরী মোহে লাথ সমুঝায়ল
শুনহে না রোপয়ু কাণ।
গোবিন্দ দাস সরস বচনামৃতে
পুন বাহুড়ায়ব কান॥

সো বরবল্লভ সহজই দুর্লভ
দরশ লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
মনোরথ পুর॥

শ্রীরাগ।

শুনইতে কানু মুরলী-রব-মাধুরী
শ্রবণে নিবারলু তোর।
হেরইতে রূপ নয়ানযুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি তৈখনে কহল মু তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি
জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনি গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহ।
দিনে দিনে খোয়বি ইহ রূপ লাবণী
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস-আশে॥
সো অব নয়ন- নীর ঘন সিঞ্চহ
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥

ধানশী।

কোমল মাধব জনু দেখল কান।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান॥
রোখে বিমুখ যব চলু বরনাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ॥
সুন্দরি তুহুঁ সমুঝায়ব কোই।
অব রহ নিরজনে মন মাহা রোই।
সহচরী লাখ বচন করি ভঙ্গ।
হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ মান ভুজঙ্গ॥
কোন কুমতি দরশায়ল এহ।
জানলু গরসে ভরল তুয়া দেহ॥
মদন কুসুমে অধীর ভেল সোই।
চললহুঁ দংশি লখই নাহি কোই।
ইথে বিনু নাগ-দমন রসপান।
গোবিন্দদাস মণিমন্ত্র না জান॥

সুহই।

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাত।
সো নাহি পহিরলু দূরে হি ডারলু
মানিনী অবনত মাথ॥
সজনি কাহে মোর দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল।
গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি।
চাতক লহমী চরণ পর ডারলু
বহু জি অবধ পরকারি॥

তথা রাগ।

তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝু নিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সজনি সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই। ধ্রু॥
তুহুঁ কাহে বিরস বচনে মোহে মারলি
ডারলি শোকিকি কূপে।
মুরছিত জনকে ঝাত নহে সমুচিত
জগজনে কহব বিরূপে॥

ভঞ্জল মান আন জন-গঞ্জন
পিরীতে পিরীতি করি বাধা।
রসিক সুনাহ আপনে সুখ পায়ব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা ॥
সো মুখ চাঁদ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দী বিষহ্রদ নীরে।
পামর গোবিন্দ দাস মরি যায়ব
সাজি আনল তছু তীরে ॥

গান্ধার।

কি কহলি কঠিনি কালীদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শুনব
জীবনে না বান্ধব থেহা ॥
তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি ॥
কানুক-চিত রীতি হাম জানত
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাক লাখ গারি দেয়সি
তবহুঁ রহত মুখ চাই ॥
ঐছন বোল না বোলবি সুন্দরি
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দদাস কহ শপতি তোহে শত শত
যদি উদবেগ বাড়াহ ॥

ধানশী।

সো বহুবল্লভ সহজেই ভোর।
কৈছনে বেদন জানাব মোর ॥
চলইতে চাহি তাহিঁ আদর ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ-তরঙ্গ ॥
সখিহে কাহে উপেখলু কান।
না জানিয়ে দগধি চলব মোহে মান ॥
সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহার কি শিখাব চতুরিম বাণী ॥
মঝু এত আরতি হো জনি জান।
ইথে লাগি তব পায় সোঁপলু পরাণ ॥
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয় নিরবন্ধ ॥
জীবইতে মোহে মিলব যব কান।
গোবিন্দদাস তব তুয়া গুণ গান ॥

কামোদ।

রাইক বিনয় বচন শুনি সো সখী
চললিহ শ্যামক ঠামে।
দূরহি তাক বয়ান হেরি মাধব
মানল আপন সোহাগে ॥
অপরূপ প্রেমিক রীত।
আদর বিনহি সোই বহু বল্লভ
দূতী নিয়ড়ে উপনীত ॥
দূতী কহত তুহু কৈছন পিরীতি
রীত বুঝই নাহি পারি।
সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আয়লি ছাড়ি ॥
আপনক দোষ জানি যদি মন মাহা
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।
গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
আপে চলহ মঝু সাথ ॥

সুহই।

যাকর চরণ নখরুচি হেরইতে
মুরছয়ে কত কোটী কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরলু হাম ॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুলনন্দন চাঁদ উপেখলু
দারুণ মানকি লাগি।
কাতর দিঠে মিঠে বচনামৃতে
কত রূপে সাধল নাহ।

হায় শ্রবণ সীম নাহি আনল
অব হিয়া তুষদহ দাহ॥
সে হেন রসিক পিয়া কাঁহা করু
সোঙরি মঝু মন ঝুর।
গোবিন্দদাস কহ শুন বরনাগরি
সো পহুঁ তোহারি অদুর॥

একে তুহুঁ নাগরী নব গুণে আগরি
বৈঠসি চতুরীসমাজ॥
আপনাক বাত আপনহি সমুঝসি
হঠে নট কৈলি সব কাজ॥
মানিনি নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আসি বাত দুই পুছিয়ে
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ॥ ॥
অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি
পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।
পিরীতি ভাঙ্গিতে যো উপদেশল
তারক মুখে দেই আগি॥
সো তুয়া চরণ পরশি মহী লুঠল
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক চরিত কহি ঝুরসি
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

সো মুখচাঁদ নয়ানে নাহি হেরনু
নয়নদহন ভেল চন্দ্র।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলু
মধুকরধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব॥
সজনি কাহে বাঢ়ায়লু মান।
প্রেমভঙ্গভয়ে অব জীউ কাতর
তুহুঁ পরবোধবি কান॥ ধ্রু॥
সো করকিশলয় পরশে উপেখলু
অব কিশলয়ে তনু ভোর।
নব নব লেহ সুধারস নিরমল
গরলে ভরল তনু মোর॥
সো কল্পবিরচিত হার উপেখলু

গোবিন্দদাস কহ সো অতি দুরজন
যো ঐছন মতি দেল॥

ধানশী।

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়।
মরমক বেদন জানসি মোয়॥
বৈঠহে নাহ চতুরগণ মাঝ।
ঐছে কহবি যৈছে না হোয় লাজ॥
সখীগণ মাঝে চতুরী তোহে জানি।
আদর রাখি মিলায়বি আনি॥
অব বিরহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ॥
জীবন রহিতে নাহ যদি পাব।
গোবিন্দদাস তব তুয়া যশ গাব॥

শ্রীগান্ধার।

শুন বহুবল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান॥
পামরী পিরীতি উপেখি।
আওলি কুলবতী দেখি।
তোহারি রসিকপণ জানি।
কহইতে আওল বাণী॥
দেখি তুয়া এ সব কাজ।
হাস যুবতীসমাজ॥
যো পদ পরশক আশে।
করসি কতহুঁ অভিলাষে॥
সো পদ পঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি॥
কোন শিখায়লি নীতে।
ধিক ধিক তোহারি পিরীতে॥
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে।
যাক হৃদয়ে যত সাধে
গোবিন্দদাস মতি মন্দ।
হেরইতে ভৈগেল ধন্দ॥

শ্রীরাগ।

পরবশ দেহ থেহ নাহি বান্ধে।
নিলাজ জীউ লেহ লাগি কান্দে॥
শঠ সঙ্গে হঠ না করয়ে কেহ আন।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥
এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ।
শুনি উপহাসব যুবতীসমাজ॥
পরজন কিয়ে পিরীতি অনুরোধ।
পুংজন সুজন কিয়ে পরবোধ॥
কুলবতীবল্লভ নাগর কান।
গোবিন্দদাস ইহ রস পরিমাণ॥

গান্ধার।

রোখে দোখলু পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে॥
রজনী প্রভাতে পূরব পরকাশ।
যামিনী জাগি আওল মঝু পাশ॥
শীতল ভুলহ কর দেয়ল পায়।
মানে মুগধ মুই উপেখল তায়॥
কত রূপে বচন কহল সব মিঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়ল পীঠ॥
পালটি হেরি হেরি পহুঁ মোর গেল।
গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল॥

শ্রীগান্ধার।

হরি যব হরিখে বরিখে রসবাদর
সাদয়ে পুছয়ে বাত।
নিঃখি বদন তোরি আকুল সো হেরি
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত॥
মানিনি কিয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে বলে দিঠি জলে তোহে কত সাধল
পালটি না হেরলি কান॥ ॥
তছু গুণে গুণিগণ ঝুরয়ে রাতি দিন
তুয়া গুণে উনমত সোই।
বিনি অপরাধে তাহে উপেখলি
জনম গোঙায়বি রোই॥
তাকর বচন শ্রবণে নাহি শুনলি
রোখি চলল যব নাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ হেরসি
পাই মনোভব দাহ॥
বিধি তোহে বাম মানধনে বঞ্চল
নাহ বিমুখ ভৈগেল।
গোবিন্দদাস কহই চিতে মানই
ইহ বড় দারুণ শেল॥

কামোদ।

সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়।
পায়লি রতন যতন করি তেজলি
অব পুন সাধসি মোয়॥
কত কত গোপ- সুনাগরী পরিহরি
যব তুয়া বন্দে বর কান।
তবহুঁ মান পরম ধন পাওলি
না হেরলি কমলবয়ান॥
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন কলাবতীমন্দিরে
অব রহুঁ নাগররাজ॥
যাহে বিনু পল এক রহই না পারই
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহ অব ধনি সমুঝলি
পুন হেন না করবি আর॥

শ্রীগান্ধার।

সুন্দরি আর কত সাধসি মান।
তোমারি অবধি করি, নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি
কানু ভেল বহুত নিদান॥ ॥
কি রসে ভুলালি ও নব নাগর
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধানাম কহই যব পথিক
শুনইতে আকুল কান॥

পুরুখ বধের হেতু তুয়া অভিমান
কোন শিখায়ল রীত।
লেহ বিচ্ছেদ পুন সহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস কহ নীত॥

শ্রীরাগ।

তেজল তুয়া সঞে অঙ্গ সঙ্গহি
শয়নে স্বপনেহি ভোর।
চমকে উঠি ঘন কাঁপি মুরছল
আধ নাম লেই তোর॥
মানিনি সো কি হিয়া নাহি জাগ।
কতহুঁ সকরুণে তোহে পরবোধলি
অবহুঁ ঐছে বিরাগ॥ ধ্রু॥
সো তনু সুন্দর ধূলিধূসর
সো মুখ নিরসল ভেল।
সো দুহুঁ লোচনে নীর নিকসয়ে
এ দুখ কোনহি দেল॥
হরিকি রীতি নহি বিরহে জীবতি
তেজি ওদন পান।
তুহুঁ সে সুন্দরী ভেলি দুবরী
এ বড়ি সংশয় মান॥
দেহ তেজবি তাহে পেখবি
তেজবি ও নব লেহ।
মাধব উনমত অতয়ে না মানত
দাস গোবিন্দ থেহ॥

তথা রাগ।

চাঁদবদনী তুহুঁ রামা।
কাঁহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
তুহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে।
দূরে গেল বিহি বরনিতে॥
অনুগত কিঙ্করদোখে।
তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে॥

যবহুঁ উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দদাস মরি যাব॥

গুরুজন বচন শ্রবণে তুহুঁ ধারলি
কোপহি রোখলি মোয়।
তুয়া বিনে শয়নে স্বপনে নাহি জানিয়ে
স্বরূপে কহল সব তোয়॥
মানিনি মোহে চাহি কর অবধান।
দারুণ শপথি করিয়ে তুয়া গোচরে
যাহে তুহুঁ পরতীত মান॥ ধ্রু॥
কুচযুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে
তাপর ধরি হাম পাণি।
নহে জানি ধরম ঘটহি করি পরীখহ
উচিত কহিয়ে এই বাণী॥
মনমথ অনল অন্তর মাহা জলতহি
তুহুঁ তনু কাঞ্চনগোরী।
আনলে হেম সাহসে উঠায়ব
সাঁচি জানব তব মোরি॥
তোহারি লোমাবলী কালভুজঙ্গিনী
হার তরঙ্গিণী জানি।
গোবিন্দদাস ভণি পরশ করহ ফণী
নহে জানি ডুবহ পানী॥

ভূপালী।

তোহারি কোর পর যো হরি তোর।
তুয়া নাম লেই যবহুঁ ভেল ভোর॥
কতিহুঁ গেলি বলি মুরছল সেহ।
তুহুঁ পুন ভোরী না বান্ধহ থেহ॥
এ ধনি বিছুরলি সো দিন তোই।
কৈছে রহল এত মানিনী হোই॥
তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক॥

ফুল পর তুয়া সঞে শুতল যেই।
তুয়া আগে ধূলি লোটায়ই সেই॥
অঙ্গে না সহ ফুল মালতী দাগ।
বিন্ধয়ে মদনবাণ তহি লাখে লাখ॥
কবহুঁ নাহ তুয়া দুঃখ না জান।
গোবিন্দদাস কহ তেজহ মান॥

শ্রীরাগ।

দূরে সঞে নয়নে না হেরবি নিয়ড়ে
রহবি শির নামাই।
পরশিতে শিরসি করহি কর বারবি
যতনে বোধ নিরমাই॥
সুন্দরি অতয়ে শিখায়ব তোয়।
বিনহি মানে ধনি সো বহুবল্লভ
আপন বশ নাহি হোই॥
পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি
হসইতে জনি তুহুঁ হাস।
করইতে মিনতি শুনই নাহি শুনবি
কহবি আনহি ভাষ॥
পড়ইতে চরণে বারি দিঠিপঙ্কজ
পূজবি সো মুখ চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ যাক হৃদয়ে রহ
তা সঞে এত পরবন্ধ॥

কামোদ।

মাধব অপরূপ পেখলু রামা।
মানিনী মানে ধরণী পর লেখই
নয়ানে না হেরই শ্যামা॥
শুনইতে বিদগধ নাগরশেখর
আকুল গদ গদ বোল।
কি করবি যবে হাম রজনী বঞ্চল
তবহি হৃদয় মঝু দোল॥
হামারি শপতি তোহে শুন শুন সহচরি
তুরিতে গমন করু তাই।
বহুত যতন করি তাহে মানায়বি
যৈছে সদয় হোয়ে রাই॥

শপতি বচনে সোই কিছু নাহি বোলল
আওল মানিনীপাশ।
হেরইতে রাই বিমুখ ভই বৈঠব
বহুতহি গোবিন্দদাস॥

জয়জয়ন্তী।

তো বিনু সুখময় শয়ন তেজল
নিন্দই চন্দন চন্দ।
শুতল ভূতলে ফুয়ল কুন্তল
কাম চামরবন্ধ॥
তেজহ দারুণ মান মানিনি
নাহ গাহক তোরি।
তুহে সে মরকত মুরতি মানই
কাঁচা কাঞ্চন গোরি॥
নীল উৎপল দাম শ্যামর
ধাম ঝামর দেহ।
কুসুমশর জর বরিখে ঝর ঝর
নয়ন সাঙল মেহ॥
বিরহ মোচন এ তুয়া লোচন-
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভান॥

কামোদ।

কানু উপেখি রাই মহী লিখই
মানিনী অবনত মাথ।
নিরুপম নারী বেশ ধরি সো হরি
আওল সহচরী সাথ॥
শুন সজনি কি ফল মানিনী মানে।
টীট কানাই কত ভঙ্গী জানত
কো করু কত অবধানে॥
শ্যামরী হেরি সখীক রাই পুছত
সো কহ ব্রজনবরামা।
তুয়া সখী হোয়ত যতনে চলি আওত
কোরে করহ ইহ শ্যামা॥

করইতে কোরে পরশে ধনী জানল
কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত
হেরত গোবিন্দদাস॥

বিহাগড়া।

প্রেম আগুনি, মনহি গুণি গুণি,
এ দিন যামিনী জাগি।
মদন-কুঞ্জর কুঞ্জে রোয়ই,
তোহারি রসক লাগি॥
কি ফল মানিনি, মান মানসি,
কানু জানসি তোরি।
তুহুঁ সে জলধর, অঙ্গে শোভিত,
যৈছন দামিনী গোরী॥
নওল কিশলয়, বলয় মলয়জ-
পঙ্ক পঙ্কজ-পাত।
শয়নে ছট ফট লুটই মহীতলে
তো বিনু দহই গাত।
জানহ পুন পুন সো পিয়া পরীখন
সোই পূজে পাঁচ বাণ।
রায় চম্পতি ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

ভূপালী॥

তুহুঁ রস-গরবিনী বাসক গেহ।
সো ভিগি আওল শাঙন মেহ॥
তুহুঁ শুতল সুখময় পরিযঙ্ক।
সো তরি আওল পাথর পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পুণফলে মিলল রসময় কান॥
ঝলমল দামিনী যামিনী ঘোর।
কামিনী কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজত কোন এ'হেন বর নাহ॥
এতহুঁ কহত বব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আধারল কাম॥
গোবিন্দদাস দেখহ তব সাঁচ।
কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ॥

শ্রীরাগ।

পহুমিনি পুন পরবোধহুঁ তোয়।
পীতাম্বর পদ পঙ্কজ পরিহরি
কামিনী কাতরে রোয়॥ ধ্রু॥
পুছইতে পহিলে পাণি উলটায়সি
পরিজন পর করি মান।
প্রিয় পরিবাদ পরশি পরিহারসি
পুরে পাটনু পাঁচবাণ॥
পিরীতিক পাঁতি পাঠে পরিহাসসি
পহু পরণতি নাহি মান।
পাহুন পুতলী পরখি পরে পেখলু
পরপীড়ন নাহি জান॥
পুরুষোত্তমক প্রেমপরিরম্ভন
পুণবতী পাওই কোই।
প্রাণ পিয়ারী পদবী পরিহারল
গোবিন্দদাস কহ তোই।

দূতির উক্তি।

কামিনী কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি- কুতূহল কমলিনী
কোনে কঠিন তরু তোয়॥
কালিন্দী কূল কদম্ব কানন
কুসুমিত কুঞ্জকুটীর।
কামকলহ করি কপটে কলাবতী
কানুক করহ অথির॥
পরশিতে কান্ত কবরী কুচকঞ্চুক
কর সরম কর বারি।
কুটিল কটাক্ষ কুসুম শরে কোপিনী
কিয়ে না কর হামারি॥
করইতে কোরে কাঁপি কর কাকলি
কোকিলকূজিত ভাবে।

কালি কুঞ্জবনে কৈতবে কি কহল
কহত না গোবিন্দদাসে ॥

ধানশী।

অদয়ক মান গোপসি তুহুঁ থোরি।
বুঝলমো খলজনবচনে বিভোরি ॥
বিফল মানিনি মান বাঢ়াহ।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ ॥
বিচারিতে দোষলেশ নাহি তাই।
গুণগণ ঐছন কাহা নাহি পাই ॥
অভিনক ইথে যদি করু বড়ুয়াই।
গোবিন্দদাস বচন হিয়ে নাই ॥

জয়জয়ন্তী।

প্রাণপ্রিয় দুখ শুনি শশিমুখী
পুছই গদ গদ বোল।
অমল কুবলয়- নয়ান যুগলহি
গলয়ে ঝর ঝর লোর ॥
বেশ বেশায়ল সবহি বিছুরল
চললি পরিহরি মান।
তেজল কুলভয় নাহি গৌরব
মনহি জাগল কান ॥
পীন পয়োধর জঘন গুরুতর
ভারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর পন্থ দূরতর
বিহিক বিরচন নিন্দ ॥
গঢ়ল মনোরথে চলল সুন্দরী
বিঘন বিপদ না মান।
মিলল ভামিনী কুঞ্জ ধামিনী
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

শ্রীরাগ।

বদন না কর মলিন ছাঁদ।
বাদে কি আওয়ে পূর্ণিমক চাঁদ ॥
অধর বান্ধুলী মধুর হাস।
নীরদ না কর দীরঘ নিশ্বাস ॥
রাই হে অব তেজহ মান।
চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান ॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙভুজঙ্গম রাহু আগোর ॥
কি ফল মোহে এতহুঁ রোষ।
জগতে বিদিত দাসক দোষ ॥
বচনঅমিয় বিনু যে নাহি জীয়ে।
মানকুলিশ দরশায়সি কিয়ে ॥
গোবিন্দদাস চিতে এই আশ।
তেজন করয়ে মানঅভিলাষ ॥

শ্রীরাগ।

সুন্দরি জানলু তুয়া দুর ভান।
হরি নিজ মুকুরে হেরি নিজ ছাইকি
তাহে সৌতিনী করি মান ॥ ধ্রু ॥
কানন কুঞ্জে কুসুমশরে জর জর
বয়ান হেরি পুন তোরি।
ভাগ্যে মিলল পুন তোরে কমলমুখি
রোখে চললি মুখ মোড়ি ॥
কত কত মুগধী যৈছে ভেল বঞ্চিত
হরি পুন তাহে না লাগি।
তুহুঁ গুণবতী তোহে যোহি মানাওত
কি কহব তোহারি সোহাগি ॥
তো বিনু শুতল শীতল ভূতলে
দুসতর বিরহ হুতাশে।
তুয়া কর পরশ সরস বিনি ঝাযত
তোহে কহ গোবিন্দদাসে ॥

সুহই।

শুনি ধনি কহ তুয়া কাণে ॥
জনি করু অরুণ নয়ানে ॥
হরি হিয় অধিক উজোর।
জনি মণিময় যে মুকুর ॥
কাহু কোরে নহে নারী।
প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি ॥

ইথে যদি তুহুঁ করু আনে।
সবহুঁ হসব তুয়া মানে॥
ঐছন কতিহুঁ না দেখি।
অবিচারে নাহ উপেখি॥
দোষ দেখি না দূষহ তাই।
গোবিন্দদাস বলি যাই॥

তিরোতা ভূপালী।

রসবতী রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে করল দুহুঁ মান॥
দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ হই বৈঠ।
দুহুঁ বৃন্দাবন-বন মাহা পৈঠ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদ্ভুত দুহুঁক বিলাস॥
লোচন লোরে ভরি দুহুঁ পন্থ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥
দুহুঁ দুহুঁ পুছইতে দুহুঁ মতি বাম।
দুহুঁ কহলি নিজ সহচরী নাম॥
ভরমে কহত মরমক বোল।
সহচরী বোধে দুহুঁ দুহুঁ করু কোর॥
যব দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহত কিয়ে ভেল॥

কেদার।

ইহ মধু যামিনী মাহ।
কাহে লাগি মান দহনে তনু দহি দহি
দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ॥ ধ্রু॥
উহ সুপুরুখ বর বিদগধ-শেখর
এ অবিচল কুলবালা।
বিহি যো না জানল মদন ঘটায়ল
জনু জলধরে বিধুমালা॥
চাঁদ উদয়ে কিয়ে কুমুদিনী মুদিত
চাঁদনী বিমুখ চকোর।
ঐছন যামিনী কবহুঁ না পেখিয়ে
কিয়ে বিধি মতি ভোর॥

দুহুঁ তনু পরশ কণেক পরশহি
জলধরে দামিনীমালা।
ঐছন কামিনী সো সুপরুখ বর
দুহুঁক দুলহ নব বালা॥
সহচরী বচন শুনিয়া দুহুঁ হরষিত
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
দুবহুঁক অনুভব পুরল মনোরথ
গোবিন্দদাস পরকাশ॥

সুহই।

সখী উক্তি।

কোরে রহি তু দুহুঁ মানহ দূর।
ভিন ভিন অব দুহুঁ দুহুঁ মন ঝুর॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেমতরঙ্গ।
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ॥
সুন্দরি ঐছন সো করু মান।
পরবেদন হিয়ে যো নাহি জান॥
তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো দুখে তুহুঁ ধনী ভেল অগেয়ান॥
ধরণী বিলম্বিত বিরস বয়ান।
কাঁহে বাঢ়ায়সি অকারণ মান॥
শ্যামকলেবর ধূলিক সাথ॥
মলিন বদন ভেল দুবরি গাত॥
কমল নয়ানে নীর ঘন ঘন গলই।
তোহার কমল দিঠি নিঝরই ঝরই॥
সো তনু ছট ফট মদনহি বাণে।
তোহারি মরম দুখ মরমহি জানে॥
অরুণ নয়নী বৈঠল পিয়া পাশ।
চরণে লাগি কহ গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

শ্যাম-তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দুর-চিহ্ন কিয়ে আরকত সাজ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখপদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার॥

ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভান॥
পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর।
টীট কানাঞি কয়ল মোহে কোর॥
তবহু যতন করি করইতে মান।
হাসকুমুদে তহি সব করু আন॥
মানিনী মান-গরব ভেল চুর।
নাগর আপন মনোরথ পূর॥
তবহু না জানল দিন কিয়ে রাতি।
গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি॥

ধানশী।

মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব
গায়ত কত কত রাগ।
কুলবতী হোই মন্দির ছোড়ি আয়লু
সহই না পারি বিরাগ॥
মাধব তোহে কি শিখায়ব গান॥
গোরী আলাপি শ্যাম নট সঞ্চরু
অব তুহু বিদগধ জান॥ ধ্রু॥
মুরলী ছোড়ি অছু মধুর আলাপিতে
সব জন নাহি আন।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অবহি সমুঝিয়ে
যতি খণ্ডে হোত সুঠাম॥
নিরজন জানি হৃদয়ে অব ধারবি
ঐছন গুণবতী-ভাষ।
গুণিজন-লাজ ঐছে নাহি হোয়ত
কহতহি গোবিন্দদাস॥

বরাড়ী।

মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর
মঝু মানস-ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার তটিনীতট কুচ ঘট
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥
সুন্দরি সবরু কুটিল কটাক্ষ।
কলসীক মীন বড়সী কিয়ে ডারসি
এ অতি কঠিন বিপাক॥
পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল
নাভি সরোবর মাহ।
তাহি রোমাবলী ভুজগী সজ ভয়ে
ত্রিবলীবেণী অবগাহ॥
তাহি ফিরত কত কতহু মনোরথ
দৈবক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী জালে পড়ল ভেল সংশয়
গোবিন্দদাস রস গান॥

শ্রীরাগ।

মদন কিরাত কুসুম শরে জর জর
বৃন্দাবন বন মাঝ।
তৈই আকুল হরি তোহারি শরণ করি
পরিহরি পৌরুষ লাজ॥
সুন্দরি তুয়া দিঠি অখিল সন্ধানে।
মনমথ মারিতে জোড়ি নয়ন শর
হানলি হামার পরাণে॥ ধ্রু॥
দুহু শরে জর জর জীবন অন্তর
কিয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ চাই রাই অব দেয়বি
অধর সুধারস পান॥
মণিময় হার তরঙ্গিণী তীরহি
কুচকনকাচল ছায়।
ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব
গোবিন্দদাস গুণ গায়॥

তথা রাগ।

কনক লতা কিয়ে বিকশল পদুমিনী
কিয়ে মহী বিজুরী উজোর॥
কুঞ্জ কুটীরে কিয়ে উয়ল হিমকর
হেরইতে ভৈগেনু ভোর॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর গরলহি ভরল নয়ন শর
হানলি অন্তর চিতে॥
তব অগেয়ান কয়লি তুহু ঐছন
অব সুপুরুখ বধ জান।

উচ কুচ পাতা সরস পরশ দেই
উদঘাটই দিঠি বাণ ॥
আশ পাশ হাস দরশায়সি
অতি খণে ধরবি পরাণ।
বিঘটন সময় পালটি নাচি আয়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

ধানশী।

কাননে কুসুম তোড়ই কাহে গোরী।
কুসুমহি সব তনু নিরমিত তোরি ॥ ধ্রু।
আনন হেম সরোরুহ ভাস।
যৌবনে শ্যাম ভ্রমর মিল পাশ।
নয়নযুগল নীল উৎপল জোর।
সহজ পোচারন শ্রবণক ওর ॥
অপরূপ তিল ফুল সুললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমরতরু বাস ॥
বান্ধুলী নিন্দিত অধর যুগ ভাস।
দশনহি কুন্দ কুসুম পরকাশ ॥
সব তনু ফুট চম্পক সম গোরা।
পানিক তল থল কমল উজোরা ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান ॥

ভূপালী।

পতি অতি দুরমতি কুলবতী নারী।
স্বামি বরত পুন ছোড়ি না পারি ॥
সে রূপ যৌবন এক নহে উন।
বিদগধ নাহ না হোয়বি পুন ॥
এ হবি অতয়ে দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গোরী একান্ত ॥ ধ্রু
সহজে বুধজন গতি মতি হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চিন ॥
না মিলল কোই বনহি বন আন।
অনুসরি মুরলী আয়লু এই ঠাম ॥
আয়লু দূরে পুন বাণিজ সাথে।
একলি বসি করহ জনি বাদে ॥
তুহুঁ যৈছে গোরী আরাধলি কান।
গোবিন্দ দাস তাকে পরমাণ ॥

ইমনকল্যাণ।

"মঞ্জু মুখ কমল বিমল রস পরিমলে
জানলু তুহু অতি ভোর।
স্বামীক নিয়ড়ে বচনহু কর কলরব
না জানি যৈছে দিন তোর ॥
দূরে রহ শ্যাম ভ্রমরবর রায়।
স্বামীক সেবন করইতে ঐছন
জানি করহ অন্তরায় ॥ ধ্রু ॥
এতহু তিয়াসে কোত যব আকুল
কি ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাহিঁ চলহ যাঁহা কুসুম বিথারল
মঞ্জুল মাধবী কুঞ্জ ॥
এতহু সঙ্কেত কয়ল যব যামিনী
কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ কোঙার ভ্রমর বলি খোজত
গোবিন্দ দাস রস গান ॥

কেদার।

দেখ রাধামাধব মেলি।
যুবতি মদন রস কেলি ॥
ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ ॥
ও বর মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥
ও মত্ত মধুকর রাজ।
ইহ নব পদুমিনী সাজ ॥
ও নব তরুণ তমাল।
ইহ হেম যূথী রসাল ॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ ॥

মল্লার।

ভুলে ভুলে রে দোহাঁর রূপে নয়ন ভুলে।
কনক লতিকা রাই তমাল কোলে ॥

বীজই বনে বনে ভ্রমই দুহুঁ
দুহুঁর কান্ধে শোভে দুহুঁর বাহু॥
দীপ সমীপে যেন ইন্দ্রনীল মণি।
জলদ জড়াওল যেন সৌদামিনী॥
কষিতে কষিল নহে কুন্দন হেম।
তুলনা দিবার নাহি দুহুঁর প্রেম॥
বদনে বদন দিতে মদন জাগে।
আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে॥
চান্দ উপরে চান্দ পিয়ে রস সুধা।
গোবিন্দ দাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা॥

অনুরাগ।

ধানশী।

রূপে ভরল দিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি,
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে, শ্রুতি পরিপূরিত,
না শুনে আপন পরসঙ্গ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর, তনু মন বাতুল,
না সহে ধরম ভয় লেশ॥ ধ্রু॥
নাসিকা সে অঙ্গের, সৌরভে উনমত,
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে, বান্ধল মঝু মনে,
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে, গুরুজন গরজনে,
কো জানে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ, যদি হয়ে অনুরত,
পুছত গোবিন্দদাস॥

তুড়ী।

মুঞি যদি বল, পাসর কান,
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ আর, মুখ নাহি দেখি,
নিঝরে ঝরে নয়ান॥

শুন শুন শুন, পরাণের সই,
কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন প্রাণ, ভেল পরাধীন,
কি আর করিবে লাজে॥ ধ্রু॥
শ্যামের নামে সে, পরাণ উছলে,
ঐছন হয় অকাজে।
(যদি) শুনিতে না চাহ, কানুর বচন,
কাণে সে মুরলী বাজে॥
(যদি) চলিতে না চাহ, কানুর পাশে,
চরণে থির না বান্ধে।
গোবিন্দদাস কহে, কানুর লাগিয়া,
ভালে সে পরাণ কান্দে॥

ধানশী।

শুনইতে অনুখণ, যছু নব গুণগণ,
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেল।
দরশনে তাকর, এ হেন লোর ঝর,
নয়ন শ্রবণ সম ভেল॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি, বিঘন বাঢ়াওল,
কানু সমাগম মাঝ॥ ধ্রু॥
যা সঞে কেলি, কলা রস লালসে,
সাথ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি, পরশে তনু পরবশ,
তবহি অচেতন ভেল॥
হিয়া মনসার হার নাহি পহিরনু,
যাক পরশ রস আশে।
তাক বিচ্ছেদে, জীউ নাহি নিকসয়ে,
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥

কামোদ।

নব নব গুণগণ, শ্রবণ রসায়ন,
নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ, হৃদয় রসায়ন,
পরশরসায়ন সঙ্গ॥

এ সখী রসময় অন্তর হার।
শ্যাম সুনাগর, গুণগণ আগর,
কো ধনী বিছুরয়ে পার। ধ্রু ॥
গুরুজন গঞ্জন, গৃহপতি তরজন,
কুলবতী কুবচন ভাষ।
যত পরমাদ, সবহুঁ পুন মেটব,
মুরলী রব আশোয়াস ॥
কিয়ে করব কুল, দিবস দীপ তুল,
প্রেম পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস, যতন করি রাখত,
লাজক জ্ঞানে আগোর ॥

সুহই।

সো কুলবতী অতি, দুলহ গতাগতি,
পর দুরমতি খরধার।
পাপিয় পিরীতি, এতহুঁ না সমুঝিয়ে,
দোসর মদন গোঙার ॥
সজনি রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ গহ, কবহুঁ না দূর নহ,
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র ॥
দরশতে নহত, নয়ন ভরি তিরপিত,
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন, জীবন জর জর,
কহত কিয়ে সমাধান ॥
বিছুরত মরমে, মরম মাহা পৈঠত,
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলন মিলন, দুহুঁ ভেল সমতুল,
গোবিন্দদাস ভালে জান ॥

শ্রীগান্ধার।

কাহারে কহিব, কানুর পিরীতি,
তুমি সে বেদনী সই।
রসের ধাধসে, ধস ধস হিয়া,
তেঞি সে তোমারে কই ॥
ও নব নাগর, রসের সাগর,
আগর সকল গুণে।
সে রস পিরীতি, আদর আরতি,
ঝুরিয়া মরিব মেনে ॥
পিরীতি বোল, কত না ছল,
সে কি না আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া, মধুর ভাষিয়া,
হাসিয়া মরম বাঁধে ॥
সে মোর কোলেতে, করিয়া ভরিয়া,
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া, বিধু বিড়ম্বিয়া,
পরাণ লইয়া পিয়া ॥
কাঁচুলী ফাঁড়িয়া, সে রস লুটিয়া,
অমিয়া মধুপ জনু।
কমল কোরক, ভরমে কি হৈল,
গুণিতে ঘূর্ণিত তনু ॥
ও দিঠি চাতুরী, মুখের মাধুরী,
লহরী বহয়ে আর।
এ সুখ শুনিয়া, ঝুরিয়া মরুক,
দাস গোবিন্দ ছার ॥

ধানশী।

পিরীতি কি রীত, কোন অবগাহক,
সহজই বঙ্কিম সোই।
যো রস ধাধসে, ধস ধস অন্তর,
পাঁজর জর জর হোই ॥
সজনি তাহে কি কানুক লেহা।
যত যত নিতি, চিতে মঝু উঠয়ে,
ভাবিতে আকুল দেহা ॥
পরবশ হোই, যো ধনী জীবয়ে,
প্রেম বিলাসক আশে।
দরশন দুলহ, দূরে রহুঁ লালস,
নিচয়ে মরণ অভিলাষে ॥
মরমক বোল, কহত হিয়া ডোলত,
কো কহ জনি পরিবাদে।
গোবিন্দদাস, বচনে হাম জুলহু,
তাহে ভেল এত পরমাদে।

কামোদ।

সবহুঁ বধূজন, চলু বৃন্দাবন,
গৌরী আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ, বচন রচন করি,
গুরুজন অনুমতি মাগি॥

হরি হরি কাহে শিখলি পরকার।
গুরুজনে বাঁচি, নিছই বচনামৃত,
দিনহি করল অভিসার॥ ধ্রু॥

বেশ বনাওত, ননদী শুনায়ত,
চতুর সখী সঞে বাত।
গৌরী আরাধি, মনোরথ পূরব,
পশুপতি নন্দন সাথ॥

সুবাসিত কুসুম, কপূরিত তাম্বুল,
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস, পথ দরশায়ত,
যাঁহা নাহি কণ্টক আচোর॥

ভাটিয়ারি।

সই এবে বলি কি আর কুলের ধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানিলে মরমে॥
সই, এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেথানে পরাণ॥
সই, এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি বসিয়া বয়ান॥
সই, এবে বলি কি রূপ দেখিনু।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনে নিছিনু॥
সই, এবে বলি কি রূপ সামনি।
বাচিয়া যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি॥
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥

ধানশী।

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম, রতন পুন গোপবি,
বেকত করবি কুলাচার॥
ধৈরজ লাজ, করব তুয়া সমুচিত,
শুনবি গুরুজনভাষ।
আপক মান, আপে পুন রাখবি,
যৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন, আছয়ে ত্রিভুবন,
কুল শীল গুণবন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল, হেরইতে উজোর,
ধন জন গৌরব অন্ত॥
ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর,
আনতহিঁ দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ, ঐছে প্রেম নহ,
অনুরাগ গতি বিপরীত॥

তথা রাগ।

কুন্দ কুসুমে করু কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দনে চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর॥
চাঁদনী রজনী উজোরলি গোরী।
হরি অভিসার রভস রসে ভোরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর ধরই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পুতলী যেন রস মাহা বুর॥
পূরিত মনোরথ গতি অনিবার।
গুরু কুলকণ্টক কি করয়ে পার॥
মূরতি শিঙ্গার পিরীতিময় ভাষ।
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দদাস॥

কামোদ।

আদরে আগুসরি, রাই হৃদয়ে ধরি,
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর কমলে, চরণ যুগ মোছই,
হেরই চির থির আঁখি॥

পিরীতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে, সব দুখ মিটল,
সোই আপনে কর সেবা॥
হিমকর শীতল, নীরহি তীতল,
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনীদলে, মৃদু মৃদু বীজই,
পুছই পন্থকি দুখ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি, বদনে তাম্বূল পুরি,
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দদাস ভণ, নিতি নব নূতন,
রাইক অমিয়া সিনান॥

ভূপালী।

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥
তহিঁ এক রঙ্গিনী পরম রসাল।
দুহুঁ গলে দেওল এক ফুলমাল॥
টুটব ভয়ে দুহুঁ পড়ু এক বন্ধ।
দৈবে ঘটাওল প্রেম আনন্দ॥
সখী মুখ হেরইতে উলসিত ভেল।
দুহুঁ মেলি মালা সেই সখী গলে দেল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দূরে গেও ময়ূর শিখণ্ড পীতবাস।
দুহুঁ গুণ গাওত গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু
চির দুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল.
ছোড়লু গৃহসুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণ হুঁ করি না গণলু
কহতহি গোবিন্দদাস॥

কেদার।

রতিরণরঙ্গ- ভূমি বৃন্দাবন
রণবাজন পিকরাব।
চড়ল মনোরথে দোসর মনমথে
পরিমলে অলিকুল ধাব॥
দেখ রাধামাধব মেলি।
দুহুঁক চপল চরিত নাহি সমুঝিয়ে
কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি॥ধ্রু॥
জর জর চন্দন কর কুচকঞ্চুক
বিপুল পুলক ফুল বাণ।
দুহুঁ নূপুরধ্বনি দুহুঁ মণিকিঙ্কিণী
কঙ্কণ বলয়া নিসান॥
দুহুঁ ভুজপাশ পড়ি দুহুঁ জন বন্ধন
অধরসুধা করু পান।
আকুল বসন, চিকুর শিখিচন্দ্রক
গোবিন্দদাস রস গান॥

ভূপালী।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভবসিন্ধু॥
অব জনি সজনি করহ বিচার।
শুভক্ষণে ভেল পহিল অভিসার॥

আজি ভেল ভালে কুঝটি আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী চলু অভিসার॥
বিঘটি মনোরথ অবইতে কান।
ধনী চলু আন ছলে মাধ সিনান॥
যব দুহুঁ মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
যব দুহুঁ হরখে তরখে করু কোর।
বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোর॥
গোবিন্দদাস দুলহ রস গাব।
তাগণ গঠই মদন পরতাব॥

সুহই।

আজু কৈছে সুন্দরি তেজলি গেহ।
কে জানে কৈছন তোহারি সুলেহ॥
গুরুজনভয়ে কি না কাঁপ।
ঘনআন্ধিয়ারে সবহুঁ দিঠি ঝাঁপ॥
তুহুঁ কৈছে হেরলি রাতি।
মরমহি উরল মনমথবাতি॥
দুতর পন্থ সঞ্চার।
চড়ল মনোরথে ইথে কি বিচার॥
একলি আওলি এত দূর।
আগেহি আগে কুসুমশর পূর॥
আগে করই দুহুঁ কোর।
মিলল দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু জোর॥
রাধামাধব ভাষ।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস॥

কেদার।

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতলে
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরী বারি চারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি কাঁপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ, গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পুন করি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

তথা রাগ।

ভীকত চিত ভুজগ হেরি যো ধনী
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বহু পুণভাগ॥ ধ্রু॥
যো পদতল থল কমল-সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি
আওত যাওত নিশঙ্ক॥
মন্দির মাঝ শেজ নাহি তেজত
দোহলী মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনী চলয়ে একাকিনী
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

গান্ধার।

যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহার।
ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার॥
কর ঠেলন নহে ঘন আন্ধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার॥
কি কহব মাধব পুণ-ফল তোরি।
এতহুঁ দূর তরি তোহে মিলু গোরী॥

ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলইতে খলয়ে সঘনে মহী পঙ্ক॥
উঠইতে ফণী-মণি উজোর হেরি।
কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি॥
ঐছনে সোঁপলু তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ॥
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল॥

বরাড়ী।

মাথহি তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননীক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহি করল অভিসার॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার॥
গুরুজন নয়ন পাপগণ বারণ
মারুত মণ্ডল ধুলি।
তাপয়ে মেলি চললি বররঙ্গিণী
পন্থহি গেও সব ভুলি॥
যত সব বিঘিনি জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝাউ
হরি সঞে সময়ক তন্ত্র॥

কেদার।

মণি মঞ্জীর যতনে আনি ধনী
সো পহিরলু দুই হাত।
কিঙ্কিণী গীম হার বলি পরিহল
হার সাজাওল মাথ॥
সুন্দরী অপরূপ পেখল আজ।
হরি অভিসার ভরম ভরে সুন্দরী
বিছুরল সাজ বিসাজ॥ ধ্রু॥
ঘন আন্ধিয়ার রজনী জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ।
বিষধর ভরল দুরন্ত পথ পাতর
একলি চললি তেজি গেহ॥
চঢ়ল মনোরথে দোসর মনমথে
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস কহই ব্রজনাগরি
ঐছনে ভেটলি কান॥

ভুপালী।

শুরু ফুরু বঙ্ক উজোরল চন্দ।
গুরুজন নয়ন পদহি পদ বন্ধ॥
তাহে অতি দূরতর পন্থ সঞ্চার।
ততহি কলাবতী চলু অভিসার॥
কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবন জিত॥
যাহা ধনী ধাধসে তাও ধুনান।
সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচবাণ॥
সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ।
গোবিন্দদাস কহ পুরল সাধ॥

কল্যাণী।

বয়সে সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-দরশ-রস লোভে।
কোই রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে॥
ভালে বনী আওয়ে বৃষভানু তনি।
চরণ কমল তলে অরুণ বিরাজিত
মঞ্জীররঞ্জিত মধুর ধ্বনি॥ ধ্রু॥
গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর
নীল বসন মণিকিঙ্কিণী রোল।
গজঅরি মাঝারি উপরে কনয়া-গিরি
বীচহি স্বরধুনী মুকুতা-হিলোল॥
রবি মণ্ডল ছরি জিনি মণি কুণ্ডল
সুন্দর সিন্দুরবিন্দু ভালহি ভালে॥
গোবিন্দ দাস কহ ভুলল অলিকুল
বেড়ল কবরীক মালতীমালে॥

প্রেম বৈচিত্র।

কেদার।

শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল
মদন আলসে দুহুঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
যেন কাঞ্চন মণি যোড়।
কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহুঁ মঝু মিটব
অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ মাধুরী বঙ্ক নেহারণি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহিঁ মনোরথ পূর।
এত কহি সুন্দরী দীর্ঘ নিশাসই
মুরছি হরল গেয়ান।
আকুল রাই শ্যাম পরবোধই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

বিহাগড়া।

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলু রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥
মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কুল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত্রপুতলী সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দদাস চিতে সচকিত॥

তথা রাগ।

রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ।
রাই কহই ধনি বিরহ হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহজলধি কব উতরব হাম॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধব তাই॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥

ধানশী।

কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখশশী দুখ দূরে গেল॥
সহচরীগণ সব চমকিত ভেল।
সজল নয়ানে আলিঙ্গন ধনী কেল॥
আঁচরে মোছায়ত নয়নক লোর।
যতনহি দৃঢ় করি দুহুঁ করু কোর॥
কোই সখী দেওত চামর বায়।
গোবিন্দদাস দুহুঁ গুণ গায়॥

বিহাগড়া।

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহহুতাশে॥
এ সখি আরতি কহনে না যাই।
হেম আঁচলে রহু যৈছন খোঁজি
ফিরত আনহি ঠাঞি॥ ধ্রু॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল বধি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মদন বেদনে রহু জাগি॥
রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী নাহি ফুর।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর॥
বহুক্ষণ পরিচয় ভেল।
বিরহ বেদন দূরে গেল॥
দোঁহে দোঁহা কোরে আগোরি।
সহচরী হেরি বিভোরি॥

অদভুত প্রেম চরিত।
হেরইতে চমকিত চিত॥
কোরহি দেখিতে না পায়।
ঐছন না শুনি কোথায়॥
পুন দোঁহে নিবিড় বিলাস।
দূরে গেও বিরহ-হুতাশ॥
গোবিন্দ দাসক দাস।
ইহ গুণ আনন্দে ভাষ॥

আর কিয়ে কনক কষিল তনু সুন্দরী
দরশ পরশ মঝু তোর।
উর পর পাণি হানি ক্ষিতি শুতল
আকুল-কণ্ঠে ঘন রোয়॥
সজনি না বুঝিয়ে প্রেমতরঙ্গ।
রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥ ধ্রু॥
আর কিয়ে শ্রবণে শুনিব হাম তাকর
সো প্রিয় মধুরিম ভাষ।
নয়ানে বয়ান চান্দ কিয়ে হেরব
কৌমুদি হাস বিকাস॥
রাইক কোরে কানু ঐছে বিলপই
ব্রজ বনিতাগণ হাস॥
প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

রূপোল্লাস।

কামকন্দর্প।

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে।
মদন সুধারসে যো নিরমাওল
তুয়া মুখমণ্ডল রাধে॥
তাল আর ইন্দু অমিয়া আগোর
তাও তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকশিত শ্রুতি কুবলয় পরি
ধাবই নয়ন চকোর॥
নাসা শিখর সমুখে উদিত পুন
সিন্দূর তনু উজোর।
অহনিশি বদন কমল তেজি বিকসিত
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোড়।
অরুণ কিরণ পুন অধরে হেরি হেরি
হার তরঙ্গিণী তীরে॥
কুচযুগ কোক শোক নাহি জানত
গোবিন্দদাস কহ ফুরে॥

শ্রীরাগ।

এ ধনি রূপ নাহি সহয়ে নয়ান।
এতহুঁ নেহারি মুগধ মধুসূদন
দিন রজনী নাহি জান॥
সিন্দূর তরুণ অরুণ রুচি রঞ্জিত
ভাল সুধাকর কাঁতি।
সো ঘন চিকুর তিমির ঘন চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি॥
লোচন যুগল কমল কিয়ে কুবলয়
খঞ্জন চারু চকোর।
কাজর জালে পড়ত কিয়ে সংশয়
ততহি ভ্রমই অলি জোর॥
তবহি যো হাসি অধর দরশায়সি
অরুণিম কৌমুদী কাঁতি।
মোহিত জন বিফল পুন মোহন
গোবিন্দদাস নাহি ভাতি॥

দেশোয়ার।

মঞ্জু চরণযুগ যাবক রঞ্জন
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি কিঙ্কিণী রণরণি
কুঞ্জর দমন গমন ক্ষীণ মাঝে॥
সাজলি শ্যাম বিনোদিনী রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গিণী রঙ্গিণী
মদন মোহন ছাঁদে॥

কনক কটোর চোর বুচ কোরক জোর
উজোরল যোতিম দাম।
ভুজযুগ থির বিজুরী পরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥
মধুরিম হাস সুধারস নিরসন
দশন জোতি জিত মোতিম কাঁতি।
সুভগ কপোল লোল মণি কুণ্ডল
দশ দিশ ভরল নয়ান শর পাঁতি॥
ঝাঁপনি কবরী ভালে অলকাবলি
ভাঙ ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারলি
শিঙ্গার দেব অধিদেবী॥

বিহাগড়া।

এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তর
আনত আনত চলি যাও॥
মুখ-মণ্ডল কিয়ে শরদ-সরোরুহ
ভালহি অষ্টমীক চন্দ।
মধুরিপু-মরম ভরম যাহা ঐছন
তারে কি গণিয়ে মতিমন্দ॥
জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব
ও থল কমল উজোর।
ভহিঁ নখ চাঁদ ভরম ভরে ঐছন
তভহিঁ পড়ত জানি ভোর॥
তাও ধনুয়া কিয়ে স্মৃতনু ধুনায়সি
বহু শরে গিরিধর কাঁপ॥
যে কিয়ে অতনু পতগ শিরে ডারসি
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ।
জনি ভেটত হরি কুঞ্জক মাঝ॥
তুহুঁ গজগামিনী মতি অতি ভোর।
উচ কুচ কুম্ভ গরবে নাহি ওর॥
যৌবন গরবে না হেরসি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত॥
যব তোহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ॥
সো খর নখর পরশ যব হোতি।
এ কুচ কুম্ভে না রাখিবি মোতি॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মুরছি পড়বি ধরনী নিপাত॥
গোবিন্দদাস যবহুঁ সোঙরাব।
অধর সুধা দেই তবহি জীয়াব॥

শ্রীরাগ।

কাননে সহুঁ কুসুম পরকাশ।
শারী শুক পিককুল মধুরিম-ভাষ॥
ময়ূর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ॥
দেখ দেখ নাগর-রাজ।
চললহি সঙ্কেত-কুঞ্জক মাঝ॥
কিশলয়-পুঞ্জহি শেজবর কেল।
তঁহি পর বৈঠি পুন তরথিত ভেল॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহুঁ না সুন্দরী করল পয়ান॥
অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ।
চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস॥

গান্ধার।

কালিয় দমন জগবে তুয়া ঘোষই
সহচরী শুনইতে কাণে।
তুয়া সনে বাদ করিয়া ধনী আওত
মনমথ চড়ই ঝাঁপানে॥
মাধব অতয়ে কহিয়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলিক মাঝে লোম ভুজঙ্গিনী
হেরইতে তুহুঁ জানি ভাগি॥ ধ্রু॥
নয়ন কমল পর যুগল ভুজগবর
কাজর গরল উগারি।

মদন ধন্বন্তরি আপে যব আওব
সো বিখ তবহি না সারি ॥
বেণী ভুজগবর পিঠ পর দোলত
চিরদিন ভুখিল পিয়াসে।
শুনইতে নাগ দমন তনু কম্পিত
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে ॥

তথা রাগ।

রাইক আগমন বাত।
শুনইতে উলসিত গাত ॥
তাহে কহই বর কান।
নাগদমন মঝু নাম ॥
খগপতি রহু মঝু পাশ।
সবহুঁ সে করব গবাস ॥
বিকট মকর পুন হোয়।
এক না রাখব সোয় ॥
দৈব করয়ে যব আন।
দংশয়ে হামারি বয়ান ॥
বসনা ধন্বন্তরি আগে।
তহিঁ পুন অমিয়া লাগাবে ॥
নিরবিষ হোয়ব তায।
জীতব এহি উপায় ॥
এত শুনি সহচরী গেল।
গোবিন্দদাস মতি দেল ॥

শ্রীরাগ।

নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর
লাবণি বরণি না হোই।
নিরমল বদন হাস রস পরিমলে
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই ॥
আওত নব রঙ্গিণী ধনী রাই।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই ॥
লোল অলক তিলকাবলি রঞ্জিন
সিঁথহি কাঞ্চনকমল উজোর।
লোচন মধুকরী চলত ফেরি ফেরি
শ্রুতি কুবলয় পরিমলে বিয়ে ভোর ॥

শ্যামর চিত চোর কুচ কোরক নীল
নিচোল কোরে করু বাস।
যাবক রঞ্জিত অরুণ চরণতলে
জীউ নিরমঞ্চব গোবিন্দদাস ॥

সিন্ধুড়া।

শারদ সুধাকর মণ্ডল খণ্ডন
বদন কমল বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম মনোহর
চিত চোরায়লি হাস ॥
আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু যুত শত সেবিত
লাবণি বরণি না যাই ॥ ধ্রু ॥
কবরী বকুলফুল আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণী রণরণি বোল ॥
পদ পঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
পূরিত খঞ্জন ভাষ
মদন মুকুর জনু নখ মণিদরপণ
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

সিন্ধুড়া।

জলদহি জলদ বিজুরি দিঠি তাপক
মরকত কনয় কঠোর।
এতহুঁ তনু মন নয়ন রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর ॥
রাধামাধব ভাতি।
কো বিহি নিরমিল কোন ঘটাওল
শ্যাম গোরী সজাতি ॥
যব দুহুঁ দুহুঁ হেরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
আন আনি পিবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত সঘনে আলিঙ্গিত
কৈছে হোয়ত নিরবাহ ॥
আরতি অধর সুধারস পিবি পিবি
দুহুঁক পিরীতি উনমাদ।

গোবিন্দদাস কহ অধিক রস আবেশে
কিয়ে না কর পরমাদ ॥

ধানশী।

মঝু পদ দংশল মদন ভুজঙ্গ।
গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি করসি উপায়।
মৃগধল জন তব জীবন পায় ॥
পহিলহি ঝাঁপবি দিঠে পসারি।
করে কর পঞ্জরে ভার সম্ভারি ॥
শ্রমজল অজহি করবি বিথার।
কুচযুগ কলসে করবি পাণি সার ॥
খর নখ রঞ্জনী তুয়া নখ মানি।
ঝারবি নিরবিষ উর পর হানি ॥
যতনে অধর ধার অধর রস দেবি।
অধরক দংশনে অধরবিষ নেবি ॥
রজনী উজাগরি রহবি আগোরি।
গোবিন্দদাস শুণ গাওব তোরি ॥

তথা রাগ।

সুন্দরি তুরিতহিঁ করহ পয়ান।
সবহুঁ তীরথফল স্বামী সুমঙ্গল
ভানুক কুণ্ডে সিনান ॥ ধ্রু ॥
ঐছন বচন বহল যব সো সখী
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহুঁ উপহার সুকপূর চন্দন
লেওল ভানুক লাগি ॥
সবহুঁ সখী মেলি দেই হুলাহুলি
চলতহিঁ পন্থক মাঝ।
সো বর সুন্দরী করি পথ চাতুরী
মিলায়ল নাগররাজ ॥
রাইক বদন চান্দ হেরি মাধব
পূরল সব অভিলাষ।
দুহুঁ দরশনে দুহুঁ আরতি নব নব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

জলক্রীড়া।

ধানশী।

নাহি উঠল দোঁহে কুণ্ডক তীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর ॥
অঙ্গে বনাওল নব নব বেশ।
কুঞ্জক মাঝে করল পরবেশ ॥
বিবিধ মিঠাই কতহুঁ উপহার।
ভোজন করু তঁহি কত পরকার ॥
রাইক যতনে সোই শ্যামরায়।
বহুবিধ ভুজল হরিষ হিয়ায় ॥

মহারাস।

কানাড়া।

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যুথী
মত্ত মধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যামমোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত চোরণী ॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি।
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল রোলনী।
বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ
একু নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত একু মঞ্জীর
একু কুণ্ডল ডোলনী ॥
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগেন্দ ধাওত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী।

উতহিঁ বেলি সখিনী মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছনে মিলল গোকুল চন্দ
গোবিন্দদাস বোলনী ॥

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপ-নারী
হেরি হসত মুরলীধারী
নিরখি বয়ান পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু গাহনী।
পুছত সবক গমন ক্ষেম
কহত কিয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি ॥
হেরি ঐছন রজনী ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কৈছে পাওলি কানন ওর
থোরি নহত কাহিনী।
গলিত ললিত কুবরীবৃন্দ
কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ
বেঢ়ল বিপথ বাহিনী ॥
কিয়ে শারদ চান্দনী রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলি সাহিনী।
এতহুঁ কহত না কহ কোই
রাখত কাঁহে মনহি গোই
ইহই আন নহই কোই
গোবিন্দদাস গায়নী ॥

ধানশী।

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ রমণীগণ সজল নয়ান ॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ করণী।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণী ॥
আকুল অন্তর গদ গদ কহই।
অকরুণ-বচন বিশিখ নাহি সহই ॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ ॥
ভাঙ্গলি কুল শীল মুরলীক সানে।
কিঙ্কিণীগণ জনু কেশ ধরি আনে।
অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হয়ে কিয়ে কুমারী নিচোল ॥
তোহে সেঁপিত জীব তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব ॥
এতহুঁ কহত ব্রজ যুবতী মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল ॥
কবি পরসাদ তহিঁ করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস ॥

কামোদ

কাঞ্চন মণিগণ জনু নিরমাওল
রমণী মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহামরকত সম
শ্যামর নটবর রাজ।
ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার।
থির বিজুর সঞে চঞ্চর জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার ॥ ধ্রু ॥
কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহি কত কত চান্দে।
কনক লতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে ॥
কত কত পদ্মিনী পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতি ভাব।
মধুকর মিলি কত পদ্মিনী গাওত
মুগধল গোবিন্দদাস ॥

কেদার।

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ।

ও বরমরকত ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥
রাধামাধব মেলি।
মূরতি মদন রসকেলি ॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম যূথী রসাল ॥
ও নব পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ ॥
ও মুখ চান্দ উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর ॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ ॥

বিহাগড়া।

নন্দনন্দন সঙ্গে শোহন
নওল গোকুলকামিনী।
তপননন্দিনী তীরে ভালি বনি
ভুবনমোহন লাবণী ॥
তাতা থৈয়া থৈয়া বাজে পাখোয়াজ
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
বিলসে গোবিন্দ প্রেম আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী ॥
চারুবিচিত্র চুহুঁক অম্বর
পবনে অঞ্চল দোলনী।
দুহুঁ কলেবর ভরত শ্রমজ
মোতি মরকত হেম মণি ॥
উর বিলোল বাজত কিঙ্কিণী
নূপুর-ধ্বনি সঙ্গিয়া।
গীম দোলনী নয়ন-নাচনী
সঙ্গে রসবতী রঙ্গিয়া ॥
রাসে মাধব বিবিধ বিলসই
সঙ্গে রঙ্গিণী মাতিয়া।
নীল দরপণ শ্যাম মূরতি
হেরত গোবিন্দ দাসিয়া ॥

গোষ্ঠ বিহার।

ময়ূর মঠক তাল।

আজু বিপিনে যাওত কান
মূরতি মূরত কুসুম বাণ
জনু জলধর রুচির অঙ্গ
ভঙ্গী নটবর-শোহিনী।
ঈষত হাসত বদন চান্দ
তরুণী নয়ন নয়ন ফান্দ
বিম্ব অধরে মুরলী খুরলি
ত্রিভুবন মনমোহিনী ॥
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ
পিঞ্ছ নিচয় রচিত মুকুট
মকর কুণ্ডল দোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর
সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর
গীম শোহন রতন রাজ
মোতিম হার লোলনী ॥
কটি পীত পট কিঙ্কিণী বাজ
মদগতি অতি কুঞ্জর রাজ
আজানুলম্বিত কদম্বমাল
মত্ত মধুকর ভোরণী ॥
অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ
তরুণ তরণি কিরণপুঞ্জ
গোবিন্দদাস হৃদয় রঞ্জ
মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী ॥

তুড়ী।

গোঠ বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর।
জননী বিরচিত বেশ উজোর ॥ ধ্রু ॥
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজ বালক হৈ হৈ বলিয়া ॥
সম বয় বেশ সবহুঁ করি ছান্দ।
রাম বামে চলু শ্যামর চান্দ ॥

ময়ুর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল টলমলিয়া॥
শির পর চান্দ অধর পর মুরলী।
চলইতে পন্থে করয়ে কত খুরলী॥
কটিতটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া॥
মণি মঞ্জীর বাজত ঘণ ঝনিয়া।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥

মল্লার।

গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওত গমকে গণ্ডকিরী গুর্জ্জরী
গৌরী গোল গান্ধার॥
গোপী গোপ গণীগণ গোপক
গোকুল-গাম-বিহারী।
গুঞ্জা গৈরিক গোরস গরভিত
গোরোচনা রুচিরধারী॥
গহন গুহাগত গোচারণ রত
গো দোহন রতি কারী।
গো গিরিধারী গূঢ় গরবাইত
গুরু গৌরব পরচারী॥
গজগতিগামী গানগুণগুম্ফিত
গগনে চরয়ে সুরবৃন্দ।
গোরস গাহি গবীশ্বর নন্দন
গাওত দাস গোবিন্দ॥

জয়জয়ন্তী।

মুদির মরকত মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দে।
মল্লী মালতী মালে মধুকর
মত্ত মনমথ ফান্দে॥
শ্যাম সুন্দর সুঘড় শেখর
শরদ-শশধর-হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশ সম-বয়
সতত সুখময় ভাব।
চিকণ চাঁচর চিকুরে চুম্বিত
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপল চমকিত চকিত চাহনি
চিত চোরক ভাতি॥
গিরিক গৈরিক গোরস গোরোচন
গন্ধ গরভিত বাস।
গোপ গোপন গরিম গুণ-গান
গাওত গোবিন্দদাস॥

সারঙ্গ।

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরই যমুনা-তীর।
দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর॥
বাজত ঘন ঘন বেণু।
হৈ হৈ রাব হাম্বারব গর্জ্জন
আনন্দে মগন চরত সব ধেনু॥
সম-বয়-বেশ কেশ পরিমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর॥
মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল
হেরইতে জগজনমন করু ভোর॥
বলয়-নিসান কনক কটি কিঙ্কিণী
নূপুর রুণু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস পহু নিতি নিতি ঐছন
বিহরই নব ঘন বিপিন সমাজ॥

কানড়া বা গৌরী।

গোখুর ধূলি উছলি ভরু অম্বর
ঘনহু হাম্বা রব হৈ হৈ রাব।
বেণু বিষাণ নিসান সমাকুল
সঙ্গে সঙ্গে সব সহচর ধাব॥
বন সঞে গিরিবরধর ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকী
ব্রজ রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে॥ ॥

কুটিল অলককুল গোরজ মণ্ডিত
বরিহা মুকুট মনোহর ছান্দ।
বিপিন বিহারী ছরমে ঘরমাইত
ঝামর নীল উতপল মুখ চান্দ॥
কিশলয় বলিত ললিত মণি কুণ্ডল
গণ্ড মুকুরে উজিয়ার।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর
হেরইতে জগ ভরি মদন বিথার॥

তুড়ী।

গোঠে প্রবেশ করায়ল গোগণ
সখাগণ নিজ নিজ মন্দিরে গেল।
বৎসক বান্ধি ছান্ধি ধেনুগণ
ঘন ঘন দোহন কেল॥
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গো ধুলি ধূসর অঙ্গ॥ ধ্রু॥
নব নব পল্লব গুচ্ছ সুমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম।
মকরাকৃত মণি কুণ্ডল দোলনি
হেরই চমকি পড়য়ে কত কাম।
নব ফুল মাল বিরাজিত উরপর
কিঙ্কিণী রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পহু জগমনমোহন
ব্রজ রমণীগণ হরষিত তায়॥

গৌরচন্দ্র।

সুরট সারঙ্গ।

সুরধুনী তীরে তীর মাহা বিলসই
সমবয় বালক সঙ্গ।
করতলতাল বলিত হরি হরি ধ্বনি
নাচত নটবর ভঙ্গ॥
জয় শচী নন্দন ত্রিভুবন বন্দন
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগ অনুরঞ্জন ভবভয়ভঞ্জন
সংকীর্ত্তন পরচার॥
চম্পক গৌর প্রেম ভরে কম্পই
ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ পুলককুল আকুল
কঞ্জ নয়নে ঝরু লোর॥
ধনি ধনি ভাবিনী চতুর শিরোমণি
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দদাস এ হেন রসে বঞ্চিত
অবহুঁ শ্রবণে নাহি পিব॥

দানলীলা।

ভাটিয়ারি।

চললি রাজপথে রাই সুনাগরী
নাস বেশ করি অঙ্গে।
স্বর্ণ ঘটি করি গাভী ঘৃত ভরি
প্রাণ সখীগণ করি সঙ্গে॥
বিনান পাটের জাদে বান্ধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতীমালে।
সিঁথায় সিন্দূর লোচনে কাজর
অলকা তিলক ভালে॥
মণিময় আভরণ শ্রবণে কুণ্ডল
গীমে সুরেশ্বরী হার।
রূপ নিরুপম বিচিত্র কাঁচুলি
পীন পয়োধর ভার॥
চরণ কমলে রাতুল আলতা
মোহন নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস ভণে এরূপ যৌবনে
জিতবি নিকুঞ্জ রাজে॥

বরাড়ী।

এই ত বৃন্দাবন-পথে।
নিতি নিতি করি গতাগতে॥

হাতে করি লই যাই সোণা।
তুমি কে না কহে হেন জনা॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই।
কিসের দান চাহেন কানাই।
সঙ্গে সবে ঘৃতের পসার।
তাহে কেনে এতেক জঞ্জাল॥
তুমি ত বরজ-যুবরাজ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ॥
দূর কর হাস পরিহাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

তোঁহারি হৃদয়ে বেণী-বদবিকাশ্রম
উন্নত কুচগিরি কোর।
সুন্দর বদনছবি কনকধুম পিবি
ততহিঁ তপত জীউ মোর॥
সুন্দরি তোহাবি চরণযুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে কাহাঁ চলি যাওব
তুহুঁ সে তীরথময়ী গৌরী॥ধ্রু॥
সিন্দুর সুন্দর মৃগমদে পরশল
এই সুরষ-গ্রহ জানি।
তুয়া পদনখ দ্বিজ রাজহি সোঁপলু
সুন্দরি সহস্র পরাণী॥
কামসাগরে হাম সহজেই নিমগন
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বলি অব চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

ভূপালী।

রাধামাধব নীপ মূলে।
কেলি-কলা-রস দান ছলে॥
দূরে গেও সখীগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে লুঠই রাই॥
ভুজে ভুজে বেড়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান
কমলে মধুপ যেন হইল মিলান॥
দোঁহার অধর মধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিলা রাই ঘনরস দান॥
মিলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস॥

বরাড়ী।

চিকুরে চোরায়সি চামর-কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম-পাঁতি॥
এ গজগামিনি তো বড়ি সেয়ান।
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধরদান॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পণ্ডার।
বরণে চোরায়সি কুঙ্কুমভার॥
কনককলসে ঘনরস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই॥
তেঞি অতি মন্থর চরণসঞ্চার।
কোন তেজব তোহে বিনাহি বিচার।
সুবল লেহ তুহুঁ গো-রস দান।
রাই করব অব কুঞ্জে পয়ান॥
যাহাঁ বৈঠত মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহে পড়লু অকাজ॥

সুহই।

কি করবি গোরস দান॥
আপন দেহ সমাধান॥
অধরে অমিয়া-রস তোর।
যৌবন যোধ আগোর॥
তোহে কহি সুন্দরি রাধে।
হরি সঞে না করু বাদে॥
কুচকনকাচল পারে।
শোভতহি মোতিম হারে॥
কুণ্ডল চক্র বিকাশে।
বেণী-ভুজঙ্গিনী পাশে॥
ভাও ধনুয়া জনু ভঙ্গ।
খর শর নয়ন তরঙ্গ॥
অতয়ে বুঝিয়ে রণ আশ।
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

সুহই।

ত্রিভুবনবিজয়ী মদন মহারাজ।
বৈঠল বৃন্দাবনে নিকুঞ্জক মাঝ॥
গোরস আওল রসবতী ঠাম।
সৃজিল বিপিনপথে সরবস দান॥
তোহে কহ গোপিনি আয়ানের রাণি।
কেমনে জানিবা দান সহজে অগেনী॥
তুহুঁ গজগামিনী হরি জিনি মাঝ।
নব যৌবনমদে নাহি দেবরাজ॥
মোহে গিরিধর বলি সোঁপল কাজ।
আপনে আপন কথা কহিতেহ লাজ॥
কেবল গোরসদানে কেনে দেহ ভঙ্গ।
বিচারে চাহিয়ে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ॥
এ সব দানের কথা জানয়ে বড়াই।
গোবিন্দদাস কহে চপল কানাই॥

ধানশী।

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোমার হৃদয়অনুবন্ধ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার।
ফারনু কাঁচুলী ডারনু হার॥
কর অবসান নাহি সিঞ্চইতে নীর।
এতখনে অবহুঁ না পাওল তীর॥
হাম নিরাশ তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহ জীউ তেজই কেহ হরি বোল॥
এত দিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ॥
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥
উঠত কূলে পরে যো তুহুঁ মাগ।
কাঁহ সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ॥
গোবিন্দদাস কহ সময়ক কাজ।
নাবিক বেতন নাওক মাঝ॥

নৌকাবিহার।

শ্রীরাগ।

যব লহু লহু হাসি মরমে রহল পশি
নায়ে চড়ায়ল ওই।
তৈখনে মঝু মন ভেলহি আন ছল
বেকত ধয়ল কল সোই॥
এ সখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জবিনোদ।
ইহ নাবিক অতি চঞ্চল চপল মতি
অব যেউ তেউ পরবোধ॥ ধ্রু॥
গগনহি সঘন বিজুরী ঘন ঝলকই
দিনহি ভেল আন্ধিয়ার॥
খরতর পবনে তরণী ঘন ঘুরত
পৈঠত জল অনিবার॥
দুরজন জানি পড়ল জীউ সঙ্কটে
ইথে জনি করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে অব সব সখী জীয়ব
গোবিন্দদাস কহ সার॥

হোরী লীলা।

বসন্ত।

ঋতুপতি বিহরতি নাগর শ্যাম।
রাধা রঙ্গিণী সঙ্গিনী বাম॥ ধ্রু॥
চুয়া চন্দন পরিমল কুঙ্কুম
ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ
যুবতীযূথ শত গাওত হোরি॥
কেহু ধরু অম্বর কেহু হার হরু
কেহু তনু পশিয়া রহলহি ভোরি।
কেহ লেই মুদরী কেহু লেই মুরলী
দূরহিঁ দূরে কেহু গাওত হোরি॥
ডম্ফ রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ
করতল তাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর
নাচত গাওত তাল ধরি॥

তথা রাগ।

খেলত ফাগু বৃন্দাবনচান্দ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছান্দ॥
সুন্দরীগণ-করমণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী সাজ॥
আগু ফাগু দেই নাগরী নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়ানে॥
চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধায়ল গিরিধারীক সনে॥
তরলনয়ানী তুরিতে এক যাই।
করে সঞ্চে কাড়ি মুরলী লেই ধাই।
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল।
হো হো হোরি তুমুল উতরোল॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর ভেল সবে এক বরণী॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ॥

বসন্ত।

নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা॥
দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গ।
পুলক কদম্ব করম্বিত অঙ্গ॥
ফাগুয়া খেলত গৌরতনু।
প্রেমক সিন্ধু মুরতি জনু॥
ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর।
অরুণ নয়নে বহে অরুণহি নীর॥
ফুল হিলোলিত অরুণিত মাল।
অরুণ ভকত সব গাওয়ে রসাল॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
নয়ান ঢুলাওত প্রেমতরঙ্গ॥
হেরি গদাধর লহুঁ লহুঁ হাস।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস॥

তথা রাগ।

নটবর ভঙ্গী ফাগু রঙ্গী
নাগর অভিনব নাগরী সঙ্গ।
ঋতু ঋতুপতি গীতি চিত উমতায়ল
হেরি বদন বৃন্দাবন রঙ্গ॥
ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর।
রাধারমণ রমণীমনচোর॥
সুন্দরীবৃন্দ করে কর মণ্ডিত
মণ্ডলী মণ্ডলী মাঝহি মাঝ।
নাচত নারীগণ ঘন পরিরম্ভণ
চুম্বন লুবধল নটবররাজ॥
কানুপরশ রসে অবশ রমণীগণ
অঙ্গে অঙ্গে মিলি কাঁপি রহু।
পূরল সবহুঁ মনোরথ মনোভব
মোহন গোবিন্দদাস পহু॥

বসন্ত।

ফাগু খেলত বর নাগর রায়।
রাধা রঙ্গিণী বহুবিধ গায়॥
হাসি হাসি সুন্দরী মনমুথ রঙ্গে।
ফাগু লেই ডারয়ে নাগর অঙ্গে॥
রসে ধস ধস তনু আধ আধ হেরি।
চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি॥
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি।
চমকি চমকি মুখ রহলিহুঁ মোড়ি॥
ফাগু দেওল হরি লোচনে জোর।
মুদল ধনী দুহুঁ লোচন চকোর॥
অধরহি চুম্বন করু কত কান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥

বিহার।

কেদার।

রাধামাধব কুঞ্জহি পৈঠল
রতিরণরঙ্গ রসালা

রণবাজন ঘন   কোকিল কলরব
ঝঙ্করু মধুকর মালা ॥
সজনি হেরি দুহুঁ দিঠি ঝাঁপ ।
মনমথ সমরে   কুসুমশর কো কত
সোঙরি সোঙরি জিউ কাঁপ ॥ ধ্রু ॥
পহিলহি রাই   নয়ানশরে হানল
আকুল কুঞ্জরাজ ।
ভুজযুগ বরুণ   পাশে ধনী বান্ধল
নিবরুণ হৃদয়ক মাঝ ॥
রোখবি রাই   তুহি পুন হৃবিউরে
কুচ কাঞ্চনগিরি হান ।
সো গিরিধর বর   নখরে বিদারল
বিচলিত মানিনী মান ॥
শ্রমভরে দুহুঁ দুহুঁ   অধরমধু পিবই
দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস ।
দুহুঁ দুহুঁ গণ্ড   মুকুরে নিজ ছাহ হেরি
ভরমহি দুহুঁ করু দংশ ॥
সিন্দূরচন্দন   বাণ হেরি মাধব
মৃগমদজলদে নিভাউ ।
পিঞ্জমুকুট ভয়ে   বেণী ভুজঙ্গিনী
বিলুঠই মহী গড়ি যাউ ॥
মাতল মদন   রাজমদ কুঞ্জর
অলক অঙ্কুশ নাহি মান ।
তোড়ল নীবিবন্ধ   গীম কর বন্ধন
নিজ পর দুহুঁ নাহি জান ॥
রতিরণ তুমুল   পুলককুল সঙ্কুল
ঘন ঘন মঞ্জীর বোল ।
নিজ মদে মদন   পরাভব পাওল
কুণ্ডল গণ্ডহি লোল ॥
অনুক্ষণ কঙ্কণ   কিঙ্কিণী ঝঙ্করু
রতি জয়মঙ্গল তুর ।
মনমথকেতু   মকরগতি যাওত
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥

বসন্ত লীলা ।

বসন্ত ।

তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি ।
কুসুমভরে কত অবনত শাখী ॥
তঁহি শুক সারিণী কোকিল বোল ।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু রোল ॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ ।
সড় ঋতু স ঙ্গ বসন্ত ঋতুরাজ ॥
বিকসিত কুবলয় কমল কদম্ব ।
মাধবী মালতী মিলি তরু দম্ব ॥
কাহাঁ কাহাঁ সারস হংসনিসান ।
কাহা কাহা দাদুরী উনমত গান ॥
কাহাঁ কাহাঁ চাতক পিউ পিউ ফুর ।
কাহাঁ কাহাঁ উনমত নাচয়ে ময়ূর ॥
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাতি ।
চৌদিকে বেড়ল কুসুমক পাতি ॥

ভাটিয়ারি ।

বৃন্দা বিপিনে বিহরই মাধবী মাধব সঙ্গিয়া ।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন   গাওত সুললিত
চলত নতন গতি ভাতিয়া ॥   ॥
শ্রবণযুগলে   কুণ্ডল শোহই
নব কিশলয় তোড়িয়া ।
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ   ভুজ শোহই
চুম্বই মুখশশী মোড়িয়া ॥
মত্ত কোকিল   মুরলী তাহে বাওত
নাচত শিখিগণ মাতিয়া ।
ভেজি মকরন্দ   ধাই বেড়ল
মুখর মধুকর পাঁতিয়া ॥
সকল সখীগণ   কুসুম বরিখণ
আনন্দে ও রসে ভাসিয়া ।
দাস গোবিন্দ   কবহুঁ হেরব
ও রস সায়রে নাহিয়া ॥

কেদার।

রজনী উজাগরি নাগর নাগরী
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।
অতিশয় রসভরে শ্যাম নাগরের কোরে
অঙ্গ হেলি রহল নিঝুমে॥
দেখ সখি অপরূপ ছান্দে।
শ্যাম নাগরের কোরে শুতিয়া রহল ধনী
কানু নেহারে মুখ চান্দে॥ ধ্রু॥
কুঞ্চিত কুন্তল ভালে লাগিয়াছে
সিন্দুর কাজর মৃদু ঘামে।
দুয়ল কবরী আধ বিনন পাটের জাদ
খোঁড় খসল কর বামে।
নীলবসন ভিজি অঙ্গে লাগিয়াছে
শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস।
যৈছে চান্দ কলা মেঘে গরাসল
নিরখই গোবিন্দদাস॥

ললিত।

দেখ সখি গোরী শুতল শ্যাম কোর।
নাগর নীল রতন কিয়ে কাঞ্চন
কুবলয় চম্পক জোর।
গোরী সুনাগরী অধরে অধর ধরি
ঘুমায়ল বিদগধ চোর।
কনয় কমলে অলি মাতি রহল জনু
হিমকর শ্যাম চকোর॥
পীন পয়োধর ভুজ মনোহর
রাতুল করযুগ সাজ।
উলটি কমল বিকচ কিয়ে ঝাঁপল
কনয় শরাধররাজ॥
নাগরী শুরু উরে নাগর বেঢ়ল
নাগরী ভুজ বেঢ়ি অঙ্গ।
জলদে বিজুরী যৈছে বেঢ়ল দুহুঁ তনু
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥

রামকেলি।

হিমকর মলিন নলিনীগণ হাসই
অরুণকিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোলে ভ্রমরকুল আকুল
তেজত কুমুদিনী কোর॥
কৈছে ঘুমায়ত যুগল কিশোর।
চমকি কহত শুক সারীক জোর॥
কিশলয় শয়নে নিচল তনু শ্যামর
মরকত কাঞ্চন গোরী।
কিয়ে কুসুম শর তূণ শূন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতিরসে ভোরি॥
সহচরী ছোড়ি মন্দির জনু যাওত
জাগহ সুন্দরি রাধে।
গোবিন্দদাস পহু শুনইতে কাতর
কোন কয়ল রসবাধে॥

বরাড়ী।

বন মাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমর করু তাহিঁ।
মারত বদন নেহারি কুসুম শর
শোহত সমরক মাহি॥
কো কহুঁ মরমক কেলি।
নওল কিশোর নওল নব নাগরী
ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥ধ্রু॥
মণিময় ভূষণ তনু তনু শোহন
রুণু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জিতল বিদগধ-রাজে॥

মল্লার।

নব ঘন কানন শোভন পুঞ্জ।
বিকসিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহিঁ বনি রূপরূপ রতন হিন্দোল।
তা পর বৈঠলি কিশোরী কিশোর॥

ব্রজরমণীগণ দেওত করোর।
পীরত জানি ধনী করতহিঁ কোর।
কত কত উপজল রস-পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহিঁ দেখত রঙ্গ॥

ভৈরব।

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দকন্দ নয়ন ভরি দেখ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতহিঁ সঙ্গে॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন দেহা।
বরিখয়ে সবহুঁ নয়ন ঘনমেহা॥
পুন পুন নিরখিতে গোরা-মুখইন্দু।
উছলল প্রেমসুধারস সিন্ধু॥
জগ ভরি পূরল প্রেমতরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দদাস পরসঙ্গে॥

অক্রূর সংবাদ।

সুহই।

না জানিয়ে কো মথুরা সঞে আওল
তাহে হেরি কাহে জীউ কাঁপ।
তব ধরি দখিণ পয়োধর ফুরয়ে
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ॥
সজনি অকুশলশত নাহি মানি।
বিপদ লাখ তৃণহুঁ করি না গণিয়ে
কানু-বিচ্ছেদ ডর জানি।
কিয়ে ঘর বাহির চিত না রহ থির
জাগরে নিঁদ নাহি ভায়।
গড়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গল
কিয়ে সখি করব উপায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জয়ে
সঘনে রোয়ত শুক সারী।
গোবিন্দদাস আনি সখী পুছই
কাহে এত বিঘিনি নিধারি॥

ধানশী।

ঝাপল উতপত লোরে নয়ান।
কৈছে কয়ত হিয়া কিছুই না জান॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহিঁ রাখি॥
তবু মন তুহুঁ মুখে দেওত সাখী॥
তব কাঁহে গোপসি কি কহব তোয়।
বজরক বারণ করতলে হোয়॥
জানলু এ সখি মৌনকি ওর।
পিয়া পরদেশ চলব মোহে ছোড়॥
গমনসময়ে বিরোধ জনি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয়॥
সময়সমাপন কি ফল আর।
প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
পিয়া পরদেশী কাহে রহ প্রাণ॥

সুহই।

নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজ মাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণঅমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ॥
সজনি রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহ বনমালী॥ ধ্রু॥
যোগিনীচরণ শরণ করি সাধই
বান্ধহ যামিনী নাথে।
নখতর চান্দ যেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে॥
কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখহ
সো রাখউ নিজ তাতে।
কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥

শ্রীগান্ধার।

যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জলু
দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী বরত সমাপলু
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥

সজনি জানলু কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরাণ॥ ধ্রু॥
যো মধু সরস সমাগম লালস
মণিময়মন্দির ছোড়ি।
কণ্টককুঞ্জে জাগি নিশি বাসর
পন্থ নেহারত মোরি।
যাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণী
মণিমঞ্জীর করি মান।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছনে সো দিন
বিছুরব ইহ অনুমান॥

সুহিনী।

কালি হাম কুঞ্জে বঁধু যব ভেট।
নিরমল নয়ান বয়ন কর হেট॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ॥
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ।
জানলু কানু চলব পরদেশ॥ ধ্রু॥
পুছইতে কহ গদ গদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়ন হেরি মুখ মোর॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহু পুন শঙ্ক।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজ বন্ধ॥
চুম্বয়ে বদনে বদনে বহু মেলি।
আনহি ভাঁতি রভস রস কেলি॥
যতহুঁ কপট কৈছে হিয় মাহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই॥

গান্ধার।

কামিনী করি বিহি মোরে কি ভেল বাম।
ছোড়ি বৃন্দাবন জানলু মথুরা
যাওব সুন্দর শ্যাম।
ও মুখ চন্দ্র হাস মধুরাধর
ও দিঠি হক নেহারি।
ও মৃদু বচন সুধারসে পূরিত
কৈছনে বিছুরব নারী॥
যাহ বিনু নিমিখ আধ কত যুগসম
সো অব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অব নাহি নিকসয়ে
পুন কিয়ে দরশন পাব॥
কহইতে গোরী লোরে ভরু লোচন
মূরছি পড়ল তহিঁ ভোর।
হা হা প্রাণরাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোর॥

গান্ধার।

প্রাতয়ে তুহুঁ চলবি মথুরাপুর
যবহুঁ শুনল ব্রজ নারী।
বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচন
মোছত উতপত বারি॥
মাধব ভালে তুহুঁ ব্রজ অনুরাগী।
অব সব রমণী জনু বিরহানলে
কো পুন ইহ বধ ভাগী॥
গিরিবর কুঞ্জ কুসুমময় কানন
কালিন্দী কেলি কদম্ব।
মন্দির গোপুর নগর সরোবর
কো কাহাঁ করু অবলম্ব॥
ব্রজপতি লেই সঙ্গে চলু আকুর
সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম।
গোবিন্দদাস কহ যব ঐছন নহ
আগে চলু বলরাম॥

পাহিড়া।

হরি হরি কি কহব গৌর চরিত।
অক্রুর অক্রুর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবহি পূরব পিরীত॥ ধ্রু॥
কাহাঁ মধু প্রাণ নাথ লেই যাওই
ভরই শোকাকুল রূপে।
কো পুন বচন বোলে যাহি ঐছন
সব জন রহল নিচুপে॥
রোই কতখনে বোলই পুন পুছে
তুহুঁ সব না কহসি তায়।

ঐছন হেরি ভকতগণ রোয়ত
না বুঝল গোবিন্দদাস ॥

সুহই।

অস্তমিত যামিনীকান্ত।
কি ফল ভেল মণি মন্ত ॥
উদয়াচল বরণ অরুণ।
উয়ল দিনমণি দারুণ ॥
দেখ সখি পাপী অক্রূর।
হরি লেই চলু মধুপুর ॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার।
চলু সব গোপ কোঙার ॥
কোই না কহ অছু বাত।
হরি জনু মাথুর যাত ॥
ব্রজপতি দম্পতী চিতে।
কোন করল বিপরীতে ॥
তেঞি বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখ গাতা ॥

ধানশী।

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ।
কৈছন তেজব নবীন সনেহ ॥
পাপী অক্রূর কিয়ে গুণ জান।
সব মুখ বারি লই চলু কান।
এ সখি কাহুক জনি মুখ চাহ।
আঁচর গহি বহি বারহ নাহ ॥
যতি খণে দ্বিজকুল মঙ্গল না পঢ়ই।
যতি খণে রথ পর কোই না চড়ই ॥
যতি খণে গোকুলে তিমির না গিরই।
করইতে যতন দৈবে যব ফিরই ॥
একহুঁ বিপদে জীউ রহয়ে একান্ত।
বুঝলু নেহারত লাজক পন্থ ॥
অতয়ে সে কি ফল দারুন লাজ।
গোবিন্দদাস কহে না সহে বেয়াজ ॥

শ্রীগান্ধার।

কানু নহ নিঠুর চলত সো মধুপুর
মঝু মন এ বড়ি সন্দেহ।
সে হেন রসিক পিয়া পিরীতি পুরিত হিয়া
কাঁহে ভেল শিথিল সনেহ ॥
শুন শুন সহচরি অক্রূর চরণে ধরি
তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা ক্রন্দন শুনইতে ঐছন
জানি ফিরয়ে বর নাহ ॥
পরিহরু গুরুজন হসউ বা দুরজন
কি করব পরিজন পাপ।
কানু বিনে জীবন জলতহিঁ অনুখণ
কো সহু এ হেন সন্তাপ ॥
ও মুখ সমুখে পরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
পিবইতে জীউ করে সাধ।
গোবিন্দদাস ভণ সো বিহি নিকরুণ
যো করু ইহ রস বাধ ॥

ধানশী।

চলবহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতহিঁ পেখলু নয়ান পসারি ॥
পালটি নেহারিতে হাম রহু হেরি।
শূনহি মন্দির আয়লু ফেরি ॥
দেখি সখি নিলজ জীবন মোই।
পিরীতি জানাওত অব ঘন রোই ॥ ধ্রু ॥
সো কুসুমিত নব কুঞ্জকুটীর।
সো যমুনাজল মলয় সমীর ॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক ॥
এতদিনে বুঝল বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত ॥
তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ।
সমতি না আওত গোবিন্দদাস ॥

বিরহ।

সুহই।

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।

প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা ॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই ॥ ধ্রু ॥
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধব মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস পুর ॥

গান্ধার।

হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ।
কো জানে কাঁহে নহত দুই ঠাম ॥
জরু বিরহানল মন মাহা গোয়।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয় ॥
কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ।
মরত না জীয়ত কানুক বিচ্ছেদ ॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি-নিকুঞ্জ।
শুনইতে পিকরব অলিকুল গুঞ্জ ॥
অনুভবি মালতী-পরিমল থেহ।
কো জানে জীউ রহত ইহ দেহ ॥
জানাইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস ॥

পঠমঞ্জরী।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা ॥
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া।
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল ॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ ॥
এই খানে করিত কেলি রসিয়া নাগররাজ।
কে বা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী ॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া ॥

তিরোতা ধানশী।

পরাণপিয় সখি হামারি পিয়া।
অবহুঁ না আওল কুলিশ-হিয়া ॥
নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি।
নয়ন আন্ধায়লু পিয়াপথ দেখি ॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝাই না ভেল ॥
অব হাম তরুণী বুঝলু রসভাষ।
হেন জন নাহি কহয়ে পিয়া পাশ ॥
বিদ্যাপতি কহে কৈছন প্রীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত ॥

বরাড়ী।

এই ত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফুটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়।
সখি হে বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে ॥ ধ্রু ॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলিকৌতুকরঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে ॥
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই
রস পরিপাটীর কারণে।
আমারে লইয়া কোরে শয়নে স্বপন দেখে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।

সে হেন গুণের পিয়া, কোন থানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায় ॥
এতেক দিবস ভৈল প্রাণনাথ না আইল
কার মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দ দাস চলু শ্যাম বুঝাইতে
বাঢ়ল বিরহ বিবাদ ॥

ধানশী।

তোহারি বিচ্ছেদে ভরমে হাম পামরী
না হেরউ নিজ নাহ।
হামারি বিচ্ছেদে তুহুঁ নাবী না উপেখসি
কুবজা-রতি অবগাহ ॥

মাধব কি কহব তুয়া গুণগাম।
পরিহরি দেহ নেহ তুয়া জানই
একলা রতিপতি কাম ॥ ধ্রু ॥
পুরনাগরী সঞে রসিক শিরোমণি
পূরহ মনমথকেলি।
বনচরী নারী তোহারি গুণ গাওব
পুতলিকা সঞে মেলি ॥
রাস-বিলাসে যতহুঁ মত চাপল
সব করু সো অব বাধা।
গোবিন্দদাস কহই তোহে মাধব
এতহুঁ সম্বাদলি রাধা।

সুহই।

মাথুরদূত করি গরুতহিঁ মানি।
কহবি কানুর পায় যত কিছু বাণী ॥
এত কহি আওল পড়ি গাইা রাই।
কানু কানু করি চেতায়ল তাই ॥
অদভুত হেরহ প্রিয়সখীপ্রেম।
নিজ সখীদুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম ॥ ধ্রু ॥
পিয়াক বিরহে মরণ অনুবার।
কিয়ায় করিয়া কত মত উপচার ॥
চেতন পাইল যব করয়ে বিলাপ।
আওল বন্ধু কহি দূর করে তাপ ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
তুরিতহিঁ মিলব প্রেমবশ কান ॥

শ্রীরাগ।

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভ বাণী।
শুভসূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
অতয়ে নিচয় করি মানি ॥

শুন সজনি আজু মোর শুভ দিন ভেল।
সুখ সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব
ঐছন মতি গতি ভেল ॥ ধ্রু ॥
মঙ্গল কলস পর দেই নব পল্লব
রোপহ ঠামহি ঠাম।
গ্রহগণক আনি করহ বিভূষিত
তুরিতে মিলয়ে জনু শ্যাম।
হারিদ দাড়িম কাজর দরপণ
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে।
সুবরণ ভাজন লাজহিঁ ভরি ভরি
রাখহ নয়ন সমীপে ॥
নব নব রঙ্গিণী দেউ হুলাহুলি
বসন ভূষণ করু শোভা।
প্রাণপ্রাণ হরি নিজ ঘরে আওব
গোবিন্দদাস মনলোভা ॥

কামোদ।

দশকোশী লাল।

শিশিরক শীত সমাপিল সুন্দরী
শোহন সুরতসন্দেশে।
স্মরশর সম শর শশিকর শীকর
সহই সো তনু শেষে ॥
শুন শুন শ্যাম সকলগুণবন্ত।
সুধই সম্বাদে কি সুমুখী সম্বোধব
সুখময় সময় বসন্ত ॥ ধ্রু ॥
শীতল সুরভিত সরস সমীরণে
সতত সন্তাপই গাতে।

স্বপন সমাগম নাথে সুধামুখী
শুতই সরসিজপাতে॥
সখিনী সমাজ সাঁঝ সঞে সো ধনী
সগরিহুঁ শর্ব্বরী জাগ।
সোঙরি সুন্দর গোচাগিনী সংশয়
গোবিন্দদাস দিঠি আগ॥

উদ্বেগ দশা।

ধানশী।

টারল হৈমন শিশিরক অন্ত।
টৌয়ত অব ধনী সময় বসন্ত॥
টুটল তুয়া অবধিক পরথাব।
টলমল জীবন রহ কিসে নাব॥
ঠামহি ইহ যতুপতি রহু ভোরি।
ঠেরত কৈছে সময় ইহ গোরী॥
ডহ ডহ বিরহ সহই না পার।
ডারল মণিময় আভরণ ভার॥
ডরে নাহি ছোড়ত সহচরী অঙ্গ।
ডুবত জানি ধনী মদন-তরঙ্গ॥
ঢর ঢর লোচন সরসিজ জোর।
ঢরকত অহনিশি উতপত লোর॥
ঢীট কানু তুহুঁ কপট বিলাস।
চিঠে কি বোলব গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

আওয়ে মধুঋতু মধুর যামিনী
কামিনীচিত চোর।
কুসুম শায়ক জীবন গাহক
তুহুঁ সে মধুপুরে ভোর॥
শুন হে নিরদয় হৃদয় মাধব
সে যে সুন্দরী রাই।
বিরহজ্বরে জরি কনয়ামঞ্জরী
রহল রূপক ছাই।
অঙ্গ ছটফটি কৈছে মেটব
তপত সহচরী-অঙ্গ।
নয়ন-পঙ্কজ জোরে ঝর ঝর
লোরে মহী কঙ্ক পঙ্ক॥
তো বিনু কিশলয় শয়ন বীজন
বিফল যৈছন মণি মন্ত্র।
দাস গোবিন্দ এ রস-গাহক
ভাওয়ে বায় বসন্ত॥

তিরোতা।

ফাগুনে গণইতে গুণগণ তোর।
ফুটি কুসুমিত ভেল কানন ওর॥
ফুল ধনু লেই কুসুম-শর সাজ।
ফুকরি রোয়ে ধনী পরিহরি লাজ॥
ফুকরি কহুঁ হবি ইথে নাহি ছন্দ।
ফেরি না হেরবি রাই মুখ চন্দ॥
ফোটল তুহুঁ বর মরকত-বলই।
ফারল নয়ন সঘন জল থলই॥
ফুয়ল কবরী সম্বরি নাহি বান্ধ।
ফণি-পতি দমন বলি ঘন কান্দে॥
টুটল হৃদয় নিদারুণ লেহ।
ফুৎকারহি ধনী তেজব দেহ॥
ফেরি না হেরবি সহচরীবৃন্দ।
ফলব কি না বুঝাল দাস গোবিন্দ॥

মোহ দশা।

সুহই।

মদন-মোহন মুরতি মাধব
মধুর মধুপুর তোহি।
মুগধ মাধবী মানি মাধব
মিছাই মারণ জোহি॥
মিলল মধু-ঋতু মল্লিকা মুকুলিত
মঞ্জু মাধবী কুঞ্জ।
মেলি মধুকরী মুখর মধুকর
মাতি মধু পিবি গুঞ্জ॥
মিহিরজা মৃদু মন্দমারুত
মানই মনসিজ শান্তি।

মসৃণ মলয়জে মুরছি যামিনী
মহী মাহ গড়ি যাতি॥
মহামণিময় মহীক মণ্ডলে
মলিন মুখঅরবিন্দ।
মরমে মুগয়তি সুন্দির মনোহর
মোহিত দাস গোবিন্দ॥

ধানশী।

একে বিরহানল দহই কলেবর
তাহে পুন তপনকি তাপ।
ঘামি গলয়ে তনু ছুনীক পুতলী জনু
হেরি সখী করু পরলাপ॥
মাধব পেখলু সো বররমণী।
দিনে দিনে ক্ষীণ হীন তনুআভরণ
গলি গলি মিলত ধরণী। ধ্রু॥
ঋতু বসন্ত অন্ত করি আওল
গীরিষ কাল দুরন্ত।
দারুণ জীবন আগে নাহি যাওত
হেরত এ তুয়া পন্থ॥
কত পরবোধি গোঙায়ব সহচরী
জৈঠ মাস বহি গেল॥
গোবিন্দদাস কতয়ে সম্বাদব
অগতি গতি মঝু ভেল॥

বরাড়ী।

করতলে বদন চাঁদ রহুঁ থির।
অহনিশি লোচনে বহতহিঁ নীর॥
বিগলিত নিঁদ বহই ঘন শ্বাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন নৈরাশ॥
যো হরি অবহুঁ অবধি রহি যাই।
দেখহ সো ধনী বিরহিণী রাই॥ ধ্রু॥
কমলিনী কিশলয় শেজ বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই॥
শতগুণ মদনদহন তাহে ভেল।
সো তনুপরশে ভসম ভই গেল॥
চন্দন পরশে চমকি ধনী উঠই॥
হিমকরকিরণে অবশ মহী লুঠই।
গোবিন্দদাস কহ নিরদয় কান।
এত পরমাদ তুহুঁ জানিয়া না জান॥

দেশাগ রাগ।

কাননে কামিনী কোই না যায়।
কালিন্দী কূল কলপতরুছায়॥
কুঞ্জকুটীর মাহা কান্দই কোই।
করে শির হানই কুন্তল ফোই॥
নলিনী নাগরীগণ নাশল লেহ।
নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ॥
নবনীনিন্দিত নব নব বালা।
লাগল বিরহ হুতাশন জ্বালা॥
গলত গাত গীরত মহী মাহ।
গুরুতর গীরিষ অধিক ভেল তাহ॥
গোকুলে গোপরমণী অছু ভেল।
গয়ল গরাসনে গোবিন্দ গেল॥

সুহই।

উয়ল নব নব মেহ।
দূরে রহু শ্যামরদেহ॥
তহিঁ ঘন বিজুরী উজোর।
হরি রহু নাগরীকোর॥
চাতক পিউ পিউ বোল
শুনইতে জীউ উতরোল।
দাদুরী উনমত ভাষ।
বিরহিণী জীবন নৈরাশ॥
দারুণ পাউষ কাল।
জীবন ভেল জনজাল॥
ঐছন ভেল দুরদিন।
অম্বর রবিশশিহীন॥
কো কহে কানুক পাশ।
চলতহিঁ গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

তুহু বিছুরলি গোরী রহলি মথুরাপুরী
নগরে নাগরী হেরি ভোরি।
গগনে জলদ হেরি মনে মনোরথ করি
বিরহসাগরে ধনী বুড়ি ॥
শুন শুন শুন হে কানাই।
করুণার লব তোহে নাই। ধ্রু ॥
ধরণী শয়ন করি সঘন নয়ন ঝরি
সহচরী রহত আগোরি।
দিনে দিনে সুন্দরী কৈছে জীবন ধরি
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি ॥

তথা রাগ।

পহঁথি পেখলুঁ পুরুষোত্তম
পুরুষ পাতন জাতি।
পিয়ারী পামরী পিরীতি পাবকে
পৈঠে পতংগক ভাতি ॥
পৌরপুণ্যবতী পড়িলে পরিচয়
প্রাণ পহুঁ তুহুঁ ভোরি।
প্রেম পরবশ পূরবপ্রেয়সী
পহু পেখই তোরি ॥
প্রচুর পরিমল পঙ্ক পঙ্কজ
পরশে পীড়িত গাত।
পড়রে প্রিয়সখী পায়ে পুন পুন
প্রখর পাঁচশর ঘাত।
পাপ পাউখ পবনপিয়াসিত
পপিহা পিউ পিউ ভাষ ॥
পুন কি পাওব পরম প্রিয়তম
পুছত গোবিন্দদাস ॥

মল্লার।

ঝর ঝর জলধরধার।
ঝঞ্ঝা পবন বিথার ॥
ঝলকত দামিনীমালা।
ঝামরী ভৈ গেল বালা ॥
ঝুট কি কহব কানাই।
ঝরত তুয়া বিনু রাই ॥
ঝন ঝন বজরনিসান।
ঝাঁপি রহত তুই কাণ ॥
ঝিঁঝি ঝঙ্কৃত রাতি।
ঝঙ্ক সহন না যাতি ॥
ঝুমরি দাদুরী বোল।
ঝুলত মদনহিলোল ॥
ঝটকি চলত ধনী পাশ।
ঝগড়ত গোবিন্দদাস ॥

দ্বাদশমাস বর্ণন।

পাহিড় ধানশী, কন্দর্প তাল।

আঘণ মাস রাসরসসায়র
নাগর মাথুর গেল ॥
পুররঙ্গিণীগণ পূরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল ॥
আওল পৌষ তুষারসমীরণ
হিমকরহিম অনিবার।
নাগরীকোরে, ভোরি পহুঁ নাগর
করব কোন পরকার ॥
মাঘে নিদাঘ কৌম পাটাম্বর
আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণিতাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু সঘন হুতাশ ॥
ফাগুনে গুণি গুণি গুণময় গুণগণ
ফাগুয়া খেলন রঙ্গ।
বিরহপয়োধি অবধি নাহি পাইয়ে
দুতর মদনতরঙ্গ।
আওত চৈত চিত কত বাঁধব
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ দুঃশরে হানই
কানু রহল দূর দেশ ॥
মাধব মাস সাধ বিধি বাধল
পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিণ পবন নাহি ভায়ত
ঝরি ঝুরি না রহ পরাণ ॥

জৈঠহি মিঠ কহত সব রঙ্গিনী
চন্দন চান্দনী রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত
দারুণ মনমথ সাথী॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদপাঁতি।
নীরদমূরতি নয়নে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥
শাঙণ সঘন গগনে ঘন গরজন
উনমতি দাহুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী
জীবন কণ্ঠহি লোল॥
ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ্র।
শীকরনিকরে থির নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ॥
আশিন মাসে বিকশিত পদুমিনী
সারস হংস নিনাদ।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
কাতিক মাস নিরাশ কয়ল বিধি
লীলা রসময় রাস॥
নিকরুণ মাধব কৌন পাতিয়ায়ব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

সুহই।

গুরে আলপয়ে কত পরবন্ধ।
বচনে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥
আগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান।
সো রস পরশ স্বপন করি মান॥
এ হরি তো সঙ্গে রহত বিচ্ছেদ।
বিপরীত চরিতে বাঢ়ায়লি খেদ॥
ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল।
উতর না শুনই আউ উতরোল॥
পুন উতকণ্ঠিত করইতে কোল।
দূরে রহুঁ পরশ দরশ ডরে চোর॥
ঐছন নিতি নিতি কত অনুতাপ।
পর সমঝায়ত এহ বড় তাপ॥
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সম্বাদ।
যত এ পিরীতি তত এ পরমাদ॥

পঠমঞ্জরী।

যব তুহুঁ লায়ল নব নব নেহ।
কেহ না শুণল পরবশ দেহ॥
অব বিহি ভঞ্জল সো সব মেলি।
দরশন দুলহ দূরে রহুঁ কেলি॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি।
যৈছন জীবয়ে দুয় এক রজনী॥ ধ্রু॥
গণইতে অধিক দিবস গণি দেখ।
মেটি শুনায়বি দুয় এক রেখ॥
তাহে কি সম্বাদব পরমুখ বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি॥
এতহুঁ নিবেদহু তুয়া পায়ে কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥

শ্রীরাগ।

এক দিবস হাম মথুরা সমাগম
পন্থহি দরশন ভেল॥
তোহারি চরিত কত পুন পুন পুছত
লোরে নয়ান ভরি গেল॥
সুন্দরি সুপুরুখ বিদগধ সোয়।
কাহুক হৃদয় সংহুঁ হাম বুঝলু
তিলেক না বিছুরল তোয়॥ ধ্রু॥
পীতনিচোলে নয়নযুগ মোছই
ফুকরি ফুকরি কত রোয়।
উর পর পাণি হানি ক্ষিতি লুঠই
পুন পুন মুরছিত হোয়॥
তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত
অতয়ে বুঝিনু অনুমানে।

মোহে বিছুরল বলি কতহু না রোয়ত
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

মল্লার।

কি কহব রাইক লেহা।
তুয়া গুণ গুণি গুণি দশমী দশা শ্রমি
দুরবল ভেল নিজ দেহা॥
মাধব তুহুঁ যব আওলি মধুপুর
রাইক অথির পরাণ।
কানু কানু করি ফুকরই সুন্দরী
দিন রজনী নাহি জান॥
অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ
কঙ্কণ শীমক চার।
চাঁদকলা সম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল
তাস শ্বাস ভেল সার॥
ঐছন বচন শুনল যব মাধব
চলইতে পদযুগ কাঁপি।
প্রেমভরে পন্থ বিপথ নাহি দরশই
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল যব মাধব
তুরতহিঁ রাইক পাশ।
কানুক হৃদয় নিগড় ভুজবন্ধন
কতহুঁ গোবিন্দদাস॥

পাহিড়া।

কাহে পুন গৌর কিশোর।
অবনত মাথে লিখতি মহীমণ্ডল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
কনকবরণ তনু ঝামর ভেল তনু
জাগরে নিদ নাহি ভায়।
সোই পুরশে পুন তাক বদন ঘন
ছল ছল লোচনে চায়॥
খেণে খেণে বর্দ্ধন পাণিতলে ধারই
ছোড়ই দীঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে তারল সব নর নারী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

সিন্ধুড়া

কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখী
কুসুমিত কানন যোই।
কুঞ্জকুটীরে কলাবতী কাতর
কানু কানু করি রোই॥
কি কহব কিতব কত যে কুলকামিনী
কঠিন কুসুমশর সহই।
করহিঁ কপোল কণ্ঠ করি কুঞ্চিত
কালিন্দীকূলমে রহই॥
কনকবেয়ূর কটি- কিঙ্কিণী কঙ্কণ
কাড়ল কণ্ঠকি মালা।
কো জানে কুচতটে কোন কামায়ল
কাঁজর কালিম হারা॥
কেবল কান্ত কথা কহি কান্দয়ে
কানুকলঙ্কিণী গোরী।
কিঙ্কিত কাল কলপ করি মানয়ে
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥

ধানশী।

যামিনী যাগি জাগি জগজীবন
জপতহি যদুপতি নাম।
যাম যামযুগ তৈছন জানত
জর জর জীবন জান॥

ঝুরত গৌর কিশোর।
ঝাঁবত ঝিকয়ে ঝর ঝর লোচনে
ঝুরি পূরব রসে ভোর॥ ধ্রু॥
চম্পকগোর চাঁদ হেরি চমকই
চতুর ভকতগণ চাহ।
চলইতে চরণে চলই না পারই
চকিতহি চেতন চোরাহ॥
ছল ছল নয়ন ছাপি করযুগল
ছোড়ল রজনীক নিন্দ।
ছোড়ব নাহি কবহুঁ হম ঐছন
কহতহি দাস গোবিন্দ॥

গান্ধার।

গুরুজন গঞ্জন বোল।
গৃহপতি গরজন ঘোর॥
গলইতে গোপকিশোরী।
গহন গেহ গহ ছোড়ি॥
গোবিন্দ গুণবতী সোই।
গণি গণি যামিনী রোই॥
গলত গলত দিঠি ধারা।
গিরত গীমমণিহারা॥
গুপত গুপত রস আশে।
গর্গহুঁ কমল গরাসে॥
গদ গদ স্বরে অবিরামা।
গাওয়ে গিরিধরনামা॥
গোকুল গোপ বিলাপ।
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন
মারুত মারত ধাম॥
কতয়ে আরাধব মাধব।
তোহে বিহু বাধাময়ী ভেল রাধা॥
কঙ্কণ ঝঙ্কণ কিঙ্কিণী শঙ্কিনী
কুণ্ডল কুণ্ডলীভান।
যাবক পাবক কাঁজর জাগর
মৃগমদ মদকরী মান॥
মনমথ মনমথে চঢ়ল মনোরথে
বিষম কুসুমশর জোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতি খণে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরী॥

বরাড়ী।

নন্দনন্দন নিচয়ে নিরথনু
নিঠুর নাগর জাতি।
নারী নিলজ নেহ নিরমিত
নাহ নামে মিলাতি॥ ধ্রু॥
না রহ নিরুপম নিলয় নিচলহিঁ
নিন্দই নীরজশেজ।
নিভৃত নীপ নিকুঞ্জে নিবসই
না সহে হিমকরতেজ।
নয়ননীরদে নীর নিঝরই
নিদ নহি তহি থোর।
নিরসি নূপুর নিয়ড়ে নিবসই
না ধরে নিরমল চোল॥
নাহত নিকরুণ নিতি নৌতুন
নগর নাগরী হেরি।
নিয়ড়ে নিবেদই নবীন নিরজন
দাস গোবিন্দ তেরি॥

শ্রীরাগ।

রীঝলি রাজনগর যাহা তোয়।
রঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে মন মোয়॥
রসময় রাসরসিক ব্রজনারী।
রোই রোই তুয়া পন্থ নেহারি॥
রাধারমণ রতন তুহু দূর।
রবিজা রোধে রমণীগণ ঝুর॥
রাকারজনী রজনীকর জাল।
রোই রোই বোলত মরমক শাল॥
ঋতুপতিরাতি দিনহি দীন হীন।
রসবতী জীবয়ে কৈছে রস বিন॥
রতিপতিরোখে রঞ্জিত সব বেশ।
রূপ নিরুপম রহ অবশেষ।
রসনা রোচন শ্রবণ বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

তাপনী তীর তীর তরু তরুতল
তরল তরলতর জাহ।
তরুণ তমাল তরকি তোহে তরখিত
তরুণী তোহারি পথ চাহ॥

ত্রিভুবনতিলক হিনতুকর তোহে বিনু
তপত তপন সম ভেল।
তোহে বিনু তিলেক তুলপে তরাসই
তোহারি অবধি কত গেল॥
তিমিত তিমিত দিঠে রোই।
তীতল তাল বিজনে তনু তাপই
তিরপিত তনিক না হোই॥
তোড়ল তাড় তাড়ক তিয়াজল
তাড়িত তড়িতরুচি হার।
তিলে তিলে তরুণী তুয়া পথ হেরই
গোবিন্দদাস কহ সার॥

মাধব বুঝলু তোঁহে অবগাই।
এক বিয়োগে বহুত সিধি সাধলি
অতয়ে উপেখলি রাই॥ ধ্রু॥
কুমুদিনীবৃন্দ দিনতি সব হাসউ
বান্ধুলী ধরু নিজ রঙ্গ।
মোতিম পাতি কাঁতি ধরু উজোর
কুঞ্জর চলু গতিভঙ্গ॥
তুয়া অনুরূপ রসিকবর নাগরী
কো ধনী মিললি না জানি।
গোবিন্দদাস কহ এতহু না জানহ
কুবজা অব নব রাণী॥

পাহিড়া।

দারুদারুণ দয়িতদূষণ
দলিত দোসত হিয়।
দুঃসহ দোসর দগধ-দরপক
দহনে দহ দহ জীব॥
দেবকীসুত দেব দেখলু
দীন দুবরী রাই।
দেহ-দীপতি দেখত দেখিয়ে
দিবস-দীপক ছাই॥
দহুজ-দারণ দূর দেশহি
দোখে দুখিত গোরী।
দৈব দুরগহ দোষ দূষিত
দুলহ দরশন তোরি॥
দেহি দীঘল দিঠে দেহলী
দামোদর দিশ দেখি।
দাস গোবিন্দ দিব দেই দেই
দীঘ দিনগণ লেখি॥

শ্রীগান্ধার।

এত দিনে গগনে অখীন রহ হিমকর
জলদে বিজুরী রহ থির।
চাতক চমক নগরে পরবেশই
মদন ধনুয়া ধরু তীর॥

বড়াড়ী।

করতলে চাঁদবদন রহু থির।
অহনিশি লোচনে বহতহি নীর॥
বিগলিত নিদ বহই ঘন শ্বাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন নৈরাশ॥
এ হরি অবহু অবধি নাহি যাই।
বিঘটনে শপতি মরতি জনি রাই॥ ধ্রু॥
কমলিনী কিশলয় শেজ বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই॥
শত গুণ মদনদহন তহি ভেল।
দুঁহু তনুতাপে ভসম ভৈ গেল॥
চন্দন পবনে চমকি ঘন উঠই।
হিমকর কিরণে মুরছি তনু লুঠই॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
এত পরমাদ তুহুঁ কিয়ে নাহি জান॥

বরাড়ী।

ছোড়ল সুখময় কুসুমশয়ান।
ছোয়ত হিমকরকর মুরছান॥
ছিরকত মলয়জে জলতহি আগি।
ছটকটী শয়নে গোঙায়ই জাগি॥
ছৈল কাহু তুহুঁ সহজই ভোরি।
ছুটত কৈছে বিরহজ্বরে গোরী॥

ছলে যব কোই নাম লেই তোরি।
ছল ছল নয়নে তাক মুখ হেরি॥
ছাপি রহত কৈছে মরমক বোল।
ছিন কনক জনু দহনে উজোর॥
ছাড়ল সলিল-চলত জীউ আব।
ছিকনে কোই রহই জনু যাব॥
ছদম না কহই দাস গোবিন্দ।
ছায়া এক তুয়া পদ অরবিন্দ॥

তথা রাগ।

যোজত পন্থ নয়নে ঝরু নীর।
বৈছন ভিতপুতলী রহ থির॥
যামিনীযাম যাম যুগ মনই।
জাগরে জাগি ভরমময় ভণই॥
জানলু যদুপতি জলধরশ্যাম।
জীবইতে যুবতি জপই তুয়া নাম॥
যব কেহ লেপয়ে মলয়জ পঙ্ক।
জলতহি শতগুণ মদন আতঙ্ক॥
যতনে শুতায়লু জলরুহ পাত।
জরি জরি ততহি ভসম ভই জাত॥
যাহাঁ হিমকর ভেল দিনকর রীত।
জানলু যগ মাহা সব বিপরীত॥
জনি জগজীবন ইথে কহ ছন্দ।
যো কছু কহ মতি দাস গোবিন্দ॥

গান্ধার।

ঘনশ্যামরতনু তুহুঁ কিয়ে ভোরি।
ঘোরবিরহ জরে মুরছিত গোরী॥
ঘন ঘন সুন্দরী তুয়া পথ যোই।
ঘেরল সকল সখীগণ রোই॥
ঘর মাহা রহইতে রহই না পারি।
ঘুবতী যৈছে পিঞ্জর মাহা শারী॥
ঘন ঘনসার-চন্দন হিয় লাই।
ঘুরক জাধে শয়ন অবগাই॥
ঘাতুক মদন ভতাহিঁ ভেল বাম।
ঘর ঘর শবদে লেই তুয়া নাম॥
ঘামকিরণ সম মানই চন্দ।
ঘুমে বিকল হিয়া পাঁজর বন্ধ॥
ঘন ঘন নিন্দই ঘন ঘনসার।
ঘুমে বিহনে দিঠি ঝরত অপার॥
ঘোষযুবতীগণ বিরহ-হুতাশ।
ঘোষত তুয়া পদে গোবিন্দদাস॥

বালা ধানশী।

বাসিত বিশদ, বাসগেহে বৈঠলি,
বঙ্কিভবন বলি উঠই।
বারহাসিরচিত, বীজন বীজইতে,
বিষধর বিষ সম বলই॥
বয়ারুহ বুঝলমু বহুবিধ বোলি।
বরবিধুবয়নী, বিনোদিনী বল্লবী,
বুরত বিরহপয়োধি॥ ধ্রু॥
বিগলিত বলয়, বাহু বিসবল্লরী,
বিলপই বিপিনবিতান।
বিছুরল বেশ, বিলাস বিলাসিনী,
বহু বৈদগধি বিধান॥
ব্রজ বনিতা, বসুধাতলে বিলুঠই,
বিঘটিত বিমল শয়ান।
বিরমিত বচন, বিচারহিঁ বাউরী,
গোবিন্দদাস রস গান॥

ধানশী।

নীরস সরসিজ ঝামর বয়না।
তুয়া গুণ শুনইতে সচকিত নয়না॥
খেনে মুখ গোই রোই খেনে হাসই।
হিয় অভিলাষে চলত মহী খসই॥
এ হরি পেখলু সো গজগামিনী।
জীবইতে সংশয় কুলবররমণী॥ ধ্রু॥
অনুখণ মনসিজ মন মাহা হনই।
হিমকরকিরণহিঁ থির নাহি মনই॥
খেনে উঠে খেনে বৈঠে শুতি রহ ধরণী।
বিষ শরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী॥

কত যে বিছায়ব কমলদলশেজ।
ছটফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ॥
গোবিন্দদাস কহ শ্যামরচন্দ।
তুরিতে মিলহ ধনী টুটব দ্বন্দ্ব॥

ধানশী তিরোতা।

ভ্রমই ভবন বনে শূন্য অগেয়ান।
ভাঁগল ভয় গুরুগৌরব মান॥
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই।
চিত্রপুতলী সম তুয়া পথ জোই॥
ভাবিনীভূষণ ভালে বনমালী।
ভোরি কি বিছুরলি ব্রজবরনারী॥
ভরমহি কদম সঘন মুখ গোই।
ভূতলে শুতলি বুঝল কোই॥
ভূখল তুয়া গুণ কহি কহি বোল।
ভীগল দিঠিজলে নীল নিচোল॥
ভূরি বিরহজ্বর ভরি মুরছান।
ভুক ভঙ্গহি ধনী তেজব পরাণ।
ভাগে জীবয়ে অব তুয়া রস আশে।
ভণব তোহারি যশ গোবিন্দদাসে॥

তথা রাগ।

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরিমণি হেরি সঘনে জল ঝরই॥
হিমকর-কিরণহি সো তনু দহই।
হা হা শশিমুখী কত দুখ সহই। ধ্রু॥
হলধর সোদর কিয়ে তুহুঁ ভোরি।
হেলে হারায়লি হিরণময়ী গোরী॥
হরিণনয়নী অবধিদিন গণই।
হেরইতে পন্থ নিমিখে যুগ মানই॥
হিয়া মাহা লেহ পরম কাহাঁ কহই।
হরি হরি বলি মুরুছি কাতর কণ্ঠই॥
হসি হসি হরখি হরখি খেনে উঠই।
হেমক পুতলী মহীতলে লুঠই॥
হয়ল গেয়ান তোহারি অভিলাষে।
হোত কিনা বুঝল গোবিন্দদাসে॥

কামোদ।

তুয়া পথ জোই, রোই দিন যামিনী,
অতি দুবরী ভেল বালা।
কি রসে রিঝায়ব, কৈছে নিঝায়ব,
বিষম কুসুমশরজালা॥
মাধব ইথে জনি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদ, কলা সম ক্ষীণত,
তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক॥
চন্দন চন্দ, মন্দ মলয়ানিল,
নীর নিষিঞ্চিত চীরে।
কুবলয়কুমুদ, কমলদল কিশলয়
শয়নে না বান্ধই থিরে॥
কনীক পুতলী, মহীতলে পড়ল,
দারুণ বিরহহুতাশে।
জীবন আশে, শ্বাস রহু না রহু,
পরখত গোবিন্দদাসে॥

শ্রীগান্ধার।

নিশি দিশি জাগরি, মধুপুরনাগরী,
বেশ পসারিল অঙ্গে।
তুহুঁ সুপুরুখবর, সময় গোঙায়সি,
নব নব রসপরসঙ্গে॥
মাধব তুহুঁ অব নিকরুণ ভেল।
মিছই অবধিদিন, গণি কত রাখব,
ব্রজবধূ জীবন শেল। ধ্রু॥
কোই ধরণীতল, কোই যমুনাজল,
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জে।
এত দিনে বিরহে, মরণ পথ পেখলু,
তোহে তিরিবধ পুণপুঞ্জে॥
তপত সরোবরে, থোরি সলিল জনু,
আকুল সফরীপরাণ।
জীবন মরণ, মরণ বরু জীবন,
গোবিন্দদাস দুখ জান॥

পঠমঞ্জরী।

তুহুঁ রহু নিকরুণ মধুপুর মাহ।
নিতি নবনাগরীরস অবগাহ॥
যো ক্ষণ মান তো বিনু যুগ লাথ
সো কি সহয়ে চির বিরহবিপাক॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই।
অবহুঁ কি জীবই না জীবই রাই॥
কত যে ক্ষীণ তনু কহই না জানি।
অঙ্গুরি বলয়া গলিত দুহুঁ পাণি॥
নয়ন নিকাজর ঢরকত বারি।
নিশি দিশি পহিরণ ভিগি গেও শাড়ী॥
ছটফট শয়নে না রহ সখীঅঙ্ক।
কনকপুতলী লুঠয়ে মহীপঙ্ক॥
সময় নিরীখত পরীখত শ্বাস।
ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস॥

কামোদ।

কুঞ্জ ভবনে ধনী, তুয়া গুণ গণি গণি,
অতিশয় দুবরী ভেল।
দশমীক পহিল, দশা হেরি সহচরী,
মরণক্রে বাহির নেল॥
শুন শুন মাধব কি বলব তোয়।
গোকুলতরুণী, নিচয় মরণ জানি,
রাই রাই করি রোই॥
তহিঁ এক সুচতুরী, তাক শ্রবণ ভরি,
পুন পুন কহে তুয়া নাম।
বহুক্ষণে সুন্দরী, পাই পরাণ ফেরি,
গদ গদ কহে শ্যাম শ্যাম॥
নামক অছু গুণ, না শুনিয়ে ত্রিভুবন,
মৃতজন পুন কহে বাত।
গোবিন্দদাস কহ, ইহ সব আন নহ,
যাই দেখহ মঝু সাথ॥

বরাড়ী।

অঙ্গে অনঙ্গজ্বর, মরমে বিষমশর,
কণ্ঠহি জীবন যায়া।
করতলে বয়ান, নয়ান ঝরু নীঝর,
কুচযুগে কাজরধারা॥
মাধব তুহুঁ মধুপুর দূর দেশ।
ও অবলা চির, বিরহবেয়াধিনী,
দশমীদশা পরবেশ॥ ধ্রু॥
বিগলিত বন্ধু, বলয়া করকিশলয়,
খণহি খণহি ক্ষীণ দেহা।
কো জানে কাঁতি, তবহি নাহি ছুটত,
জনু অধিক শশিরেহা॥
তনু মন জোরি, গোরী তোহে সোঁপল,
কনয়জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভণি, কনয়া বিহনে মণি,
কবহুঁ না হৃদয়ে সাজ॥

ধানশী।

যো মুখ নিরীখণে নিমিখ না সহই।
তাহে পরবোধসি আওব কহই॥
শুনি সখি কি বোলব তোয়।
নিলজ প্রাণ সংজে রহুঁ মোয়॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোর।
তিল এক জীবইতে লাজ বহ মোর॥
জনু বাড়বানল হৃদি মহা এহ।
কিয়ে সুখ লাগি ভসম নহ দেহ॥
অব মঝু জীবন উপেখন হোয়।
গোবিন্দদাস সোই মুখ হেরি রোয়॥

গান্ধার।

যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ॥ ধ্রু॥
যো দরপণে পহু নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হইয়ে তথি মাহ॥

যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইয়ে মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহে কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত তনু তুহুঁ কিয়ে ছোড়ি॥

শ্রীগান্ধার।

বিরহ অনলে যদি দেহ উপেখবি
খোয়বি আপন পরাণ।
তুয়া সহচরী যত কোই না জীয়ত
সবহুঁ করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আওব গেহ।
তোহারি সম্বাদ সোই যদি পাওব
তব কি রাখব নিজ দেহ॥ ধ্রু॥
আপনক ঘাতে রমণীকুল ঘাতবি
ঘাতবি শ্যামরচন্দ॥
জগ ভরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষব
হোয়ব কলমষবন্দ॥
সজল কমলে কমলাপতি পূজহ
আরাধয় মনমথ দেব।
গোবিন্দদাস কহ আশ তব না পূরব
রাধা মাধব সেব॥

সুহই।

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সেই পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগি মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমারি প্রাণ হরি॥

কামোদ।

ধৈরজ না রহ সুখ পরিযঙ্ক।
ধয়লহুঁ ধয়ল না রহ সখী-অঙ্ক॥
ধূসর ধমিল ধরণী মাহা লুঠই।
ধাধসে চলত খলত মহী লুঠই॥
ধনি ধনি ধীর ধরাধর ধারী।
ধিক্ ধিক্ অবহুঁ জীয়য়ে উহ নারী॥
ধরই না আভরণ ধূসর চীর।
ধোয়ত ধূলি নয়ন ঘন নীর॥
ধনী নহ ঢীট চপল তুহুঁ কান।
ধৃতক চরিত সরল কিয়ে জান॥
ধূরুব ধেয়ান করহুঁ কর তোরি।
ধসহি ধরণীতলে মূরছিত গোরী॥
ধরমে ধরমে ধনী বহত নিশ্বাস।
ধাবি কহত তোহে গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ
নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে তা সঞে রোখয়ে
দামিনী বদন ফেরি॥
কানু হে রাইক ঐছন কাজ।
আট প্রহরে তো বিনু সাজই
আটহুঁ নায়িকা সাজ॥ ধ্রু॥
প্রাণসহচরী চরণে সাধই
কানু মানায়বি তোহি।
আঁখি মুদি কহে অবহুঁ মাধব
কাঁহে না মিলল মোহি॥
খঞ্জনধ্বনি শুনি উমতি ধাবই
তোহার নূপুর মানি।
হাসি আভরণ অঙ্গে চড়ায়ই
শেজ বিছায়ই জানি॥
নীল নিচোল সঘনে মাগয়ে
নিবিড় তিমির হেরি।
যুমল তো সঞে কহই ঐছন
বেশ বনায়বি মেরি॥
কোকিলের রবে চমকি উঠয়ে
নিয়ড়ে না হেরি তোরি।

সোঙরি তোহারি গমন মথুরা
মুরছি পড়ল গোরী ॥
নিঝরে নয়নে সব সখীগণে
খোঁজত বহে না শ্বাস।
তোহারি চরণে এতহুঁ কহিতে
ধাওল গোবিন্দ দাস ॥

ধানশী।

নাগরী শেষ দশা শুনি নাগর
ছল ছল লোচন পানী।
অবনত মাথ করহি অবলম্বন
বয়ানে না নিকসয়ে বাণী ॥
ধৈরজ ধরি হরি দোতী বয়ান হেরি
গদ গদ কহে আধ বাত।
দো এক দিবস মাঝে হাম্ যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি তাথ ॥
ঐছে আদেশ পাই দোতী আওল
কুঞ্জহি বিরহিণী পাশে।
তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদ গদ
আওব দো এক দিবসে ॥
আওব কানু পুনহি কিয়ে ব্রজ মাহা
পূরব মনোরথ সাধে।
গোবিন্দদাস কহ ধনি তুহুঁ বিরমহ
কানু না কর প্রেমবাদে ॥

সুহই।

দূরে কর বিরহিণী দুখ।
নিয়ড়ে হেরবি পিয়া মুখ ॥
অনুকূল করি উদযোগে।
হামে পাঠায়ল আগে ॥
সো চির উলসিত কান।
তুয়া আশে আওল জান ॥
মিছ নহ ইহ আশোয়াস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

কামোদ।

মথুরা সঞে হরি করি পথ চাতুরী
মিলল নিরজন কুঞ্জে।
দ্রুম পশু-পাখীকুল বিরহে বেয়াকুল
পাওল আনন্দ-পুঞ্জে ॥
বরজনারীগণ বিরহে অচেতন
পুলকিত পাওল পরাণ।
দাবদগধ যেন ছটফটি জীবন
ঐছন অমিয়া সিনান ॥

দেখ রাধামাধব মেল।
দরশে পুলক দেহ ঘামহি নদী বহ
চিতপুতলি সম ভেল ॥
কাঁপয়ে ঘন ঘন অনিমিখ লোচন
চরকি চরকি পড়ু লোর।
কহইতে ঘড় ঘড় স্থকিত কণ্ঠ স্বর
দুহুঁ বিবরণ দুহুঁ ভোর ॥
হোই সচেতনে কি করব নাহি জানে
যৈছন দারিদ হেম।
গোবিন্দদাস কহ অনুপম আর নহ
প্রাণদ ঐছন ক্ষেম ॥

শ্রীরাগ।

অধর সুধারসে লুবধক মানস
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
মুখ-অবলোকনে অনিমিখ লোচনে
কৈছে হোয়ত নিরবাহ ॥
দেখি সখী রাধামাধব প্রেম।
দুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশন গাঁঠক হেম ॥ ধ্রু ॥
আনন্দ নীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে
দোহে পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন
সুরত জলধি অবগাহ ॥
মধুর হাস সুধারস বরিখণে
গদ গদ রোধয়ে ভাব।
চিরদিনে মিলন লাখ গুণ নিধুবন
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

কেদার।

ধনি ধনি রমণীশিরোমণি রাই।
নয়নক ওত করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই ॥ ধ্রু ॥
করতলে কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে পুন পুন হেরই
আকুল গদ গদ বোল ॥
লোচন খঞ্জনে অঞ্জনে বঞ্জই
নব কুবলয়-শ্রুতিমূল।
অতসীকুসুমগোরী ললিত হৃদয়ে ধরি
কুপণ হেম সমতুল ॥
যাবকচীত চরণ পর লিখই
মদনপরাজয়পাত।
গোবিন্দ দাস কহই ভালে তোয়ল
কামুক আরকত হাত ॥

গান্ধার।

মুঞি জানহুঁ হরি, রাইক পরিহরি,
স্বপনহুঁ আন না জান।
বিদগধবাদে, কোই পরিবাদব,
তেঞি কিয়ে তেজবি কান ॥
সুন্দরি নাগর নাহ জান।
কুন্তলপিঞ্ছে, চরণ নিরমঞ্ছন,
অব কিয়ে সাধসি মান ॥ ধ্রু ॥
যাকর মুরলী, আলাপনে কত কত,
কুলরমণীগণ ভোর।
তোহারিপ্রেমভরে, বাত না নিকসই,
অতয়ে কি মানসি থোর ॥
প্রেমক দহন, প্রেমপয়ে শীতল,
আন হোত নাহি আন।
কিশলয় মলয়জ, চন্দনে দগধই,
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

গৌরলীলা।

কানাড়া।

নিরুপম হেমজ্যোতি জিনি বরণা।
সঙ্গীতরঙ্গিতরঙ্গিত চরণা ॥
নাচত গৌর গুণমণিয়া।
চৌদিগে হরি হরি ধনি ধনি ধ্বনিয়া ॥ ধ্রু ॥
শরদইন্দু নিন্দি সুন্দরবয়না।
অহনিশি প্রেমে নীঝরে ঝরু নয়না ॥
বিপুলপুলকপরিপূরিত দেহা।
নিজরসে ভাসি না পায়ই থেহা ॥
জগ ভরি পূরল প্রেমআনন্দা।
অমিয়াবঞ্চিত দাস গোবিন্দা ॥

সুহই।

অপরূপ হেমমণিভাস।
অখিল ভুবনে পরকাশ ॥
চৌদিগে পারিষদতারা।
দূরে কর কেলি অন্ধিয়ারা ॥
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ।
উয়ল নবদ্বীপ মাঝ ॥
পূর্ণকিত স্থির গরজাতি।
প্রেমঅমিয়ারসে মাতি ॥
কেহো বিধুমণি সম কান্দে।
কেহো হাসে কুমুদিনীছান্দে ॥
কেহো কেহো ভকতচকোর।
নারী পুরুখে দেই কোর ॥
গোবিন্দদাস চকোর।
রুচি নব লাগি বিভোর ॥

মল্লার।

নাচে গোরা, প্রেমে ভোরা,
ঘন ঘন বলে হরি।
খেণে বৃন্দাবন, ক্বয়ে স্মরণ,
খেণে খেণে প্রাণেশ্বরী।
যাবকবরণ, কটির বসন,
শোভা করে গোরা গায়।

কখন কখন, যমুনা বলিয়া,
সুরধুনীতীরে ধায় ॥
তাতা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই,
ঝন ঝন করতাল।
নয়ানঅম্বুজে, বহে সুরধুনী,
গলে দোলে বনমাল ॥
আনন্দকন্দ, গৌরচন্দ্র,
অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দদাস, করত আশ,
ও পদপঙ্কজছায়া ॥

কামোদ।

সবহুঁ গায়ত, সবহুঁ নাচত,
সবহুঁ আনন্দে ধাবিয়া।
ভাবে কম্পিত, লুঠত ভূতলে,
বেকত গৌরাঙ্গকান্তিয়া ॥
মধুর মঙ্গল, মৃদঙ্গ বাওত,
চলত কত কত ভাতিয়া।
বচন গদ গদ, মধুর হসত,
খসত মোতিমপাঁতিয়া ॥
পতিত কোলে ধরি, বোলত হরি হরি,
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া।
অরুণ লোচনে, বরুণ ঝরতহিঁ
এ তিন ভুবন ভাসিয়া ॥
ও সুখসায়রে, লুবধ জগজন,
মুগধ ইহদিন রাতিয়া।
দাস গোবিন্দ, রোয়ত অনুখণ,
বিন্দু কণ আধ লাগিয়া ॥

সুহই।

সহজই কাঞ্চন গোরা।
বদন মনোহর বয়সে কিশোরা ॥
তাহে ধরু নটবরবেশ।
প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাবআবেশ ॥
নাচত নবদ্বীপচন্দ্র।
জগমন নিমগন প্রেমআনন্দ ॥
বিপুল পুলক অবলম্ব।
বিকশিত ভেল তহিঁ ভাবকদম্ব ॥
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
খেণে হাসে খেণে কান্দে ভকতহি কোর ॥
রসভরে গদ গদ বোল।
চরণে পরশে মহী আনন্দ হিলোল।
পূরল জগজনআশ।
বঞ্চিত ভেল তহিঁ গোবিন্দদাস ॥

গান্ধার ॥

ভাবে ভরল হেম, তনু অনুপামরে,
অহনিশি নিজ রসে ভোর।
নয়নযুগলে প্রেম, জলে ঝর ঝর রে,
ভুজ তুলি হরি হরিবোল ॥
নাচত গৌর, কিশোর মোর পহু রে,
অভিনব নবদ্বীপচাঁদ ॥ ধ্রু ॥
জিতল নীপ ফুল, পুলকমুকুল রে,
প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গর গর, চলই খলই রে,
গোবিন্দদাস বলিহারি ॥

সুহই।

পুলকে পূরল তনু নিজ গুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী ॥
খেণে নরহরিঅঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধরমুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া ॥
খেণে মালশাট মারে খেণে বলে হরি।
রাধা রাধা বলি কান্দে ফুকরি ফুকরি ॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দদাস ॥

ধানশী।

সরুয়া কাঁকলী ভাঙ্গিয়া পড়ে।
তাহে তনুসুখ বসন পরে ॥
কোঁচার শোভায় মদন ভুলে।
যুবতীজীবন ঘুরিয়া বুলে ॥

শচীর দুলাল গোরাচাঁদে।
বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফান্দে॥
আঁখির বিলোল মুচকি হাসি।
কুলবতীব্রত নাশিল বাসি॥
লবঙ্গ দুলাল চাঁপার ফুলে।
কি দিয়া বান্ধিল কুন্তলমূলে॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি।
কোন ধনী নিজ ধৈরজ রাখি॥
কপালে চন্দনফোটার ছটা।
রসিয়া যুবতীকুলের কাঁটা॥
নিতম্ব মণ্ডলে কাম রহি।
ইছিয়া নিছিয়া পরাণ দি॥
গোবিন্দদাসের মরমে জাগে।
তাহে কোন ছার যৌবন লাগে॥

ভাটিয়ারি।

রসিয়া রমণীয়ে॥
মদনমোহন, গৌরাঙ্গবদন,
দেখিয়া কিসে জীয়ে॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ও ভাঙ্গুয়া, মদনবাণে,
তার কি পরাণ রয়॥
যে জন পিরীতে বেথা।
সেহ কি ধৈরজ, ধরিতে পারে,
শুনিয়া ধৈরজকথা॥
বিলাসিনীর মনে দুখ।
আজানুলম্বিত, বাহু হেরি কান্দে,
পরিসর গোরা বুক॥
কত কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব, বিলাস বসন,
পরশ পাবার তরে॥
গোবিন্দদাসের চিতে।
গৌরাঙ্গচাঁদের, চরণনখর,
তাহার মাধুরী পিতে॥

তুড়ী মায়ূর।

বিনোদ ফুলের, বিনোদ মালা,
বিনোদ গলে দোলে।
কোন বিনোদিনী, গাঁথিল মালা,
বিনোদ বিনোদ ফুলে॥

বিভাগড়া।

লাখবান কাঁচা, কাঞ্চন আনিয়া,
মিলাইয়া বিনোদসমূহে।
বিহি অতি বিদগধ, অমিয়ার সাচে ভরি,
নিরমল গৌরসুদেহে॥
সজনি ইহ অপরূপ গোরারাজে।
রসময়জলনিধি, মাঝে নিতি মাজল,
মাজল লাবণী সাজে॥ ধ্রু॥
কোটি কোটি কিয়ে, শরদসুধাকর,
নিরমঙ্কল মুখচাঁদে।
জগমনমথন, সঘন রতিনায়ক,
নাগর হেরি হেরি কান্দে॥
ঝলমল অঙ্গ, কিরণ মণি দেবগণ,
দীপ দীপিতি কত শোভা।
অতয়ে সে নিতি নিতি, গোবিন্দদাস মনে,
লাগল লোচনলোভা॥

ধানশী।

গৌররূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুইয়া বুকে, সে রসধাধস সুখে,
অনিমিখে দেখউ নয়ানে॥
পরিয়া পাটের জোড়, বান্ধিয়া চিকুর ওর,
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন, লেপিয়াছে চন্দন,
দেখিয়া জীউ করিছু নিছনি॥
মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম চতুঃসম,
সাজিয়া কে দিল ভালে ফোটা।
আছুক অন্যের কাজ, মদন সুগধ ভেল,
রহল যুবতীকুলের খোটা॥

সরবস দেহ, অবশ সকল সেহ,
না পালটে মোর আঁখি পাপ।
হিয়ার গৌরাঙ্গরূপ, কেশর লেপিয়া গো,
ঘুচাইনু যত মনের তাপ ॥
কামিনী হইয়া, কামনা করিয়া,
কামসরোবরে মরি।
গোবিন্দদাসে, কহয়ে তবে সে,
দুখের সাগরে তরি ॥

তথা রাগ।

দেখ দেখ নাগর, গৌরসুধাকর,
জগতআহ্লাদনকারী।
নদীয়াপুরবর, রমণীমণ্ডল,
মণ্ডন গুণমণিধারী।
সহজই রসময়, সহচর উড়ুগণ,
মাঝে বিরাজিত নাগররাজ।
মদন পরাভব, বদনহাস দেখি,
বিনাশই রাজনীগণভয় লাজ ॥
ভকতবৃন্দচিত, কৈরব ফুল্লিত,
নিশিদিশি উদিত হিয়াক বিলাসে।
রসিয়া রমণীচিত, রোহিণীলাসক,
অনুক্ষণ পূরল না রহে হ্রাসে ॥
ঐছে বিলাস প্রকাশ, বিনোদিনী বিলসই,
উলসই ভাবিনীভাব।
পদপঙ্কজ পর, গোবিন্দদাস চিত,
ভ্রমরী কি পাওব মাধুরী লাভ ॥

ভূপালী।

ও তনু সুন্দর গৌর কিশোর।
হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেমলোর ॥
আজানুলম্বিত ভুজ তাহে বনমাল।
তহিঁ অলি গুঞ্জই শবদ রসাল ॥
লোমা বিলোকনে নয়নচকোর।
রসবতীহৃদয়ে বান্ধল প্রেমডোর ॥
পুলকপটলবলয়িত শ্রীঅঙ্গ।
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরীতরঙ্গ ॥
গোবিন্দদাস আশ করু তায়।
গৌরচরণনখকিরণঘটায় ॥

কল্যাণী।

শারদ কোটি, চাঁদ সঞে সুন্দর,
সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ।
হেরইতে যুবতী, পিরীতিরসে মাতল
ভাগল গুরুজনগৌরব লাজ ॥
সজনি কিয়ে আজু পেখলু গোরা।
মনমথমথন, অরুণ নয়নাঞ্চল,
চাহনি চিতে গেলু ভোরা ॥
মৃদু মৃদু মধুর, মধুর স্মিতশোভিত,
লোহিত অধর বিনোদ।
কত কুলকামিনী, বাসর যামিনী,
ভেল অনুরাগিণী পরশ আমোদ ॥
কেশরিশাবক জিনি, তনুর মাজা খীনি,
তাহে বিলসে মনমোহন বাস।
হেরি কুলবতীগণ, নিধুবনগত মন,
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ ॥
কুটিল সুকেশ, কুসুম লোটন,
যোটন রসবতী রসপরিণাম।
গোবিন্দ দাস কহে, ঐছন বর রসিয়া,
নাগর হেরি কহয়ে গুণ গান ॥

ধানশী।

যতিখণে গোরারূপ আয়লু হেরি।
মাজন মুকুর আনলু তথি বেরি ॥
সখি হে সব সেই আনল অনুপ।
ইথে লাগি মুকুরে হেরলু নিজ মুখ ॥
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরামুখ চন্দ ॥
মঝু মুখ সো মুখ যব ভেল সঙ্গ।
হিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গ ॥
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর।
পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর ॥

করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি ॥
শ্রবণে আরশী করে খসল হামারি ॥
বহুত পরশ রস অদরশ কেলি।
গোবিন্দদাস শুনি মূরছিত ভেলি ॥

তথা রাগ।

বিহির কি রীতি, পিরীতি আরতি,
গোরারূপে উপজিল।
যাহার এ পতি, সেই পুণ্যবতী,
আনে সে ঝুরিয়া মৈল ॥
সজনি কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরা, বদন দেখিয়া,
ঘুচাউঁ মনের বেথা ॥
সে গোরা গায়, ঘাম কিরণে,
নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
গলায় রঞ্জণ. কলিকামালা
নারীমন বান্ধা ফান্দে ॥
বাহুর বলনি, অঙ্গের হেলনি,
মন্থর চলনি ছান্দে।
আছুক আনের, কাজ মদন,
বিনিয়া বিনিয়া কান্দে ॥
শ্রবণে সোণার, মকর কুণ্ডল,
রঙ্গিণীপরাণ গিলে।
গোবিন্দদাস, কহয়ে নাগর,
হারাই হারাই তিলে ॥

বেলোয়ার, কন্দর্প তাল।

লাখবান কনক কষিল কলেবর
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম।
গদ গদ নীর, থির নাহি পায়ই,
ভুবনমোহন কিয়ে নয়ানসন্ধান ॥
দেখ রে মাই সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা ॥ ধ্রু।
মদমত্ত হাতী ভাতি গতিললনা।
কিয়ে মালতীমালা গোরা অঙ্গে দোলনা ॥

শরদইন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
প্রেমআনন্দে পরিপূরিত নয়না।
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।
থির নাহি বান্ধে পড়ত পহু ঢলিয়া ॥
গোবিন্দদাস কহে গোরা রঙ্গিয়া।
বলিহারি যাউ মুঞি সঙ্গের অনুসঙ্গিয়' ॥

সুহই।

শুন শুন সই গৌরাঙ্গচাঁদের কথা।
না কহিলে মরি, কহিলে খাকারি,
এ বড় মরমে বেথা ॥
সুরধুনী তীরে, গৌরাঙ্গসুন্দর
সিনান করয়ে নিতি।
কুলবধুগণ মিগমন মন
ডুবল সতীর মতি ॥
ঢল ঢল কাঁচা, সোণার বরণ,
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি, আউদড় কেশে,
রহই পরশ আশে ॥
আধা কুন্তল, লোটন পিঠে,
সোণার কুণ্ডল কাণে।
মুখ মনোহর. বুক পরিসর,
কেনা কৈল নিরমাণে ॥
মঞ্জুল বসন, নিতম্ব বন্ধন,
আই কি হেরিনু যে।
কামের পটে, রতির বিলাস,
কহি মুরছিল সে ॥
সিংহের শাবক, জিনিয়া মাঝা,
উলটি কদলী উরু।
গোবিন্দদাস, কহই বিষম,
কামের কামান ভুরু ॥

ভাটিয়ারি।

গৌরাঙ্গ পতিতপাবন-অবতারী।
কলিভুজঙ্গম দেখি, হরিনামে জীব রাখি,
আপনি হইলা ধন্বন্তরি ॥

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য,
পতিতপাবন যার বানা।
পুরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইলা এবে,
নিজরূপ ধরি কাঁচা সোণা ॥
গদাধর আদি যত, মহামহাভাগবত,
তারা সব গোরা গুণ গায়।
অখিল ভুবনপতি, গোলকে যাহার স্থিতি,
হরি বলি অবনী লোটায় ॥
সোঙরি পুরব গুণ, মুরছয়ে পুন পুন,
পরশে ধরণী উলসিত।
চরণকমল কিবা, নখর উজোর শোভা,
গোবিন্দদাস বঞ্চিত ॥

মল্লার।

হের দেখ অপরূপ, গোরাচাঁদের চরিত,
কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছল ছল, নয়ানযুগল,
ভকতি যাচয়ে সবে ॥
সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ, গমন জিনি মাতঙ্গ,
রূপ জিনি কত কোটি কাম ॥
না জানি কি ভাবে, আপাদমস্তক,
পুলক জপয়ে শ্যাম-শ্যাম ॥
গৌর বরণ, সুধাময় তনু,
কিরণ ঠামহি ঠাম।
ভকত হেরি হেরি, সমান দয়া করি,
যাচত মধুর হরিনাম ॥
গোবিন্দদাসক, চিত উনমত,
দেখিয়া ও মুখ চাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি, দুধের বালক,
গোরা গোরা বলি কান্দে ॥

তথা রাগ।

পণ্ডিত হেরিয়া কান্দে, স্থির নাহি বান্ধে,
করুণ নয়ানে চায়।
নিরুপম হেম জিনি, উজোর গোরাতনু,
অবনী খন গড়ি যায় ॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ মাধুরী, পিরীতিচাতুরী,
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥
বরণআশ্রম, কিঞ্চন অকিঞ্চন,
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা শিব বিধি দুর্লভ প্রেমধন,
দান করয়ে জগজনে ॥
ঐছন সদয় হৃদয় রসময়,
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেমধনের ধনী, করল অবনী,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

তথা রাগ।

কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি।
প্রতিঅঙ্গে অবিরল পুলকপাঁতি ॥
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তহিঁ বহি যায় ॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণায় কো বিহি মিলায়ল আনি ॥
জপিয়া জপায়ে মধুর নিজ নাম।
গাইয়া গাওয়ায়ে আপন গুণগান ॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখলু ঐছন পরবন্ধ ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর ॥
ভাসল প্রেমে অখিল নর নারী ॥
গোবিন্দদাস কহে যাউঁ বলিহারি ॥

সিন্ধুড়া।

কলি তিমিরাকুল, অখিল জীব হেরি,
বদনচাঁদ পরকাশ।
লোচন প্রেম সুধারস বরিখণে,
জগজনতাপ বিনাশ।
গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজগুণে গাঁথিয়া, নাম চিন্তামণি,
গজনে পরায়লি হার ॥ ধ্রু ॥

ভকতকলপতরু, অন্তরে অন্তর,
যোগলি ঠামহি ঠাম।
তছু পদতলে, অবকহুই পাইক,
পূরল নিজ নিজ কাম॥
ভাগ গজেন্দ্র, চড়ায়ল অকিঞ্চনে,
ঐছন পহুক বিলাস।
সংসারকালকূট বিষ সমু দগধল,
একলি গোবিন্দদাস॥

গান্ধার।

জাম্বুনদকম্বু, বদনঅম্বুজ,
সঘনে হরি হরি বোল।
নয়নঅম্বুরাস, বহই সুরধুনী,
কম্বুকন্ধরে দোল॥
দেখ দেখ গোর নব দ্বিজরাজ।
সঙ্গে সহচর, সুঘড় শেখর,
উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥ ধ্রু॥
তরুণ প্রেমভরে, দিন রাতি নাচত,
অরুণ চরণ অথির।
করুণ দিঠিজলে, এ মহী ভাসল
নিলয় বরুণ গভীর॥
কবহুঁ নাচত, কবহুঁ গাওত,
কবহুঁ গদ গদ ভাষ।
অখিল জগজনে, প্রেমে পূরল,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

পঠমঞ্জরী।

সে লোক ছাড়িয়া পহু কেন বা অবনী।
কালা রূপ কেন হৈল গোরা বরণ খানি॥
হাস বিলাস ছাড়ি কেন পহু কান্দে।
না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেমফান্দে॥
খেণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে ঘন ঘন।
খেণে সখি সখি বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করয়ে বিলাপ।
খেণে বা অক্রূর বলি করে অনুতাপ॥
খেণে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন।
ধূলায় লোটাঞা কান্দে যত নিজগণ॥
গদাধর কান্দে প্রাণনাথ করি কোলে।
রায় রামানন্দ কান্দে প্রবোধে বিকলে॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কান্দে সোঙরি বিলাস।
না বুঝি না কান্দি মন্দ গোবিন্দদাস॥

মল্লার।

নাচে নিতানন্দ ভুবন আনন্দ
বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া রে।
বাহুযুগ তুলি বলে হরি হরি
চলন মন্থর ভাতিয়া রে॥
কিবা সে মাধুরী বচন-চাতুরী
গদাধর-মুখ হেরিয়া রে।
মাধব গোবিন্দ শ্রীবাস মুকুন্দ
গাওত ও রস ভাবিয়া রে॥
নাচে নিত্যানন্দচাঁদ রে।
কহে গদগদ চলে পদ আধ
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ রে॥
ও চাঁদ-বদনে হাস সঘনে
অরুণ লোচন ভঙ্গিয়া রে।
কুসুম-হার হিয়ার উপর
সুঘড় বঙ্কিম সজ্জিয়া রে॥
রাতুল চরণে রতন নূপুর
রঙ্গের নাহিক ওর রে।
মনের আনন্দে শ্রীনিবাস সুত-গতি
গোবিন্দ চিত্ত ভোর রে॥

ধানশী।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম।
কলিমদমথন নিত্যানন্দ রাম॥
অপরূপ হেম কলপতরু জোর।
প্রেমরতন ফল ধরল উজোর॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি॥

যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় অন্ধ।
কান্দিতে অখিল ভুবনজন কান্দ॥
তেজি অনুমানিয়ে তুহুঁ পরবেশ।
প্রতি দরশনে জনু রবির আবেশ।
এহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াশ।
মলিন আধারে নাহি বিম্ব বিকাশ॥
গোবিন্দদাস কহে তাকা কি বিচার।
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার॥

আশাবরী।

জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন
জনকসুতারতিকান্ত।
সুর-নর বানর খেচর নিশাচর
যছু গুণ গায়ে অনন্ত॥
দূর্ব্বাদলনব শ্যামল-সুন্দর
কঞ্জনয়ন রণবীর।
বামে ধনুর্দ্ধর, দাহিনে নিশিতশর
জলধিকোটি গম্ভীর॥
শ্রীপদপাদুক ধর ভরতানুজ
চামর ছত্র নিছোরি।
শিব চতুরানন সনক সনাতন
শত মুখ রহ কর যোড়ি॥
ভকত আনন্দ মারুত-নন্দন
চরণকমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারণ
হরি নারায়ণ সেবা॥

সিন্ধুড়া।

অঞ্জনগঞ্জন জগজনরঞ্জন
জলদপুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণথল কমলদলারুণ
মঞ্জীররঞ্জিত চরণা॥
দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধাময় বায় বিম্বানিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥
ইন্দীবরবর গরববিমোচন
লোচনমনমথফান্দে।
ভাঙভুজগপাশে বান্ধল কুলবতী
কুলদেবতা মন কান্দে॥
ভ্রমরকরম্বিত আকুলম্বিত
কেলিকদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই
ঐছন মুরতি রসাল॥

মায়ুর।

কুন্দন কুসুম সুকোমলকাঁতি।
মাথে ময়ূরশিখণ্ডকপাঁতি॥
আকুল অলিকুল বকুলকি মাল।
চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥
মদনমোহন মুরতি কান।
হেরি উনমতি যুবতীপরাণ॥
ভাঙবিভঙ্গিম লোচনে লোর।
নাসা উন্নত মোতিম জোর॥
বঙ্কিম গীম অমিয়ামিঠ বোল।
কাঞ্চনকুণ্ডল গণ্ডহি লোল॥
মণিময় আভরণ অঙ্গে বিরাজ।
পীত নিচোল তহিঁ পর সাজ॥
অরুণ চরণে মণিমঞ্জরী বাওয়ে।
গোবিন্দদাস চিতে আন নাহিভাওয়ে॥

সারঙ্গ।

মরকতমঞ্জু মুকুরমুখমণ্ডল
মুখরিত মুরলী সুতান॥
শুনি পশু পাখী শাখিকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ।
কামিনীমনহি মুরতিময় মনসিজ
জগজন নয়ন আনন্দ॥ ধ্রু॥
তনু অনুলেপন ঘনসার চন্দন
মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।

অলিকুল চুম্বিত, অবনী বিলম্বিত
বলি বনমাল বিটঙ্ক॥
অতি সুকুমার চরণতল শীতল
জিতল শরদরবিম্ব।
রায় সন্তোষ মধুপ অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ॥

নট নারায়ণ।

নবনীরদতনু তড়িতলতা জনু
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতীবকুল বলিত অতি আকুল
মৌলী মিলিত বনমাল॥
পেখলু কালিন্দীকূল বিলাসী।
হেরি কলপতরু তরুণীমোহন
বাওয়ে বিনোদিনী বাঁশী॥ ধ্রু॥
মণিময় আভরণ নূপুর রণঝন
মদনমন্থর গতিভাতি।
গীমবিভঙ্গিম নয়নতরঙ্গিম
কুলকুলবতীমতি মাতি॥
কমল নীচ চরণকমলমধু
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ
গোবিন্দদাস অনুমান॥

কামোদ।

নন্দনন্দন চন্দ্রচন্দন
গন্ধনিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বুকন্ধর
নিন্দি সিন্ধুরভঙ্গ॥
প্রেম আকুল গোপগোকুল
কুলজা কামিনীকান্ত।
কুসুমরঞ্জন মঞ্জুবঞ্জুল
কুঞ্জমন্দিরে সন্ত॥
গণ্ডমণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উড়ু চূড় শিখণ্ড।
কেলিতাণ্ডব তালপণ্ডিত
বাহুদণ্ডিতদণ্ড॥
কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণরোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ কিশলয়
নিলয় গোবিন্দ দাস॥

শ্রীরাগ।

তনু ঘনগঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন।
কঞ্জনয়নী নয়ন ললিতাঞ্জন॥
নন্দ সুনন্দন ভুবন আনন্দন।
নাগরী নারী হৃদয়ঘন চন্দন॥ ধ্রু।
লোচন খঞ্জন জগত অনুরঞ্জন।
কুলবতী যুবতী বরত ভয় ভঞ্জন॥
গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ন।
রসময় ভূপতি রূপ নারায়ণ।

সারঙ্গ।

কুসুমিত কুঞ্জ কলপতরু কানন
মণিময় মন্দির মাঝ।
রাসবিলাস কলাউতকণ্ঠিত
মনোমোহন নটরাজ॥
গিরিবর কন্দরে সুন্দর শ্যাম।
মোতিমহার বিরাজিত কন্ধর
কুঞ্জর গতি অনুপাম॥ ধ্রু॥
বহুবিধ বৈদগধি বিনোদ বিশারদ
বেণু বোলায়ত মন্দ।
কুঞ্জরগমনী রমণীগণ ধাওত
বিগলিত নীবি নিবন্ধ॥
কামিনীকর কিশলয় বলয়াঙ্কিত
রাতুল পদ অরবিন্দ।
রায় বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত
নিন্দিত দাস গোবিন্দ॥

বেলোয়ার।

কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন
মেঘ পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ।

কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখিচন্দ্রক
অলকাবলিত ললিতাননচান্দ॥

আওত রে নব নাগর কান।
ভাবিনীভাব বিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন॥ ধ্রু॥

মধুরাধরহি ধর হাস অতি মনোহর
তহিঁ অতি সুমধুর মুরলী বিরাজ।
ভাঙবিভঙ্গিম কুটিল নেহারনি
কুলবতী উমতি দূরে রহু লাজ॥
গজপতি ভাতি গমন অতি মন্থর
মণিমঞ্জীর বাজত রণঝনিয়া।
হেরইতে কত মনমথ মুরছই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥

তথা রাগ।
অঙ্কিত চরণে রণিত মণি-মঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরম
অলিকুল-মিলিত ললিত বন-মাল॥

ভালে বনি আওয়ে মদনমোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গতরঙ্গিম
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া॥ ধ্রু॥
মাঝহি ক্ষীণ পীনউর অম্বর
প্রাতর অরুণকিরণ মণিরাজ।
কুঞ্জরকরত করহি কর বন্ধন
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
অধর সুধা বর মুরলী তরঙ্গিণী
বিগলিত রঙ্গিণীহৃদয় দুকূল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়ি পড়ত শ্রুতি উতপল ফুল॥
গোরোচনতিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক
বেড়ল রমণীমন মধুকর মাল।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই
ইহ নাগরবর তরুণ তমাল॥

সিন্ধুড়া।
চাঁচর চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
গুঞ্জা মঞ্জু মাল।
পরিমল মিলিত ভ্রমরীকুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল॥

নীকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল।
মনমথমথন ভাঙযুগভঙ্গিম
কুবলয় নয়ন বিশাল॥ ধ্রু॥
বিম্বাধর পরি মোহন মুরলী
পঞ্চম বমই রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর
শ্যামর তরুণ তমাল॥

ময়ুর।
মুখরতি মুরলী মিলিত মুখ মোদনে
মরকত মুকুর নৈলান।
মানিনীমান মথন মুচুকায়নি
মুনিমানস মুরছান॥

মাই মোহনমূরতি মুরারি।
মনইতে মরমে মনোরথ মাধুরী
মনমথমন মথ মারি॥ ধ্রু॥
মুকুলিত মল্লী মধুর মধুমাধুবী
মালতী মঞ্জুল মাল।
মন্দমরন্দ মুদিত মত্ত মধুকর
মণ্ডিতমৌলী মন্দার॥
মাথহিঁ মোর মুকুট মদ মন্থর
মণিমণ্ডন মন মান।
মঞ্জুমঞ্জীর মহিমা মহিমাময়
গোবিন্দদাসগুণ গান॥

সারঙ্গ।
কুন্দনকনক কলিত কর কঙ্কণ
কালিন্দীকূল বিহারী।
কুঞ্চিতকচ কেশর কুসুমাকুল
কামিনী কর ধারী॥

জয় জয় জগজীবন যদুবীর।
জলধর জিতিয়া জ্যোতি যদু মোহিত
যুবতী যূথ অথির॥ ধ্রু॥
পদ্মিনীপাণি পরশে পুলকায়িত
পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত পতনি পতিতাঞ্চল
পদপঙ্কজ পরচারি॥
রমণী রমন রতন রুচিরানন
রঞ্জিত রঙ্গিণ বাস।
রসনা রোচন রসিক রসায়ন
রচয়তি গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

মুদিতমরকত মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লিমালতী মালে মধুমত
মধুপ মনমথ ফান্দ॥
শ্যাম সুন্দর স্মৃগড় শেখর
শরদশশধর হাস।
সঙ্গ সবয়স সুবেশ সমরস
সতত সুখময় ভাষ॥ ধ্রু॥
চিকণ চাঁচর চিকুরচুম্বিত
চারুচন্দ্রকপাঁতি।
চপলচমকিত চকিত চাহনি
চিতচোরক ভাতি॥
গিরিক গৈরিক গোরজ গোরোচন
গন্ধগরভিত বাস॥
গোপ গোপন গরিম গুণগুণ
গাওত গোবিন্দদাস॥

ভুড়ী।

শ্যাম সুধাকর ভুবন-মনোহর।
রজনীমোহন ভজনটবর॥
সজলজলদতনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুম-ধনু॥
থলকমলদল অরুণ চরণতল।
নখমণিরঞ্জিত মঞ্জু মঞ্জীরকল॥
প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলীধ্বনি মন্মথমন্তর॥
অভিনব নাগর গুণমণিসাগর।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি জাগর॥

তথা রাগ।

রাধারমণ রমণীমনোমোহন
বৃন্দাবন বনদেব।
অভিনব রাস রসিক বরনাগর
নাগরীগণকৃত সেব॥
ব্রজপতিদম্পতি হৃদয়া নন্দন
নন্দন নবঘনশ্যাম।
নন্দীশ্বর পুর পুরটপট ধর
রামানুজ গুণধাম॥
গোবর্দ্ধনধর ধরণীসুধাকর
মুগধিতমোহন বংশ।
দাম সুদাম সুবল-সখা সুন্দর
চন্দ্রক-চারুবতংস॥
কালিয়দমন গমন-জিত-কুঞ্জর
কুঞ্জ রচিত রতি-রঙ্গ।
গোবিন্দ দাস হৃদয়-মণি-মন্দির
অবিচল-মূরতি ত্রিভঙ্গ॥

বরাড়ী।

কুটিল কুন্তল কুসুমকাঁচনি
কান্তি কুবলয় ভাস।
কুঞ্চিতাধর কুমুদকৌমুদী
কুন্দকৈরবহাস॥
কানু কালিন্দী কূলকাননে
কুঞ্জে কুঞ্জর-রাজ।
কামিনীকুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত
কামকোটি বিরাজ॥
কনক-কিঙ্কিণী কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঙ্কিত অংস।

কেলি কোকিল কণ্ঠীকুণ্ঠক
কাকলীকৃতবংশ ॥
কেশরীকটি কম্বুকন্ধর
কঞ্জকেশরদাম।
কলি কাল কালিয় কবল কম্পিত
দাস গোবিন্দ নাম ॥

শ্রীরাগ।

সুরপতি ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতী ঝুরি কি বলাকিনী উড়ে ॥
ভালে কি ঝাঁপল বিধু আধখণ্ড।
করিবর কর কিয়ে ও ভুজদণ্ড ॥
ও কি শ্যাম নটরাজ।
জলদ কলপতরু তরুণীসমাজ ॥ ধ্রু ॥
করকিসলয় কিয়ে অরুণবিকাশ।
মুরলী খুরলী কিয়ে চাতকভাষ ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারকদ্যোতিক ছন্দ ॥
পদতলে থলকমল কি ঘনরাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥

মায়ূর।

কুবলয়কন্দল কুসুমকলেবর
কালিমকান্তিকলোল।
কোমল কেলি কদম্বকরম্বিত
কুণ্ডলকান্তকপোল ॥
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ।
কালিয়কেশি কংসকরিকর্ষণ
কেশব কুঞ্চিতকেশ ॥ ধ্রু ॥
কুলবনিতাকুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত
কুসুমিতকুন্তলবন্ত।
কালিন্দীকমল কিলিতকরকিশলয়
কৌতুককন্দলকন্দ ॥

কমলাকেলি কলপতরু কামদ
কামিনীকোটিকরীন্দ্র।
কৃপণকৃপাকর কলিকলুষং কষ
কহ কবি দাস গোবিন্দ ॥

কামোদ।

মুখমণ্ডল জিতি শরদসুধাকর
তনুরুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু শিখণ্ডকমণ্ডিত
মালতীমধুকরমাল ॥
ধনি ধনি বনি নব নাগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবনমনোহর
মধুর মুরলী করু গান ॥
টলমল অলক তিলক ঝল ঝলকই
ভাঙকি ধনুয়া ধুনান।
কুলবতীবরত বিমোচন লোচন
বিষমকুসুমশরবাণ ॥
বান্ধুলীবন্ধু অধরে মধু মাখল
মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদ মদনমদমন্থর
ভনতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

সিন্ধুড়া।

শরদসুধাকর মণ্ডলমণ্ড
খণ্ডন বদনবিকাশ।
অধরে মিলাওত শ্যাম মনোহর
চিত চোরায়লি হাস ॥
আজু বনি শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু যূথশতসেবিত
লাবণী বরণি না যাই ॥ ধ্রু ॥
কবরীবকুলকুল আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃত কনক ঝঙ্কৃত
কিঙ্কিণী রণরণি বোল ॥
পদপঙ্কজ পরি মণিময় নূপুর
রণঝন খঞ্জনভাষ।

মদনমুকুর জনু নখমণিদরপণ
নিছনি গোবিন্দদাস॥

শ্রীরাগ।

মূরতি শিঙ্গারিণী রাসবিহারিণী
মণিময়ভূষণ ভূষিত অঙ্গী।
মধুরিমহাসিনী রসময়ভাষিণী
দশনকিরণমণিমোতিমরঙ্গী॥

জয় জয় বৃষভানু কিশোরী।
গোরোচনরুচিরোচনধারী॥ ধ্রু॥

চকিত খঞ্জন গতি জিনি লোচন
মনমথ মনমথ ভাতি।
নাচত ভঙ্গিনী ভাঙভুজঙ্গিণী
কালিয়দমন মদে মাতি॥
শ্যামমনোহর মনমথ কুঞ্জর
কুচকনকাচল বিহরত দেখি।
নীল নিচোলে ঝাঁপি তাহা বান্ধল
গোবিন্দদাস মুকতি নাহি পেখি॥

তথা রাগ।

নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর
লাবণী বরণি নাহি হোই।
নিরমল বদন হাসরসপরিমলে
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই॥

আজু বনি নব নব রঙ্গিণী রাই।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই॥ ধ্রু॥

লোল অলকা তিলকাবলি রঞ্জিত
সীঁথহি কাঞ্চনকমল উজোর।
লোচনমধুকরী চলত ফিরি ফিরি
শ্রুতি কুবলয় পরিমলে কিয়ে ভোর॥
শ্যাম-চিত চোর কুচকোরক
নীল নিচোল কোরে রুক্ষ বাস।
বারুকরঞ্জিত অরুণ চরণতলে
জিউ নিরমঙ্ঘন গোবিন্দদাস॥

মালশ্রী।

জয়তি জয় বৃষ- ভানুনন্দিনী
শ্যামমোহিনি রাধিকে।
কনয়াশতবান কান্তিকলেবর
কিরণজিতকমলাধিকে॥
সহজেই তন্বী বিজুরী কত জিনি
কাম কত শত মোহিতে॥
জিনিয়া ফণী বনি বেণীলম্বিত
কবরী-মালতী সহিতে।
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন অঞ্জন
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি কুন্দপরকাশি
বিজুরী কত শত ঝলকিতে॥
রতনমন্দির মাঝে সুন্দরী
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাস গোবিন্দ প্রেমসাগরে
সোই চরণ সমাধিয়া॥

তুড়ী।

ধনি কামাড়াছান্দে বান্ধে কবরী।
নবমালতীমাল তাহে উপরি॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
খেলে উঠত বেঠে তাহে ভ্রমরী॥
ধনি সিন্দূরবিন্দু ললাট বনি।
অলকা ঝলকে তহিঁ নীলমণি॥
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙপাতা।
ভুরুভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গলতা॥
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা।
তাহে কাজর শোভিত নীলছটা॥
তিলপুষ্প সমান নাসা ললিতা।
কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা॥
ধনি সুন্দর শারদইন্দুমুখী।
মধুরাধরপল্লব বিম্ব লখি॥
গলে মোতিমহার সুরঙ্গ মালা।
কুচকাঞ্চনশ্রীফল তাহে খেলা॥

নব যৌবন-ভারভরে ঢরয়া।
তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া ॥
ক্ষীণ উদর পাশে শোভে ত্রিবলী।
কটি কিঙ্কিনী জানু হেমকদলী ॥
পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণিমঞ্জরী জোড়ল মল্ল পাতা ॥
নখচন্দ্র ছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরি গোবিন্দদাস তঁহি পরণাম ॥

সারঙ্গ।

কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে।
যাক গীতে জগ- চিত চোরায়ল
গোবিন্দগোরী সরসরসগানে ॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাবর সার- সার পদ সঞ্চই
বান্ধল গীত কতহুঁ পরিমাণি ॥
যো সুখসম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার- সরবস রসিকই
কণ্ঠহি বণ্ঠ পরায়ল বনিয়া।
আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা।
সো আনন্দরস জগ ভরি বরিখল
সুখময় বিদ্যাপতিরসমেহা ॥
যত যত রসপদ করলহি বন্ধ।
কোটিহি কোটি শ্রবন পর পাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগল ধন্দে ॥
সো রস শুনি নাগর বরনারী।
কিয়ে কিয়ে করি চিত চমকয়ে
ঐছন রসময় চম্পু বিথারি ॥
গোবিন্দদাস মতিমন্দে।
এত সুখসম্পদ রহইতে আন মন
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে ॥

বিভাষ।

নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ
বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতিরস আলসে শুতি রহল দুহুঁ
তুরিত ইহ দেহ জাগাই ॥
তুরিতহি করহ পয়ান।
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে
যব নাহি হোত বিহান।
শারী শুক পিক সকল পক্ষিগণ
সুস্বরে দেহ জাগাই।
কুটিলা গমন সবহুঁ মেলি ভাখই
শুনইতে চমকই রাই।
বৃন্দা বচনে সকল পক্ষিগণ
মধুর মধুর বরু ভাষ।
মন্দির নিকটে ঝারি লেই ঠারই
হেরত গোবিন্দদাস ॥

রামকেলি।

হিমকর মলিন মলিনগণ হাসই
অরুণকিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোল ভ্রমরকুল আকুল
তেজল কুমুদিনী কোর ॥
কৈছে ঘুমায়ত যুগল কিশোর।
চৌকি কহত শুক শারিক মোর ॥
কিশলয় শয়নে নিচল তনু শ্যামর
মরকত কাঞ্চনগোরী।
কিয়ে কুসুমশর তৃণ শূন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতিরসে ভোরি ॥
সহচরী ছোড়ি মন্দিরে চলু যাওত
জাগত সুন্দরী রাধে।
গোবিন্দদাস পহু শুনইতে কাতর
কোন করল রসবাধে ॥

ললিত।

গগনহি মগন সঘন রজনীকর
চলু চরমাচল ওর।
পদ্মিনী বদন মধুপ ঘন চুম্বই
তেজই কুমুদিনী কোর ॥

শয়ন উপেখি চলল বরকান।
নূপুরনাদে জাগাই পাচরাণ॥
নিকট গোঠ সব মিলল আয়।
গোবিন্দদাস মঁকী লই ধায়॥

বিভাষ।

রজনী প্রভাতে, চলল বররঙ্গিণী,
নদী অবগাহন রঙ্গে।
বাসিত তৈল, হলদী লই ধাওল,
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে॥
গজবর গতি জিনি, গমন সুমন্থর,
চাঁদ জিনিয়া মুখজ্যোতি।
কবরী বিরাজিত, মণিময় সুরচিত,
সীঁথে উজোরল মোতি॥
নীলবসন মণি- বলয়া বিরাজিত,
উচ কুচ কঞ্চুক ভার।
শ্রবণক টাঁটক, মণিময় হাটক,
কণ্ঠে বিরাজিত হার॥
চরণ কমল সম, রাতুল আতুল,
ঝন ঝন নূপুর বাজ।
গোবিন্দদাস কহ, ও রূপ হেরইতে,
ভুলল বিদগধরাজ॥

ভাটিয়ারি।

বিপিনহি কেলি করল দুহুঁ মেলি।
জল মাহা পৈঠি করল জলকেলি॥
নাহি উঠল দুহুঁ মোছল অঙ্গ।
দুহুঁ রূপ হেরইতে মুরছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে করল দুহুঁ নব নব বেশ।
কবরী বনায়ল বান্ধল কেশ॥
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥

তথা রাগ।

যশোমতী যতনে, সখি সঞে কহতহি,
তুরিতে গমন কর তাই।
হামারি সন্দেশ, কহবি তব গুরুজনে
আনবি রসবতী রাই॥
রতন থারী ভরিপুর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি শাকর
বহু উপহার মধুর॥
কর্পূর তাম্বুল হার মনোহর
বাসিত চন্দন কাটার।
সহচরী থারী চীর দেই ঝাঁপল
গোবিন্দদাস মন ভোর॥

ধানশ্রী।

শির পরি থারী যতন করি দয়সহি
রাইক মন্দিরে গেল।
যশোমতী বচন কহল সব গুরুজনে
সো সব অনুমতি দেল॥
সুন্দরী সখী সঞে করল পয়ান।
রঙ্গপটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান॥
দশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন জিনিয়া পিকবাণী॥
করপদতল থল কমল দলারুণ
মঞ্জীর রুণু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ রমণী শিরোমণি
জীতল মনমথরাজ॥

সুহই।

নিজ মন্দির তেজি চলল বররঙ্গিণী
নন্দমহল গৃহ মাহি।
ঝলকত অঙ্গ মণিগণ ভূষণ
বদনক উপমা নাহি॥
যশোমতী নিরখি আনন্দ।
কত কত চাঁদ চরণে পড়ি কান্দয়ে
মনমথে লাগল ধন্দ॥

বিনোদিনী মাধব কোর।
তমালে বেড়ল জনু কনক লতাবলী
দুহুঁ রূপ অতি উজোর॥
ভুজে ভুজে ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরী
শ্যামর কোরে ঘুমায়।
রতি রসে আলস দুহুঁ তনু ঢর ঢর
প্রিয় সখী চামর ঢুলায়॥
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুঁজন পাশ।
মন্দির নিকটে পদ তলে শুতলি
সহচরী গোবিন্দদাস॥

বিভাষ।

নিশি অবশেষে, কোকিল ঘন কুহরত,
জাগল রসবতী রাই।
বানরীনাদে, চমকি উঠি বৈঠল,
তুরিতহি শ্যামে জাগাই॥
শুন বর নাগর কান।
তুরিতহি বেশ, বনাও যতন করি,
যামিনী ভেল অবসান॥ ধ্রু॥

শারী শুক পিক, কপোত কুহরত,
ময়ূব ময়ূরী করু নাদ।
নগরক লোক, জাগি যব বৈঠব,
তবহি পড়ব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন, ননদিনী দুরজন,
তুহুঁ কি জানহ রীত।
গোবিন্দদাস কহ, উঠি চল সুন্দরি,
বিঘটন কানুক পিরীত॥

বিভাষ।

হরি নিজ আঁচরে, রাইমুখ মোছই,
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা তিলক দেই, সীঁথি বনায়ই,
চিকুরে কবরী পুন সাজি॥
সিন্দূর দেয়ল সীঁথে।
কতহুঁ যতন করি, উর পর লেখই,
মৃগমদচিত্রক পাঁতে॥ ধ্রু॥
মণিমঞ্জীর, চরণে পরায়লি,
উর পর দেওল হার।
কর্পূর তাম্বুল, বদন ভরি দেয়লি,
নিছলি তনু আপনার॥
নয়নক অঞ্জন, করল সুরঞ্জন,
চিবুকহি মৃগমদবিন্দ।
চরণকমলতলে, যাবক লেখই,
কি কহব দাস গোবিন্দ॥

ললিত।

চললহি মন্দিরে মণ্ডল কিশোরী।
হেরইতে হরিমুখ, অলস বিলোকনে,
চেতনরতন চোরায়লি গোরী॥
শ্যামর বদন, কানুঘনচুম্বনে,
পাতর ধূসর শশধর কাঁতি।
চম্পকমালে, ললিতকরে বারই,
পরিমলে লুবধল মধুকর পাঁতি॥
বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত,
নখপদ মণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীত বসন লই, চমকি তনু ঝাঁপই,
রসআবেশে চলু চলই না পারি॥
লহু লহু হাস, সম্ভাষই সহচরী,
সচকিত নয়নহি দশ দিশ চাহি।
গোবিন্দদাস, কহ জনি জানয়ে,
গুরুজন চলহ তুরিতে ঘরে যাই॥

তথা রাগ।

নিজ গৃহে শয়ন করল বর কান।
জননী জাগায়ত ভেল বিহান॥
আলস তেজি উঠহ যদুরায়।
আগত ভায় রজনী চলি যায়॥
প্রাতহি দোহ করত যদুচাঁদ।
তুরিতহি লেওল দোহন ছাঁদ॥

ললিত।

আনন্দ নীর যতনে হরি বারত
অলকা তিলক নিরমাই।
কুঞ্চিত লোচনে হরি মুখ হেরইতে
থরহরি কাঁপয়ে রাই॥
দেখ সখি রাধামাধব লেহ।
নাগরী বেশ বনাওত নাগর
ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ॥ ধ্রু॥
কোরহি যাতি পুনহি হরি সাজত
পীন পয়োধর জোর।
যামল কর পঙ্কজ জলে ধোয়ল
মৃগমদ চীত উজোর॥
মরমক বোল কহত দুহুঁ আকুল
রোধল গদ গদ ভাষ।
অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল
না বুঝল গোবিন্দ দাস॥

আকুল কুটিল অলকাকুল সম্বরি।
সীঁথি বনাই বান্ধহ পুন কবরী॥
তহিঁ পুন দেহ সিন্দুরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজ মুখ ইন্দু॥
এ হরি রতি রস অবশ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুনবার।
কাজরে উজোরহ লোচন ভ্রমরী।
শ্রুতি অবতংস কিশলয় চমরী॥
পীন পয়োধরে লিখ কর আপি।
মৃগমদে রঞ্জহ নখ পদ ছাপি॥
বিগলিত কম্বু বলয়গণ মোর।
চরণে পিঁধায়ই নূপুর জোর।
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক॥

ভূপালী।

এ ধনি এ ধনি কর অবধান।
কহ পুন কি করব অনুচর কান॥
পহিলহি তোহারি বচন পরমাণে।
কিশলয় সাজহু মদন শয়ানে॥
চন্দ্রক পবন সঘন তহু দেল।
যতিখণে শ্রম জল সব দূরে গেল॥
বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরি।
বকুল মাল সঞে বান্ধলু কবরী॥
অঞ্জনে রঞ্জলু এ দুই নয়ান।
তাম্বুল পূরল পঙ্কজ বয়ান॥
মৃগমদে লিখইতে উচ কুচ জোর।
কাঁপে চপল করপল্লব মোর॥
ইথে যদি রোখবি কাঞ্চন গোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গাওব তোরি॥

কামোদ।

ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রাই।
লোচন ওত করত নাহি মাধব
নিশিদিশি রস অবগাহই॥
করতলে কুঙ্কুম ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে ঘন ঘন হেরই
আকুল গদ গদ বোল॥
লোচন খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি মূল।
অতসী কুসুম সরি ললিত হৃদয়ে ধরি
কুপণ হেম সমতুল॥
যাবক চীত চরণ পর লেখই
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে কামুক
ভেলহুঁ আরকত হাত॥

তথা রাগ।

রতি রস অবশ অলস অতি ঘূর্ণিত
শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধু লোভে ভ্রমর ভ্রমরীগণ ঝঙ্কর
বিকসিত কমল ফুল পুঞ্জে॥

কনক সম্পুটোপর কর্পূর তাম্বুল
চন্দ্র চন্দ্রাতপ সাজ।
গোবিন্দদাস ভণ অপরূপ মোহন
তাহিঁ উপনীত রসরাজ॥

অপরূপ মোহন শ্যাম।
কিশোর বয়স অনুপাম॥
সভা জন মাঝে বৈঠল দোন ভাই।
সকল সভা জন চিত চোরাই॥
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ।
চাঁদ বদনে কত মধুরিম হাস॥
নয়নযুগল নীল কমল সমান।
হেরইতে যুবতীর অথির পরাণ॥
তিলক বিরাজিত ভাঙ বিভঙ্গ।
ফুল ধনু করে লই মুরছে অনঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহিব গোবিন্দদাস॥

নাটিকা।

শ্যামর অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
ললিতত্রিভঙ্গিম ধারী।
ভাঙ বিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনি
বঙ্কিম নয়ন নেহারি॥
রসবতী সঙ্গে রসিকবর রায়।
অপরূপ রাস বিলাস কলারসে
কত মনমথ মুরছায়॥
কুসুমিত কেলি কদম্ব-কদম্বক
সুরঞ্জিত শীতল ছায়।
বান্ধুলী বন্ধু মধুর অধরে ধরি
মোহন মুরলী বাজায়॥
কামিনী-কোটি নয়ন-নীল-উতপল
পরিপূরিত-মুখ-চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ ও পুনি রূপ নহ
জগ-মানস শশ-ফন্দ॥

কল্যাণী

নীরদ নীল নয়ন নিন্দি নীরজ
নীকে নেহারণি ছন্দ।
নিরখিতে নিয়ড়ে নিতম্বিনী নিচোল
নিকসত নীবিনিবন্ধ॥
নাচত নন্দ-নন্দন নট-রাজ।
নাগরী-নারী নগরী নব-নাগরী
নিরুপম নটিনী-সমাজ॥ ধ্রু॥
নলিনী নাহ নন্দিনী নদী নিকট
নীপ নিকুঞ্জ-নিবাসী।
নিতি নব-যৌবনী নিধুবনালঙ্কৃত
নিভৃত নিবাদন বাঁশী॥
নামহি নারী নিকেতনে না রহু
নৌতুন-নেহ বিলাসে।
নিন্দহি নিজ নিজ নাহ না হেরয়ে
নিরমিত গোবিন্দদাসে॥

কেদার।

বহলবারিদ বরণ বন্ধুর
বিজুরীবিলসিত বাস।
বিকচবান্ধুলী বলিত বারিজ
বদনবিম্ব পরকাশ॥
বিহরতি বৃন্দাবনে বনমালী।
বেড়ল ব্রজবধূ বৃন্দ বিমোহিত
বোলত বলি বলিহারি॥ ধ্রু॥
বকুলবঞ্জুল বল্লীবলয়িত
বিলোলবর্হাবতংস।
বিমলভূষণ বেশবাসিত
বেকত বাওত বংশ॥
বিশদ বারণ বাহুবৈভব
বলয় বন্ধ নিবন্ধ।
বিবিধ বৈদগধী বচন বিরচন
বিবশ দাস গোবিন্দ॥

গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
মুরছায় কতহুঁ অনঙ্গে ॥

তথা রাগ।

রতনথালী ভরি চিনি কদলী সর
আনলি রসবতী রাই।
শীতল কুঞ্জতল সুগন্ধ সুপরিমল
বৈঠল নাগর যাই ॥
ভোজন করু ব্রজরায়।
বাসিত বারি সুকর্পূর তাম্বুল
সখীগণ দেওত বাড়ায় ॥ ধ্রু ॥
অগোর চন্দন শ্যামঅঙ্গে লেপন
বীজই কুসুমক বায়।
সখীগণ সঙ্গে বিহার করত দুহুঁ
গোবিন্দদাস বলি যায় ॥

কামোদ।

রাই কানু পাশা খেলে নিজ চিত্ত কুতূহলে
পণ কৈল সুরঙ্গ রঙ্গিণী।
পহিলে গোবিন্দ জিনে বটু আনন্দিত মনে
বান্ধল সে রঙ্গিণী হরিণী ॥
যুবদ্বন্দ্ব খেলে পুন মুরলী শারিকা পণ
দ্বিতীয়ে জিনিলা সুবদনী।
আনন্দে ললিতা ধাঞা, কৃষ্ণকর হৈতে লৈয়া
লুকাইয়া রাখয়ে বংশী আনি ॥
কৃষ্ণ রাধা পুনর্ব্বার খেলে পুন দুহুঁ হার
হেন কালে বটু মিথ্যা করি।
কৃষ্ণ উপদেশ দান জিনিবার অনুমান
কহে কৃষ্ণ মার এই শারী ॥
কলোক্তি শারিকা শুনি ভয়ে কহে দৈন্যবাণী,
বৃক্ষ শাখা আগে উড়ি যায়।
রাই কানু তাহা দেখি হৈয়া সকৌতুকে সুখী
হাসে দুহুঁ আনন্দ হিয়ায় ॥
চতুর্থে রাখিলা পণ নিজ সহচরগণ
রাধিকার জয় অনুমানি।
বটু সশঙ্কিত হৈয়া চালে পাশা ভয় পাঞা
গোবিন্দের হীন দান জানি ॥
জিনিল জিনিল বলি এক পাশা কৈল চুরি
দেখি ক্রোধ করি সখীগণে।
বটুকে বন্ধন কাজে সব সখীগণ সাজে
অত্যন্ত কলহ তার সনে ॥

গৌরী।

সাঁঝ সময়ে গৃহে আওত ব্রজ সুত
যশোমতী আনন্দ চিত।
দীপ জ্বালি থালী পর করলহি আরতি
কতহিঁ গাওত গীত ॥
ঝলকত ও মুখ চন্দ।
ব্রজ রমণীগণ চৌদিকে বেড়ল
হেরইতে রতি পতি পড়লহি ধন্দ ॥
ঘণ্টা ঝাঁঝরী তাল মৃদঙ্গ বাজাওত
সখীগণ জয় জয়কার।
কুসুম বরিষত রমণীগণ হরষিত
আনন্দে জগ জন নগর বাজার ॥
শ্যামর অঙ্গ মনোহর মূরতি
বনি বন মাল বিরাজ।
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
সংশয় জীবনে যৌবনে পড়ু বাজ ॥

সিন্ধুড়া।

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর
তঁহি সাজয়ে অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন রঙ্গ পটাম্বর
লম্বিত মুকুতা দাম ॥
শোভা বনি অপরূপ।
গোপ গোয়াল সভা জন দ্বিজগণ
বৈঠল তঁহিকে ভূপ ॥
কোই কোই গায়ত কোই বাজাওত
নাচত ধরতহিঁ তাল।
কোই চামর লই বীজন করতা
উজোর দীপ রসাল ॥

গোধন দোহন গরজে গভীর।
ঘন ঘন দোহন করু বহু বীর॥
গোরস ধার চুয়ায়ত অঙ্গ।
তমালে বিথারল মোতিম রঙ্গ॥
মটুকি মটুকি ভরি রাখ ১ চারি।
গোবিন্দদাস কহে যাউঁ বলিহারি॥

ভাটিয়ারি।

সুন্দরী সখী সঙ্গে করল পয়ান।
রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান॥ ধ্রু॥
দশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন কহয়ে পিকবাণী॥
করপদতল থল কমল দলারুণ
মঞ্জীর রুনু ঝুনু বাজে।
গোবিন্দদাস কহ রমণী শিরোমণি
জিতল মনমথ রাজে॥

মায়ূর।

রাধা বদন চাঁদ হেরি ভুলল
শ্যামক নয়ন চকোর।
ছন্দ বন্ধ বিনু ধবলী ধাওত
বাছুরী কোরে আগোর॥
শৃঙ্গহি দোহত মুগধ মুরারি।
খ্ুটহি অঙ্গুলী করত গতাগতি
হেরি হসত ব্রজনারী॥
লাজহি লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত
পুন লেই ছান্দন ডোর।
ধবলীক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল
গোবিন্দদাস পহু হেরি ভোর॥

তথা রাগ।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে।
চাঁদ চকোরে জনু পায়ল রে।
রাই প্রেম ভরে ভাসল রে॥
মুরছি অবনী তলে পড়লহি রে।
অরুণিত লোচনে ঢর ঢর রে॥
করে পহু কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে॥
দুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দদাস মনোমোহন রে॥

সারঙ্গ।

আন ছল করি সুবল করে ধরি
গমন করল বন মাহি।
তরু তরু হেরি কুসুম তহিঁ তোড়ই
যতনহি হার বনাই॥
মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর।
সুন্দরী মনে করি ভাবই পথ হেরি
আকুল মন নহে থির॥
নব নব পল্লবে শেজ বিছায়ল
নব কিশলয় তহিঁ রাখি।
কুসুম যোরি চিত ভেল আকুল
হেরইতে থির থির আঁখি॥
তৈখণে মদন দ্বিগুণ তনু দগধল
জর জর শ্যামর চন্দ্র।
গোবিন্দদাস পহুঁ সুবল করে ধরি
ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ॥

ভূপালী।

কানুক দরশন ভেল।
সহচরী তুরিতহিঁ গেল॥
কানুকথন শুনি ভোরি।
বেশ বনায়লি গোরী॥
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গ।
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ॥
নব নব নাগরী বালা।
যৈছন চাম্পকি মালা॥

বাওত কত কত তানে।
কত রস করতহিঁ গানে॥
রসিক রমণী রস ভাস।
সঙ্গে চলু গোবিন্দ দাস॥

সারঙ্গ।

বন মাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমর কর তাঁহি।
মারত বদন নেহারি কুসুম শর
শোহত সমরক মাহি॥
কো কহুঁ সমরক কেলি।
নওল কিশোর নবীন নব নাগরী
ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥ ধ্রু॥
মণিময় ভূষণ তনু তনু শোহন
রুণু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহ রমণী শিরোমণি
জিতল বিদগধরাজে॥

সারঙ্গ।

কাঞ্চন বরণ কান্তি কলেবর
বিহরই সুরধুনী তীর।
তরুণ অরুণ তরু তরু হেরি তোড়ই
কুন্দ কুসুম করবীর॥
সময়য় সকল সখাগণ সঙ্গহি
সরস রভস রসে ভোর।
গজবরগমন গঞ্জি গতি মন্থর
লোপতে গদাধর কোর॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ।
পূরব প্রেম পরমানন্দে পূরিত
পুলক পটলময় অঙ্গ॥ ধ্রু॥
নিরুপম নদীয়া নগর পুর নিতি নিতি
নব নব করত বিলাস।
দীনে দয়া কর ভুরিত দুঃখ হর
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

গান্ধার।

সখীগণে কানু পুছত কত বার।
কোন চোরায়ল মুরলী হামার॥
মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাঁহা পুন ছোড়লি কাঁহা পুন চাই॥
অব তুহুঁ কৈছন করবি উপায়।
সরবসধন তুয়া কোন চোরায়॥
কাতরনয়নে নেহারই কান।
সখীগণ মোরে মুরলী দেহ দান॥
কর গহি মুরলী কুঞ্জগৃহ মাঝ।
গোবিন্দদাস কহ যুবতী সমাজ॥

বরাড়ী।

সব সখীগণ মেলি করল পয়ান।
কৌতুকে কেলিকুণ্ড অবগান॥
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমর করত জলকেলি॥
বিথারল কুন্তল জর জর অঙ্গ।
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ॥
সখীগণ বেড়ল শ্যামরচন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি রহুঁ ধন্দ॥

তথা রাগ।

নাহি উঠল তীরে সঙ্গহুঁ সখীগণ
নাগরী নাগর রায়।
বসন নিচোড়ি মোছই সব তনু
নব নব বেশ বনায়॥
বিনোদিনী বেশ করত বরকান।
চিকুর নিঙাড়ি কবরী পুন বান্ধল
অলক তিলক নিরমাণ॥
সীঁথি বনাইয়া উরপর মেথই
মৃগমদচিত্র নিশান।
রতিজয়রেখ চরণযুগে লেখই
আর কত বেশ বনান॥
কতহুঁ যতন করি বসন পরায়ল
নূপুর মেখল রঙ্গে।

গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
মুরছায় কতহুঁ অনঙ্গে ॥

তথা রাগ।

রত্নথালী ভরি চিনি কদলী সর
আনলি রসবতী রাই।
শীতল কুঞ্জতল সুগন্ধ সুপরিমল
বৈঠল নাগর যাই ॥
ভোজন করু ব্রজরায়।
বাসিত বারি সুকর্পূর তাম্বুল
সখীগণ দেওত বাড়ায় ॥ ধ্রু ॥
অগোর চন্দন শ্যামঅঙ্গে লেপন
বীজই কুসুমক বায়।
সখীগণ সঙ্গে বিহার করত দুহু
গোবিন্দদাস বলি যায় ॥

কামোদ।

রাই কানু পাশা খেলে নিজ চিত্ত কুতুহলে
পণ কৈল সুরঙ্গ রঙ্গিণী।
পহিলে গোবিন্দ জিনে বটু আনন্দিত মনে
বান্ধল সে রঙ্গিণী হরিণী ॥
যুবদ্বন্দ্ব খেলে পুন মুরলী শারিকা পণ
দ্বিতীয়ে জিনিলা সুবদনী।
আনন্দে ললিতা ধাঞা, কৃষ্ণকর হৈতে লৈয়া
লুকাইয়া রাখয়ে বংশী আনি ॥
কৃষ্ণ রাধা পুনর্ব্বার খেলে পুন দুহুঁ হার
হেন কালে বটু মিথ্যা করি।
কৃষ্ণ উপদেশ দান জিনিবার অনুমান
কহে কৃষ্ণ মার এই শারী ॥
কলোক্তি শারিকা শুনি ভয়ে কহে দৈন্যবাণী
বৃক্ষ শাখা আগে উড়ি যায়।
রাই কানু তাহা দেখি হৈয়া সকৌতুকে সুখী
হাসে দুহুঁ আনন্দ হিয়ায় ॥
চতুর্থে রাখিলা পণ নিজ সহচরগণ
রাধিকার জয় অনুমানি।
বটু সশঙ্কিত হৈয়া চালে পাশা ভয় পাঞা
গোবিন্দের হীন দান জানি ॥
জিনিল জিনিল বলি এক পাশা কৈল চুরি
দেখি ক্রোধ করি সখীগণে।
বটুকে বন্ধন কাজে সব সখীগণ সাজে
অত্যন্ত কলহ তার সনে ॥

গৌরী।

সাঁঝ সময়ে গৃহে আওত ব্রজ সুত
যশোমতী আনন্দ চিত।
দীপ জ্বালি থালী পর করলহি আরতি
কতহিঁ গাওত গীত ॥
ঝলকত ও মুখ চন্দ।
ব্রজ রমণীগণ চৌদিকে বেড়ল
হেরইতে রতি পতি পড়লহি ধন্দ ॥
ঘণ্টা ঝাঁঝরী তাল মৃদঙ্গ বাজাওত
সখীগণ জয় জয়কার।
কুসুম বরিষত রমণীগণ হরষিত
আনন্দে জগ জন নগর বাজার ॥
শ্যামর অঙ্গ মনোহর মুরতি
বনি বন মাল বিরাজ।
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
সংশয় জীবনে যৌবনে পড়ু বাজ ॥

সিন্ধুড়া।

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর
তহি সাজয়ে অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন রঙ্গ পটাম্বর
লম্বিত মুকুতা দাম ॥
শোভা বনি অপরূপ।
গোপ গোয়াল সভা জন দ্বিজগণ
বৈঠল—জকে ভূপ ॥
কোই কোই গায়ত কোই বাজাওত
নাচত ধরতহিঁ তাল।
কোই চামর লই বীজন করতহিঁ
উজোর দীপ রসাল ॥

...ন ক...রি রাণী।
...বাসি... যশোমতী সুন্দরী
পাক কয়...য়ল আনি॥
নিতি নিতি ঐছন সুশীতল জল দেই
লখই না প...হি অঙ্গ।
চন্দন ঘোঁরি সাজি পুন বান্ধল
চূড়শিখণ্ডক রঙ্গ॥
...বাসি...ন অঙ্গে বিলেপন
যতনে পিন্ধায়ল বাস।
...ম হার উরে লম্বিত
কি কহব গোবিন্দদাস॥

তথা রাগ।

...তন করি রাই সুনাগরী
বয়লহি বহু উপহার।
...রী ভরি চিনি কদলী সব
চন্দন মনোহর মাল॥
প্রিয় সহচরী হাতে দেল।
...নন্দ মহল মাহা মিলল
যশোমতী আগে লই গেল॥ ধ্রু॥
...ঠাই যতন করি লেয়ল
চিনি কদলী উপহার॥
নবনীত দধিকর শাকর
...রনি... বহুবিধ রসপরকার॥
...য়ল বহু সুখ পাওল
...কর্পূর তাম্বুল দেল।
অবশেষ রহল খারী পর
গোবিন্দদাস লই গেল॥

...বর্ত্তী ভূপালী।

...গৃহে শয়ন করল যদুবার।
...নে ...ন নিজ নিজ গৃহে চলি যায়॥
...জ তব ভোজন কেল।
...পেম ... নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল।
...ক লোক সব নিশবদ ভেল।
চলইতে...

ময়ূর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
গোবিন্দদাস পহু শুনি উনমাদ॥

তথা রাগ।

কানন-কুঞ্জে কুসুম পরকাশ।
শারী-শুক-পিক মধুরিম ভাষ॥
গুঞ্জত ভ্রমরা ভ্রমরী উতরোল।
মধু-লোভে মাতল আনন্দে ভোল॥
তাহি গমন করু বিদগধ-রাজ।
রণঝন কিঙ্কিণী নূপুর বাজ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেজ বিছায়ল কিশলয়-পুঞ্জে॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহুঁ না সুন্দরী করল পয়ান॥
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিগে হেরত গোবিন্দদাস॥

কেদার।

গুরুজন পরিজন ঘুমাওল জান।
সময় জানি ধনী করল পয়ান॥
নিভৃতনিকুঞ্জে মিলল বরকান।
দারুণ মদন পাওল সমাধান॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
চাঁদ চকোর জনু মিলল নয়ান॥
তনু তনু মিলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস গান॥

কেদার।

সখীগণ মেলি করত কত রঙ্গ।
কত রস গাওত নয়নক ভঙ্গ॥
কেহ কেহ নাচত কেহ ধরে তাল।
কোই বাজাওত যন্ত্র রসাল॥
নাগর নাগরী দুহুঁ ভেল ভোর।
গণ কর...কোর॥

হায়ল আন ॥
বৈঠল তায় ।
লে আন পলে যায় ॥
ন রস পরকাশ ।
গোবিন্দদাস ॥

গান্ধার ।

দুহুঁ তনু মিলল
আনন্দ কন্দ ।
তমাল জনু বেঢ়ল
রাসল চন্দ ॥
ন ভ্রমরা রহু মাতি ।
তড়িত লতাবলি
বিনরয়ে ছাতি ॥
কাঞ্চনে জনু বেঢ়ল
ভল মুখ জ্যোতি ।
বিন্দু বিন্দু চোয়ত
দে বিথারল মোতি ॥
কথই না পারিয়ে
দুহুঁ জন রঙ্গ ।
নিতি নিতি ঐছন
য় রস পরসঙ্গ ॥

তথা রাগ ।

বৈঠল দুহুঁ জন
ই দুহুঁ মুখ চন্দ ।
তাম্বুল দুহুঁ দেয়ল
চুলায়ত মন্দ ॥
থ দুহু রহি চাই ।
া বদন ঘন চুম্বই
রুঁ তনু বিলুঠাই ॥
ন শোভিত তো দুহুঁ তনু

যৈছন মদক   ময়ূর
তৈছন বিদগধ রাজ ॥
করহু যতন করি   কুঞ্জ বিথারি
ডুহু তনু এক নবীন
বিকশিত কুসুম   শেজ
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

বিভাষ ।

বেশ বনাই   বদন পুন
পদে পড়ু বারহি বার ।
চর চর লোর   চরকি পড়ু
নিজ তনু নহে আপনার ॥
সুন্দরী কোরে আগোরল কান
দেহ বিদায়   মন্দিরে শ্যাম
দিনকর করত পয়ান ॥
কামুক চীত   থির করি
কুঞ্জকি বাহির ভেল
বসনহিঁ ঝাঁপি   অঙ্গ
নিজ মন্দিরে চলি গেল ।
রতন-পালঙ্ক পর   বৈঠল রসবতী
সখীগণ মুকুরই চাই ।
রজনী পোহায়ল   গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥

ভাটিয়ারি ।

কীরক মুখে শুনি   জয়তী-আগমন
চলু সবে রবিক মন্দিরে ।
গন্ধ মাল্যাদ্য   ষোড়শ উপচার
আর কত কত উপহারে ॥
দেখ বিপ্র-বেশ-ধর শ্যাম ।
জয়তীক আগে   যাই কহই শুন
বিশ্বশর্ম্ম মঝু নাম ॥
সো শ্যামবচন   মুরতি তৌরি তৈখন
পরণাম করি কহে সোই ।

দেখি চিত্তে লাগল
অন্তরে বরণ কৈল তোয় ॥
নিতি-নিতি আসি পূজাহবি স্মরদেব
যৈছবি শুভ-বর গোই।
গোধন রতন পূরণ মধু সুতক
বধূক সঙ্গী পণ হোই ॥
শ্যাম কহত তব ঐছন হোয়ব
পূজসি পশুপতি সুর।
রজনী দিন মাহা নিতি পূজায়ত
তব ত মনোরথ পূর ॥
পুনহি কহত উহ ঐছন হোয়ব
তেজীয়ান্ তুহু ব্রহ্মচারী।
শুনি এত বচন চাহে পুন আনন
মনতি হাসই ব্রজ-নারী ॥
নানাবিধ বরণ পূজন করি কতক্ষণ
আর কত কত বর রঙ্গ।
যোই করত সোই প্রেমক সঙ্গতি
অংগে লহত তনু-ভঙ্গ ॥
খেলি অবসান কোরি সবে আকুল
গমন করল নিজ গেহ।
গোবিন্দদাস কহ আপন বশ নহ
বিরহে অবশ সব দেহ ॥

তথা রাগ।

তহিঁ সুগমন করল বর-রঙ্গিণী
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
তাহিঁ জয় শঙ্খ হুলাহুলি ঘন ঘন
ভানু-আরাধন-কেলি ॥
দ্বিজবর বিদগধ-রাজ।
ঘৃত সিত কুঙ্কুম সুগন্ধি চন্দন
কর্পূর-পূর কর সাজ ॥ ধ্রু ॥
বহু উপভোগ তাম্বুল আদি দেওল
চিনি কদলক ফুল-হার।
সুবাসিত বারি ক্ষীর দধি শাকর
সেবন বহু পরকার ॥
কুহুম-অঞ্জলি যৈছন স
আনন্দে কো কহু ওর।
দ্বিজবর কনক- লতাব
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥

তথা রাগ।

সখীগণ মেলি করল জয়কা
শ্যামর-অঙ্গে যৈছন ফুল-হার
নিজমন্দিরে ধনী করল পয়া
বন মাহা গমন করল বর-ক
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোর
মণিময় ভূষণ অঙ্গে উজোরি
শঙ্খ শব্দ ঘন জয়জয়কার।
সুন্দর বদন কবরী কুচ ভার
হেরি মদন কত পরাভব পা
গোবিন্দদাস দুহুঁক রস গা

পূরবী।

নিজ মন্দিরে যাই বৈঠল
গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরীষ-কুসুম জিনি, তনু অতি
ঢল ঢল ও মুখ-চন্দ।
নিতি নিতি ঐছন রীত
রসবতী রসিক মনোহ
অপরূপ দুহুঁক চরিত ॥
বিবিধ মিঠাই আরী ত.
ভোজন করতহিঁ গোরী
কর্পূর তাম্বুল মদন
কুঙ্কুম চন্দন ঘোরি ॥
নিজ-গৃহ-কাজ সমাপত
গুরুজন সেবন কেল।
গোবিন্দদাস দীপ হুহিঁ
খেলি অবসান হৈ গেল

ধানশী।

আজু লো শিঙারে ধনি কে চ
মুরজন-হৃদয়ে কুসুম-শর-জালা

ধান্দ দেখ

পঙ্কজক র

চাচর চি

ভুরু যুগ

চঞ্চল কু

বিকচ-কমলে জনু খঞ্জন নাট ॥

যৌবন-মদে গতি মন্থর ভাতি।

জনু মত্ত কুঞ্জর গতি মদে মাতি ॥

বিলসই কুঞ্জে ধনী নাগর পাশ।

হেরত আনন্দে গোবিন্দদাস ॥

কেদার।

অপরূপ গোরা নটরাজ।

প্রকট-প্রেম বিনোদ নব-নাগর

বিহরই নবদ্বীপ মা

কুটিল কুন্তল

চন্দন-তিলক-ল

হেরি,কুলবতী

দুয়ারে দেওল

অধর বান্ধুলী

মধুর বচন রসাল।

কুন্দ হাস প্রকাশ সুন্দর

ইন্দু মুখ উজিয়ার ॥

যুগল পেখলু

নখর বিধুমণি জোর।

সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল

গোবিন্দদাস মন ভোর ॥

প্রার্থনা

বলরাম দি

সঙ্গে অবতার।

পদ ধরি আমারে

না লইনু মুক্তি দুরাচার।

আরে পামর মন বড় শেল র

হেন সঙ্কীর্তন-রসে

বঞ্চিত মো হেন অ

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদ কল্পতরু-ছা

সব জীব তাপ পাসরিল।

মুঞি অভাগিয়া বিষ- বিষয়ে মাতি

হেন যুগে নিস্তার না হৈল

আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবে

মারোঁ মো পা

না

জীবন্মৃত গো ॥

পাহিড়া।

হরি হরি বড় দুঃখ রহল মর

-কীর্তন রসে জগ জ

বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥

ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই শচী-সুত হৈ

বলরাম হইল নিতাই।

দীন হীন যত ছিল হরি-নামে

তার সাক্ষী জগাই মাধাই

হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মি

না ভজিলাম হেন অবতা

বিষয়-বিষে সতত মজি